



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
June 2023

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা প্রতিজ্ঞা করো যে, তোমরা পাস উইথ অনার হয়ে দেখাবো, কখনোই মাতা-পিতার প্রতি সংশয় বৃদ্ধি হবো না, সদা সুপুত্র হয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চলবো"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, মায়ার সাথে বক্সিংয়ের সময় কোন্ বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে?

*উত্তরঃ - বক্সিং করার সময় মনে যেন কখনো মাতা পিতার প্রতি সংশয় না আসে, এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মনে যদি অশুদ্ধ অহংকার, অশুদ্ধ লোভ বা অশুদ্ধ মোহ চলে আসে তবে পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। তোমাদেরকে অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার শুভ লোভ এবং এক বাবার প্রতি সম্পূর্ণ মোহ রাখতে হবে। জীবিত অবস্থাতেই সবকিছুর থেকে মরে যেতে হবে। যাই ঘটুক না কেন, নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করো যে - আমরা শুধুমাত্র এক বাবারই হয়েই থাকবো, বাবার থেকেই উত্তরাধিকার নেবো। তাঁর প্রকৃত সন্তান হলে অসীমিত প্রাপ্তি হবে, মনে যদি বিন্দুমাত্র সংশয় জাগে তাহলে পদ হারিয়ে ফেলবে।

*গীতঃ- তোমাকে আহ্বান করতে হৃদয় চায়....

ওম্ শান্তি । ওম্ শব্দের অর্থ হলো অত্যন্ত সহজ - আই এম আত্মা (আমি আত্মা), আই এম সাইলেন্স (আমি শান্ত স্বরূপ) । অবশ্যই আত্মা তো হলো ইমর্টাল। এ কথা কে বুঝিয়ে দেন? অসীম জগতের বাবা এসে একথা বুঝিয়ে দেন। তাঁর সন্তান তো অনেক। তাদের মধ্যেও কোটির মধ্যে কেউ কেউ, আবার সেই কতিপয়েক এর মধ্যেও কেউ কেউ তা বুঝতে পারে। বাচ্চারা জানে যে, অসীম জগতের বাবা এসে আমাদেরকে অসীমিত সুখের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলছেন। আমরাই সেই পূজনীয় দেবী দেবতা ছিলাম, সেই স্বর্গীয় জগতের মালিক ছিলাম। ভারত ছিল সোনার চড়ুই পাখি। সেই সময় ভারত ছিল রাইটিয়াস (ধার্মিক), ল'ফুল (ন্যায় পরায়ণ), ১০০ ভাগ সলভেন্ট - এইসব কথা বাবা এসে বুঝিয়ে দেন। অবশ্যই আমরাই কতখানি যোগ্য ছিলাম, সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলাম। এখন বাবা এসে পুনরায় আমাদেরকে বিশ্বে রাজত্ব করার অধিকারী করে তোলেন। মায়া এত কাণ্ডাল করে দিয়েছে যে এখন বাচ্চাদের আর কানাকড়িরও মূল্য নেই আনরাইটিয়াস (অধার্মিক) কাজকর্ম করতে থাকে। একমাত্র বাবাই আমাদেরকে রাইটিয়াস হতে শেখান - একেই বলা হয় টুথ (সত্য) । যাঁর মহিমা কীর্তনে তোমরা ভক্তি মার্গে গাইতে যে - তুমি মাতা পিতা.... এখন তাঁরই সামনে তোমরা সবাই বসে রয়েছে আর অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করছো। এখন তোমরা জানো যে - আমরা তাঁর হয়ে গিয়েছি। বাবাও বলেন যে - তোমরা আমার হয়ে গেছো, এই সময় কেউই আমাকে অর্থাৎ নিজেদের পিতাকে জানে না। কখনো তো ওরা বলে যে, ঈশ্বর নাম রূপেরও ঊর্ধ্বে আবার কখনো সমস্ত নাম রূপের মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব আছে বলে যে - সর্বত্র বিরাজমান পরমাত্মা। এখন অনেক ধর্ম, অনেক মত হয়ে গেছে, তাই বাবা বলেন যে - এই সমস্ত দেহের ধর্মকে ত্যাগ কর। আত্মা বলে - আমি খ্রিস্টান, আমি মুসলমান - এখন এই সমস্ত দেহের ধর্মকে ভুলে যেতে হবে। এখন বাবা বলেন - আমার আদরের বাচ্চারা। যখন মাঝমাঝে বাবা বলা হয়, তাহলে মাঝমাঝে কেউ কখনো ভুলতে পারে না। এ বড় ওয়ান্ডার (আশ্চর্যজনক) ব্যাপার যে, বাচ্চারা এমন মাতা পিতাকে ভুলে যায় যাঁর থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। লৌকিক মাতা পিতাকে তো জন্ম জন্মান্তর ধরে স্মরণ করেছে। এখন এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। তোমরা নিশ্চয় করো যে, যথার্থই কল্প-কল্প ধরে, সেই বাবা এসে আমাদেরকে দেবতা করে তোলেন। তা সত্ত্বেও, এমন বাবাকে তোমরা ভুলে যাও কিভাবে? বাচ্চারা বলে যে, ড্রামা অনুযায়ী, কল্প পূর্বেও তারা ভুলে গিয়েছিল। বাবার হয়ে পুনরায় বাবাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে ঈশ্বরের হয়েও, জ্ঞান শুনেও, অন্যকে শুনিয়েও..... পুনরায় অহো মম মায়া (মায়ার প্রকোপে) বাবাকে ছেড়ে ভাগিনী হয়ে যায়। মায়া কখনো লৌকিক বাবার সাথে যোগাযোগ ছিল করিয়ে দেয় না। তবে হ্যাঁ, লৌকিকেও কোনো কোনো সন্তান তার বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। পারলৌকিক বাবা তোমাদেরকে স্বর্গের যোগ্য করে তোলার জন্য, কতো বিপুল পরিমাণে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। লৌকিকে রয়েছে সীমাবদ্ধ জগতের সীমাবদ্ধ মাতা পিতা, ইনি হলেন অসীম জগতের মাতা পিতা - যিনি তোমাদেরকে স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করেন। তাঁর ওপর নিশ্চয় থাকা সত্ত্বেও, এমন বাবাকে কেন তোমরা ছেড়ে চলে যাও? ভালো ভালো সন্তানেরা ৫-১০ বছর থেকে খুব ভালোভাবে নিজেদের পাঁট পালন করে, তারপর পুনরায় মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে যায়। এ তো হলো যুদ্ধক্ষেত্র। বাবার স্মরণ কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়। তাঁকে স্মরণ করাতে কমতি থাকলে, অনেক বড় লোকসান হয়ে যায়। তখন এই যুদ্ধে বাচ্চাদেরকে হারিয়ে দিয়ে, মায়া তাদেরকে নিজের করে নেয়, একেবারে কাঁচা

চিবিয়ে খেয়ে নেয়, অজগরের মত একেবারে গিলে ফেলে। তোমরা মহারথী হয়ে ওঠো আর তারপর আবার মায়া এসে তোমাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে একেবারে গিলে খেয়ে নেয়। অনেক ভালো ভালো ফার্স্ট ক্লাস বাচ্চারা যারা ধ্যানে যেত, যাদের ডাইরেকশন (নির্দেশ) অনুযায়ী, মাতা-পিতাও পার্ট পালন করতেন, আজ তারা আর বাবার কাছে নেই। কি হলো তাদের? কোনো না কোনো বিষয়ে মনে সংশয় প্রবেশ করেছে।

বাবা বুঝিয়ে দেন যে - নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তি, সংশয়বুদ্ধি বিনশন্তি। সংশয়বুদ্ধি এসে গেলে, এইভাবে কতজন যে অধমগতি প্রাপ্ত করবে! এখানে তোমরা এসেছো বাবার থেকে, প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে। যদি মাঝপথে আশ্চর্যবৎ ভাগিনী হয়ে বাবাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে কি পদপ্রাপ্ত করবে। প্রজার মধ্যেও এসে কম পদপ্রাপ্ত করবে। সাথে সাথে অনেক সাজাও খেতে হবে। যেমন ওই গভরমেন্টে চিফ জজ ইত্যাদি থাকে, এখানে তো সবই একজনই। বাবা বলেন, আমি এসেছি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে। যদি পুরোপুরি আমার না হয়ে যাও তাহলে তোমরা পতিতেরও পতিত হয়ে যাবে। সর্বশক্তিমান বাবার ডিস-রিগার্ড (অসম্মান) করলে, ধর্মরাজের কাছ থেকে অনেক কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। এ সকল কথা খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার বিষয়। তুমি তো মাতা-পিতা..... এ'কথা বলে তারপর তাঁর দেখানো শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। শ্রী শ্রী'র মত অনুযায়ী চলে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে। তোমরা শ্রেষ্ঠ ছিলে, তোমরাই ২১ জন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী হয়ে, মহারাজা মহারানী হয়ে যাবে। শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য শ্রী শ্রী'র মত প্রয়োজন। কেবলমাত্র একজনকেই শ্রী শ্রী বলা যেতে পারে। দেবতাদেরকে শুধুমাত্র শ্রী বলা হয়। এখন হলো আসুরিক সম্প্রদায় অর্থাৎ মানুষ চলছে অসুরের মত ৫ বিকারের মতানুযায়ী। বাচ্চারা এখন তোমরা শ্রী শ্রী'র মত প্রাপ্ত করছো, যার দ্বারা তোমরা শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীনारायण হয়ে যাও। তোমরা এই পদবী প্রাপ্ত করো। তোমরা তো রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করো। সত্যযুগে এবং ত্রেতাযুগে তোমাদের মাথায় থাকে পবিত্রতার মুকুট এবং রত্নখচিত রাজমুকুট। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীদেরও মাথায় রাজমুকুট দেখানো হয়। মহারাজা মহারানীর মাথায় রাজমুকুট দেখানো হয়। প্রজার মাথায় কখনো মুকুট দেখানো হয় না। তারপর দ্বাপরযুগ থেকে যখন পতিত হয়ে যায় তখন আলোর মুকুট দেখানো হয় না। পতিত রাজা-রানীরা পবিত্র রাজা-রানীর পূজা করেন। এখন তো দুটোর একটাও মুকুট নেই। মুকুট বিহীন হয়ে গেছে। এখন চলছে, প্রজার উপরে প্রজার রাজত্ব, যাকে পঞ্চায়েতি রাজত্ব বলা হয়। তোমরা হলে পান্ডব, তোমাদেরও কোনো মুকুট নেই। তোমরা কতো বুদ্ধিমান হয়ে গেছো। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন তথা সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তকে এখন তোমরা জেনে গেছো। তোমরা জানো যে, আমরা পুনরায় ডবল শিরতাজ (মুকুটধারী) হয়ে উঠছি। হেলথ ওয়েলথ (স্বাস্থ্য সম্পদ) উভয়ই প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের বাবা তোমাদেরকে এখন পড়াচ্ছেন সূতরাং তোমরা হলে পাণ্ডব গভরমেন্টের স্টুডেন্ট। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। গীতাতে শুধুমাত্র নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গম হওয়ার জন্য এই ভুল করে ফেলেছে।

এখন তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। সত্য-ত্রেতা যুগে তোমরা সুখ প্রাপ্ত করো তারপর তোমাদেরই স্মরণিক দ্বাপর থেকে শুরু করে তৈরী হওয়া শুরু হয়। এখন যদি কেউ দেহত্যাগ করে তাহলে তার স্মৃতিমন্দির এই মৃত্যুলোকেই তৈরি করা হয়। যেমন নেহেরু যখন দেহত্যাগ করেছিল তখন তার স্মৃতিমন্দির এখানেই বানানো হয়েছিল। অমরলোকে অর্থাৎ সত্য-ত্রেতাতে তোমাদের কোনো স্মরণিক বা স্মৃতিমন্দির থাকবে না, তা তৈরি হবে পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ দ্বাপর যুগে। সূতরাং দ্বাপরযুগ থেকে এসব কিছু তৈরি হওয়া শুরু হয়, যা এখন তোমরা দেখতে পাও। জগদম্বা আদিদেবী কে? সে'কথা কেউই জানে না। এসব তো জানতে হবে, তাই না। এই ড্রামার আদি মধ্য এবং অন্তিম এর রহস্যের কথা মানুষের জানা উচিত, তাই না। লক্ষ্মী-নারায়ণও এসব কথা জানে না। বাবা হলেন নলেজফুল, তোমরা তাঁর সন্তান মাস্টার নলেজফুল হয়েছো পুরুষার্থের ক্রম অনুযায়ী। বাবা পবিত্রতার সাগর, তোমরাও তেমনি হয়ে যাও। যে সকল আত্মা অপবিত্র হয়ে গেছে তারা এখন পবিত্র হয়ে ওঠে, এছাড়া গঙ্গা নদীতে স্নান করলে কেউ পবিত্র হতে পারে না। পতিতপাবন একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। তোমরা তাঁর সামনে বসে আছো? একবার যদি তাঁর উপরে দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে গেলো, তো ব্যস্ হয়ে গেলো। সন্তানরা কি কখনো নিজের বাবাকে ভুলে যেতে পারে। দেহত্যাগ করলেও তার আত্মাকে আহ্বান করে। তখন সেই আত্মা এসে কথা বলে। ড্রামা অনুসারে যেরকম পার্ট থাকে, সেই অনুযায়ী সেই আত্মা এসে কথাবার্তাও বলে। যা কিছু পাস্ট (অতীত) হয়ে গেছে সে সব ড্রামাতেই নিহিত আছে। এই ড্রামাকে রাইট ওয়েতে (সঠিক ভাবে) জানা উচিত। এমন নয় যে, যদি ভাগ্যে থাকে তবে পুরুষার্থ করবো। কেউ চুপচাপ বসে থাকবে আর জল আপনা আপনি এসে মুখে পড়বে - তা হতে পারে না। প্রত্যেকটি বিষয়ে পুরুষার্থ (পরিশ্রম) ফার্স্ট (সর্বপ্রথম)। এমনি চুপচাপ কেউ বসে থাকতে পারে না, চুপচাপ বসে থাকলে তা মৃত্যুরই সমান। সন্ন্যাসীরা কর্ম সন্ন্যাস করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত দেহের এই সমস্ত কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মের সন্ন্যাস করা সম্ভব নয়। ওঠা বসা কি করে করবে?

আত্মা এই শরীরকে চালনা করে, আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার রয়েছে। রাত্রিকালে আত্মা অশরীরী হয়ে যায়। আত্মা বলে যে - আমি কর্ম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাই, তাই রাত্রে বিশ্রাম করার জন্য অশরীরী হয়ে যাই। আত্মাই এই শরীরের মাধ্যমে থাওয়া দাওয়া করে। আত্মা এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বলে যে - আমি ব্যারিস্টার, আমি অমুক, আমি তমুক। আত্মাই বাবাকে আহবান করে, তাঁকে স্মরণ করে বলে- হে গডফাদার! দয়া করো। তিনি হলেন নলেজফুল, ব্লিসফুল (আনন্দময়) - তাঁর কাছে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। এখানে তোমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড কি, সৃষ্টিলোক কি, ড্রামা কিভাবে রিপীট হয়, সকলে কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, কিভাবে পুনর্জন্ম নেয়, কত জন্ম গ্রহণ করে - এসব কেউ জানে না। বাচ্চারা, তোমরা পুরুষার্থ অনুসারে সবকিছু জানতে পারো। অন্যদেরকেও এই জ্ঞান চিতায় বসিয়ে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার পথনির্দেশ দিতে হবে। তোমরা ছাড়া সেই পথের ঠিকানা আর তো কেউই জানে না। বাবা বোঝাতে থাকেন - বাচ্চারা, কখনো যেন বাবার হাত ছেড়ে না। বাবাকে স্মরণ করলে, তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবাকে বাচ্চাদেরকে স্মরণ করার দরকার হয় না। তিনি তো জানেনই যে - এরা আমার সন্তান, সবাই আমাকে স্মরণ করে, নির্বাণধামে আমার সাথেই সকলকে থাকতে হবে। তাই ভুল করেও যেন কখনো বাবাকে ভুলে যেও না। মনে বাবার প্রতি কোনো সংশয় যেন কখনো না আসে।

এখন তো বাবা এই ফরমান জারি করেন যে - মামেকম স্মরণ করো আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। যে কোনো রকমের খটখটি লাগুক না কেন, বাবাকে কখনোই ভুললে চলবে না। বাবাকে ভুলে গেলে, তীরে এসে তরী ডুবে যাবে। তোমাদের শত্রু অনেক রয়েছে, কারণ তোমরা নিজেরাই বলো যে, এই রুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত থেকে বিনাশের জ্বালা প্রজ্বলিত হয়েছে। তোমরা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এই যুদ্ধের পরেই মুক্তি-জীবনমুক্তির দরজা খুলে যাবে। অনেক আত্মাই যাবে মুক্তিধামে, তারপর তারা আসবে জীবনমুক্তিতে। সর্ব প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা এখানে আসে, তারপর বাদবাকি সমস্ত আত্মারা নিজের নিজের এক-একটি ধর্ম স্থাপন করে। বাবা বলেন - আমি প্রথমে ছোট ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন করি। তার সাথে সাথে ব্রাহ্মণদেরকে দেবী-দেবতা করে তুলি। শূদ্ররা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ না হতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঠাকুরদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। সকলকেই বর্ণ অনুযায়ী অবশ্যই এখানে আসতে হবে। যারা দেবী-দেবতা কুলের তাদেরকে দেখে বোঝা যায়। যারা এই কুলে আসবে, তাদের দ্বারাই স্যাপলিং (চারাগাছ) লাগানো হচ্ছে। সুতরাং বাবা বোঝাতে থাকেন - এমন মিষ্টি মধুর বাপদাদাকে কখনো ভুলে যেও না। যাকে উদ্দেশ্য করে তোমরা বলো যে - তুমি মাতা-পিতা.... তোমার দেওয়া শিক্ষাগ্রহণ করে আমরা অসীমের ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত করবো। পুরুষার্থ করে উঁচুর থেকেও উঁচু পদপ্রাপ্ত করতে হবে। সুপুত্রা প্রতিজ্ঞা করে যে - বাবা, আমরা পাস উইথ অনার হয়ে দেখাবো, আমরা সূর্যবংশী রাজ্য ভাগ্য অবশ্যই প্রাপ্ত করবো। বাবা বলেন - খুব ভালোভাবে নিজেকে সামলাতে হবে। মায়াও কিছু কম নয়। প্রত্যেকে এতটা পুরুষার্থ করো যাতে, তোমরা স্বর্গে সূর্যবংশী পদ প্রাপ্ত করতে পারো। এখন পুরুষার্থ করলে, কল্প-কল্প তোমাদের এইরকমই পুরুষার্থ চলতে থাকবে। তাই বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, একটু সামলে চলো। সংশয় বুদ্ধি কখনো হয়ো না। লৌকিক সম্বন্ধেও সন্তানেরা কখনোই মাতা পিতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে না, তা ইম্পসিবল (অসম্ভব)। এখানেও বাবা যেন সদা সর্বদা বুদ্ধিতে মনে থাকেন। ইনি হলেন অসীমের সুখ প্রদানকারী বাবা। বাচ্চারা, তবুও মায়া এসে তোমাদেরকে বস্ত্রিংয়ের হারিয়ে দেয়। বাবা বলেন - কখনোই অশুদ্ধ অহংকারে অথবা অশুদ্ধ লোভে জড়িয়ে পড়ো না। বাস্তবে তোমরা অত্যন্ত লোভী। কিন্তু তোমাদের মনে যেন শুদ্ধ লোভ থাকে যে, অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। একমাত্র বাবার প্রতি সম্পূর্ণ শুদ্ধ মোহ রাখো। বেঁচে থেকেও এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মরে যেতে হবে। ব্যস, আমরা তো শুধুমাত্র এক বাবারই, বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো, যাই ঘটুক না কেন - নিজের কাছে নিজে এই প্রতিজ্ঞা করো। এ হলো অসীমের প্রাপ্তি। আর অন্য কোথাও কিছুই প্রাপ্তি হয় না। তাই যদি অন্য কোনো কথায় সংশয় যদিও বা আসেও, কিন্তু এতে কোনো সংশয় মনে আসা উচিত নয়। তোমরা তো বাবার হয়ে গেছো না! বাবার প্রতি মনে কোনো সংশয় আসা উচিত নয়। বাবার নিজের সন্তান তাকেই বলা হবে যে, সম্পূর্ণ পবিত্র। পতিতকে বলা হয় সং সন্তান। ক্রমে ক্রমে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে যে, যদি কেউ এই সময় দেহত্যাগ করে তাহলে সে কোন্ পদপ্রাপ্ত করবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ড্রামাকে খুব ভালোভাবে জেনে বুঝে চলতে হবে, পুরুষার্থ করে নিজের প্রালব্ধ তৈরি করতে হবে। ড্রামা বলে বসে

থাকলে চলবে না।

২) কখনো বাবার ডিস-রিগার্ড (অশ্রদ্ধা) করবে না। প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। বাবার প্রতি মনে কখনো কোনো সন্দেহ যেন না আসে।

বরদান:- নিজে সন্তুষ্ট থাকো আর সকলকে সন্তুষ্ট করে শুভ ভাবনা শুভ কামনা সম্পন্ন ভব
ব্রাহ্মণ অর্থাৎ নিজে সদা সন্তুষ্ট থাকবে আর সকলকে সন্তুষ্ট করবে। সেইজন্য যাই ঘটে যাক না কেন, অন্য কেউ যতই নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, কিন্তু সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং করতে হবে - মনে এই স্মৃতি থাকলে কখনো ক্রোধ আসবে না। যদি কেউ বারবার কোনো ভুল করতে থাকে, তাহলে তাকে পরিবর্তন করার জন্য তার উপরে ক্রোধ করো না - বরং করুণাময় হয়ে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার দৃষ্টি রাখো, তবে সহজে তার পরিবর্তন হয়ে যায়।

স্নোগান:- পরমাত্ম ভালোবাসার অনুভাবী হও, তাহলে কোনো প্রতিবন্ধকতাই আটকাতে পারবে না।

এই মাসের সমস্ত মুরলী (ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারীজ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সার্ভিসের নতুন নতুন নতুন যুক্তি বের করতে থাকো । ভারতকে দৈবী স্বরাজ্য বানানোতে বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হও"

*প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদের কোন্ স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি আশা রাখেন?

*উত্তর:- বাবা স্মরণ করিয়ে দেন - বাচ্চারা, তোমরা কল্প - কল্প মায়াজিৎ, জগৎজিৎ হয়েছে। তোমরা মাতা - পিতার হৃদয় সিংহাসন জয় করেছে তাই এখন তোমরা মায়ার তুফান দেখে ভয় পেয়ো না । কখনোই মায়ার বশীভূত হয়ে কুল কলঙ্কিত করো না । আদরের প্রিয় বাচ্চারা, এই বৃদ্ধ বাবার দাড়ির সম্মান রেখো । এমন কোনো কাজ যেন না হয়, যাতে বাবার নাম বদনাম হয় । তোমরা যোগবলে বিকারকে দূর করতে থাকো, বাবার সমান নিরাকারী, নিরহংকারী হও ।

*গীত:- দুয়ারে এসেছি প্রতিজ্ঞা নিয়ে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা খুব ভালোভাবে জেনে গেছে যে, অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অবশ্যই ভালোবাসা পাওয়া যায় । এই জগতের লৌকিক বাবা নিজের বাচ্চাদের যেমন ভালোবাসেন। খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করেন, তাদের সেবাও করেন যাতে আমাদের কুল বৃদ্ধি পায় । ভক্তিমার্গেও অসীম জগতের বাবাকে সবাই স্মরণ করে । অবশ্যই তাহলে কখনো বাবার সাথে মিলিত হবে । এখানেও বাবা বলেন - আমি তোমাদের বাবাও, শিক্ষাদাতাও অর্থাৎ ডামার আদি, মধ্য, অন্তের নলেজের দাতাও । একেই জ্ঞান বলা হয় । বাকি শাস্ত্রে আছে ভক্তিমার্গের জ্ঞান। এতে কোনো মুক্তি - জীবনমুক্তি পাওয়া যায় না । বাবা বলেন, সকলের মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দাতা হলাম আমি । আমাকেই মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দান করার জন্য আসতে হয় । তাই কল্প - কল্প, কল্পের এই সঙ্গম যুগে আমাকেই আসতে হয় । ড্রামা অনুসারে মায়া পাঁচ বিকার তোমাদের দুঃখী করে দেয় । তোমরা জানো যে, এখন দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে । বিনাশ হয়ে যাবে । সেই সময় রক্তের নাটকের খেলার পার্ট শুরু হবে । কত রক্তের নদী বয়ে যাবে আর সত্যযুগে ঘিয়ের নদী বইবে । এই সময় রক্তের নদী বইবে আর সেই সময়ই হাহাকারও হতে থাকবে । মানুষ অত্যন্ত দুঃখী হয়ে পড়বে। বাচ্চাদের এখন খুব ভালোভাবে বাবার এই সার্ভিস বৃদ্ধি করতে হবে । তোমাদের মতো সাহায্যকারীদের দ্বারাই ভারত স্বর্গ হয়ে ওঠে। তোমরা জানো যে, আমরাই সেই হারানিধি ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ বাচ্চারা, যারা ভারতকে আবার দৈবী স্বরাজ্য তৈরী করি । আমরা বাবার থেকে দৈবী স্বরাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । বাবা বলেন - বাচ্চারা, সার্ভিসের উপায় বের করতে থাকো । ব্রহ্মা বাবারও তো চিন্তন চলতে থাকে, তাই না । একেই স্বদর্শন চক্র বলা হয় । এ খুবই সুন্দর জিনিস, এতে তোমরা খুব ভালো সার্ভিস করতে পারো । এই রাজধানী স্থাপন করাতে অথবা ভারতকে রাবণ রাজ্য থেকে পরিবর্তন করে রাম রাজ্য স্থাপন করাতে কোনো খরচ নেই। তোমরা হলে নন ভায়োলেন্স, অহিংসক। সর্ব গুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, অহিংসা পরম ধর্ম তোমরাই হও।

তোমরা বলো, আমাদেরকে বাবার সাহায্যকারী হয়ে ভারতকে হীরে তুল্য বানাতে হবে । কল্প - কল্প আমরা এই সার্ভিসই করি । এখন আমরা গড ফাদারলী সার্ভিসে আছি । গড ফাদারলী স্টুডেন্টও আছে, আবার গড ফাদারলী চিল্ড্রেনও আছে । আমাদের উপরে অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি (দায়িত্ব) । যারা বাবার বাচ্চা হয় তাদের উপরে এই রেসপন্সিবিলিটি থাকে । বাবা বলেন, তোমরা সচেতন থেকো, কোনো ভুল ক'রো না । বাবা অনেক ধরনের সার্ভিসের উপায় বলে দেন। ভারতবাসীকে কীভাবে অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার রাস্তা দেখাবে। তোমাদের বোঝানো হয়, এই উত্তরাধিকার তো ২১ জন্মের জন্য সত্যযুগের জন্মসিদ্ধ অধিকার। সত্যযুগী দৈবী সার্বভৌমত্ব তোমাদের ঈশ্বর পিতার থেকে জন্মসিদ্ধ অধিকার। বাবা হলেনই স্বর্গের স্থাপনাকারী । তোমাদের এখানেই পুরুষার্থ করতে হবে । এমন নয় যে, তোমরা সত্যযুগে গিয়ে করবে । বাবাকে বোঝাতে হয়, তাহলেই সমস্ত বাচ্চা শুনবে । এই গোলা হলো স্বদর্শন চক্র, এই কথা বড় আয়রন সীটে লিখে তারপর বড় বড় জায়গায় রাখো । নীচে যেন সবকিছুই লেখা থাকে । যেই দেখবে বুঝতে পারবে, এ তো সঠিক কথা । সময়ও নিকটে আসতে থাকবে । মানুষের মনেও এই কথা আসতে থাকবে যে, যথার্থই এখন সত্যযুগ নিকটে । বাবা সময়মতো বাচ্চাদের সার্ভিসের জন্য রায় দিতে থাকেন। এমনভাবে করো তাহলে সার্ভিস বৃদ্ধি পাবে । প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের ঘরে এই বোর্ড লাগাও। শিব বাবার চিত্রও যেন থাকে, ইনি হলেন গীতার ভগবান। তারপর যেন লেখা থাকে ডিটি ওয়ার্ল্ড সভরেন্টি (সার্বভৌম দৈবী স্বরাজ্য) আপনার জন্মসিদ্ধ অধিকার। প্রত্যেকেই যেন

নিজেদের ঘরে এই বোর্ড লাগিয়ে দেয়। তোমরা তো হলে জ্ঞান গঙ্গা, তাই না। এই বোর্ড দেখে অনেকেই আসবে। তাদের বোঝাতে হবে। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা হলেন নিরাকার। তোমরা হলে ভাই - ভাই। আমরা ওই বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। ভবিষ্যতে অনেক ধুমধাম হবে যে, ওই ভগবান এসে গেছেন। নাম তো হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। শিব বাবারও নাম আছে। ভবিষ্যতে মানুষ বুঝতে পারবে যে, রাজধানী তো অবশ্যই স্থাপন হবে। এই যশ্চন্দ্র অনেক বিঘ্ন আসে কারণ এখন তো রাজা-রানী আর কেউ নেই। এখানে প্রজার উপরে প্রজার রাজত্ব। কাউকে বোঝালে সে যদি ব্রহ্মাকুমারীর তরফ নেয় তাহলেও মানুষ হাস্যামোদন করবে। ওরা মনে করে সর্ব ধর্ম মিলে এক হয়ে যাবে। এখন যে ভিন্ন - ভিন্ন ধর্ম আছে, তারা সব এক কীভাবে হবে। তারা নিজেরাই বলে, আমরা কোনো ধর্মকে মানি না। নিজের ধর্মকে ভুলে যাওয়া, এও ড্রামা। অন্য ধর্ম স্থাপন হলে দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায়, তাই সবাই নিজেদের হিন্দু বলে দেয়। দেবতা ধর্ম লোপ হয়ে গেছে তাই বাবা বলেন, আমি আবার সেই দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে এসেছি। অনেক ধর্মের বিনাশও সামনে উপস্থিত। বাকি আর কতো সময় টিকবে। বিপর্যয়ও আসবে। মানুষ তো বলে, সত্যযুগ আসতে এখনো লক্ষ বছর বাকি আছে। তোমরা জানো যে, আজ আমরা নরকে আছি, কাল স্বর্গে যাবো। আমরা আত্মারা দৌড় লাগাচ্ছি। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। দুঃখের পার্টও শেষ হয়েছে। ব্যস বাবা, এবার আমরা এলাম বলে। এ হলো অন্তিম জন্ম। বাবা সাজন এসেছেন। তিনি বলেন, তোমরা এখন পবিত্র দুনিয়ার উপযুক্ত হও, তাহলে আমি সাথে করে নিয়ে যাবো। যোগ্য এবং উপযুক্ত না হলে তো সাজা ভোগ করবে। তখন পদও কম হয়ে যাবে। কথা তো খুবই সহজ। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জাগতিক সুখ পাওয়া যায়, তাই এই অসীম জগতের বাবাকে আর এই অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা যতো চাও স্মরণ করো, আর যত স্মরণ করবে, তেমন পদ প্রাপ্ত করবে। তোমাদের আট ঘন্টা অবশ্যই স্মরণ করা উচিত। পুরুষার্থ করতে হবে। তোমরা এও জানো যে, পূর্ব কল্পের মতোই বাচ্চারা পুরুষার্থ করে। একে সাক্ষী হয়ে দেখা হয় যে - কে কতটা পুরুষার্থ করছে, অতি প্রিয় বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। কল্প - কল্পান্তর তারাই প্রাপ্ত করার অধিকারী হবে।

বাবা রাজযোগ শিখিয়েছেন স্বর্গের জন্য। লৌকিক বাবাও বাচ্চাদের কতো দেখাশোনা করে। অসীম জগতের বাবাকেও কতো দেখাশোনা করতে হয়। মায়া খুবই হয়রানি করায়, অসুস্থ করে দেয়। এরপর বাবা এসে ওষুধ দেন। এ হলো সঞ্জীবনী বুটি, তোমাদের কেবল বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ না করে তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে পারবে না। এখন ভক্তি মার্গ অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এরপর বাবা এসে দিন স্থাপন করেন। অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার দিন, অর্ধেক কল্প হলো ব্রহ্মার রাত। এ তো ঘোর অন্ধকার, তাই না। বাচ্চাদের প্রতি মুহূর্তে বসে বোঝালে তাঁরা তখন লৌকিক - পারলৌকিক মাতা-পিতাকে খুব ভালোভাবে শো করাবে। রচয়িতা বাবার কাজ হলো -- স্ত্রী - বাচ্চা ইত্যাদিদের নিজের সাথী বানানো। নিজের রচনাদেরও পথ বলে দিতে হবে। কাম চিতার সওদা বন্ধ করে তোমাদের জ্ঞান চিতায় বসতে হবে। এই বোর্ড খুব সুন্দরভাবে তৈরী হতে পারে। বাবার তো খুবই নেশা থাকে। বাবা হলেন নিরাকারী, নিরহংকারী। তিনি কীভাবে বসে বাচ্চাদের পালনা দেন। এমন বলা হয় না যে - রাস্তায় চলতে চলতে ব্রাহ্মণ ফেসে গেলো। বাবা তো জানতেনই না যে, এভাবে তিনি প্রবেশ করবেন -- আমি ব্রহ্মা হয়ে তারপর নারায়ণ হবো। তিনি কতো গালি খেয়েছেন। বাবা বলেন - তোমাদের থেকেও আমার গ্লানি বেশী করে। তোমাদের তো খুব বেশী হলে একজন বা দুইজন গালি দেয়, আমাকে তো নুড়ি - পাথরে বলে দিয়েছে। আমার কতো নিন্দা করেছে। রাজ্য - ভাগ্য লাভ করতে হলে যদি গালি খাও তাহলে কি এমন বড় কথা। আমাকে তো অর্ধেক কল্প ধরে গালি দিয়ে এসেছে। ড্রামার এই খেলাও বানানো আছে।

বাবা বলেন - আত্মদের বাচ্চারা, আমি এনার মধ্যে এসেছি। এনার দাড়ির কিছু (সম্মানের) খেয়াল করো। এনার সম্মান মানে তাঁর সম্মান। এখন কোনো কলঙ্ক লাগিও না। তোমরা বিকারকে যোগ বলের দ্বারা দূর করতে থাকো। কল্প - কল্প তোমরা মায়াকে জয় করে জগৎজিৎ হয়ে এসেছো। প্রজারাও স্বর্গের মালিক হয়, কিন্তু তোমরা পুরুষার্থ করে মাতা-পিতার হৃদয়কে জয় করো। এ হলো রাজযোগ। বাবা জানেন, এই মাশ্বা - বাবা প্রথম নম্বরে যাবেন। মাশ্বা কুমারী কন্যা, ইনি অধরকুমার। ঘরে বাচ্চারা এমন কিছু কাজ করলে বাবা বলেন, তোমরা আমার সম্মান রাখো। নাম বদনাম করো না। খুব ভালোভাবে প্রতিটি ঘরে যেন বোর্ড লাগানো থাকে - তোমরা এসে অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো। রাজাদের, সন্ন্যাসীদেরও পরের দিকে জাগতে হবে। দিনে দিনে তোমরাও তীক্ষ্ণ হয়ে যাও। তোমরা শক্তি প্রাপ্ত করো। তোমরা দেখতে পাও, সামনে বিনাশ উপস্থিত, লড়াই লাগছে আর এ হলো রুদ্ধ জ্ঞান যন্ত্র। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ থেকে আবার দেবতা হবো। তোমরা যত পুরুষার্থ করবে, ততই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। দিনে দিনে আরো অনেক সহজ হয়ে যাবে। বাবার রূপও তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে। তিনি হলেন স্টার, কিন্তু নতুনদের

প্রথমেই এমন ব'লো না । যখন খুব ভালোভাবে বুঝবে, জিজ্ঞেস করবে, এতো বড় রূপ ? তখন বোঝাতে হবে । এই সাক্ষাৎকার তো অনেকেরই হয় কিন্তু তারা অর্থ কিছুই বুঝতে না । আত্মা যেমন ঝলমলে স্টার, বাবাও তেমনই । তাঁকেই পরমপিতা পরম-আত্মা বলা হয় । তাহলে হয়ে গেলো পরমাত্মা । তিনি এনার মধ্যে আসেন । তিনি এসে পাশে বসে যান । গুরুর পাশে শিষ্য বসে যায় না ? বাচ্চারা, ইনিই তোমাদের শেখান । ইনিও পাশেই থাকেন । বাপদাদা হলেন কম্বাইন্ড, কিন্তু এ হলো গুহ্য রহস্য । কেউ যখন জিজ্ঞেস করবে তখন বোঝাতে হবে । না হলে বাবা-বাবা করতে থাকো । বাবা তোমাদের স্বর্গের জন্য রাজযোগ শেখান । এ তো বাচ্চারা জানেই যে, এই সময় পর্যন্ত যা অতীতে হয়েছে সবই ড্রামা । বিঘ্ন তো আসতেই থাকবে । মায়া বাচ্চাদের উপরে অনেক ঝড় আনবে কিন্তু তোমরা হাত ছেড়ে দিও না । মায়া হলো অজগর । ভালো ভালো লালকেও (বাচ্চাদেরও) খেয়ে ফেলবে । পূর্ব কল্পেও এমন হয়েছিলো । যারা তীক্ষ্ণ, বিশালবুদ্ধির বাচ্চা, তারা সব কথাই বুঝতে পারে । তারা বিচার সাগর মন্থন করবে - আমরা এমন-এমনভাবে কাকে বোঝাবো, এই জ্ঞান দান করবো । বাবা হলেন রূপ বসন্ত । তোমরাও রূপ বসন্ত । বাবা বলেন, আমি হলাম স্টার । আমার মধ্যে এই পার্ট ভরা আছে । প্রত্যেক আত্মার মধ্যে পার্ট ভরা আছে । এই কথা সায়েন্সের অহংকারীরা বুঝতে পারে না । ওই রেকর্ড ঘষে যায়, ভেঙ্গে চুরে যায় কিন্তু এই আত্মা হলো স্টার ইন্সটাল (অবিনাশী স্টার), যার মধ্যে ইন্সটাল পার্ট ভরা আছে । এর কখনো এন্ড (অন্ত) হবে না । অন্ত যখন নেই, তখন আদিও নেই, এই পার্ট চলে আসছে । এই ড্রামার রহস্যকেও তোমরা বুঝতে পারো । তোমরা হলে নয়নহীন অন্ধদের লার্টি । ওদের তো পথ বলে দিতে হবে । এখন সকলেরই হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা । তোমাদেরও বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে । বাবা বলেন, আমি সবাইকে নিয়ে যাবো তাই যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । একে রুহানী যাত্রা বলা হয় । বাবা বলেন - হে পথিক বাচ্চারা, ক্লান্ত হয়ে যেও না । তোমাদের বাবাকে আর রচনাকে স্মরণ করতে হবে । এই রচনার মালিক হতে হবে । এ তো অতি সহজ । সর্বদা তোমরা শিব বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । মোটর চালাতে - চালাতেও বুদ্ধির যোগ কোথায় থাকা উচিত ? বাবা নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন - আমি নারায়ণের পূজা করতে বসতাম, তখন বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যেতো । তখন নিজেকে চড় মারতেন । এখনো বুদ্ধি ছুটতে থাকে । পুরুষার্থ করতে করতে তাঁর স্মরণে তোমাদের শরীর ত্যাগ করতে হবে । মানুষ ভক্তি করে যে, শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে আমরা শরীর ত্যাগ করবো তাহলে কৃষ্ণপূরীতে পৌঁছে যাবো কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো সকলের বাবা নন । সকলের বাবা তো এক পরমপিতা পরমাত্মা । সকলের সঙ্গতিদাতা রাম বাবা এসেই সকলের সঙ্গতি করেন । মুক্তি তো সবাই পায় এরপর যেই আসে প্রথমে সে অবশ্যই সুখ ভোগ করে । নতুন আত্মা উপর থেকে আসে তাই তার খুব মানসম্মান হয় । যার মধ্যেই প্রবেশ করুক না কেন, তার নাম উজ্জ্বল হয়ে যায় । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । আমরা আবার সেই দেবী দেবতা তৈরী হচ্ছে । তোমরা ব্রাহ্মণরাই কেবল সঙ্গম যুগে আছো, বাকি সবাই কলিযুগে আছো । এখানে যারা আসবে তারা মানবে যে, এ হলো কলিযুগের অন্ত । দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে তাই এ হলো মহাভারী মহাভারতের লড়াই । তোমাদের কাছে সবাই জ্ঞান প্রাপ্ত করে । মাতাদেরকে লিষ্ট দেওয়ার জন্য বাবা আসেন, কেননা মাতাদের উপরে অনেক অত্যাচার হয় । আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মোস্ট বিলাভেড বাবাকে স্মরণের পুরুষার্থ কে কতটা করে, তা সাক্ষী হয়ে দেখে, নিজে ৮ ঘন্টা পর্যন্ত বাবার স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে ।

২) বাবার সমান রূপ বসন্ত হয়ে বিচার সাগর মন্থন করে জ্ঞান দান করতে হবে । অন্ধের লার্টি হতে হবে ।

বরদানঃ:- সদা বিজি (ব্যস্ত) থেকে প্রতি পদে উপার্জন জমা করে মায়াজিৎ ভব তোমরা বাচ্চারা ব্রাহ্মণ হয়েছো সদা বিজি থাকার জন্য । যারা বিজি থাকে তারাই হলো বড় বিজনেসম্যান, তারা প্রতি পদে উপার্জন জমা করতে থাকে । সম্পূর্ণ কল্পে এমন বিজনেস কেউ করতে পারবে না আর যে সদা বিজি থাকে, তার কাছে মায়া আসতে পারে না । কেননা তার কাছে মায়াকে রিসিভ করার মতো টাইম নেই । তাই সদা এই রুহানী নেশাতে থাকো যে, আমাদের প্রতি কদমে কদমে পদম জমা হচ্ছে । কিন্তু যত নেশা, তত নির্মান ।

স্লোগানঃ:- নিজের সেবাকে বাবার কাছে অর্পণ করে দাও, তাহলে সফলতা হয়েই রয়েছে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - যেমন শিব বাবা সবাইকে সুখ দেন, তেমনই তোমরা বাচ্চারাও ফুল রূপে সবাইকে সুখ দাও, কাউকে কাঁটা বিদ্ধ করবে না, সদা খুশীতে থাকো”

*প্রশ্নঃ - শিববাবা যখন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হন তখন কোন্ কথাটি এবং কোন্ মিষ্টি শব্দ ব্যবহার করে জিজ্ঞাসা করেন?

*উত্তরঃ - মিষ্টি-মিষ্টি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা - খুশীতে আনন্দে আছো? এমন ভালোবাসার বোল শিববাবার মুখ থেকেই ভালো লাগে। ভালোবেসে শিববাবা জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা, রাজি খুশী আছো? কারণ শিববাবা জানেন বাচ্চারা এখন যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছে। মায়া পালোয়ান হয়ে বাচ্চাদেরকে পিছনে ঠেলে দিতে আসে, তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে - বাচ্চারা, মায়াজিত হয়েছে, সদা সমর্থ ওস্তাদ স্মরণে থাকে? খুশী স্থায়ী থাকে?

*গীতঃ- মাতা ও মাতা....

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ। শিব তো কোনও শরীরের নাম নয়। ব্রহ্মাকে কেউ ভগবান বলতে পারে না। ব্রহ্মা বলেন শিব ভগবানুবাচ। রচয়িতা বাবা নিশ্চয়ই মূলবতনবাসী উঁচু থেকেও উঁচুতে বাস করবেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে উঁচু থেকে উঁচু বলা হয় না। উঁচু থেকেও উঁচু হলেন একমাত্র ক্রিয়েটর পিতা। বাচ্চারা জানে উঁচু থেকে উঁচু পিতার কাছে আমরা বর্ষা অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার নিতে এসেছি। উনি হলেন বাবা, তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এখন শিব বাবা সম্মুখে বসে আছেন। তো মাতা-পিতাও চাই। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা গান করা হয়। এখন শিববাবা স্বয়ং বলেন আমি এই দেহে প্রবেশ করে মুখবংশীদের রচনা করি। বংশ বিস্তার মাতা ছাড়া তো রচনা করা যায় না। তো এই ব্রহ্মা হলেন মাতা। কিন্তু এই মাতা প্রতিপালন করতে পারে না। ইনি তো পিতার রূপে আছেন। মাতার রূপ চাই। ইনি (ব্রহ্মা) হলেন দাদা। এ'হল খুবই গুহ্য, ইন্টারেস্টিং কথা বুঝবার জন্য। এই কথা তো বাচ্চারা জানে আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশী। একেই অ্যাডপশন বলে। গর্ভজাত বংশকে অ্যাডপশন বলবে না। মুখের দ্বারা বলে তোমরা আমার, একেই মুখ বংশী বলা হয়। যেমন সল্ল্যাসী হলে বলবে আপনি আমার গুরু। উনি বলবেন তুমি আমার শিষ্য । তো হয়ে গেল মুখের দ্বারা ফলোয়ার্স । মুখের দ্বারা উৎপত্তি। গর্ভজাত বংশ বলা হবে না। এখন শিববাবা জিজ্ঞাসা করেন শঙ্করাচার্যের পিতা কে? যার দ্বারা জন্ম হয়েছে, তাকে পিতা বলবে ? না। শঙ্করাচার্যের পিতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। শঙ্করাচার্যের নতুন আত্মা এসে প্রবেশ করে, ধর্ম স্থাপন করার জন্য। যেমন পরমপিতা পরমাত্মা এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, তেমনই শঙ্করাচার্যের নতুন আত্মা প্রবেশ করে মুখ বংশ রচনা করেন। তারপর সেই মুখ বংশ চলে। তার দ্বারা ধর্ম স্থাপন হয়। যেমন ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন হয়। শিববাবা প্রত্যেকটি কথা বুঝিয়ে দেন। শিববাবা এমন বলবেন না যে আত্মারা আমার মুখ বংশী। আত্মারা তো আছেই । শিববাবা আসেন, এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন। শিববাবা এই মুখের দ্বারা বলেন - তোমরা আমার। বাচ্চারা তারপরে বলে - বাবা, আপনি আমার। ব্রহ্মার দ্বারাই তোমরা সন্তান হতে পারবে। শিববাবা বলেন - বাচ্চারা, সতর্ক থাকবে, বর্ষা আমার কাছে প্রাপ্ত হবে, ব্রহ্মার কাছে প্রাপ্ত হবে না। একটুও প্রাপ্ত হবে না। স্বর্গের রাজধানীর বর্ষা আমার কাছেই প্রাপ্ত হবে। স্বর্গের রচয়িতা আমি, আমাকে হেভেনলি গড ফাদার বলা হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে হেভেনলি গড ফাদার বলবে না। এনাকে মাস্টার ক্রিয়েটর বলবে। উনি হলেন পিতা। কি ক্রিয়েট করেন? স্বর্গের রচনা করেন। কার দ্বারা ? মুখ্য সন্তান হলেন একমাত্র ব্রহ্মা। তারপরে ওনার পৌত্র পৌত্রীরা আছে। এক হলেন রুহানী পিতা (আত্মাদের পিতা), দ্বিতীয় হলেন দেহের পিতা। এবারে নিরাকারী রুহানী পিতা আসবেন কীভাবে ? অবশ্যই ওঁনার শরীর চাই। এমন তো নয় শিববাবা সাগরে পাতায় শুয়ে অঙ্গুলি মুখে করে আসবেন। শরীর তো চাই তাইনা। গায়নও আছে ব্রহ্মার মুখবংশী ব্রাহ্মণ। তো ব্রহ্মার পিতা চাই। ব্রহ্মার পিতা হলেন শিব, তাই শিববাবা বলেন - তোমাদেরকে ব্রহ্মা অথবা ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতীকে স্মরণ করতে হবে না । এনাদের দ্বারা তোমাদের শিববাবার স্মরণ প্রাপ্ত হয় । ব্রহ্মা মুখবংশীদের মধ্যে সরস্বতী চলে গেছেন প্রথম নম্বরে। জগৎ অম্বার বিশাল মেলা আয়োজিত হয় কারণ বাল ব্রহ্মচারী পবিত্র হয়। পবিত্রতার দ্বারা সুনাম অর্জন হয়। জগৎ অম্বার নাম এনাকে (ব্রহ্মা) দেওয়া যাবে না। জগৎ অম্বা অবশ্যই চাই। তো শিববাবা কীভাবে রচনা করেন। একমাত্র শিবপিতা বাচ্চাদেরকে বোঝান। বাচ্চারা অনেক তাইনা। বলা হয় রুক্ষিণী, সত্যভামা ইত্যাদিকে হরণ করেছে অর্থাৎ আপন করেছেন। এমন এমন অনেক নাম লিখে দিয়েছে। আটায় যেটুকু

লবণ দেওয়া হয় সেগুলো হলো সেই রকম কথা।

মহাভারী মহাভারতের যুদ্ধও শাস্ত্রে গায়ন আছে। তাকে বলা হয় থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। এই রিহাসাল হতেই থাকবে। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারও আছে। এখন বাচ্চারা জানে এই যুদ্ধ অত্যন্ত জোরদার ভাবে লাগবে। নাহলে মৃত্যু কীভাবে আসবে। যাদব কুলের বিনাশ, কৌরব কুলের বিনাশ। শুধু পান্ডব কুল থেকে যাবে। তোমরা পান্ডব কুল-ই বসে আছো। তোমাদের বুদ্ধিতে গীতার জ্ঞান আছে। শিববাবা বসে সব শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে দেন। সাক্ষাৎকার করান। নিজে জানেন তবে সাক্ষাৎকার করান, তাইনা। যা শাস্ত্র-বেদ ইত্যাদি তোমরা পড়েছো, আমি সবের সার তোমাদেরকে শোনাই। আমার হল সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি ভগবৎ গীতা। আমি যে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি তারা বসে সেসবের পুস্তক তৈরি করে। বাচ্চারা, আমি এসে তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নলেজ প্রদান করেছি। রাজযোগ শিখিয়েছি। যুদ্ধ হল মায়া। তারা যদিও স্কুল যুদ্ধের ময়দানে দেখিয়েছে। মুখ্য যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের বায়োগ্রাফি বানানো হয়। তোমাদের মধ্যেও মুখ্য কারা আছে, সে কথাও বাবা বলে দেন। এখানে যথার্থই মুখ্য হলেন সরস্বতী। ব্রহ্মাও আছেন উনি যন্ত্রের স্থাপনা করেছেন আর তারপর যারা শাখা গুলির স্থাপনা করেছেন তাদের মধ্যেও ক্রম অনুসারে প্রিয় হয়ে থাকে। বলা হবে অমুকের দ্বারা অনেকে কাঁটা থেকে কুঁড়ি, কুঁড়ি থেকে ফুলে পরিণত হয়েছে। যারা ভালো ভাবে ধারণা করে তাদেরকে ফুল বলা হয়। কাঁটা তাদেরকে বলা হয় যারা একে অপরকে দুঃখ দেয়। দুঃখ দেওয়া কাঁটারদের কাজ। ওই কাঁটা হল জড়। এরা হল হিউম্যান কাঁটা। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে ফুল বানাই। ফুলেরা একে অপরকে অপার সুখ দেয়। সেখানে তো পশুরাও একে অপরকে সুখ দেয় তাই বলা হয় বাঘে ছাগে একত্রে জল পান করে অর্থাৎ সেখানে দুঃখ একটুও থাকে না। সেই অবস্থা এখন বাচ্চাদেরকে ধারণ করতে হবে। সত্যযুগে তো তোমাদের প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। ড্রামা অনুসারে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে ধারণা করতে থাকে এবং করতে থাকে। পুরুষার্থ ব্যতীত কিছুই হয় না। শিববাবা বলেন শুধু আমাকে স্মরণ করো। ব্রহ্মা এমন কথা বলতে পারেন না। উনি বলেন শিব বাবার কাছে তোমাদের বর্ষা প্রাপ্ত হবে। মায়ের কাছে প্রাপ্ত হয় না। যদিও জ্ঞান বুঝিয়ে দেন কিন্তু বর্ষা প্রাপ্ত হয় তাঁর কাছে, যাঁর কাছে যেতে হবে। ওনার আত্মাকেও আমার কাছে আসতে হবে। আমাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে। অল্ক-কে পাওয়া অর্থাৎ সবকিছু পাওয়া। অল্ক অর্থাৎ আল্লাহ, ঈশ্বর। ঈশ্বর অর্থাৎ পিতা। বাচ্চা বাবার কাছে জন্ম নেয়। বাচ্চারা বাবাকে পেয়ে যায় অর্থাৎ সবকিছু পেয়ে যায়। বাবার সম্পূর্ণ প্রপাটি পেয়ে যায়। সেকেন্ডে সম্পূর্ণ প্রপাটি প্রাপ্ত হয়। জন্ম গ্রহণ করা এবং সেকেন্ডে বাবার সম্পত্তির মালিক হওয়া। শিববাবা বলেন আমি তোমাদেরকে মালিক বানাই, আমি হই না। উনি তো হলেন সদা কর্মজীত। আমাদেরকে কর্মবন্ধন থেকে অতীত হয়ে পরে নতুন কর্ম সম্বন্ধে যুক্ত হতে হবে, তাই পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থ করান শিববাবা। এইসব কথা হল ওয়াল্ডারফুল। শিববাবা বসে বোঝান, অন্য সব গুরু রা হল মানুষ। আমি মানুষ হই না। আমার তো শরীর ই নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও সূক্ষ্ম দেহ রূপী বস্ত্র আছে। তাদেরকে দেবতা বলা হয়, আমাকে তো দেবতা বলে না। উঁচু থেকে উঁচু ভগবান ই বলবে। গান করা হয় স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব... তো উনিই হলেন মাতা। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেন। মাতাদের সেবা করেন তাই তার নাম জগৎ অম্মা। শিববাবা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের রচনা করেন ব্রহ্মা মুখের দ্বারা। এ হল মুখবংশী। এনাকে নিজের রথ বানিয়ে রচনা করেন। ব্রহ্মার মুখ বংশীরা হল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। কিন্তু ব্রহ্মার কাছে তো বর্ষা প্রাপ্ত হবে না। ব্রহ্মার কাছে কি আছে, কিছুই নেই। সবকিছু থেকে সন্ধ্যাস করেছেন। ব্রহ্মা তো হলেন বেগার। দেহ সহ সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন। সর্ব ধর্মাদি পরিত্যাগ্য... আমি তো হলাম আত্মা। অসীম জগতের পিতার সন্তান। এই কথাটি এনার আত্মা বলে। শিববাবাও বলেন - এ'হল আমার মূরব্বি সন্তান। কিন্তু প্রজার রচনা তো মাতার দ্বারা করেছেন। তো ব্রহ্মার মুখের দ্বারা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের রচনা করেন। তোমরা সব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী রা পুরুষার্থ করছো। তোমরা ব্রাহ্মণ, তোমাদেরও এতখানি মিষ্টি মধুর হতে হবে। সবাইকে সুখ দিতে হবে। শিবপিতা হলেন মিষ্টি, এমন মিষ্টি হতে হবে।

শিববাবা খুব ভালোবেসে বলেন - মিষ্টি-মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা, শিববাবা কীভাবে ভালোবেসে বলেন। বাচ্চারা, তোমরা কি রাজি খুশী আছো ? এই কথা বাবাও জিজ্ঞাসা করেন। কখনও মায়ার আক্রমণ তো হয় না, তাইনা! ঝড় তো মায়ার অনেক আসবে। বস্ত্রিংয়ে হারলে চলবে না। সমর্থ অর্থাৎ শক্তিশালী ওস্তাদ (বাবা) বসে আছেন। মায়াও কোনও কম নয়। কিন্তু এমনও তো নয় যে মায়া সবাইকে হারাবে। এখন তো তোমরা বুঝেছো - বীর কে ? মায়ার উপরে বিজয় অর্জন করেন, সঠিকভাবে ব্রহ্মপুত্র (ব্রহ্মা) হলেন সবচেয়ে বীর। উনি হলেন মেল। তারপর তোমরা হলে গঙ্গা, নম্বর অনুসারে। যদিও মেল তো অনেক আছে। জগদীশ সঞ্জয় আছেন, তাদের বোঝানোর পদ্ধতি খুব ভালো। এ হল মিলিটারি। কমান্ডার-ইন-চিফ, মেজর, জেনারেল ইত্যাদি সব আছে। কিন্তু এরা হলেন গুপ্ত রহনী সেনা। তুলনা তো হয় তাইনা। তারা কৌরব-পাণ্ডবদের তুলনা উল্টো করে দিয়েছে। এখন শিববাবা বলেন জাজ করো। আমার সুমত "শ্রীমৎ" অনুসরণ

করে চলো। জন্ম-জন্মান্তর কুমত অনুসরণ করে চলেছে। এ'হল সুমত। শাস্ত্রে লেখা আছে চড়ুই পাখিরা সাগরকে গ্রাস করে ফেলেছিল। এখন পাখিরা কি সাগরকে গিলে ফেলতে পারে! পাখি হলে তোমরা কন্যারা। জ্ঞানের ভুঁ ভুঁ করতে থাকো অর্থাৎ বাণীর সেবা করতে থাকো। তোমরা জ্ঞানের সাগরকে পূর্ণ রূপে গ্রাস করে নাও। তাঁর কাছে বর্ষা নিয়ে তোমরা সবকিছু প্রাপ্ত করে থাকো। বাবার জন্য রাজত্ব ইত্যাদি কিছুই রাখো না। পুরোটাই গিলে থাকো। সম্পূর্ণ খাজানা নিয়ে থাকো। সব রত্ন তোমরাই নিয়ে থাকো। যদিও পাখি তো নও তোমরা। তোমরা চড়ুই পাখিরা সাগরকে গিলে ফেলেছে। কোথাকার কথা কোথায়, পাখিদের সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। তোমাদের রত্ন প্রদান করেন। কোথায় জ্ঞান রত্নের কথা, কোথায় জলের সাগর বসে বসে দেখিয়েছে। এ'হল জ্ঞানের সাগর, জ্ঞান রত্ন। রূপ-বসন্তের কাহিনীও শুনেছো তোমরা। তোমরা জানো রূপ হলেন বাবা, এনার দ্বারা এসে রত্ন প্রদান করেন। এসবের ভ্যালু কেউ রাখতে পারে না। এ'হল নলেজ, যার দ্বারা বিশাল উপার্জন হয়। শিববাবা এনার মুখের দ্বারা তোমাদেরকে রত্ন প্রদান করেন। রূপও হলেন শিববাবা, জ্যোতি স্বরূপও হলেন শিববাবা। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর। নিশ্চয়ই জ্ঞান ই শোনাবেন। জ্যোতি স্বরূপ হলে তোমরাও। কিন্তু জ্ঞানের সাগর হলেন একজন। উনি এসে রাজযোগ শেখান। প্রথমে ব্রহ্মাকে পরে তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বসে জ্ঞান প্রদান করেন। বাচ্চাদেরকে রূপ-বসন্ত বানান। তোমাদের আত্মার ঝুলি অর্থাৎ বুদ্ধি রূপী ঝুলি একবারই এসে ভরে দেন। জ্ঞান-রত্নের দ্বারা ঝুলি তোমরা ভরে থাকো। সাধু সন্তরা বলে ভরে দাও ঝুলি। এই ভক্তি মার্গের ঝুলিতে কিই বা আছে? কিছুই নেই। শুধু চাইতেই থাকে। এ হলো বুদ্ধি রূপী ঝুলি। স্মরণের দ্বারা পবিত্র হয়। পাত্রটি অত্যন্ত শুদ্ধ হওয়া চাই। ব্রহ্মচর্যে নলেজও ভালো ভাবে ধারণ হয়। তারা তো হলো ছোট বাচ্চা। এখানে তো বৃদ্ধ যুবক সকলেই আছে। যোগের দ্বারা পাত্রটি শুদ্ধ হয়। বুদ্ধির তাল খুলে যায়। তোমরা জানো আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ময়দানে মুখ্য কে? ব্রহ্মা। সেকেন্ড গ্রেডে হলেন মাম্মা সরস্বতী। তার নাম তো অনেক উচ্চ। নাম উঁচু করতে হবে। ব্রহ্মা তো হলেন গুপ্ত। শক্তি সেনায় নাম হল মাম্মার। জগৎ অম্বা হলেন ব্রহ্মার কন্যা সন্তান সরস্বতী। এনার মাম্মাকে? এই গুহ্য কথা গুলি এখন বাবা শোনাচ্ছেন। নিশ্চয়ই কল্প পূর্বেও শুনিয়েছিলেন তবে তো বলেন - গুহ্য কথা শোনাতে থাকি। বাচ্চারা তো অসংখ্য সংখ্যায় আসবে। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি পেতেই থাকবে। বিদ্যুৎ অবশ্যই পড়বে। কিন্তু বৃষ্টি অবশ্যই ফলিভূত হবেই। কেউ হল কিং অফ ক্লাওয়ার। যেমন মালার উপরে বাবা 'রূপ' রয়েছে, তোমরাও হলে 'রূপ'। যদিও তোমরা 'বসন্ত' নও। এখন শিববাবা 'রূপ-বসন্ত' এসেছেন তোমাদেরকে নিজ সম বানাতে।। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে, বাবার মতো রূপ-বসন্ত হতে হবে।

২) সমর্থ ওস্তাদের সুমত (শ্রীমৎ) অনুযায়ী চলে মায়াজিত জগৎ জিত হতে হবে। কখনও পরাজিত হবে না।

বরদানঃ:- স্বমানের সাথে নির্মান (নিরহংকারী) হয়ে সকলকে মান প্রদানকারী পূজনীয় আত্মা ভব যে বাচ্চারা অবিনাশী স্বমানে থাকে তারাই পূজ্য আত্মা হয়। কিন্তু যত স্বমান ততই নির্মান। স্বমানের অভিমানে নয়। এমন নয় আমরা তো উচ্চ স্থান অর্জন করে ফেলেছি, অন্যরা ক্ষুদ্র, অথবা তাদের প্রতি ঘৃণা ভাব থাকবে, না। যেমনই আত্মা হোক কিন্তু সকলের প্রতি দয়ার দৃষ্টি থাকবে, অহমিকার নয়। এমন নির্মান আত্মারাই প্রত্যেককে আত্মিক দৃষ্টির দ্বারা, উচ্চ (মহান) দৃষ্টির দ্বারা দেখে মান দেবে। অপমান করবে না।

স্নোগানঃ:- বাপদাদার স্নেহের আশীর্বাদে প্রতিপালিত হও, উড়তে থাকো - এটাই হলো শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নতুন বছরকে শুভ ভাবনা গুণ স্বরূপ বর্ষের রূপে পালন করো"

আজ নবযুগের রচয়িতা বাপদাদা তাঁর নবযুগ রাজ্য অধিকারী বাচ্চাদেরকে দেখছেন। নতুন বছরকে দেখে নিজেদের নবযুগের কথা মনে পড়ে যায়। নবযুগের কাছে এই নতুন বছর কোনো বড় বিষয় নয়। যে নবযুগের প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি ব্যক্তি, প্রকৃতি সব কিছুই নতুন। নতুন বছর যখন শুরু হয়, তখন পুরানো জিনিস বা ব্যক্তির পুরানো স্বভাব, সংস্কার, আচার-আচরণ কিছুটা নতুন হয়, কিছুটা পুরানো হয়। কিন্তু তোমাদের নবযুগে পুরানো কোনো নাম লক্ষণটুকুও নেই। ব্যক্তিও নতুন অর্থাৎ সতোপ্রধান তারা আর প্রকৃতিও সতোপ্রধান অর্থাৎ নতুন। প্রকৃতিতেও বর্তমানের মতো পুরাতন ভাবটুকুও থাকবে না। তো নবযুগের অভিনন্দনের সাথে নব বর্ষের অভিনন্দন।

আজ বিশেষতঃ নতুন বছর উদযাপনের উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে, আনন্দের সাথে সকলে এখানে পৌঁছে গেছে। তো বাপদাদাও হৃদয় থেকে হৃদয়ের আশীর্বাদ সহ নব যুগের আর নব বর্ষের ডবল অভিনন্দন দিচ্ছেন। আজ সকলেরও ডবল স্মরণ রয়েছে নাকি সিঙ্গেল? নিজেদের নতুন যুগ নয়নের সামনে বুদ্ধিতে স্পষ্ট রয়েছে তাই তো? যেমন বলা হবে যে, কাল থেকে নতুন বছরের শুরু, সেইরকমই বলা হবে, কাল নবযুগ এলো কি এলো এতখানি স্পষ্ট রয়েছে? নেশা রয়েছে? সকলে নবযুগের রাজ্য অধিকারী হয়েছে? সকলে রাজা হবে, তাহলে প্রজা বানিয়েছে? তোমরা সকলে তো রাজা, কিন্তু রাজস্ব কাদের উপরে করবে? নিজের উপরে? তো বাপদাদা নবযুগ আর নব বর্ষ ডবলকে দেখছেন। কালকেরই তো কথা না? সেটাও কালকের আর এটাও তো কালকেরই তো কথা। তারপরেই নবযুগ হবে তো না? নিজের নব যুগের ড্রেস (শরীর) সামনে দেখতে পাও? ব্যস্, পুরানো ড্রেস ছাড়বে আর নতুন ড্রেস ধারণ করবে। তো সেই ড্রেস ভালো, ঝলমলে, সুন্দর তাই না! এখন তো দেখো, প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কোনো না কোনো ট্রটি বিচ্যুতি থাকবেই। কারো নাক হয়তো একটু বাঁকা, কারো চোখ হয়ত টাঁরা, কারো ঠোঁট একটু কেমন, আর নবযুগে সবাই নম্বর ওয়ান। প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয় অ্যাক্যুরেট। তো এই রকম ড্রেস সামনে হ্যাঙারে টাঙানো রয়েছে তাই না! ব্যস্ কেবল পরার অপেক্ষা। নিজের ড্রেসটা সুন্দর? পছন্দ সেটা? দেখতে পাচ্ছে তো না?

বাপদাদা সর্বদা প্রতিটি বাচ্চাকে যখন দেখেন, তখন কী দেখেন? এক তো প্রত্যেকের ললাটে ঝলমলে মণি শ্রেষ্ঠ আত্মাকে দেখেন আর তার সাথে সাথে প্রতিটি বাচ্চার ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখাকে দেখেন। প্রত্যেকের ভাগ্য কতখানি শ্রেষ্ঠ! প্রত্যেকের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ তো না? নাকি কারো কারো মধ্যমও? সকলে হয়েছে? সেকেন্ড, থার্ড আরও আসার আছে নাকি? খুব ভালো। দুনিয়ার মানুষজন বলে থাকে তোমার মুখে গোলাপ আর বাপদাদা বলেন তোমার মুখে গোলাপ-জাম। গোলাপ-জাম সকলের ভালো লাগে তাই তো? গোলাপ-জাম বা মিষ্টি খাওয়ার জন্যই বাপদাদা প্রতি গুরুবার (বৃহস্পতিবার) ভোগে রেখেছেন। ভোগে থাকলে নিজেও খাচ্ছে আর বাপদাদাকেও স্বীকার করাচ্ছে। বাড়িতে বানাচ্ছে বা না বানাচ্ছে, কিন্তু গুরুবার তো মিষ্টি পাওয়া যাবেই, তাই না? আর যখন কখনো কোনো আনন্দের উৎসব হয়ে থাকে তখন তো মিষ্টি মুখ করানো হয়। মিষ্টি মুখ অর্থাৎ মিষ্টি চেহারা। মিষ্টি মুখ তো সবাই করে, কিন্তু তোমাদের সকলের মুখও মিষ্টি তো ফেসও হলো মিষ্টি, নাকি একটু আধটু তেঁতো। এক লাইনও যদি কটু হয়, তবে তো আজ বছরকে বিদায় দেওয়ার সাথে সাথে যে একটু কটুতা রয়েছে তাকেও বিদায় দিতে হবে। বিদায় দিতে জানো নাকি নিজের কাছে রাখতে ভালো লাগে? নাকি বিদায় দিয়ে আবার তাকে ডেকে নেবে? তারপর বলবে, আমি তো ছাড়তে চাই কিন্তু মায়া ছাড়তে দেয় না। এই রকম তো বলবে না যে, আমি তো ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু মায়া চলে এসেছে? ওখানে গিয়ে তারপর এই রকম পত্র লিখবে? বিদায়, তো সদাকালের জন্য বিদায়। বিদায় দেওয়ার অর্থই হলো আবার না আসতে দেওয়া। নাকি কখনো কখনো যদি এসেও যায় কোনো ক্ষতি নেই? কেননা অনেকেরই পুরানো সংস্কার বেশ ভালোই লাগে। আজ বলবে কাল থেকে হবে না, তারপরই পরশুই পরবশ হয়ে যাবে। তো সেটাকে বিদায় বলা যাবে না। তাই বিদায় দিতেও শেখো। বছরকে বিদায় দেওয়া তো কমন ব্যাপার, কিন্তু তোমাদের মায়ার অংশ, বংশ সহ বিদায় দিতে হবে। অংশ মাত্রও যেন না থাকে। কোনো কোনো বাচ্চারা বলে, ৭৫ শতাংশ তো তফাৎ হয়েই গেছে, আরও খানিকটা হয়ে যাবে। কিন্তু মায়া অংশ থেকে বংশ খুব তাড়াতাড়ি বিস্তার করে ফেলে। ২৫ শতাংশ অংশ মাত্রও যদি থেকে যায়, তবে ২৫ থেকে সেটা ৫০ এ খুব তাড়াতাড়িই পৌঁছে যেতে পারে। সেইজন্য অংশ সহ নির্মূল করতে হবে। তাহলে নতুন বছরে কী করবে? পুরানো বছরকে বিদায় দেওয়ার সাথে সাথে মায়ার অংশকেও বিদায় দিও। আর বিদায় এর সাথে বধাই অর্থাৎ অভিনন্দনও তো জানিয়ে থাকো

না? কাল সকলে পরস্পর মিলিত হওয়ার সময় বলবে নতুন বছরের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। তো বিদায় দাও আর বিদায়ের সাথে সাথে নিজেকেও আর অন্যকেও সদা ফরিস্তা স্বরূপের অভিনন্দন জানাবে। এমনিতে তো তারা ফরিস্তাই। উপর থেকে নীচে এসেছে, নিজের কার্য সম্পাদন করলো আর উড়ে গেলো। ফরিস্তা তো এই রকমই করে থাকে না? উড়তি কলার চিহ্ন হিসেবে ডানাকে দেখানো হয়। কোনো আর্টিফিশিয়াল ডানা নেই। কিন্তু এই ফরিস্তাদের যে ডানা দেখানো হয়, তার অর্থ হলো ফরিস্তা অর্থাৎ যারা হলো উড়তি কলার। সুতরাং ফরিস্তা স্বরূপের অভিনন্দন নিজেকেও দাও আর অন্যদেরকেও দাও। সদা ফরিস্তা স্বরূপের স্মৃতিতেও থাকো আর অন্যদেরকেও সেই স্বরূপে দেখো। অমুকে এই, অমুকে সেই...। না, ফরিস্তা সে। তিনি ফরিস্তা, সন্দেহ দেওয়ার জন্য নিমিত্ত। বুঝেছো? তো সকলকে ফরিস্তা স্বরূপের অভিনন্দন। সে যেমনই হোক না কেন, দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি বদলে যেতে পারে। যখন দৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি বদলে যেতে পারে, তবে ব্রাহ্মণ বদলে যেতে পারবে না? তোমাদের দৃষ্টি-স্মৃতি সকল আত্মাকে বদলে দেবে।

বাপদাদার কখনো কখনো বাচ্চাদের উপরে হাসি আসে। তোমাদেরও নিজের উপরে আসে? একদিকে বলছে যে, আমরা হলাম বিশ্ব পরিবর্তক, বিশ্ব কল্যাণকারী... আর তারপরেই বিশ্ব পরিবর্তক এসে বলছে যে, আমি এটা পরিবর্তন করতে পারছি না! নিজের সাথে নিজেও কখনো কখনো রুহরুহানে বলে, আমি চাই এটা না করতে, কিন্তু তাও করে ফেলছি... তো বিশ্ব পরিবর্তক আর নিজের জন্য বলছে যে, আমি চাই, কিন্তু করতে পারছি না, তবে এর কী টাইটেল হওয়া উচিত? তাকে বিশ্ব পরিবর্তক বলা উচিত নাকি দুর্বল বলা উচিত? গানেও গেয়ে থাকে... কী যে করি, কীভাবে করি, জানি না যে কবে হবে... এই গীত বাপদাদা তো শোনেন। যখন তোমরা হলে বিশ্ব পরিবর্তক, বিশ্ব কল্যাণকারী, তবে কোনো আত্মাকে বদলাতে পারবে না? নিজেকে বদলাতে পারবে না? যদি স্ব-পরিবর্তকই না হতে পারো, তবে বিশ্ব পরিবর্তক কীকরে হবে?

বাপদাদা বলেন যে, এই বছরে বিশেষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিজের সাথে করো। প্রতিজ্ঞার অর্থই হলো শরীর চলে যায় যাক, কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা করেছে, সেই প্রতিজ্ঞা যেন না যায়। তো প্রতিজ্ঞা করবার এতখানি সাহস রয়েছে? করবে প্রতিজ্ঞা? ভয় করবে না তো? তো এই প্রতিজ্ঞা নিজের সাথে করো যে, "কখনোই কারো দুর্বলতা বা ত্রুটিকে দেখবো না। কারো কোনো দোষ ত্রুটির কথা না শুনবো, না বলবো।" না শুনবো, না বলবো, না দেখবো। তবে এই বছরটা কী হয়ে যাবে? এই বছর হয়ে যাবে "শুভ ভাবনা গুণ স্বরূপ বর্ষ"। প্রতি বছরের একটা করে নাম তোমরা দিয়ে থাকো তো না? এই প্রতিজ্ঞা যখন সকলে করে ফেলবে, তখন এই বছর হলো - শুভ ভাবনা গুণ স্বরূপ বর্ষ। মঞ্জুর তোমাদের? তারপর সেখান গিয়ে বদলে যেও না! তখন বলবে মধুবনে তো সুন্দর বায়ুমণ্ডল ছিল আর এখানে তো বায়ুমণ্ডলের সঙ্গ রয়েছে না! পরিবর্তক যে, সে কারো সঙ্গ-তে আসে না। কারো প্রভাবে আসে না। পরিবর্তকই যদি প্রভাবে পড়ে যায়, তবে পরিবর্তন কীকরে করবে? সেইজন্য এই বছরকে গুণ মূর্তি, শুভ ভাবনা বর্ষের রূপে পালন করো। কারো অশুভ কথাতেও তোমরা নিজের কাছে সেটাকে শুভ করে নিয়ে গ্রহণ করো। অশুভ চোখে পড়লেও তোমরা শুভ দৃষ্টি রেখে দেখো। যখন প্রকৃতিকে বদলে দিতে পারো তবে মনুষ্য আত্মাদেরকে বদলাতে পারবে না? আর তার মধ্যেও ব্রাহ্মণ আত্মাদের, তাদেরকে বদলাতে পারবে না? যখন সকলের প্রতি শুভ ভাবনা হবে, তখন 'কারণ' শব্দটির অবসান হয়ে 'নিবারণ' শব্দই দেখতে পাওয়া যাবে। এই কারণে এটা হলো, এই কারণে হলো...। না। কারণকে নিবারণে পরিবর্তন করো। সাহস রয়েছে? আচ্ছা! বাপদাদা যখন টি. ভি. খেলেন, তখন মজার অনুভব হয়। এই কলিযুগী টি. ভি. দেখেন না। ব্রাহ্মণদের টি. ভি. দেখেন। এই রকম নয় যে, তোমরা সেই টি. ভি. খুলে দেখবে, এই রকম কারো না। তো যখন বাচ্চাদের খেলা দেখেন, তখন খুব মজার অনুভব হয়। মিকি মাউসের খেলা করে থাকো তো না? কিছুক্ষণের জন্য কেউ বাঘ হয়ে যায়, কেউ কুকুর হয়ে যায়। যে সময় রাগারাগি করো, সেই সময় কী হয়ে যাও? যখন কারো সাথে কোনো বিষয়ে ডিসকাস করো, তার উপরে আঘাত হানতে যাও, নিজেরটাই প্রমাণিত করতে যাও, সেই সময় কী হয়ে থাকো? মিকি মাউসই তো হয়ে যাও, তাই না? তো এই বছর মিকি মাউস হয়ো না। ফরিস্তা হয়ো। মিকি মাউসের খেলা অনেক হলো। তো এই বছরটিকে এমন শক্তিশালী বছর হিসেবে পালন করো। কেননা সময় তো সমীপে আসবেই আর নিয়ে আসতেও হবে। ড্রামা অনুসারে আনতে তো হবেই। কিন্তু আনবে কারা? তোমরাই তো না?

দ্বিতীয় বিশেষ এই বছরে কী করবে? নতুন বছরে এক তো তোমরা শুভেচ্ছা বিনিময় করো আর দ্বিতীয় হলো গিফ্ট দিয়ে থাকো। তো এই নতুন বছরে সর্বদা প্রত্যেককে, যখনই কেউ সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে, সে ব্রাহ্মণ পরিবারেরই হোক কিম্বা অন্য আত্মা, তাদের সবাইকে এক তো মধুর বোল এর গিফ্ট দাও, স্নেহের বোল এর সওগাত দাও আর দ্বিতীয় হলো সর্বদা কোনো না কোনো গুণের, শক্তির সওগাত দাও। এই সওগাত সেকেন্ডের মধ্যেই দিতে পারো। এমন বলতে পারো না যে, টাইম হয়ে ওঠে না, যে নেবে না তার টাইম ছিল, না যে দেবে তার টাইম ছিল। কিন্তু যদি তোমার শ্রেষ্ঠ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ

কামনার বৃত্তি থাকে, তবে সেকেন্ডের সংকল্পের দ্বারা, তোমার চোখের দৃষ্টির দ্বারা তোমার ঠোঁটের হাসির রেখার দ্বারা সেকেন্ডেও কাউকে অনেক কিছু দিয়ে দিতে পারো। যে-ই আসবে তাকে গিফ্ট দিতে হবে, খালি হাতে যেন না যায়। তো এতখানি গিফ্ট তোমার কাছে আছে? নাকি দুই দিন দেওয়ার পরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। সকলের স্টক ভরপুর রয়েছে? নাকি কারো কারো স্টক একটু কম হয়ে গেছে? যার কাছে কম রয়েছে, সে হাত তোলো। ভরে দেবো। যাদের কাছে একটু ঘাটতি থাকবে তারা একটা নোট লিখে জনককে (দাদী জানকী) দেবে, তিনি ক্লাস করিয়ে দেবেন। কমতি তো থাকা উচিত নয় না! দাতার সম্মান আর অভাব থাকবে, সেটা তো ঠিক নয় না! সেইজন্য ভরপুর হয়ে যেও। কমতি নিয়ে যেও না। বছরের সাথে কমতিকেও বিদায় দিয়ে যেও। এই রকম নয় যে, কেবল কালকের একদিনের জন্যই গিফ্ট দেবে। না। সারা বছর সবাইকে গিফ্ট বিতরণ করতে থাকো। গিফ্ট না নিয়ে কেউ গেলে ভালো লাগে না, তাই না! কেউ এলে তাকে ভালোবেসে তাকে একটা ছোট্ট গিফ্ট দিলে সে কত খুশী হয়ে যায় না! জিনিসটাকে দেখে না, কিন্তু গিফ্ট অর্থাৎ স্নেহের স্বরূপকে দেখে। গিফ্ট পেয়ে কেউ বিত্বান হয়ে যায় না, কিন্তু স্নেহে বিত্বান হয়ে যায়। তাই স্নেহ দেবে আর স্নেহ নেবে। কেউ যদি তোমাকে স্নেহ নাও দেয়, তাও তুমি তার থেকে নিয়ে নেবে। নিতে পারবে তো? নাকি লজ্জা পাবে যে কীকরে নেবো? এই নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতি নেই। সে তোমার উপরে ক্রোধ প্রকাশ করলো, তুমি সেটাকে স্নেহের রূপে নিয়ে নেবে। তোমরা তো বিশ্ব পরিবর্তক, তাই না? তো বিশ্ব পরিবর্তক কারো নেগেটিভকে পজিটিভে বদলে দিতে পারবে না? তো এই বছরে সর্বদা সকলকে স্নেহ দেবে আর স্নেহ নেবে। এই রকম বলবে না যে, কেউ তো দিলোই না, কী করবো...। তারা দিক বা না দিক, তোমরা নিয়ে নেবে। কিছু তো দেবে সে, নেগেটিভ দিক বা পজিটিভ দিক, কিছু তো দেবে তাই না! কিন্তু তোমরা হলে বিশ্ব পরিবর্তক, তোমরা নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করে নিও। বুঝেছো, এই বছরে কী করতে হবে? আচ্ছা। ডবল বিদেশী কী করবে? গিফ্ট দেবে? দাতা হয়ে গেছো না? বাঃ, দাতা হওয়ার জন্য অভিনন্দন তোমাদেরকে।

বাপদাদা রোজ বাচ্চাদের একটি জিনিস দেখেন। কোনটি? দেখেন যে এই, 'আমি' আর 'আমার' এই দুটি জিনিস হয়রানি করে দেয়। কখনো 'আমার' এসে যায়, কখন 'আমি' এসে যায়। যেগুলো মাঝে মাঝেই হয়রান করতে থাকে। তো যখন বছরের পরিবর্তন হচ্ছে তখন এই 'আমি' আর 'আমার'কেও পরিবর্তন করো। 'আমি' শব্দটি বলতে চাইলে বলা, কিন্তু আমি কে? অরিজিনাল 'আমি' কাকে বলা হচ্ছে? শরীরকে নাকি আত্মাকে? আমি হলাম আত্মা। তো যখনই 'আমি' শব্দ ইউজ করছো তাহলে 'আমি'র অরিজিনাল স্বরূপ, অরিজিনাল অর্থ স্মৃতিতে রাখছো না কেন? আর সারা দিনে কতো বার 'আমি' শব্দের ব্যবহার করে থাকো? করতেই তো হয় না? 'আমার' শব্দও অনেক অনেক বার ইউজ করে থাকো আর 'আমি' শব্দও কতো কতো বার ইউজ করে থাকো। তো যতবার 'আমি' শব্দ ইউজ করে থাকো, সেই সময় এটাই ভাবো যে, আমি হলাম আত্মা। কেননা 'আমি' আর 'আমার' শব্দ ছাড়া থাকতে পারবে না। বলতে তো হবেই আর অভ্যাসও রয়েছে যে। 'আমি', 'আমার' এর পাকাপোক্ত সংস্কার হয়ে গেছে। তো যে সময় 'আমি' শব্দ ইউজ করছো, সেই সময় ভাবো যে আমি কে? আমি তো শরীরই নই না? বডি কনশাসনেস তখন আসে, যখন আমি হলাম শরীর। শরীরকে তো আমার বলে থাকো তাই না? নাকি আমি শরীর বলে থাকো? কখনো কি ভুল করেও বলা যে, আমি হলাম শরীর? ভুল বশতঃও তো বলবে না যে, আমি হলাম শরীর। তো 'আমি' শব্দ হলো আরোই স্মৃতি আর সমর্থী প্রদানকারী শব্দ, পতনে ঠেলে দেওয়া শব্দ নয়। সুতরাং পরিবর্তন করো। বিশ্ব পরিবর্তক পরিপক্ব হয়েছে তো না? দেখো কাঁচা থেকে যেও না। তো 'আমি' শব্দকেও অর্থ বুঝেই পরিবর্তন করো। যখনই 'আমি' শব্দটা বলবে, সেই স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও আর যখন 'আমার' শব্দটি ইউজ করবে তখন সবার আগে 'আমার কে?' সারাদিনে আমার-আমার তো অসংখ্য বার বানিয়ে থাকো। আমার স্বভাব, আমার সংস্কার, 'এই জিনিসটা আমার', আমার পরিবার, আমার সেন্টার, আমার স্টুডেন্ট (জিগ্গাসু), আমার সেবা, আমার সেবাটা সে কেন করেছে? এ'সব বলে থাকো না? এই সব খেলা তো করতে থাকো না? তো যখন 'আমার' শব্দ উচ্চারণ করবে, তখন 'আমার' বলবার পূর্বে এটা স্মরণ করো যে - আমার কে? আগে আমার বাবা' স্মরণ করো। তারপর আমার বাকি সব কিছু স্মরণ করো। সুতরাং যেখানে বাবা থাকবে সেখানে দেহ অভিমান বা আর অন্য কোনো পতন হবে না। তো 'আমি' আর 'আমার' এই দুটি শব্দকে সেই বৃত্তি থেকে, সেই দৃষ্টি থেকে, সেই অর্থ থেকে দেখো এবং বলা। 'আমার' শব্দ মুখ থেকে উচ্চারিত হলো আর প্রথমেই যেন 'আমার বাবা' স্মরণে আসে। তাহলে নিরন্তর যোগী তো হয়েই যাবে তাই না! কেননা প্রত্যেক ঘন্টায় 'আমার' আর 'আমি' শব্দ তোমরা ইউজ করে থাকো। কাজকারবারের ক্ষেত্রেও করতে হয়। তাই যত বার এটা রিপিট করবে, মুখে উচ্চারণ করো কিস্বা মনে মনেই ভাবো - আমি অথবা আমার, তো অর্থের পরিবর্তন করো। সীমার থেকে অসীমে যেতে হবে তো না? যখন অসীম সৃষ্টির পরিবর্তক আত্মা তোমরা, তবে সীমিত'র মধ্যে কেন যাও? কেবল ভারত পরিবর্তক তো নও তোমরা না? নাকি ডবল বিদেশী কেবল ফরেন পরিবর্তক তো নও তাই না? বিশ্ব পরিবর্তক তোমরা। বিশ্ব অর্থাৎ অসীম। বিশ্ব পরিবর্তক তোমরা - এটা পাক্ষা তাই তো? তবে

অটোমেটিক্যালি নিরন্তর যোগী সহজেই হয়ে যাবে। পরিশ্রম করতে হবে না যে, ভাব আর ভাবনা বদলে যাবে। আচ্ছা!

চতুর্দিকের নব যুগের রাজ্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে সদা স্ব পরিবর্তন আর বিশ্ব পরিবর্তনের নিমিত্ত বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা পুরুষার্থে নবীনত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আসা সর্ব স্নেহী আত্মাদেরকে, সদা বাবার নাম প্রত্যক্ষ করতে পারা সুপুত্র আত্মাদেরকে, সদা 'আমার' আর 'আমি'কে যথার্থ ভাব আর অর্থে নিয়ে আসতে পারা সহজযোগী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- আগে পরে ভেবে বুঝে সকল কার্য করে থাকা জ্ঞানী তুমি আত্মা ত্রিকালদর্শী ভব যে বাচ্চারা ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ তিন কালের জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে, আগে পরে ভেবে বুঝে কর্ম করে থাকে, তাদের সকল কর্মে সফলতা প্রাপ্ত হয়। এই রকম নয় যে খুব বিজি ছিলাম, সেইজন্য যে কাজটা সামনে এলো সেটাই করতে শুরু করে দিলাম, না। যে কোনো কর্ম করবার পূর্বে এই অভ্যাস যেন থেকে যায় যে, আগে তিন কালের বিষয়ে ভাবতে হবে। ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে স্থিত হয়ে কর্ম করো, তবে কোনও কার্যই ব্যর্থ বা সাধারণ হবে না।

স্নোগান:- নিজের সন্তুষ্ট আর হাসিখুশী জীবনের দ্বারা সেবা করো, তবেই বলা হবে সত্যিকারের সেবাধারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময় তোমাদের সকলের হল বাণপ্রস্তু অবস্থা, তোমাদেরকে বাণীর থেকে উর্ধ্বে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে, এইজন্য বাবাকে স্মরণ করো”

*প্রশ্নঃ - ২১ জন্ম সুখ লাভের আধার কী?

*উত্তরঃ - ৬৩ জন্মের ভক্তি। যারা প্রথম দিকে সত্যোপধান ভক্তি করেছে অর্থাৎ যারা পুরানো, অনেক জন্মের ভক্ত, তারাই এখন জ্ঞান নিতে আসবে, তাদেরই ২১ জন্মের সুখ লাভ হয়। এখন তোমাদের ভক্তির পাট সম্পূর্ণ হয়েছে। ভগবান তোমাদেরকে ভক্তির ফল দিতে এসেছেন। ভক্ত, ভগবান হতে পারে না।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা তুমি হলে সকলের ভাগ্য বিধাতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা মাতার মহিমা শুনেছে। এখন মাতাকে তো ভগবান বলা যাবে না কেননা ভগবানকে তো পিতা বলা হয় - পরমপিতা। এখন পিতা থাকলে তো মাতাও অবশ্যই চাই। মাতাকে সবাই মান্য করে। মাতা আছেন তো পিতাও আছেন। মাতা নিজেকে ভগবান বলতে পারবে না। এই পয়েন্ট ধারণ করতে হবে। জগৎ অস্বাভাবিক কতো মহিমা হয়! এমন বলবে না যে ভগবান বা বাবা হলেন সর্বব্যাপী। না, যখন মাতা-পিতা বলা হয় তো বাচ্চারাও থাকবে। যদি সর্বব্যাপী হতেন তাহলে তো সবাই ভগবান হয়ে যেত। তাহলে তো ভগবতীও হত না। সর্বব্যাপীর জ্ঞানে তো ভগবতী নেই। সবাই হল ভগবান তাহলে আত্মাই পিতা হয়ে গেল। মাতা তো থাকলোই না। বোঝানোর জন্য এটা খুবই ভালো পয়েন্ট। তোমরা জানো যে কোনো আত্মা নিজেকে ভগবান বলতে পারে না। ভক্তরা যদি বলে যে - আমরা হলাম ভগবান তাহলে তো মাতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে না। অন্যদিকে আবার ভক্তরা তো পুনর্জন্ম নেয়। ভগবান তো পুনর্জন্ম নেন না। এমন তো নয় যে ভগবানের নিজের শরীর আছে। তো এই সর্বব্যাপীর কথা উপরে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। ভক্তদের জন্য ভগবানকে দরকার, তাই না। ভক্ত অনেক আছে, ব্রাদার্স আর সিস্টার্স (ভাই-বোন) সকলেই হলো ভক্ত। আত্মা বলে যে - এই সময় আমি প্রবল ভক্তি করছি। আবার আত্মা বলে যে এখন আমি বাবাকে পেয়েছি, তো আমি এখন জ্ঞানে চলছি। আত্মাই জ্ঞান শ্রবণ করে। ভক্ত তো পুনর্জন্ম নেয়, ভগবান তো পুনর্জন্ম নিতে পারবেন না। এই শরীর এঁনার (শিববাবার) নয়। এটা তো সবাই জানে - পাঁচ তত্ত্বের শরীর নিয়ে ভগবান জন্ম নেন না, তিনি তো পরকায়ী অর্থাৎ অন্যের শরীরে প্রবেশ করেন। এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর হলেন সূক্ষ্ম বতনবাসী। তো প্রতিটি কথাকে ভালোভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। আত্মা বলে যে আমি এক পুরানো শরীর পরিত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করি। পুরানো শরীর ছোটো হোক বা বড়, এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। এখানে তো হঠাৎ করেই আত্মা ছোটো বা বড় শরীর ত্যাগ করে। কিন্তু সেখানে তো সম্পূর্ণ জীবন উপভোগ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে - এখন আমাকে পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন নিতে হবে। তো এই জ্ঞান আত্মার মধ্যে আছে তাই না। আত্মা পুনর্জন্ম নেয়। এটা পরমাত্মার ক্ষেত্রে বলা যাবে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকেও পরমাত্মা বলা যাবে না। তারাও হল সূক্ষ্ম বতনবাসী। বাবা তো হলেন মূল বতনবাসী। অন্য কেউ জানেনা যে পরমাত্মা মূলবতন, নির্বাণধামে থাকেন। নির্বাণধাম অর্থাৎ বাণীর থেকে উর্ধ্বে যে ধাম, সেইজন্য বাণপ্রস্তু নাম হয়েছে। বাণীর থেকে উর্ধ্বে স্থিতিতে যাওয়ার জন্য ৬০ বছর বয়সের পর যখন বৃদ্ধ হয় তখন বাণপ্রস্তু নেয়। এখানে তো তোমরা ছোটো-বড় সবাই জানো যে আমরা হলাম বাণপ্রস্তু। আত্মা বলে যে আমাকে বাণীর থেকে উর্ধ্বে স্থানে যেতে হবে। আত্মাকে মেল (পুরুষ) বলা হয়। যখন শরীরে আসে তখন আত্মা বলে যে - এইসময় আমার মেল অথবা ফিমেল-এর (পুরুষ অথবা নারীর) শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। তো আত্মাকে এখন বাণপ্রস্তু যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আত্মাকে মেল (পুরুষ) বলা হয়। মাতা-রা কখনও বাণপ্রস্তু নেয় না। কিন্তু এখানে বাবা বোঝাচ্ছেন - আত্মা তো হলো মেল। তোমরা সকল আত্মারা হলে বাণপ্রস্তু। এখন সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আমি তোমাদের সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি এইজন্য এখন আমাকে স্মরণ করো তো আমার ধামে চলে আসবে। এটা কোনো মানুষ বলতে পারবে না। সুপ্রীম আত্মা বাবা-ই বলে থাকেন। সন্ন্যাসী-উদাসীরা এইরকম বাচ্চা-বাচ্চা বলে কথা বলবে না। বাবার জ্ঞান কারো মধ্যে নেই। জিজ্ঞেস করো ভগবান কোথায় থাকেন? তো বলবে - ভগবান হলেন সর্বব্যাপী। অর্থাৎ ভগবানের জ্ঞান কারো কাছে নেই, এইজন্য ভক্তি করে, ভগবানের সাথে মিলন করার জন্য। কিন্তু কিভাবে আর কবে মিলন হবে? এটা কারো জানা নেই। বাবা বলছেন - কোটির মধ্যে কয়েকজন আমাকে জানে। মানুষ তো সর্বের দানার মধ্যে অগণিত সংখ্যায় আছে। এর মধ্যে কিছু আত্মা, যারা হারানিধি হবে, তারাই এসে আমার পরিচয় জানবে আর বাবার থেকে নিজের উত্তরাধিকার নেবে। তোমরা বোঝাতে পারো যে এই সময় সবাই হল ভক্ত। সবাই ভগবানের থেকে ভক্তির ফল প্রাপ্ত

করতে চায়। যদি তোমরা সবাই ভগবান হও তাহলে ভক্ত তো কেউ হতে হতে পারবে না। যদি তোমরাই ভগবান হও, তাহলে তোমাদের আবার কি চাওয়ার থাকতে পারে? ভক্তদেরকে ভগবানের সাথে মিলিত হতে হবে। নিজেকে ভগবান বলা - এটা তো একধরনের ইনসাল্ট (নিন্দা করা), এর থেকে বড় ইনসাল্ট আর কিছু হতে পারে না। আল্লাহ-র থেকে আমরা বহিস্থ অর্থাৎ স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে চাই। তোমরা বলো যে - আমিই হলাম আল্লাহ! এখন তোমরাই জাজ্ (বিচার) করো। তোমাদেরকে যদি কেউ বলে যে - আমিই হলাম আল্লাহ, তোমরা বলবে - এটা কিভাবে হতে পারে? আল্লাহ তো হলেন সবথেকে বড়। এটা অত্যন্ত বোঝার বিষয়। কখনও কেউ নিজেকে আল্লাহ বা ভগবান বলতে পারে না। সকলের বাবা হলেন এক। এইরকম অনেকেই বলে যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। আরে, তোমরা ভগবান, এটা আমরা মানতে পারছি না। আমরা তো হলাম ভক্ত। আমরা হলাম সেই প্রিয়তমা (আশিক), সেই প্রিয়তমের (মাশুকের)। একমাত্র পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলা হয়।

তোমরা বোঝাতে পারো যে - তোমাদের বড়রা বলে যে রচয়িতা আর রচনা হল অনন্ত। তোমরা তাহলে নিজেদেরকে রচয়িতা কিভাবে বলছো? বীজ অন্তহীন হতে পারে না। বৃক্ষকে অনন্ত বলা যেতে পারে। এর পাতা ইত্যাদি গণনা করা যায় না। একটা বীজ থেকে কতো শাখা-প্রশাখা, পাতা ইত্যাদি বের হয়। তোমরা হলে চৈতন্য, বলতে পারো চলাফেরা করতে পারো। সবথেকে বেশী মহিমা মানুষেরই হয়। বাবা বলেন যে আমি এসে বাম্বাদেরকে সমগ্র ড্রামার রহস্য বোঝাই। এটা হলো পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা, তাই না। তোমরা ড্রামা অনুসারে চলতে থাকো। তোমরা বাবার বাম্বারা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হচ্ছে। পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা, কেননা তিনিও হলেন স্বদর্শন চক্রধারী। তিনি বসে তোমাদেরকে নিজের সমান তৈরী করছেন। তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনে গেছো। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য, নতুন ধর্ম স্থাপনার জন্য নতুন কথা শুনছো পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা, যিনি সৃষ্টিকেও পাবন বানাচ্ছেন। তোমাদেরকেও নতুন রূপে গড়ে তুলছেন। নতুন সৃষ্টিতে আবার নতুন যুগ স্বর্গ হবে, এখন তো নরকের যুগ চলছে। তোমরা এখন নরকের যুগে আছো। এখন পরমপিতা পরমাত্মা এসে তোমাদেরকে স্বদর্শন চক্রধারী বানাচ্ছেন। এই প্রত্যেকটি কথা হল নতুন, ধারণ করার যোগ্য। কিন্তু সকলের ধারণা হয় না। ধারণা হলে খুশীর নেশা থাকে। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এই নেশাতে থাকতে হবে। স্ত্রী অথবা পুরুষ - প্রত্যেককে স্বদর্শন চক্রধারী এখানেই হতে হবে। বাকি ভূজ (হাত) তো প্রত্যেকের দুটোই আছে। মানুষ, যারা ৮৪ জন্ম নেয়, তাদের চার ভূজ তো হতে পারে না। তোমরা এইরকম কখনও শুনবে না যে শংকরের ১০০ ভূজ বা ১০০০ ভূজ আছে। ব্রহ্মার ভূজ দেখিয়েছে। চার ভূজ বিশিষ্ট ব্রহ্মার কাছে গেছি, হাজার ভূজ বিশিষ্ট ব্রহ্মার কাছে গেছি। ব্রহ্মার সন্তান সংখ্যায় বৃদ্ধি হতে থাকে। তাহলে কত ভূজ হয়ে যাবে? তিনি হলেন প্রজাপিতা, তাই না। অনেকের সহযোগিতা নিয়ে তিনি সৃষ্টি রচনা করেছেন। এছাড়া কোনও মানুষ ৪-৬ ভূজ বিশিষ্ট হয় না। সূক্ষ্ম বতনে তো কিছুই নেই। এসব কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বলছেন যে - ইনিও (এই দাদাও) অনেক শাস্ত্র পড়েছেন, অনেক গুরু করেছেন। সেটা হল ভক্তি মার্গ। তোমাদের ভক্তির পাট সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমরা হলে অলরাউন্ডার (সর্ব বিষয়ে দক্ষ)। শুরু থেকে তোমরাই বেশী ভক্তি করেছো। ভক্ত তো এইসময় অনেক আছে। তোমরা তো হলে অল্প সংখ্যক। বাবা বলছেন - আমি তোমাদেরকে সাক্ষাৎকার করাই। কোনো কোনো ভক্ত স্মরণ করে, তাদেরকেও সাক্ষাৎকার করাই। তোমরাই সতোপ্রধান ভক্তি করেছিলে, তো অবশ্যই তোমরাই সবথেকে বেশী জন্ম নিয়েছো। ৬৩ জন্ম তোমরা ভক্তি করেছো। এর বিনিময়ে ২১ জন্ম তোমাদের সুখ প্রাপ্ত হয়। কতই না বোঝার বিষয়, এইজন্য নতুন যারা আসে, তাদেরকে দিয়ে ফর্ম পূরণ করা হয়। ফর্ম পূরণের বিষয়টা খুবই ভালো - তোমার গুরু কে? গুরু করেছো তো অবশ্যই ভক্ত হয়েছো। তুমিই যদি ভগবান হও তাহলে গুরু কেন করেছো? ভগবান ভগবানকে গুরু কিভাবে বানাবে? ভক্তরা ভগবানের সাথে মিলন করার জন্য গুরু করে। তুমি নিজেই হলে ভগবান। তাহলে গুরুর দ্বারা কি হবে? অত্যন্ত যুক্তি সহকারে, অত্যন্ত মনোরম ভাবে বোঝাতে হবে। বাবা প্রতিদিন নতুন নতুন কথা বোঝাচ্ছেন। মল্ল যুদ্ধে যোদ্ধারা অত্যন্ত সুকৌশলে যুদ্ধ করে। অমুক ব্যক্তির কোন্ জায়গায় লক্ষ্য স্থির করবে, তীর চালাবে।

সাধারণ মানুষ আদিদেব ব্রহ্মাকে

মহাবীর বলে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। কেউ মহাবীরকে হনুমান বলে, কেননা হনুমান মহাবীরত্ব দেখিয়েছে। কোথায় সেই মহাবীর, আবার তার নাম পবনপুত্র রেখে দিয়েছে। আদিদেব তো হলেন ব্রহ্মা আর তিনি হলেন মানুষ। জগদম্বাও হলেন মানুষ। এতো ভূজ ইত্যাদি কোথায় আছে! মাতাদের যদি এত ভূজ থাকতো তাহলে আমাদেরও থাকা উচিত। আশ্চর্যজনক ব্যাপার! এমন নয়। সবাই ধারণ করে জ্ঞানের সেই নেশায় থাকে। নশ্বরের ক্রমানুসারে আছে। সেই সংস্পর্শে এইরকম কোনো কথা থাকে না। এটা তো হলো স্কুল। নশ্বরের ক্রমানুসারে বাম্বারা আসে। কারোর কাছে মায়ার তুফান

এলে স্থিতির পতন ঘটে, এইজন্য ব্রাহ্মণের মালা তৈরী হয় না। ফাইনাল যখন হবে তখন তাকে রুদ্র মালা বলা হবে। তোমরা হলে রুদ্র শিববাবার সন্তান। রুদ্র যজ্ঞ রচনা করেন তো রুদ্রের চিত্রও বড় তৈরী করে। এছাড়া ছোটো ছোটো শালগ্রাম বানিয়েও পূজা করে। বাবা বসে গুহ্য রহস্যময় কথা শোনাচ্ছেন। যারা সেবাধারী বাচ্চা হবে তাদের খুব ভালোরীতি ধারণা হবে আর বোঝাতেও পারবে। এটা তো বড়ই সহজ বিষয়। আমরা হলাম আত্মা। বলে থাকে ব্রাদারহুড। আত্মারা সবাই হল ভাই-ভাই। ভাই-ভাই বলে আবার নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। যখন বলে থাকো ব্রাদারহুড, তাহলে ফাদারহুড কিভাবে বলছে? 'সবাই ঈশ্বর'- কিভাবে বলছে? সকল ভগবান ভাই-ভাই কিভাবে হতে পারে? তিনি তো হলেন সকল আত্মাদের পিতা অসীম জগতের বাবা। কত সহজ কথা।

তোমরা জানো যে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। তারপর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি হয়। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার হয়। এই ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। যেহেতু প্রজাপিতা ব্রহ্মা আছেন তো অবশ্যই নতুন সৃষ্টি রচিত করবেন, তাই না। জগতপিতা, তিনি হলেন রচয়িতা। তিনি তোমাদেরকে রচনা করেছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন প্রজার রচনা রচিত করেন অর্থাৎ পুরানোকে নতুন করে তৈরী করেন। সাধারণ মানুষ আবার মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ সাগরে অশ্বখ পাতার উপরে ভেসে এসেছে। আচ্ছা, তাকে আবার কে রচনা করেছেন? এই বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে নতুন প্রজা কিভাবে রচনা করেন? সেখানে স্বর্গে গর্ভে থাকাকালীন যেন মনে হবে ক্ষীর সাগরে আরামে বসে আছে। সেই সময় কোনও জ্ঞান থাকেনা। শান্ত্রে তো কিসব লিখে দিয়েছে! প্রলয়ও বড় আর ছোটো দেখায়। তারা বলে যে প্রলয় হয়। বাবা বলেন প্রলয় কখনও হয় না। আমি আসি ব্রহ্মার দ্বারা ভারতকে পতিত থেকে পাবন বানাতে। পতিত দুনিয়াতে আমাকে আসতে হয়। তোমরা জানো যে কল্প কল্প আমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা ভারতকে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছি। এক একজনের কাছে গিয়ে ভুঁ-ভুঁ করছি। সবাই হলো বিকারী পতিত। বাবা হলেন পতিত-পাবন, তাঁর দ্বারা আমরাও খুদাই-খিদমদগার (ঈশ্বরের সহায়ক) হই। আমরাও পাবন হই আর অন্যদেরকেও পাবন বানাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা অনুসারেই চলতে হবে। জ্ঞানের চিন্তন করে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে।

২) ভক্তদেরকে ভগবানের সত্য পরিচয় দিতে হবে। উদ্ধান্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে হবে। ব্রহ্মার সহায়তাকারী ভূজ হয়ে খুদাই খিদমতগার (ভগবানের সহায়ক) হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের শুভ ভাবনার সংকল্পের দ্বারা প্রত্যেক আত্মার মধ্যে উৎসাহ ভরে দেওয়া সত্যিকারের সেবাধারী ভব
বাচ্চারা তোমাদের শুভ ভাবনা হলো প্রত্যেক আত্মা বাবার থেকে প্রাপ্তির অঞ্জলী নিয়ে নেবে। এই শুভ ভাবনার ফল স্বরূপ সেই আত্মাদের অনুভব করার শক্তি প্রাপ্ত হয়। শুভ ভাবনার সংকল্পে অনেক বেশী শক্তি আছে, যা চারিদিকের বাতাবরণকে পরিবর্তন করে দেয়। তো সত্যিকারের সেবাধারী হলো সে, যে নিজেও উৎসাহে থাকে আর সেবাও উৎসাহের সাথে করে আর অন্য আত্মাদের মধ্যেও বাবার পরিচয় দ্বারা উৎসাহিত করে। উৎসাহ হলো এমন এক জিনিস যে তার সামনে পরিস্থিতি কিছুই নয়, সে যুদ্ধ করার পরিবর্তে সমর্পিত হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- বাপদাদার সাথে অটুট ভালোবাসা থাকলে ঈশ্বরীয় মর্যাদা অনুসারে চলা সহজ অনুভব করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অশরীরী হওয়ার মেহনত করো, অশরীরী অর্থাৎ কোনো দৈহিক (দেহের) ধর্ম নয়, সম্বন্ধ নয়, আত্মা একাকী বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে ১০০ পারসেন্ট বল কবে আসবে, তার পুরুষার্থ কী?

*উত্তর:- বাচ্চারা, তোমরা যখন স্মরণের দৌড় লাগিয়ে অন্তিম সময়ে পৌঁছে যাবে, তখন ১০০ পারসেন্ট বল এসে যাবে। সেইসময় কাউকে বোঝালে তখন তৎক্ষণাৎ তীর লেগে যাবে। এরজন্য দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো। নিজের হৃদয়-দর্পণে দেখো যে পুরানো সব খাতা স্মরণের দ্বারা ভস্ম করেছে !

*গীত:- তুমি হলে প্রেমের সাগর....

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা জানে, অল্ফ (বাবা) এসেছেন। গায়নও রয়েছে, তাইনা ! বাবার থেকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অর্থাৎ স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া যায়, কারণ বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। জীবনমুক্তি বাবার থেকেই পাওয়া যায়। মানুষ মানুষের কাছ থেকে পায় না। বাচ্চার জন্ম হয় আর উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। সর্বপ্রথমে যখন কেউ আসে তখন তাকে দিয়ে ফর্ম ভরিয়ে নেওয়া হয় যে আত্মার পিতা কে? বলাও হয়ে থাকে জীবাত্মা, পুণ্য আত্মা...। এমন বলা যাবে না জীব-পরমাত্মা, পাপ-পরমাত্মা, পুণ্য-পরমাত্মা। না, মহাত্মা, পুণ্যাত্মা বলা হয়ে থাকে। গাওয়াও হয়ে থাকে, আত্মা পরমাত্মা আলাদা থেকেছে বহুকাল.... তাহলে অবশ্যই পরমাত্মাকেই আসতে হবে দুঃখ থেকে লিবারেট (মুক্ত) করার জন্য। তাহলে সর্বপ্রথমে কেউ এলে তখন তাদের দিয়ে ফর্ম ভরানো হয়ে থাকে -- তোমাদের আত্মার বাবা কে? শরীরের বাবা কে? দুটি জিনিস হলো আলাদা আলাদা -- আমি এবং আমার। আমি আত্মা, আমার শরীর। অহম্ (আমি) আত্মার বসবাসের স্থান কোথায়? তাহলে তোমার আত্মার বাবা কে? এমন বলা হবে না যে পরমাত্মার বাবা কে? প্রথমে অল্ফকে (বাবাকে) জানতে হবে। তিনি হলেন সত্য। স্তানের সাগর। তিনি হলেন সকলের পিতা। কোনো মানুষ, জজ ইত্যাদিদেরও জানা নেই যে আমরা হলাম আত্মা। আত্মাই শরীরের অর্গান্স দ্বারা বলে - আমি হলাম জজ, আমি হলাম সার্জন। আত্মা-অভিমানী একমাত্র বাবাই বানিয়ে থাকেন। এখন তোমরা জেনেছো যে আমরা হলাম আত্মা। বাকি এ সব হলো শরীরের সম্বন্ধ। শরীরের সম্বন্ধেও ইনি হলেন মা, ইনি হলেন বাবা...। আত্মার সম্বন্ধে হলো ভাই ভাই। প্রথমে তো একথা বোঝাতে হবে। গাওয়াও হয়ে থাকে, সেকেন্ডে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার। জীবনমুক্তি কে দেবেন? সত্যযুগে হলো জীবনমুক্তি, কলিযুগে হলো জীবনবন্ধ। এও বোঝাতে হবে। তাহলে এখানে ফর্ম ভরানোর নিয়মও অত্যন্ত ভালো।

বাচ্চারা, তোমরা জানো আমাদের আত্মাদের বাবার স্মারকচিহ্ন এখানেই আছে। তিনি হলেন নিরাকার, আমাদের আত্মাদের পিতা। আমরা হলাম সাকারী। নিরাকারেরও স্মারক চিহ্ন রয়েছে। তাহলে অবশ্যই এসেছিলেন, তাই না ! পতিতকে পবিত্র করেন যিনি, পুরানোকে নতুন করেন যিনি। দুনিয়া নতুন থেকে পুনরায় পুরানো হয়। দুনিয়া একটাই। অবশ্যই দুনিয়ার রচয়িতা একজনই হবেন, দ্বিতীয় হতে পারে না। গড ইজ ক্রিয়েটর। তিনি পুরোনো দুনিয়াকে নতুন করেন। নতুন দুনিয়া অথবা ভারত স্বর্গ ছিল। গড ইজ ওয়ান। ওয়ার্ল্ড ইজ ওয়ান। সত্যযুগ ছিল, এখন হলো কলিযুগ। প্রাচীন ভারত ছিল, তাহলে অবশ্যই নতুন দুনিয়ার রচনাকার ভারতকে নতুন পরিণত বানিয়েছিলেন। প্রথমে যখন কেউ আসে তখন তাদের এই রহস্য বোঝাতে হবে। তোমরা হলে আত্মা, আত্মা পুনর্জন্ম নিতে থাকে। বাবা এসে দেহী অভিমানী বানান। আমি হলাম জজ, আমি হলাম ব্যারিস্টার অথবা আমি হলাম খ্রিস্টান ধর্মের। এসব হলো শরীরের ধর্ম। আত্মা হলো অশরীরী তাই কোনো সম্বন্ধ নেই, কোনো ধর্ম নেই। আত্মা পৃথক হয়ে কর্মাতীত হয়ে যায়। তারপর নতুন করে মা-বাবা ইত্যাদি সম্বন্ধ তৈরি হয়। বস্ত্র বদল হয়, ভূমিকা বদল হয়, মা-বাবা সবকিছু নতুন হয়ে যায়। আত্মা পুনর্জন্ম নিতে থাকে। বাস্তবে আত্মা হলো নিরাকার, নিরাকারী দুনিয়ায় বাস করে। তারপর আত্মা শরীর ধারণ করে তখন বলে এ হলো আমার নাম-রূপ। এখন বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান -- তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করো। তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমরা ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করেছে, তোমরা ব্যারিস্টার হয়েছে, রাজা হয়েছে। এখন তোমরা বিশ্বের মালিক হও। আত্মাদের সঙ্গে কথা পরমপিতা পরমাত্মাই বলতে পারেন। একথা কারোর বুদ্ধিতে নেই। ওরা তো বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা। বাবা এসে সৃষ্টির চক্রের রহস্য বুঝিয়ে থাকেন। এখন তোমরা জেনেছো যে অবশ্যই আমরা ৮৪ জন্মের চক্র প্রদক্ষিণ করেছি। এখন এ হলো অন্তিম জন্ম, ঘরে ফিরে যেতে হবে। মানুষ মুক্তিধামে যাওয়ার প্রচেষ্টাও করে থাকে। আমরা আত্মারা হলাম মুক্তিধামের অধিবাসী। কিন্তু দেহ-অভিমাণে থাকার কারণে জানেনা। আমরা আত্মারা নিরাকারী

দুনিয়ায় বাস করি। সেখান থেকে এসেছি ভূমিকা পালন করতে। এখন ভগবানকে স্মরণ করে, ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য। তাহলে সর্বপ্রথমে এ'কথা বোঝাতে হবে - আত্মা এবং শরীর দু'টি বস্তু। আত্মাতেই মন বুদ্ধি রয়েছে, আত্মা হলো চৈতন্য। আত্মা হলো অবিনাশী। শরীর হলো বিনাশী। সকল আত্মাদের পিতা ওই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নলেজফুল। তাঁকেই গীতার ভগবান বলা হয়ে থাকে। সকল ভক্তদের ভালোবাসা রয়েছে, প্রেমের সাগর পরমাত্মার সঙ্গে। ভক্তদের কত আকর্ষণ করে, ঈশ্বর তো অদ্বিতীয় হওয়া উচিত। এতসব ভক্ত রয়েছে। সকলেই হলো পতিত। পতিত-পাবনকে স্মরণ করে থাকে, তাহলে অবশ্যই একজন নিরাকার আছেন, তাই না ! বাকি সকলেই হলো ওঁনার রচনা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করও হলো রচনা। মনুষ্য সৃষ্টিও হলো রচনা। উচ্চ থেকে উচ্চ (সর্বোচ্চ) বাবা হলেন পরমধামের অধিবাসী। যেমন আত্মা হলো স্টার, তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা হলেন স্টার।

বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন ওয়ার্ল্ড হলো একটাই, তাকে রিপিট করতে হবে। যে ধর্মই রয়েছে তাকে আবর্তিত হতে হবে। সমস্ত অ্যাক্টর-রাই হলো ভূমিকা পালনকারী, কারোর ভূমিকা বদল হতে পারে না। তাই ভূমিকা পালন করতেই হবে। সর্বপ্রথমে এ'কথা বোঝানো অত্যন্ত জরুরি যে আত্মার বাবা কে? ওরা বলে যে, ও গডফাদার! এ'কথা কে বলে? আত্মা শরীর দ্বারা বলে। আত্মার বাবা হলো পরমপিতা পরমাত্মা। এটাই হলো মুখ্য কথা। তোমাদের কারোর সঙ্গে বেশি তর্কবিতর্ক ইত্যাদি করা উচিত নয়। এ হলোই সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। বাবা বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা, তোমরা দেহী-অভিমানী হও। এইসময় এ হলো পতিত দুনিয়া। গডফাদারকে না জানার কারণে অরফ্যান (অনাথ) হয়ে পড়েছে। সত্যযুগে তো প্রালঙ্ক (ফল) ভোগ করে। সেখানে বাবাকে স্মরণ করার দরকারই নেই। দুনিয়ার এ'কথা জানাই নেই যে ভারতবাসীদেরই বাবার থেকে প্রালঙ্ক (ফল) প্রাপ্ত হয়। ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। নরকে পরিণত করে মায়া(রাবণ)। ভারতকে পুনরায় নতুন থেকে পুরোনো হতেই হবে। মনে করো বাড়ির আয়ু ১০০ বছর, তাহলে ৫০ বছর পর পুরানো বলা হবে। তেমনি দুনিয়াও নতুন থেকে পুরনো হয়ে যায়। পুনরায় নতুন কে বানাবে? রিপিট কিভাবে হবে? দুনিয়া নতুন ছিল, কে বানিয়েছিল ! পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা-ই। পতিত কে বানায়? পবিত্র কে বানায়? এ কথা কেউই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা বাবার হয়েছে। বাবা অর্থাৎ বাবা। বাবাকে আধা-পৌনে এ'ভাবে খোড়াই মানা হয়। কিন্তু মায়া দেহ-অভিমান নিয়ে আসে। অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করার মধ্যেই হলো সমস্ত প্রশ্রম। নতুবা মায়া হলো অতি বড় শত্রু। স্মরণের বল এর দ্বারাই তোমরা রাজ্য নিয়ে থাকো। স্মরণের দ্বারাই তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকো। স্মরণই হলো শক্তি। বাবা বলেন দেহ-সহ সকল সম্বন্ধ ভুলে আমাকে স্মরণ করো কারণ আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সত্যযুগে হলো জীবনমুক্ত, কলিযুগে হলো জীবনবন্ধ। পাঁচবিকার-রূপী রাবণের বন্ধন রয়েছে। ওখানে এমন হয় না। বাবা এসে লিবারেট করেন।

তোমরা জানো - ভারতে সুপ্রীম পিস-প্রস্পারিটি (শান্তি-সমৃদ্ধি) ছিল। এখন নেই। তাহলে অবশ্যই সুপ্রীম ফাদার তা স্থাপন করেছিলেন। তিনি এসেছিলেন ! সঙ্গমে এসে ভারতকে জীবনমুক্ত করেন। বাকি সব ধর্ম তো হলো বাইপ্লটস। এই ভারত প্রাচীন। নব ভারতে দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল, এক ধর্ম ছিল। তাকে স্বর্গ বলা হয়ে থাকে। তাই সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিলে তারপর আর আরগ্যু (তর্ক) করবে না। বাবা তো সত্যই বলেন। ওঁনারই হলো শ্রীমৎ। নেত্রট হলো ব্রহ্মার মত। অবশ্যই বাবার থেকেই ব্রহ্মাও মত প্রাপ্ত করে থাকেন। ব্রহ্মা এখন রাতে রয়েছেন। দিনে ছিলেন। ব্রহ্মার দিন এবং রাত, তাহলে ব্রহ্মাকুমার ও কুমারীদেরও দিন এবং রাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মার রাত যখন তখন অবশ্যই বাচ্চাদেরও রাত হবে। বাবা বোঝান, আমি এসে ব্রহ্মার মুখের দ্বারা সর্বপ্রথমে ব্রাহ্মণদের রচনা করি। ব্রাহ্মণ বর্ণ চাই। এই যন্তু রচিত হয়েছে, তাই না ! শ্রীকৃষ্ণ যন্তু বলবে না। এ হলো রুদ্র গুণান যন্তু। রুদ্রমালা। বাবা শিব এইসময় যন্তু রচনা করেছেন। এই বাবাই বসে পড়ান। বাচ্চারা, আমি তোমাদের নর থেকে নারায়ণ, রাজার রাজা বানিয়ে দিই। এ হলো রাজযোগ। শ্রীকৃষ্ণ-কে পরমাত্মা বলা যাবে না। পরমাত্মা রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন, যার দ্বারা তোমরা শ্রীকৃষ্ণের সমান হয়ে যাও। মুখ্য কথা হলো সর্বপ্রথমে বাচ্চাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে। নাহলে কাউকে তীর বিদ্ধ করতে পারবে না। দেহী অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করলে শক্তি প্রাপ্ত হবে। যখন তোমরা ভালোভাবে পালোয়ান হয়ে যাবে তখন ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিদের তীর লাগবে। ধীরে ধীরে হবে। এখন তো তোমাদের বল প্রাপ্ত হচ্ছে। শেষপর্যন্ত ১০০ পারসেন্ট হতে হবে। দৌড় লাগাতে হবে। এখন তোমরা পড়ছো। শক্তিশালী পালোয়ান হয়ে যাবে। বোঝানো উচিত তোমরা তো হলে জীব আত্মা, পরমাত্মা তো হলেন অদ্বিতীয় পিতা। তারপরেও তোমরা আত্মাই পরমাত্মা কেন বলো ? পতিত-পাবন পরমাত্মা হলেন অদ্বিতীয়। তোমরা তো পুনর্জন্ম নেবে। পরমাত্মার তো নিজের শরীর নেই। উনি হলেন রুদ্রশিব। মানুষকে পরমাত্মা বলতে পারো না। আত্মার শরীরের উপরেই নামকরণ হয়ে থাকে। আত্মা তো সকলেরই একই রকমের। কোথাও আত্মা ব্যারিস্টারের শরীর ধারণ করে। এছাড়া এমন নয় যে কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি হয়ে যায়। বাবা বলেন - আদরের সন্তানেরা,

মানুষ মানুষই হয়। পশুদের ভ্যারাইটি আলাদা। এই সময় মানুষ যেন পশুর থেকেও খারাপ হয়ে গেছে। ড্রামা অনুসারে মায়া এসে সকলের জীবনধারা নষ্ট করে দেয়। এখন বাবা এসে জীবন সার্থক করে করে তোলেন।

পরমাত্মাকে মাতা-পিতাও ভারতবাসীরাই বলে। বাইরের লোকেরা (বিদেশীরা) বলে - ও গডফাদার! আচ্ছা, ফাদার থাকলে সাথে মাদারও থাকা উচিত। ইভ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি কে? ইভ কাকে বলা যায়? মাম্মাকে ইভ বলবে না। মাম্মা হলেন জগদম্মা। ইভ ঐনাকে (ব্রহ্মা) বলা হবে, কারণ ঐনার মুখ দ্বারাই রচনা করেছেন তবেই তো তোমাদের মাতা-পিতা প্রমাণ হয়। একজনকেই মাতা-পিতা বলা হয়। জগদম্মারও মা থাকা উচিত। তিনিও হলেন হিউম্যান। এইসব কথার ধারণা তখনই হবে, যখন নিরন্তর দেহী অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করবে। স্মরণ নেই তো ধারণাও হতে পারে না। মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী, স্মরণ না করলে তখন ঘুমি মারতে থাকবে। ১০-১২ বছর ধরে যারা রয়েছে, তাদেরও মায়া ঘুমি মেরে দেয়। মুখ ঘুরিয়ে দেয়। ভুলে যায়। তখন বলে ভাগ্যে ছিল না। গান রয়েছে না - এসেছি ভাগ্য তৈরি করে.... কেমন ভাগ্য বানিয়ে এসেছো? লক্ষ্মীকে বরণ করার। বাপ-দাদা বলেন - হৃদয় দর্পণে দেখো, তোমরা সুযোগ্য হয়েছো? বাবার মতো মিষ্টি হয়েছো? বাবা বলেন - দেহী-অভিমানী হও। যত আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করবে ততই জমা হতে থাকবে। স্মরণ না করলে তো জমা হবে না। স্মরণের দ্বারাই পুরানো খাতা ভুল্লীভূত হয়ে যাবে। যোগ অগ্নি মানে স্মরণ। অহম্ (আমি) আত্মা পরমাত্মাকে স্মরণ করে থাকি। বাবাও বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে স্মরণ করো। আত্মাই পরমাত্মা - এ'কথা বলা হলো ভুল। পরমাত্মা কখনো পুনর্জন্ম নেন না। তোমরা তো সদাই পুনর্জন্ম নিয়ে থাকো। আমার জন্ম হলো দিব্য অলৌকিক। আমি সাধারণ তনে প্রবেশ করি। না হলে ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে? প্রজাপিতা ব্রহ্মাও বৃদ্ধ চাই। ছোট বাচ্চা তো চাই না। রাধা-কৃষ্ণকেও ছোটই দেখানো হয়। ছোট বাচ্চাকে প্রজাপিতা এত সবকিছু কিভাবে বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ-কে তোমরা মাতা-পিতা কিভাবে বলবে। এখন পরমপিতা পরমাত্মা গাইড হয়ে এসেছেন, সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যাবেন। বাবা তো ভালোভাবেই বোঝান। সর্বপ্রথমে ফর্ম ফীল আপ করাও। মূল কথা হলো গীতার ভগবান কে? এই যজ্ঞ কে রচনা করেছেন? একে রুদ্রযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞ বলা হবে। পরমাত্মা তো হলেন জ্ঞানের সাগর, সকলের ফাদার। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) দেহী-অভিমানী হয়ে, দেহের সব ধর্ম ভুলে আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই -- এ'কথা পাক্সা করতে হবে। বাবার মতন মিষ্টি হতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হয়ে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার বাবার থেকে নিতে হবে। কারো সাথে ডিবেট (তর্ক) করা উচিত নয়।

বরদানঃ:- সাহস (হিম্মত) আর উৎসাহের দ্বারা প্রতিটি কার্যে সফলতা প্রাপ্তকারী মহান শক্তিশালী আত্মা ভব ভক্তিতে বলা হয় - সাহসিকতা, উৎসাহ ধুলোকেও ধন এ পরিণত করে। নিজের মধ্যে যদি হিম্মত এবং উৎসাহ থাকে, তবে অন্যেরাও তোমার সহযোগী হয়ে যাবে। ধনের স্বল্পতা থাকলে তখন উৎসাহ কোথাও না কোথাও থেকে ধনকে টেনে নিয়ে আসবে, সফলতাকেও টেনে নিয়ে আসবে। এইজন্য যে সকল নিমিত্ত আত্মারা রয়েছে, তাদের কাজ হলো স্বয়ং উৎসাহিত হয়ে থাকা আর অন্যদেরকেও উৎসাহ প্রদান করা। যখন এখনই তোমরা উৎসাহিত হয়ে রয়েছো, তখন জড় চিত্রেও সদা প্রফুল্লিত, শক্তিশালী চেহারা দেখানো হয়ে থাকে।

স্নোগানঃ:- ভাগ্যবান আত্মা হলো সেই, যার উপরে বাপদাদার স্নেহের ছত্রছায়া রয়েছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের দেহ সহ এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকে ত্যাগ করতে হবে, কেননা তোমরা গাইডের দ্বারা প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়েছ"

*প্রশ্ন:- ঈশ্বরীয় প্ল্যান অনুসারে কোন্ কর্তব্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে?

*উত্তর:- মহাবিনাশ হওয়ার জন্য যে কর্তব্য, যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ অসীমিত পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, এর মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মানুষ মনে করে এটা অনেক বড় অকল্যাণ, কিন্তু বাবা বলেন আমি যে জ্ঞান যন্ত রচনা করেছি, এতে সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মতা হবে, তারপর আবার নতুন দুনিয়া আসবে।

*গীত:- ওম নমঃ শিবায়েঃ...

ওম শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে। এই মহিমা কার ছিল? তুমিই মাতা-পিতা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা। উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবান, তিনিই হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ গডফাদার। ঈশ্বরকে ফাদার বলা হয়। কার ফাদার? সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টির ফাদার তিনি। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা। যখন ওঁনাকে পিতা বলা হচ্ছে তাহলে রচয়িতাও তিনি। উনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা। বাস্তবে সমস্ত মানুষ মাত্রেই দুইজন পিতা - একজন লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন পারলৌকিক পিতা যিনি সমস্ত আত্মাদের পিতা। আত্মার শরীরের জন্ম দেন লৌকিক পিতা। আত্মা তো হলো নিরাকার। আত্মাদের নিবাস স্থান নিরাকার দুনিয়া, যাকে ব্রহ্মলোকও বলা হয়। এখানে সমস্ত আত্মারা শরীর ধারণ করেছে পাট প্লে করার জন্য। ড্রামার রহস্যকেও ভালোভাবে বুঝতে হবে। তোমরা জানো গডফাদারের মহিমা সবকিছুর থেকে আলাদা। গেয়েও থাকে ও গডফাদার! তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। এটা হলো উল্টো বৃক্ষ। বীজ রূপ বাবা উপরে। যখন বলা হয় - ও গডফাদার! তখন দৃষ্টি উপরে যায়। সমস্ত আত্মাদের ফাদার এক পরমপিতা পরমাত্মা। ওঁনার মহিমা হলো সবচেয়ে উচ্চ (শ্রেষ্ঠতর)। কিন্তু মানুষ কিছুই জানে না। সকল আত্মাদের ফাদার ঐ নিরাকার পিতা এবং সাকার পিতা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যাকে আদি দেব, মহাবীর, অ্যাডম বলা হয়। যার মাধ্যমে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করেন। ফাদারকে কখনও সর্বব্যাপী বলা যায় না। যেমন লৌকিক ফাদার রচনা করেন, স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে তারপর তার মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেয়, সুতরাং তাকে ফাদার বলা হয়। ফাদারকে কখনও সর্বব্যাপী বা বেঅন্ত বলা যায় না। বাবার কাছ থেকেই বাচ্চারা উত্তরাধিকার পায়। সুতরাং নিরাকার পরম-পিতা পরমাত্মা সমস্ত আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। এটা বুঝতে হবে। গড ইজ ওয়ান, (ঈশ্বর এক) ফাদার ইজ ওয়ান (পিতা এক)। এখন আত্মারা নিজেদের ফাদারকে ভুলে গেছে। ফাদারকে ভুলে যাওয়ার কারণে সমস্ত মানুষ-মাত্রই অরফ্যান (অনাথ) হয়ে গেছে। ফাদারকে না জানার কারণে বহিস্থকে অর্থাৎ রচনা অথবা ভাই-বোনকে স্মরণ করতে থাকে। ফাদারকে ভুলে নিজেদের মধ্যেই লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। ধনীহীন (অনাথ) হয়ে গেছে। উত্তরাধিকার পাওয়াই যায় সেই পিতার কাছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করও ওঁনার রচনা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলো সৃষ্টিলোকের নিবাসী। সৃষ্টিলোকের উপরে হলো মূললোক, যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা বাস করেন। আমরা আত্মারাও সেখানকার নিবাসী। আত্মা বলে ওটা হলো সুইট গডফাদারলি হোম, নিরাকার দুনিয়া। এই নিরাকারী লোককে জানতে হবে। বলা হয় তিন লোক আছে। মূললোক, সৃষ্টিলোক এবং স্থূললোক। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন বাবা। তিনি করনকরাবনহার, ক্রিয়েটর (রচয়িতা), ডাইরেক্টর (পরিচালক) পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি প্রথমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকে ক্রিয়েট (রচনা) করেন। তারপর ব্রহ্মার দ্বারা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের অ্যাডপ্ট করেন। দিলওয়ারা মন্দিরেও আদি দেবকে দেখানো হয়েছে। নিচে বসে তপস্যা করছেন। তোমাদের স্মৃতি স্মারক হিসেবে উপস্থিত রয়েছে। যারা ভারতকে পতিত থেকে পবিত্র করে তুলেছিল, তাদের স্মারক ঐ মন্দির। সমস্ত সজ্ঞারাই একমাত্র সাজনের। পূর্বের মতোই মন্দিরে জগৎ অশ্বা এবং জগৎ পিতা বসে আছেন। রাজযোগ তপস্যা করছেন। ভগবানুবাচ - আমি বসে ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা তোমাদের রাজযোগ শেখাই। এখানে জগৎ অশ্বাও আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও আছে আর ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও আছে। অধর কুমারীরাও আছে। মন্দিরের লোকেরা নিজেরাই জানে না যে কুমারী কারা, অধর কুমারী কারা? নিশ্চয়ই জগৎ অশ্বা, জগৎ পিতার সন্তান হবে। ওদের সবাইকে বসে রাজযোগ শেখান। সবার প্রথমে ব্রহ্মাকে কিভাবে রচনা করেন? সেটাও বাবা বলেন। সাধারণ শরীরে, বাণপ্রস্থ অবস্থায় আমি প্রবেশ করি। সুতরাং ইনি আদি দেব হলেন তাইনা। প্রজাপিতা ব্রহ্মা যাকে মহাবীর বলা হয় - তিনি কার সন্তান? বাবা বসে বোঝান যে আমি এই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি। আমার নাম শিব। এমন নয় যে, বাবা আসেন-ই না। গায়ন আছে যদা যদাহি এই সময় এটা হলোই পতিত দুনিয়া। পবিত্র দুনিয়া কিভাবে হয় - সেটা বুঝতে হবে। বাবা বলেন - আমিই হলাম সঙ্গতি দাতা। গঙ্গা

নদীকে গতি, সঙ্গতি দাতা বলা যেতে পারে না। পতিত-পাবন হলেন পরমপিতা পরমাত্মাই। সেই হেভনলি গডফাদারই স্বর্গ স্থাপনা করেন। যখন আমরা ঔঁনার সন্তান, তবে কেন গডফাদারের কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত নয়। বোঝার বিষয় না! দিলওয়ারা মন্দিরেও সম্পূর্ণ স্মৃতি রয়েছে। নিচে বসে তপস্যা করছে, উপরে স্বর্গের স্মরণিক। দেবী-দেবতারা ভারতেই ছিল। নিশ্চয়ই বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য। তিনি বলেন - আমি কল্পে-কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। সঙ্গম যুগ হচ্ছে অসপিসিয়স (কল্যাণকারী) যুগ। কলিয়ুগের অন্তিমে এসে আমি সত্যযুগের স্থাপনা করি। এ'সবই বাবা বসে বোঝান। তিনি জনম-মরণ রহিত (জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে না আসা)। মানুষকে ভগবান বলা যায় না। মানুষ তো ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকে।

তোমরা বাচ্চারা জানো এটা হলো মৃত্যুলোক। সত্যযুগকে বলা হয় অমরলোক। এটা হলো রৌরব নরক। মানুষ মাত্রই সবাই একে অপরকে কামড় দিতে থাকে। ভারতই পবিত্র ছিল, যেখানে দেবী-দেবতারা রাজত্ব করতো। বাবা আসেন-ই পতিত দুনিয়াতে, পতিত শরীরে। নিশ্চয়ই প্রথমে যে সত্যযুগে আসবে, তারই অন্তিম জন্মের শরীরে বাবা আসেন। গাওয়াও হয়ে থাকে আত্মা-পরমাত্মা বিচ্ছিন্ন ছিল বহুকাল..... সম্পূর্ণ হিসেব হয়ে গেল তাইনা। প্রথম-প্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরা ছিল। ৮৪ জন্ম হয় ওদেরই। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরা ৮৪ জন্ম নিতে পারে না। ভারতই হলো পরমপিতা পরমাত্মার বার্থ প্লেস (জন্ম ভূমি)। সকল খন্ড থেকে উচ্চ হলো ভারত খন্ড। কিন্তু এখন হলো কলিয়ুগ। বাবা বুঝিয়েছেন এটা হলো অবিনাশী ওয়ার্ল্ড ড্রামা। এর কখনোই বিনাশ হতে পারে না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী রিপোর্ট হয়। যে এই নলেজকে জেনে স্বদর্শন চক্রধারী হয়, সে-ই চক্রবর্তী রাজা হবে। ভারতে যখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। নব নির্মিত ভারতে নতুন রাজধানী দেবী-দেবতাদের ছিল। ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির (বিশ্ব সর্বশক্তিমান অধিকারীর) রাজ্য ছিল। তাদের উপর কেউ জয়ী হতে পারবে না। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিল। তাদের বিশ্বের মালিক যিনি বানিয়েছিলেন তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বের রচয়িতাই হবেন। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, গডফাদার। এই সময় দেবী-দেবতাদের নাম-চিহ্ন নেই। দেবী-দেবতাদের শুধুমাত্র চিত্র আছে। কিন্তু তাদের অক্যুপেশন (কর্তব্য) সম্পর্কে কেউ-ই জানে না। এই সময় গভর্নমেন্টেরও (সরকারের) কোনো শক্তি নেই। নিজের ধর্ম সম্পর্কে জানা নেই। বলা হয় রিলিজন ইজ মাইট (ধর্মই হলো শক্তি)। রিলিজন স্থাপনাকারী হলেন বাবা। তাঁকেই সর্বশক্তিমান বলা হয়। সুতরাং গডফাদার, ফাদার, তাঁকে নলেজফুল বলা হয় সেই অর্থে তিনি একজন টিচার আবার তাঁকে পতিত-পাবন বলা হয় সুতরাং তিনি সঙ্গুরুও। তাঁর কোনো ফাদার নেই। তিনি হলেন সুপ্রীম ফাদার, সুপ্রীম টিচার কেননা তিনি হলেন নলেজফুল। আর কোনো মানুষ ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজকে জানে না। সঙ্গতি দাতাও সবারই এক। তাঁর কোনো গুরু নেই। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, অসীম জগতের টিচার এবং অসীম জগতের সঙ্গুরু।

বাবা বোঝান ভারত এখন কাঙাল পতিত হয়ে গেছে। মায়া রাবণ পতিত করে তোলে। ভারত এখন আসুরিক রাজস্থান। সত্যযুগে দৈবী রাজস্থান ছিল, যাকে স্বর্গ, হেভন বলা হয়। ভারতই উচ্চ থেকে উচ্চ অবিনাশী খন্ড। অবিনাশী পিতার এটা হলো বার্থ প্লেস। ভারত খন্ড কখনোই বিনাশ হবে না বাকি সব শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং বাবারও এই ড্রামায় পার্ট আছে, যিনি এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করে আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা করেন। শঙ্করের দ্বারা অনেক ধর্মের বিনাশ হবে। এই বিনাশ কিন্তু কোনো অকল্যাণকারী নয়। এটা হলো রুদ্র গুণান যন্তু, যার মাধ্যমে বিনাশের শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বাবা বলেন গীতার রচয়িতা হলাম আমি, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। মানুষ সেখানে শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখেছে। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। তোমরা হলে রাজযোগী। তোমাদের সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টিকে, দেহ সহ যা কিছু আছে সব কিছুকে ত্যাগ করতে হবে। আমি গাইড হয়ে সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। বাবাই দুঃখ থেকে লিবরেট করেন। অর্ধেক কল্প ভক্তি অর্থাৎ রাবণ রাজ্য আর অর্ধেক কল্প হলো রাম রাজ্য। এ'সব বাবা বসে বোঝান। কোনো মানুষ বোঝায় না। বাবা এখন আত্মাদের সাথে কথা বলছেন। তিনি বোঝান - বাচ্চারা, এটা হলো তোমাদের প্রবৃত্তি মার্গ। ভারতে পবিত্রতা (পিউরিটি) ছিল সুতরাং শান্তি (পিস), সমৃদ্ধিও ছিল। এখন পবিত্রতা নেই সেইজন্যই শান্তি সমৃদ্ধিও নেই। সবাই রুগী, দুঃখী হয়ে পড়েছে। ভারত এখন দুঃখের ধাম হয়ে গেছে। এই ভারতই সুখধাম ছিল। এখন বাবা বলছেন - বাচ্চারা, আমার সাথে যোগযুক্ত হও। প্রথমে এই নিশ্চয় হওয়া উচিত যে আমরা আত্মা, পরমাত্মা নয়। পরমাত্মার মহিমা অত্যন্ত মহৎ। তোমরাও সত্যযুগে পবিত্র ছিলে। এখন অপবিত্র হয়ে গেছো। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র - এগুলো তো বর্ণ তাইনা। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, ব্রাহ্মণ। আদি দেব ব্রহ্মাকে কে জন্ম দিয়েছেন? বাবা বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে নাম রাখি ব্রহ্মা। এনাকে অ্যাডপ্ট করেছি। ইনি হলেন ভাগীরথ। এনার দ্বারা আমি তোমাদের মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করাই। বাদবাকি কোনো যুদ্ধ ইত্যাদির কোনো ময়দানে ব্যাপার নেই। তোমরা হলে অহিংসক। হিংসা

দুই ধরনের হয় - এক হলো কাম কাটারীর হিংসা, দ্বিতীয় হলো একে অপরকে মারধোর করার হিংসা। বাবা বলেন কাম হলো মহাশত্রু, এর জন্যই তোমরা আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ ভোগ করে এসেছো। রাবণ রাজ্য শুরু হয় দ্বাপর থেকে। তখন থেকেই ব্রহ্মার রাত শুরু হয়। এই সপ্তম যুগ হলো সব থেকে কল্যাণকারী। পরে তো নিচে নামতে থাকে (দ্বাপর থেকে)। দেবতা থেকে ঋত্রিয়, ঋত্রিয় থেকে বৈশ্য তারপর শূদ্র বর্ণে আসতেই হবে। যারা ব্রাহ্মণ ধর্মের হবে তারাই এসে ব্রহ্মাকুমার, ব্রহ্মাকুমারী হবে। বাবা বোঝান - ভারত জীবনমুক্ত ছিল, এখন জীবনবন্ধ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। বাবা এসে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দেন। বাবার কাছ থেকে ভারত কল্প-কল্প অসীমিত সুখের বর্ষা পেয়ে থাকে। মুক্তি-জীবনমুক্তির বর্ষা মানুষ, মানুষকে দিতে পারে না। পাড়ে নিয়ে যেতে পারেন একজনই - সন্ন্যাসী। তোমরা বিশ্বের রচয়িতা বাবার দ্বারা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। বাবা বলেন আমি তো নিষ্কাম। ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে আমি বাণপ্রস্থে গিয়ে বসে পড়ি। গাওয়া হয় দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে থাকলে কেউ স্মরণ করে না... এখন সব ভক্ত এক ভগবানকে স্মরণ করে। তারপরেও সর্বব্যাপী বলে থাকে, তাহলে ভক্ত কিভাবে হবে! এটা হলো উল্টো জ্ঞান। বাবা তো রচনা করেন মুখ বংশাবলী। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। ঐ ব্রাহ্মণরা (লৌকিক) হহো গর্ভজাত। ওরা হলো শরীরধারী পান্ডা, তোমরা হলে রূহানী (আত্মিক)পান্ডা।

বাবা সব আত্মাদেরকে বলেন - এখন তোমরা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে কি কখনো ভুলে যেতে হয়! বাবাকে ভুলে গেলে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। বাকি সব তাঁর রচনা, তাদের কাছে উত্তরাধিকার পাওয়া যেতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ড্রামার রহস্যকে ভালোভাবে জেনে পার্ট প্লে করতে হবে। আমরা এখন ধনী বাবার হয়েছি, সুতরাং কখনোই নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করা উচিত নয়।

২) বাবা গাইড হয়ে সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছেন, এখন দেহ সহ সবকিছু ভুলে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে।

বরদানঃ:- 'আমার বাবা' এই সঙ্কল্পের দ্বারা প্রতি কদমে সহযোগ অনুভবকারী নিশ্চয়বুদ্ধি ভব ড্রামানুসারে যে পাক্সা নিশ্চয় বুদ্ধি, মনে সঙ্কল্প করে নেয় যে আমার বাবা, আমি বাবার, এমন বাচ্চাদের স্বাভাবিকভাবেই সহযোগ প্রাপ্ত হতেই থাকে। শুধু স্বচ্ছ মনে বলো "আমার বাবা", তাহলে প্রতি কদমে সহযোগের অনুভূতি হতে থাকবে। যে বাচ্চাদের এক বাবার প্রতি অটুট ভালোবাসা থাকে তাদেরকে কোনো কিছুই থামাতে পারে না। বাবার ভালোবাসা তাদেরকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। তারা উড়তে থাকে।

স্লোগানঃ:- সবসময় বাবার লাইট মাইটের ছত্রছায়ায় থাকলে মায়া তোমাদের সামনে থাকতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার যেমন সকলের উপর দয়া হয়, ঘৃণা হয় না, তেমনই তোমরা বাচ্চারাও কারোর প্রতি ঘৃণা করো না, দয়ালু হও"

*প্রশ্নঃ - দয়ালু বাচ্চাদের সমগ্র বিশ্বের প্রতি একটাই প্ল্যান আছে, সেটা কি?

*উত্তরঃ - সমগ্র মনুষ্য আত্মাদের তত্ত্ব সহ পতিত থেকে পাবন বানানো, মুক্তি এবং জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার দান করা। বাবার এই একটাই প্ল্যান। বাচ্চারা, তোমরা হলে বাবার সহায়তাকারী। তোমাদের প্রথমে নিজেকে দয়া করতে হবে। শ্রীমতে চলে নিজেকে পাবন বানাতে হবে। এরপর সবাইকে বিকার রূপী দুর্গন্ধ থেকে নির্গত করার সেবা করতে হবে।

*গীতঃ- কে এলো আমার মনের দ্বারে....

ওম্ শান্তি। কে এলো? কার কাছে এলো? বাচ্চাদের কাছে। বাচ্চারা কার কাছে এসেছে? বাবা বলেন, আমার কাছে। তোমরা এখন আমার সম্মুখে বসে আছো। তোমরা জানো যে, বাবা খুবই দয়ালু। বাবা জানেন যে, আমার এই বাচ্চাদের মায়া অনেক দুঃখী - পতিত করেছে। একথা বাচ্চারা জানে না। বাবা জানেন তাই বাবার তো দয়া হয়, তাই না। ঘৃণা তো আসবে না। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সুখের সম্বন্ধে পাঠিয়েছিলাম। এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা। এরপর ড্রামা অনুসারে মায়া তোমাদের দুঃখী করেছে। প্রথমে তোমরা সতোপ্রধান ছিলে, তারপর রজঃ এবং তমঃতে এসেছো। একথা আমি জানি। তোমরা আমার সন্তান। বাচ্চারা, তোমাদের পাবন বানাতে, রাজ্য - ভাগ্য দান করতে আমাকেই আসতে হয়। বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, বরাবরের মতো বাবা এসেছেন। তিনি হলেন প্রেমের সাগর, শান্তির সাগর। তিনিই আমাদের সুখ, শান্তির দুনিয়াতে নিয়ে যান। বাবা জানেন, এই মায়াই হলো সকলের সবথেকে বড় শত্রু, তাই আমি এসেছি। আমি কিন্তু বিচিত্র, তাই আমাকে কেউ চিনতে পারে না। পূর্বে মানুষ মনে করতো যে, শ্রীকৃষ্ণ এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কবে এবং কিভাবে বানিয়েছিলেন - একথা জানে না। বাবার এখন খুবই দয়া হয় কেননা তিনি জানেন যে, বাচ্চারা মায়া অর্থাৎ পাঁচ ভূতের বশীভূত হয়ে পড়েছে। তারা পরবশ, তাদের আমি এখন লিবারেট (উদ্ধার) করি। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন আমার জন্য বা এই ভারত অথবা সম্পূর্ণ ইউনিভার্সের জন্যে তোমরা আমার মতে চলো। আমাকে তোমরা স্মরণ করো আর দয়ালু হও। সবাইকে বাবার পরিচয় দান করো। জজরাও গডের নামে শপথ করায়, কিন্তু কেন? এটা কেউই জানে না। গড কে? মানুষ কেবল গড বলে দেয়। ফাদার (বাবা) শব্দও আছে। তারা যখন শপথ নেওয়ায়, তারা কিন্তু বুঝতেও পারে না যে কেন নেওয়া হয়। বলে দেয় যে, গড ফাদারের নামে শপথ করো, কিন্তু ফাদারকে তো জানেই না। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, তিনি হলেন গড ফাদার। তারা শপথ নেওয়ায়, কারণ তারা মনে করে, আমরা যদি কোনো ভুল কাজ করি তাহলে বাবা সাজা দেবেন। ঘরে যেমন বাচ্চারা কোনো ভুল কাজ করলে তাদের ভয় থাকে যে, বাবা না থাপ্পড় মেরে দেয়। ওরা গডের নামে শপথ করে, কিন্তু জানেই না যে, গড কে? কিভাবে তিনি সাজা দেবেন? খ্রিস্টানরা বাইবেলের হাত রাখে। কেউ আবার গীতায় হাত রেখে শপথ করে। মনে করে যে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে সামনে রেখে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তারা মনে করে, যদি আমি মিথ্যা বলি তাহলে তিনি দণ্ড দেবেন। এখন সত্য তো বাবাকে বলা হবে। ক্রাইস্টকে সম্পূর্ণ দুনিয়া সত্য বলে না। সদা সত্য তো হলেন গড ফাদার, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না। বাবা এসে যখন বাচ্চাদের জন্ম দেন তখন বাচ্চারা বাবাকে জানতে পারে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, বাবা তোমাদের আপন করে নিয়েছেন। তিনি এই মাতার দ্বারা রচনা করেছেন। তাঁকে আদি দেবও বলা হয়। বাস্তবে আদি দেবীও আছেন। যদি মাষ্ট্রাকে আদি দেবী বলা হয় তাহলে তাঁর থেকেও বড় আদি দেবী ইনি হয়ে যান। এ বড় গুহ্য কথা। যারা বিশাল বুদ্ধির, তারাই এই কথা বুঝতে পারবে। এমন বলাও হয় যে, বাবা পতিতকে পাবন বানান। আচ্ছা, পাবন দুনিয়া কোনটা? মুক্তিকে কি পাবন দুনিয়া বলা হবে নাকি জীবনমুক্তিকে পাবন দুনিয়া বলা হবে? এ কেউই জানে না। তাঁর প্রশস্তি গীত তো অনেকই গায়। ওদের বুদ্ধিতে কেবল এই কথাই আছে যে, পরমাষ্ট্রা আসেন কিন্তু তাঁর রূপ আদি জানে না। এরপর বলে দেয়, তিনি সর্বব্যাপী।

বাবা হলেন অত্যন্ত দয়ালু, তিনি হলেন প্রেমের সাগর। তাই বাচ্চাদেরও দয়া করা উচিত। সবাইকে ভালোবাসা উচিত। বাবা খুবই দয়া করেন, তাই তাঁকে বলা হয় মার্সিফুল। বাবা বলেন, তত্ত্ব সহ সমগ্র সৃষ্টিতে আমিই মার্সিফুল। আমিই

নলেজফুল। আমি প্রেমও পরিপূর্ণ। আমি তোমাদের অতি প্রিয় বানাই। শ্রীকৃষ্ণকে দেখো যেমন কতো প্রিয় (সুন্দর)। তাঁর বংশের সবাই প্রিয়। বাস্তবে ডায়নেস্টি সমসময় রাজারই বলা হয়। কিং এডওয়ার্ডের রাজত্ব বলা হবে। প্রিন্স অফ ওয়েলসের বলা হবে না। প্রিন্স এরপর কিং হয়ে যায়। তাই এও এমনই। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীর সঙ্গে খ্রীষ্টানদের কানেকশন অনেক। খ্রীষ্টানরা শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী থেকে অনেক উপার্জন করে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীকে নিজের অধিকারে নিয়ে নেয়। তারপরে দেয়। শ্রীকৃষ্ণের বলা হোক অথবা লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানীই বলা হোক, তাই তো ছিলো। এখন সেই খ্রীষ্টানরাই শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বের রাজধানী দিয়ে দেবে। এ কতো ওয়ান্ডারফুল (আশ্চর্যজনক) রহস্য। এখন ওরাও শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী হওয়ার জন্য সাহায্য করছে। অবশেষে সম্পূর্ণ রাজধানী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে দেয় তাই শ্রীকৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়েছে। এমন নয় যে, মাখনের কোনো গোলা আছে। দুই বানর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর শ্রীকৃষ্ণ মাখন পেয়ে যায়। ভাইরা লড়াই করে না, বানর লড়াই করে। বানরের মধ্যে এই পাঁচ বিকার প্রসিদ্ধ। তোমরা এখন শ্রীকৃষ্ণের ডায়নেস্টি তৈরী করছো। তোমরাই এই বিশ্বের মালিকানার মাখন লাভ করবে। তোমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হয়ে যাও। বাচ্চারা, তোমাদেরও খুবই দয়ালু এবং প্রেমের সাগর হতে হবে। তোমরা ঘৃণা করবে না। দুনিয়াতে তো একে অপরকে ঘৃণা করে। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা সকলেই নশ্বরের ক্রমানুসারে মনে ঘৃণা পুষে রাখে। এরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে আর মারা যাবে।

বাবা খুব ভালো করে বোঝান, এখানে ঘৃণার কোনো কথা নেই। এই ড্রামা তো বানানোই আছে। প্রত্যেক মানুষই নিজেকে নীচ - পাপী বলে থাকে। মন্দিরে গিয়ে নিজের উপর ঘৃণা করে। মহাত্মাদের পবিত্র মনে করে তাদের চরণে মাথা নত করে। বলে থাকে - তুমি পাবন আর আমি পতিত। এই সব কথা তো বাবাই জানেন।

মানুষ গড ফাদারের নামে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করে কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা প্রতিজ্ঞা হয়ে যায়, কারণ তারা গড ফাদারকেই জানে না। যদি গড ফাদার বলে প্রতিজ্ঞা করে তাহলে তো বুদ্ধিতে আসা উচিত যে, তাঁর থেকে তো আমাদের উত্তরাধিকার লাভ করা উচিত। স্বর্গ কি, একথা কেউই জানে না। আরে, তোমরা তো বলে দাও, অমুকে মারা গেলেন, তাহলে তিনি স্বর্গবাসী হলেন। তাহলে তিনি কোথায় গেলেন? কিছুই বুঝতে পারে না। বাবার মনে কারোর প্রতিই কোনো ঘৃণা নেই। সবার জন্যই তাঁর মনে প্রেম আছে।

তোমরা বাচ্চারা এখন সম্মুখে বসে আছে। তিনি বাচ্চাদের বিশেষ করে আর বাকিদের সাধারণভাবে বোঝান। বাচ্চারা, আমি তোমাদের পড়িয়ে জীবনমুক্তি দান করি আর সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাই। সকলের প্রতিই আমার ভালোবাসা আছে। ওই গভর্নমেন্ট তো অনেক প্ল্যান বানাতে থাকে। বাবা বলেন, আমার একটাই প্ল্যান। পতিত মানুষদের পাবন দেবী - দেবতা তৈরী করা। মানুষ বলেও থাকে - হে পতিত পাবন, এসো কিন্তু তাঁকে না জানার কারণে বলে দেয় - আমিই পতিত পাবন। বাবা তাই বোঝান, প্রথমে বড় বড় চিফ জাস্টিসদের সার্ভিস করো। তাদের বোঝানো উচিত যে, আত্মার বাবা তো একজনই, তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা কেন করো? প্রতিজ্ঞা করার সময় শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে আসে কি? খ্রীষ্টানদের জিজ্ঞাসা করো, ক্রাইস্ট স্মরণে আসে, নাকি গড ফাদার? তোমরা জানো যে, পাপ করলে দণ্ড ভোগ করতে হবে। বাবা কিন্তু কখনোই দণ্ড দেন না। তিনি হলেন করণকরাবনহার। তিনি ধর্মরাজকে দিয়ে সাজা দেওয়ান। গড তো অতি প্রিয় বাবা। ওরা তো মিথ্যা কলঙ্ক লাগায় যে ভগবানই সুখ আর দুঃখ দেন। তাহলে কি তিনি নির্দয়? আবার গেয়েও থাকে যে, তিনি দয়ালু। বাবা বলেন, আমি কি করে নির্দয় হবো? মায়া তোমাদের উপরে নির্দয়তা করেছে। আমি তো তোমাদেরকে তার থেকে মুক্ত করি। মায়া তোমাদের অভিযুক্ত করেছে। এও এক খেলা। সুখধামকে দুঃখধাম হতেই হবে। ভারতই সুখধাম ছিলো, এখন দুঃখধাম হয়েছে। বাবা তোমাদের আবার সুখধামের মালিক বানান কিন্তু তিনি তো নিজে এভাবে তোমাদের দুঃখধামের মালিক বানাবেনই না। বাচ্চারা বলে, বাবা হলেন প্রেমের সাগর। বাবা তোমার শ্রীমতে চলে আমরা নিজেদের পাবন করবো। নিজেদের উপরে দয়া করবো। টিচারের কাছে যত পড়বে ততই নিজেদের উপরে তোমরা দয়া করবে। না হলে অকৃতকার্য হয়ে যাবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে এই নলেজ আছে। তোমরা জানো যে, নলেজফুল, মার্সিফুল, পতিত থেকে পাবন করেন একমাত্র বাবাই, তাই তাঁর মতে চলতে হবে। নিজের মত অর্থাৎ রাবণের মত। শ্রীমতে না চলে নিজের মত বা কোনো অন্য মানুষের মতে যদি চললে তখন ধোঁকা খেয়ে যায়। প্রতি পদে শ্রীমতে চললে তরী পার হয়ে যায়। এই চড়াই অনেক উঁচু। নানাভাবে মায়ার তুফান আসতে থাকে। বাবার কিন্তু কারোর প্রতি ঘৃণা নেই। বাচ্চাদেরও এমন হওয়া উচিত। অজামিলের মতো পাপী তো সবাই। এক গীতেও তো আছে - আমি এক ছোটো বাচ্চা। যেমন বলা হয় না, আমি এক মাসের বাচ্চা। পুরানো বাচ্চা তো তোমার অনেকই আছে যাদের তুমি পাবন তৈরী করছো। তাহলে আমি ছোটো বাচ্চা, আমাকেও পাবন বানাও। তখন তিনি বলেন, তোমরা শ্রীমতে চলো তাহলে

পুরানোদের থেকেও ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারো। লিফ্টও তো পাও। দেরীতে এলে তোমরা শক্তির থেকে যোগদান পাও। এই শক্তিরও নম্বরের ক্রমানুসারে আছে। তোমাদের এমন তো বলা হয় না যে, তোমরা শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাও। তা নয়, শক্তির থেকে তোমরা শঙ্খধ্বনি শোনো। বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে লাগাতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমাদের ঢাকঢোল পেটাতে হবে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। কলেজে কোনো অন্ধশ্রদ্ধা থাকতে পারে না। এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি। নলেজফুল গড ফাদার বসে বাচ্চাদের পড়ান। তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো, তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হবে। ওরা মানুষ থেকে ব্যারিস্টার হয়, তাই ওদের বুদ্ধিযোগ ব্যারিস্টারের সঙ্গে থাকে। ডাক্তারদের সঙ্গে থাকে না। এও তো কলেজ, নাকি অন্ধশ্রদ্ধা? এখানে এইম অবজেক্ট থাকে। গড ফাদার আমাদের পড়ান। গীতাতেও ভগবানউবাচঃ আছে, কিন্তু ভগবান কে? এ যারা গীতা পাঠ করে তারাও জানে না। এই ব্রহ্মাও বলেন - আমিও গীতা পাঠ করতাম। এখনকার মানুষ শাস্ত্রকে মানে না। গীতা পাঠ করলে তাদের বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি চলে যায়। তাঁকে সব ধর্মের মানুষ মানবে না। গীতা হলো সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি, শিববাবার গাওয়া গান। গড ফাদার বলেন, তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তাই বাবার থেকে তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত অর্থাৎ ফাদারের ঘরে যেতে হবে। মানুষ ভগবানের কাছে যেতে চায়। সবাই মুক্তিই চায়। ওরা জীবনমুক্তির কথা কি জানবে। বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের পড়াই। আমি তাহলে কীভাবে সর্বব্যাপী হবো। সর্বব্যাপী বলে দিলে মুখই মিষ্টি হয় না। বাচ্চারা, তাই এই কথা খুব ভালোভাবে ধারণ করো আর খুবই মিষ্টি হও। তোমাদের কারোর প্রতিই ঘৃণা করা উচিত নয়। যারা সার্জন হয়, রোগীদের যতই খারাপ রোগ হোক না কেন, তাদের দয়া হয় আর তারা রোগমুক্ত করে দেয়। মনে করে, কিছু খারাপ কাজ করেছে, এ তারই কর্মভোগ। বাবা বলেন - মায়া প্রবেশ করার কারণে মানুষের দ্বারা বিকর্মই হয় আর মানুষ পতিত হয়ে যায়। পাঁচ বিকারকে খারাপ মনে করে তাই সন্ন্যাসীরাও এর থেকে পালাতে চায়। পবিত্রতার মান অনেক বেশী। এ তো বুঝতেই পারো, আমরা প্রথমে দেবতাদের নমন করি, পরে সন্ন্যাসীদের করি, কেননা তারাও পাবন হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করে, শ্রীমতে চলে, পাবন হয়ে নিজের প্রতি নিজেই দয়া করতে হবে। কখনোই নির্দয় হয়ো না।

২) কাউকেই ঘৃণা করো না। বাবার সমান প্রেমের সাগর হতে হবে।

বরদানঃ:- সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা স্থূল কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে সংযম - নিয়মে চালিয়ে স্বরাজ্য অধিকারী ভব সবার আগে নিজের সূক্ষ্ম শক্তির রেজাল্টকে চেক করো, যে বিশেষ করে মন - বুদ্ধি এবং সংস্কারকে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করে, তাকেই স্বরাজ্য অধিকারী বলা হয়। এই সূক্ষ্ম শক্তিই স্থূল কর্মেন্দ্রিয়কে সংযম আর নিয়মে চালাতে পারে। যে নিজের সূক্ষ্ম শক্তিকে হ্যান্ডেল করে নেয়, সে অন্যকেও হ্যান্ডেল করতে পারে। স্ব-এর উপরে কন্ট্রোলিং এবং রুলিং পাওয়ার সকলের জন্য যথার্থ হ্যান্ডেলিং পাওয়ার হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- যার সাথে হাজার ভুজার বাবা আছেন সে কখনোই হতাশ নিরাশ হয় না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সুইটেস্ট (অতি মিষ্টি) বাবা এসেছেন, তোমাদেরকে মিষ্টি বানাতে, তোমাদেরকে দেবতাদের সমান মিষ্টি হতে হবে আর অন্যদেরকেও বানাতে হবে”

*প্রশ্ন:- সদা সুখী হওয়ার বরদান কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়?

*উত্তর:- যাদের কাছে জ্ঞান রত্নের ভ্যালু (মূল্য) আছে। এক-একটি রত্ন পদমপতি বানিয়ে দেয়। বাচ্চারা তোমরা এই রত্নগুলিকে ধারণ করে রূপ বসন্ত হয়ে যাবে। মুখ থেকে সর্বদাই জ্ঞান রত্ন বের হলে সদা সুখী হয়ে যাবে। যে বাচ্চারা মিষ্টি স্বভাবের হয়, তাদেরকে দেখে বাবাও খুশী হন আর সদা সুখী হওয়ার বরদান প্রদান করেন। বাচ্চারা তোমরা এই বরদান প্রাপ্ত করে হেভারহেল্ডী, এভারওয়েল্ডী (চিরসুস্থ এবং চির সম্পত্তিবান) হয়ে যাবে।

*গীত:- এসে গেছো এই হৃদয়ে তুমি...

ওম্ শান্তি । এই গান কতোই না মধুর। যদিও বানিয়েছে চিত্র পরিচালকেরা, কিন্তু তারা তো কিছুই জানে না। তোমরা মিষ্টি বাচ্চারা এই অসীম জগতের নাটকে পার্ট প্লে করছো। অসীম জগতের ড্রামাতে অসীম জগতের বাবাও এখন তোমাদের সম্মুখে ভূমিকা পালন করছেন। বাচ্চারা এখন তোমাদের নজরে কেবল মিষ্টি বাবা-ই আছেন। আত্মা এই নয়ন যুগলের দ্বারা (শরীরের অঙ্গের দ্বারা) একে অপরকে দেখছে। যে আত্মারা সম্মুখে বসে আছে, তারাই জানে, যাদেরকে বাবা বলেন - সুইট চিলড্রেন (মিষ্টি বাচ্চারা)। বাবা বলছেন আমি সকল বাচ্চাকে অত্যন্ত মিষ্টি বানাতে এসেছি। মায়া তোমাদেরকে অনেক তিক্ত স্বভাবের বানিয়ে দিয়েছে। এ'সব কথা বাবা-ই এসে বোঝাচ্ছেন, তোমরা কতোই না সুইট ছিলে। তোমরা যখন মন্দিরে যেতে, তখন দেবতাদেরকে কতোইনা সুইট মনে করতে! দেবতাদেরকে কতো মিষ্টি নজরে দেখতে। শিবের মন্দিরে যায়, তিনিও হলেন অনেক সুইটেস্ট। তিনি অবশ্যই এখানে এসেছিলেন। সুইটেস্টের থেকেও সুইটেস্ট, মিষ্টির থেকেও অতি মিষ্টি বাবা অবশ্যই ভারতে এসেছিলেন। মন্দিরে যাদের মূর্তি আছে, তারাও সবাই এসেছিলেন। অবশ্যই কিছু করে গেছেন। সুইটেস্ট বাবাকে বাচ্চারাই জানে। তো অবশ্যই বলবে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সবথেকে সুইটেস্ট।

মুখ্যতঃ ভারতে, সাধারণ ভাবে সমগ্র দুনিয়াতে শিববাবার মহিমা তো অনেক আছে। শিব কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গা - এইরকম অনেকেই বলে। সেখানে গিয়েও থাকে। এই বাবাও (ব্রহ্মা বাবা) সবদিকে চক্র লাগিয়ে এসেছেন। সাধারণ মানুষ শিবের কতোই না মহিমা করে! বাবা জানেন যে এরা সবাই হলো সুইট চিলড্রেন। ঘরের বাচ্চা। সকলেরই নম্বরের ক্রমানুসারে নিজের নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সকলের নজর হিরো-হিরোইনের দিকেই যায়। এখন এই ড্রামাতে যারা হিরো-হিরোইনের পার্ট প্লে করছে, তাদের জন্য গাইতে থাকে - তুমি মাতা-পিতা... । এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে, আমরা সেই মাতা-পিতার সম্মুখে বসে আছি। দুনিয়ার সম্মুখে তো নেই। ইনি হলেন গুপ্ত। এঁনার নাম এবং চিহ্ন একদমই লুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল চিত্র (লিঙ্গ) আছে, কিন্তু তার দ্বারা কিছুই জানা যায় না। শিবের পূজারী তো অনেক হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় জানে না। তোমরা জানো যে শিববাবা হলেন সুইটেস্ট, তাঁর মতো সুইট আর কেউ হতে পারবে না। সেই সুইটেস্ট বাবা যদি না আসতেন তাহলে এই পতিত দুনিয়া পাবন কিভাবে হবে। এই সময় তোমরা বাচ্চারা ছাড়া কেউই সুইট নয়। যদিও নিজেদেরকে শিবোহম্, ভগবান বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু ভগবান তো হলেন সুইটেস্ট, তিনি তো পরমধামে থাকেন, তোমরা তাহলে এই পতিত দুনিয়াতে কিভাবে বলে থাকো যে - শিবোহম্, আমিই ভগবান! ভগবান তো হলেন রচয়িতা, পতিত-পাবন। ভগবানকে সকল ভক্তরা স্মরণ করে। এমন নয় যে সকল ভক্তই হলো ভগবান। নিরাকার শিবকেই সুইটেস্ট বলা হয়। সুইটেস্ট বাবার দ্বারাই সুইটেস্ট স্বর্গে যাবে। এই ডিনায়েস্টি (রাজবংশ) রচনা করা হচ্ছে। সুইটেস্ট বাবা আমাদেরকে মোস্ট সুইট বানাচ্ছেন। যে যেরকম হবে, সে সেইরকমই বানাবে। তিনি বলছেন - আমি হলাম নিরাকার। তোমরা আত্মারাও হলে নিরাকার। শিবের মন্দিরে শিবলিঙ্গের পূজা হয় তাই না। যজ্ঞ রচনা করে তো শালগ্রাম আর শিবলিঙ্গ তৈরী করে। তাঁদের পূজা করে। অনেক গণ্যমান্য বিত্তশালী ব্যক্তির যজ্ঞের আয়োজন করে। রুদ্র শিবেরও লিঙ্গ বানায় আর শালগ্রামও বানায়। ব্রাহ্মণেরা পূজা করে। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই পূজা ছিলে পুনরায় পূজা হয়েছে। শিবের লিঙ্গ বড়, শালগ্রাম ছোটো বানিয়ে পূজা করে। তার নামই হল রুদ্র যজ্ঞ। তো এসব হল মাটির পূজা। স্মরণিক হিসাবে মাটির পুতুল ইত্যাদি তৈরী করে। তারপর পূজারী বসে পূজা করে। ভারত পূজা ছিল। সত্যযুগ ত্রেতাতে

পূজার ভাব ছিলনা। অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞান, অর্ধেক কল্প হলো ভক্তি। গাওয়াও হয়ে থাকে - তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী। তারপর বলে দেয় সবাই হল ভগবান। মনে করে ভগবানই পূজ্য ছিলেন, ভগবানই পূজারী হন, একে উল্টো গঙ্গা বলা হয়। বাবাকে তো সবাই আহ্বান করে - হে ভগবান, হে পতিত-পাবন, হে করুণাময়, তাকে ডাকা মানে আহ্বান করা। ভক্তি মার্গে অর্ধেক কল্প ভক্তরা আহ্বান করে। স্বর্গে তো তোমরা মালিক হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে অত্যন্ত সুইটেস্ট বানাচ্ছি। গড় ফাদার কতইনা মিষ্টি, কতই না প্রিয় শিব ভোলা ভগবান। শংকরের কথা তো এখানে আসেই না। শিব হলেন নিরাকার, শংকর আকারী - দুজনকে এক করে দেখা তো ভুল, তাই না। সাধারণ মানুষ যে কোনও মন্দিরে গেলে তো পূজা এক নিরাকারেরই করবে। মানুষ সবাইকে মিলিয়ে দেয়। অচ্যুতম্ কেশবম্, শ্রীরাম নারায়ণম্... এখন রাম কোথায়, নারায়ণ কোথায়। সবাইকে এক করে দিয়েছে।

ব্যাস কে ছিলেন? - এটা কেউ জানে না। বাস্তবে তোমরা হলে সত্যিকারের ব্যাস সুখদেবের বাচ্চা। বাবা বসে সহজ যোগের নলেজ শোনাচ্ছেন আর আমরা হলাম সেই সুখদেবের বাচ্চা সত্যিকারের ব্যাস। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ। প্র্যাক্টিক্যালি বাবা বসে আমাদেরকে সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন, যার দ্বারা আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। দেবতাদের সামনে গিয়ে গাইতে থাকে, আমি পাপী-নীচ-কপট। তিনি তো খুব মিষ্টি তাই না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণই ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। তত্বম্। এই জ্ঞান তোমাদেরই প্রাপ্ত হয়। সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে এই নলেজ থাকবে না। আমরা সেখানে এই নলেজ শুনিয়ে কাউকে দেবতা বানাই না। তাহলে সেখানে কি কাজ করবো? এখানে তো কতো কাজ! এখন আমরা সুইটেস্ট বাবার বাচ্চা হয়েছি, তারপর শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। তোমরা জানো যে আমরা সুইটেস্ট বাবার দ্বারা সুইটেস্ট হচ্ছি। শিববাবা হলেন শ্রী শ্রী মিষ্টির থেকেও অতি মিষ্টি। তাঁর দ্বারা আমরা মিষ্টি হচ্ছি। আমরা নিজেদেরকে শ্রী শ্রী বলতে পারবো না। এটা হলো বোঝার বিষয়। তোমরা যত অশরীরী, দেহী-অভিমানী হবে আর মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করবে ততই মিষ্টি হবে। দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে আর স্বর্গের রাজস্বকে স্মরণ করতে হবে। এই একটি মুখ্য কথা কখনও ভুলবে না। আমাকে স্মরণ করবে তো আমার মতো মিষ্টি হয়ে যাবে। তো এইরকম যিনি তৈরী করছেন সে-ই বাবাকে কতখানি স্মরণ করতে হবে! বাবা তো যেন এক মিষ্টির পাহাড়। বলা হয় না যে - সিমর সিমর সুখ পাও (স্মরণ করতে করতে সুখের অনুভব করো)। কোনও জপমালা জপ করার কথা নয়। তোমাদেরকে কোনও জপমালা জপ করতে হবে না। কেবল স্মরণ করতে হবে। কারো এটা জানা নেই যে এই জপমালা কাদের স্মরণিক রূপে বানানো হয়েছে। কেবল রাম-রাম করতে থাকে, মালা জপ করতে থাকে। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে রাম শিববাবার আমরা সবাই হলাম বাচ্চা। এইজন্য তোমরা স্মরণ করছো। মালা জপ করা তো পূজারীর লক্ষণ। আমরা বাবাকে অনেক স্মরণ করি। স্মরণের দ্বারাই আমরা এভারহেল্ডী (চিরসুস্থ), নিরোগী হয়ে যাবো। বাবা বারংবার বলছেন - নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তরি পার হয়ে যাবে। এছাড়া কোনও ১০-২০ ভূজ বিশিষ্ট বা শূঁড় বিশিষ্ট মানুষ হয় না। আর না কারো হাঁচির সাথে সাথে দেবতা বেরিয়ে আসবে। এসব কথা এখন শুনলে মনে মনে ভাববে এসব আবার কী! এসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে এসব কিছুই থাকবে না। ভক্তি অর্ধেক কল্প চলে। জ্ঞান অর্ধেক কল্প চলে না। জ্ঞানের প্রালম্ব অর্ধেক কল্প চলে। জ্ঞান থেকে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের রাজসুখ প্রাপ্ত হয়। ভক্তিও প্রথমে সতোপ্রধান ছিল। তারপর ধীরে ধীরে সতঃ, রজঃ, তমঃ হয়ে যায়। যেরকম বাবার থেকে এই স্বর্গ সুখ প্রাপ্ত হয়। তো সেটা প্রথমে সতোপ্রধান, তারপর সতঃ, রজঃ, তমঃ হয়ে যায়। জ্ঞানের বর্ষাও সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ হয়ে যায়। এটা হলো বোঝার বিষয়। প্রথমে তো বুঝতে হবে - আমরা আত্মারা হলাম অতি প্রিয় বাবার বাচ্চা। বাবা এই শরীরে এসেছেন। শরীর ছাড়া মুরলী কিভাবে শোনাবেন? নিরাকারী দুনিয়া তো হল সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড, তার নীচে হলো মুভি, আর এটা হলো টকি। তিন লোক আছে তাই না। তোমরা প্রতিটি কথা নতুন শুনছো। দুনিয়াতে অন্য কেউ এসব কথা জানে না। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড থেকে আসি। আমরা হলাম সেখানকার নিবাসী, এইজন্য এই স্থানের নাম ব্রহ্মাণ্ড রাখা হয়। আন্ডার বা ডিমের মতো আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে আত্মারা সেখানে থাকে। কিন্তু এইরকম খোড়াই হয়। যদি স্টার বলে তাহলে স্টারের পূজা কিভাবে হবে! ফল, ফুল, দুধ এইসব তাঁর উপরে কিভাবে থাকবে। নাম তো শিব, ঠিক আছে। এমন নয় যে এই বাবা হলেন আকারে বড় আর আমরা আত্মারা হলাম আকারে ছোটো। পরম মানে পরমধামের নিবাসী আত্মা, যিনি হলেন অত্যন্ত প্রিয়।

তোমরা জানো যে এখন আমাদেরকে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। অতি মিষ্টির থেকেও মিষ্টি বাবা এসে আমাদেরকে মোস্ট সুইট (অতি মিষ্টি) বানাচ্ছেন। আত্মা সুইট হলে শরীরও সুইট প্রাপ্ত হবে। বাবা বলছেন কেবল বীজ আর বৃক্ষকে স্মরণ করো। বীজ বাবা উপরে আছেন। তিনি হলেন বৃক্ষপতি। এটা হলো ফাউন্ডেশন (মূল ভিত্তি)। তারপর এর থেকে শাখা-প্রশাখা বেরিয়ে আসে। দুনিয়াতে কারো বুদ্ধিতে এসব জ্ঞান নেই। বাবা বলছেন - অতিপ্রিয় বাচ্চারা, নিরাকার বাবা

এই শরীর দ্বারা বলছেন। তোমরা এই কান দিয়ে শুনছো। আত্মাই ধারণ করে। জ্ঞান সূর্য প্রকট হলো অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হল। অন্ধকার রাত হয় তাই না। সাধারণ মানুষ মনে করে - হয়ত এর থেকেও বেশী অন্ধকার হবে। এই সময়টাই হলো ঘোর অন্ধকারের সময়। সাধারণ মানুষ এটা জানেই না। এখন তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে জেনে গেছো। যে বিষয়টিকে না জানার কারণে সন্ন্যাসীরা অনন্ত বলে দিয়েছে। ঈশ্বর তোমার গতি এবং মতি হলো সম্পূর্ণ পৃথক। তোমরা তো বুঝে গেছো যে ঈশ্বরই এসে গতি-সঙ্গতি করেন। তোমরা জানো যে শ্রীমতের দ্বারা আমরা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে শ্রীলক্ষ্মী হবো। এই নেশা, কতোই না শ্রেষ্ঠ নেশা! এইম্ অবজেক্ট তো একটাই হয় তাই না। ব্যারিস্টার হবে, কিন্তু নশ্বরের ক্রমানুসারে তো হবে তাই না, এইজন্য ফলো ফাদার-মাদার। তোমরা জানো যে মাদার ফাদার পুরুষার্থ করে প্রথম নশ্বরে আছেন, তাহলে আমরাও পুরুষার্থ করবো। আমরাও এতটা সুইটেস্ট (অতিমিষ্টি) হবো। বাচ্চারা মা-বাবার সিংহাসনকে জয় করে তাই না। বাচ্চা বড় হয়ে যায় তো মাতা-পিতা সিংহাসন থেকে নেমে যায়। সেইরকম এখানেও তোমরা মাতা-পিতার সিংহাসন জয় করছো।

তোমাদেরকে অত্যন্ত প্রিয়, অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। তোমাদের মুখ থেকে সর্বদাই জ্ঞান রত্ন বের করতে হবে। তোমরা হলে রূপ বসন্ত (জ্ঞানী যোগী)। তারা তো বসে একটা কাহিনী তৈরী করে দিয়েছে। এ'সব হলো জ্ঞান রত্ন। রত্নরাজির ব্যবসা বাবা খুব ভালো করেই জানেন। রত্নরাজির ব্যবসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা মনে করা হয়। এ'সবও হলো জ্ঞান রত্ন। এক-একটি রত্নকে ধারণ করতে হয়। এখানে তোমরা অগণিত পদমপতি হও। তোমাদের মহলে কতো সুন্দর সোনার ইঁট, হিরে জহরত লাগানো হয়! সেখানে বড়ই সুখে থাকবে। সেখানে এভার হেল্দি, এভার ওয়েল্দি (চিরসুস্থ, চির সম্পত্তিবান) থাকবে। এটা যেন বাবা বরদান দিচ্ছেন। যত বেশী মিষ্টি হবে, ততই বাবা খুশী হবেন। স্কুলে টিচার স্টুডেন্টকে জানেন তাই না। আর ইনি তো হলেন অসীম জগতের বাবা, টিচার, সঙ্কর। বাচ্চারা এখন তোমরা সামনে বসে আছো তো মুরলীও এমনি ভাবেই বেরিয়ে আসে। কিন্তু জ্ঞানী তু আত্মাদেকে বাবা এখানে থাকতে দেননা। বলেন যে - যাও, গিয়ে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করো। যাদের স্বভাব তিক্ততায় পরিপূর্ণ, রুগী, তাদেরকে নিরোগী বানাও। এখন তো গড় আয়ু ৪০-৫০ বছর হবে। যোগীর আয়ু অনেক বড় হয়। শ্রীকৃষ্ণকে মহাত্মা, যোগেশ্বর বলে থাকে। তার যখন রাজ্য ছিল তখন গড় আয়ু ছিল ১৫০ বছর। এখন রুগী হয়ে গেছে। হিসাব তো আছে তাই না। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানেনা। বুদ্ধি রুপী পাত্র যেটা সোনার ছিল, তাতে বিষ ভরার কারণে এই হাল হয়ে গেছে। এখন বাবা জ্ঞান অমৃত ঢেলে সেই বিষে পরিপূর্ণ বুদ্ধি রুপী পাত্রকে সোনার পাত্র বানাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রুপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার সমান সুইটেস্ট (অতি মিষ্টি) হতে হবে। মুখ থেকে কখনও তিক্ত কথা বলবে না, সর্বদাই মিষ্টি কথা বলবে।

২) বাবা আমাদেরকে যে অমূল্য জ্ঞান রত্ন প্রদান করছেন, তার ভ্যালু (মূল্য) বুঝে ভালো ভাবে ধারণ করতে হবে।

বরদান:- নিজের হাসি-খুশী চেহারা-র দ্বারা প্রভুপ্রিয় হয়ে খুশীর খাজানার দ্বারা সম্পন্ন ভব ব্রাহ্মণ জন্ম হওয়ার সাথে সাথেই বাপদাদা সবাইকে খুশীর সবথেকে বড় খাজানা দিয়েছেন, এটাই হল ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মানোর গিস্ট (উপহার)। বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার চেহারায় সর্বদা খুশী দেখতে চান। সদা হাসিমুখ, চিয়ারফুল (আনন্দিত, প্রফুল্লিত) চেহারাই প্রভুর পছন্দ আর প্রত্যেকেরও তাই পছন্দ। সর্বদা খুশীতে থাকার জন্য এই গীত গাইতে থাকো যে - “যা পাওয়ার ছিল, তা পেয়ে গেছি”, আর বাকি কিছু নেই। নেশার সাথে বলো যে আমরা খুশীতে থাকবো না তো আর কে থাকবে?

স্নোগান:- নিরাকারী, নিরহংকারী স্থিতিতে স্থিত থেকে বিশ্বকে যে আলোকিত করে, সে-ই হল চৈতন্য দীপক।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অশরীরী হওয়ার ড্রিল হলো নাম্বার ওয়ান ড্রিল, এর দ্বারা বায়ুমন্ডলে নিস্ক্রান্ততা ছড়িয়ে পড়ে, বাবার ডায়রেকশান হলো - এই ড্রিলের অভ্যাস করো"

*প্রশ্নঃ - দুনিয়াতে অনেক বিপ্লবের মধ্যে থেকেও একরস আর খুশিতে কারা থাকতে পারবে?

*উত্তরঃ - যারা কোনো প্রকারের বিপ্লবের পরোয়া করে না। তোমাদের শত্রু তো অনেক-ই আছে, বিপ্লব ঘটাবে, কলঙ্ক লাগাবে, গালি-গালাজ করবে - কিন্তু যেন মনে থাকে কলঙ্ক লাগার জন্যই তোমরা কলঙ্গীধর হও। বলেও থাকে শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্দশীর চন্দ্রমা দেখেছিলেন সেজন্য ওনার কলঙ্ক লেগেছিল। কিন্তু এখন বাচ্চারা তোমাদের উপরে অনেক কলঙ্ক লাগে। অস্ত্রিমে তোমরা বলবে - হে ভারতবাসীরা, দেখো তোমরা অনেক কলঙ্ক লাগিয়েছো আর এখন আমরা কলঙ্গীধর হচ্ছি।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের প্রতি শিববাবা আস্তা প্রদান (ফরমান) করেন। শিববাবা বলেন, আমি হলাম ড্রিল টিচার তাই না। বলেন অশরীরী ভব। বাচ্চারা, স্বধর্মে স্থিত হও। মন্মনাভব, মামেকম্ স্মরণ করো। এটা তো জানো যে, এখন হলো ধর্মের গ্লানি। গীতাতে আছে যদা যদা হি.... এই শ্লোক জন্ম-জন্মান্তর আমরা গায়ন করে এসেছি। যখন থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয়েছে তখন থেকে গীতার পাঠ করে এসেছি। শিববাবার পূজাও করে এসেছি। সেই শিববাবাই এখন বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। তোমাদের উপরে আবারও মায়ার ছায়া পড়ে গেছে। এখন আমি এসেছি মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করানোর জন্য, সেইজন্য মন্মনাভব, কারণ তোমাদের ফিরে যেতে হবে আমার পরমধামে। যদি শ্রীকৃষ্ণ থাকতেন তাহলে বলতেন - মধ্যাজিত ভব। শ্রীকৃষ্ণকে কৃষ্ণপূরীতে স্মরণ করো। জ্ঞানের দাতা কোনো কৃষ্ণ নন। উনি হলেন শিব। শিবেরই পূজা হয়, ওঁনাকেই পরমাত্মা বলা হয়। তাই আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ওখানে যেতে হবে, সেহেতু বাবা ড্রিল শেখান। এটি হল নাম্বার ওয়ান ড্রিল - মন্মনাভব, অশরীরী ভব। তোমরা ব্রাহ্মণেরা ওঁনাকে স্মরণ করবে, আর কোনো শূদ্র এখানে যদি অন্য কোনো খেয়ালে বসে আছে তাহলে বায়ুমণ্ডল খারাপ করে দেবে। ওই এক-কে যখন সকলে স্মরণ করবে তখন নিস্ক্রান্ততা ছড়িয়ে পড়বে। যখন কেউ মারা যায় তখন নিস্ক্রান্ততা বিরাজ করে। আত্মার অশরীরী হওয়ার প্রভাব পড়ে। তাই এখন বাবা বলেন - তোমাদের সকল আত্মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কাল তো একটা আত্মাকে নিয়ে যায়। আমি তো হলাম কালেরও কাল। আমি সকলকে নিতে এসেছি। আর আমি আসি সাধারণ ব্রহ্মা তনে (শরীরে)। আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ চৈতন্য। আমিই গীতা শুনিয়েছিলাম। দেখো, তোমাদের উপর এখন কলস রাখা আছে তাই না। শ্রীকৃষ্ণের গোপীদেরও কলস দেখানো হয়। বলে যে - শ্রীকৃষ্ণ কলস ভেঙে দিয়েছিলেন। এখন ওই কলস কিসের? তোমাদের মাথার উপরে যে বিকারের কলস আছে, সেটাই ভাঙে আর জ্ঞান অমৃতের কলস প্রদান করেন। বাকি সত্যযুগে কখনোই এ'রকম কিছু হতে পারে না। গোপীরা হলে তোমরাই। গোপীবল্লভের গোপীদের যে বিষের কলস ছিল - তা ভেঙে জ্ঞান অমৃতের কলস রেখে দেন। তাই এতে বুদ্ধি অনেক ভালো থাকা উচিত, তাহলে ধারণা হতে পারে। গোপীদের বল্লভ (বাবা) তো হলেন শিববাবা। শ্রীকৃষ্ণকে বল্লভ বলা যায় না। লেখা আছে যে গোপীদের ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এখন বাবা তাদেরকে খোড়াই ভাগিয়ে নিয়ে যাবেন। এটা তো কোনো নিয়মই নয়। বাবা বোঝান যে যখন কোনো মহাত্মা বলবে শিবোহাম্ তখন বলবে একদিকে তোমরা বলছো যে মহাত্মা অর্থাৎ মহান আত্মা আবার নিজেকে পরমাত্মা অথবা শিবোহাম্ কেন বলো? মহান আত্মারা তো হলেন পবিত্র আত্মা। এই রহস্য বোঝাতে হবে। একেই জ্ঞানের ধর্মযুদ্ধ বলা হয়। ওদের কাছে আছে শাস্ত্রের মত আর তোমাদের কাছে আছে শ্রীমৎ । বাবা বলেন - আমি আসি তখনই যখন রাজযোগ শেখাতে হয়। ভারতের জন্যই এই সমগ্র খেলা। হিরো হিরোইনের পাঁট ভারতবাসীরাই প্রাপ্ত করেছে। বাস্তবে বন্দে মাতারম্ এই মাতাদেরই বলা হয়। ওরা তো ভূমিকে মাতারম্ বলে। ভূমি তো হল ত্বষ, তাকে কখনো মাতা বলা যায়? এই ধরনীতে বসবাসকারী তোমরা হলে মাতা। তোমাদের বন্দে মাতারম্ বলা হয়। ওরা তো ভূমিকে বন্দেমাতারাম্ বলে, তবে তা ভূত পূজা হয়ে গেল। এখন তোমরা বাচ্চারা যোগবলের দ্বারা নিজের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। সকলে পরিশ্রম করতে থাকে - পবিত্র হয়ে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য। যেদিকে স্বয়ং সর্ব সমর্থ সর্বশক্তিমান আছেন, সেদিকেই বিজয় হবে। পরমাত্মার মহিমা হলো সম্পূর্ণই পৃথক। উনি এসে ড্রিল শেখান যে মামেকম্ স্মরণ করো। আর অন্য সকলে তোমাদেরকে দুঃখ দেবে। সকলে শত্রু হয়ে বিপ্লব দিতে থাকে। এটা কোনো নতুন কথা নয়। আমাদের দুনিয়ার কোনো পরওয়ানা খোড়াই আছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য বলে - চতুর্দশীর চন্দ্রমা দেখেছিল তাইতো এত গালিগালাজ খেয়েছে। কলঙ্ক যাদের উপর লেগেছে তারাই আবার কলঙ্গীধর হবে। তারপর অস্ত্রিমে বলবে - আরে ভারতবাসীরা, তোমরা আমাদেরকে কতো গালিগালাজ

দিয়েছো! দেখো, আমরা এই রকম হয়ে উঠছি, রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করছি। লড়াই-এর ময়দানে তো অনেক সহ্য করতে হয়। তাই যিনি রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন, ওঁনার উপর সমর্পিত হতে হয়। এটা শিববাবা বোঝাচ্ছেন। এই দাদা নিজেকে ভগবান মনে করেন না সেইজন্য শিববাবা বলেন - বাচ্চারা এটা তোমাদের কল্প-কল্পের পার্ট। তোমরাও বলবে যখন-যখন ধর্মের গ্লানি হয় তখন বাবা আসেন। এখন বাবা এসেছেন আর আমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। নিমন্ত্ৰণ পত্রেও লৌকিক পিতার সীমিত জগতের উত্তরাধিকার আর পারলৌকিক পিতার উত্তরাধিকারের পয়েন্টসও ভালোভাবে লেখা আছে। অসীম জগতের পিতার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার কে প্রদান করেছেন? বাবা। তাই এই সকল কিছুই হলো বোঝার বিষয়। আমাদের এই অত্যাচার সহ্য করারও পার্ট আছে। ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তাই এতে পরিশ্রম করতে হয়। গায়নেও আছে যে সন্ শোজ ফাদার, স্টুডেন্ট শোজ টিচার। এখন হলো তোমাদের রিয়েল পার্ট। তোমরা বোঝাতে পারো উঁনি হলেন আমাদের পিতা, টিচার, সঙ্কর। উঁনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ রচয়িতা। সকল জীব আমাদের পিতা। ওঁনাকে সর্বব্যাপী কিভাবে বলা যায়! বাবা তো উপরে থাকেন তাই তো দুঃখে উঁনাকে স্মরণ করে। উঁনি আসেন তখন যখন ধর্মের গ্লানি হয়। বাবা বলেন যে আমাদের জন্মভূমি ভারতে বসবাসকারীরা যখন দুঃখী হয় তখন আমাদের আসতে হয়। পরমাত্মার জন্মভূমি হলো ভারত। এই শব্দ কারোর মুখ থেকে কখনোই নির্গত হতে পারে না। যদি সকলে পরমাত্মা হয় তাহলে সকলের জন্মভূমি ভারত হবে। বাবা বলেন যে সকল প্রিন্সিপালদেরও (ধর্মগুরু) মুক্তিধামে নিয়ে যাই। যখন ওরা জানতে পারবে যে আমাদের মুক্তি প্রদানকারী হলেন বাবা, উঁনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাহলে ভারত অনেক বড় তীর্থ হয়ে যাবে। মনে করো সকলের জেনে গেলো কিন্তু আসবে কিভাবে! সকলে তো ভারতে আসতে পারবে না। এত অল্প তো ভারতে নেই। এটা শুনে অনেকে অনেক খুশি হবে যে, অহো! আমাদের পিতা, যিনি এই গুরু ইত্যাদিদেরও মুক্তি প্রদান করেন উঁনার জন্ম ভারতেই হয়! চিনবে তো নলেজের দ্বারাই তাই না আর কি দেখবে! ব্রাহ্মণদের মধ্যে যখন কারোর আত্মা আসে তখন তার মুখে আওয়াজ শুনেই তো চিনতে পারে তাই না। কথা না। বললে চিনবে কিভাবে? বার্তালাপের মাধ্যমেই জানতে পারবে যে এ হলো অমুক আত্মা। শিববাবা যখন নলেজ প্রদান করেন তখন বুঝতে পারবে শিববাবা বলছেন। জ্ঞান ইনি তো দিতে পারেন না। এ'সব কথা বাবা ব্যতীত কেউই বোঝাতে পারবে না।

কখনো কখনো কেউ বলে - আমরা শিববাবার সঙ্গে কথা বলবো, কিন্তু ওঁনাকে চিনবে কি করে? বুঝতেও পারবো না। বুদ্ধি দিয়ে বোঝা দরকার যে এই নলেজ বাবা ব্যতীত কেউই দিতে পারেন না। দেখো কোথাকার কোথাকার বাচ্চারা না দেখেই ছটফট করছে - শিববাবার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। অবশ্যই ওঁনার শক্তি আছে যা টানে, আকৃষ্ট করে। তাই তাদেরকে সাদা পোশাকধারীর সাক্ষাৎকার করান, সেইজন্য বাবা কখনোই আমাদের ড্রেস পরিবর্তন করতে দেন না। তাই ওঁনার নলেজ দ্বারা এটা জানা যায়। অনেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সাক্ষাৎকারও হয়। কিন্তু তাতে কি লাভ হয়? তোমাদের কাজ হলো নলেজের দ্বারাই। এই নলেজ আর কেউ দিতে পারেন না। তাই এই সব হলো গুপ্তপার্ট। বলে যে - আমি, এই আত্মা এনার মধ্যে প্রবেশ করি। তাই এই সব নলেজ বাবাই প্রদান করেন। আমরা খোড়াই জানতাম। বাবা দেখো কতো অসাধারণ! তিনি বলেন আমাদের নিজের উত্তরাধিকারী বানাও, আমি তোমাদের এত সেবা করবো যা তোমাদের বাচ্চারাও কখনো করতে পারবে না। আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য প্রদান করবো। তাও যদি উত্তরাধিকারী না বানাও তাহলে ভাগ্য বলা হবে। বাচ্চারা তোমরা জানো যে - আমরা শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য এখানে এসেছি। শিববাবাকে আর বৈকুণ্ঠকে তোমরা দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত দেখতে পারবে না। জ্ঞান তো একদম সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হয় তাই না। আমাদের বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। উচ্চ থেকে উচ্চ উত্তরাধিকার হলো বৈকুণ্ঠের উত্তরাধিকারী। তাও পঠন-পাঠনের দ্বারা প্রাপ্ত হয়। কেউই রাজযোগ শেখাতে পারে না। আমরা নর থেকে নারায়ণ হচ্ছি। এই রাজযোগ শেখানও অস্ত্রিমে, তবেই তো আবারও সত্যযুগে রাজা রানী হবো। এই মিসাইলের যুদ্ধের প্রসিদ্ধি আছে। গীতার দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। সেই সময় আর অন্য কোনও ধর্ম থাকবে না। সেই ধর্মগুলি কোথায় চলে যায়? বিনাশ হয়ে যায়। একদমই সহজ কথা। বাচ্চারা তোমরা ট্রেনেও খুব ভালো সার্ভিস করতে পারো, কিছু না হোক প্রজা তো হয়ে যাবে। সেই ট্রেনের কামরায় যত আত্মা থাকবে সবাই তোমার প্রজা হয়ে যাবে। বসে বসে শুনতে তাদের খুব ভালো লাগবে। লিটারেচার হাতে রাখতে হবে। সাথে অতিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ছবিও থাকা চাই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আমাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ২১ জন্মের ভাগ্য বানানোর জন্য শিববাবাকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাতে হবে। প্রতিটি কর্মের দ্বারা বাবা, টিচার, সঙ্গুরু - তিনজনকেই শো করাতে হবে।

২) জ্ঞান ক্লিয়ারলি (সুস্পষ্ট ভাবে) পাওয়া যাচ্ছে, সেইজন্য সাক্ষাৎকারের আশা রাখবে না। সাক্ষাৎ সর্ব সমর্থ বাবা আমাদের সাথে আছেন - এইজন্য বিদ্বৎ দেখে ঘাবড়ে যাবে না।

বরদান:- “আমার বাবা” এই স্মৃতি স্বরূপের দ্বারা সর্বশক্তির সমর্থীর অধিকার প্রাপ্তকারী সমর্থ আত্মা ভব কল্প পূর্বের স্মৃতি ফিরে আসার ফলে বাচ্চারা বলে তুমি হলে আমার আর বাবা বলে তোমরা হলে আমার। এই আশ্বিনের স্মৃতির দ্বারা নতুন জীবন, নতুন জগৎ প্রাপ্ত হয় আর সর্বকালের জন্য “আমার বাবা” এই স্মৃতি স্বরূপে স্থিত হয়ে যায়। এই স্মৃতির রিটার্নে সমর্থী স্বরূপ হয়ে যায়, যারা যত স্মৃতিতে থাকে ততখানিই তারা সমর্থীর অধিকার প্রাপ্ত করে নেয়। যেখানে স্মৃতি আছে সেখানে সমর্থী আছেই। অল্পবিস্তরও যদি বিস্মৃতি থাকে তাহলে ব্যর্থ রয়েছে। সেইজন্য সর্বদা স্মৃতিস্বরূপই হল সমর্থী স্বরূপ হওয়া।

স্নোগান:- হার্ড ওয়ার্কারের সাথে সাথে স্থিতিতেও সর্বদা হার্ড (মজবুত) হও।

মাতেশ্বরীজীর মধুর মহাবাক্য :- "সৃষ্টির আদি(শুরু) কীভাবে হবে?"

অনেক মানুষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে পরমাত্মা সৃষ্টি কিভাবে রচনা করেছেন? আদিতে কোন্ মানুষ রচনা করেছেন এখন তার নাম রূপ বুঝতে চায়। এখন এই প্রশ্নের ভিত্তিতে তাদেরকে বোঝানো হয় যে, পরমাত্মা সৃষ্টির আদি ব্রহ্মা তনের দ্বারা করেছেন, প্রথম মানব ব্রহ্মাকে রচনা করেছেন। তাহলে যে পরমাত্মা সৃষ্টির আদি রচনা করেছেন অবশ্যই তিনিও অর্থাৎ পরমাত্মাও এই সৃষ্টিতে নিজের পাট অবশ্যই প্লে করেছেন। এখন পরমাত্মা কিভাবে পাট প্লে করেছেন? প্রথমে তো পরমাত্মা সৃষ্টি রচনা করেছেন, তারমধ্যেও প্রথমে ব্রহ্মাকে রচনা করেছেন তাহলে তো প্রথমে ব্রহ্মার আত্মা হলো পবিত্র আত্মা, তিনিই গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ হয়েছেন, সেই তনের দ্বারা আবার দেবী দেবতাদের সৃষ্টির স্থাপনা করেছেন। তাহলে দৈবী সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মা তনের দ্বারাই করিয়েছিলেন, তাহলে দেবী দেবতাদের আদি পিতা হল ব্রহ্মা, ব্রহ্মাই শ্রীকৃষ্ণ হন তিনিই আবার শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম জন্ম হন ব্রহ্মা তন। এখন এভাবেই সৃষ্টির নিয়ম অতিবাহিত হয়ে চলেছে। এখন সেই আত্মাই সুখের পাট সম্পূর্ণ করে দুঃখের পাটে আসে তাই রজো তমো অবস্থা অতিবাহিত করে আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হন। তাই আমরা ব্রহ্মা বংশীরাই হলাম শিব বংশী সত্য ব্রাহ্মণ। এখন ব্রহ্মা বংশী তাদের বলা হয় - যারা ব্রহ্মার দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান প্রাপ্ত করে পবিত্র হয়, তাই এর দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে এই সৃষ্টির আদি পিতা হলেন বাবা ব্রহ্মা। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"নিশ্চয়বুদ্ধির লক্ষণ - নিশ্চিত বিজয়ী আর সদা নিশ্চিত স্থিতির অনুভব"

আজ সকল বাচ্চাদের রক্ষক এবং শিক্ষক বাপদাদা তাঁর সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের ফাউন্ডেশনকে দেখছিলেন। এটা তো তোমরা সকলে জানো যে, বর্তমান শ্রেষ্ঠ জীবনের ফাউন্ডেশন হলো নিশ্চয়। নিশ্চয় রূপী ফাউন্ডেশন যত পাকাপোক্ত, ততই আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সহজযোগী, নির্মল স্বভাব, শুভ ভাবনার বৃত্তি আর আত্মিক দৃষ্টি সদা ন্যাচারাল রূপে অনুভব হয়ে থাকে। সব সময় আচার-আচরণ আর চেহারার দ্বারা তার ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। কেননা ব্রাহ্মণ জীবনে কেবলমাত্র 'আমি হলাম এই আর বাবা হলেন এই' - এইটুকুই জানা যথেষ্ট নয়। বরং জানার অর্থই হলো যেটা জানছো তাকে মানা এবং সেই মতো চলা।

বাপদাদা দেখছিলেন যে, যে বাচ্চারা নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিচ্ছে, তারা সবাই নেশার সাথে বলছে যে, আমরা হলাম নিশ্চয়বুদ্ধি। তো বাপদাদা সকল নিশ্চয়বুদ্ধি বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করছেন, তোমরা যখন সবাই বলে থাকো যে, আমরা হলাম নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী, তবে কখনো বিজয়, কখনো হেরে যাওয়া, কেন এমন হচ্ছে? যখন কখনো কখনো একটু আধটু অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সময় কি তবে নিশ্চয় হারিয়ে যাচ্ছে? যখন সদা নিশ্চয়বুদ্ধি, তবে তো বিজয়ীও সদাই? নাকি মাঝে মাঝে দমবন্ধ হয়ে আসে বা বিমুনি আসে? নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন চতুর্দিক থেকে মজবুত আছে তো নাকি চারিদিকের বদলে কখনো একদিক কখনো দুই দিক আরও ঢিলা হয়ে যায়? কোনো জিনিসকে যখন মজবুত করা হয়, তখন তাকে চারিদিক থেকে টাইট করা হয়, তাই না? একটা সাইডও যদি এতটুকুও টিলেঢালা হয়ে যায় তবে তো পুরোটাই নড়বে, তাই না? তো তাই চার প্রকারেরই নিশ্চয় অর্থাৎ বাবার প্রতি, তোমার নিজের প্রতি, ডামার প্রতি আর ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রতি নিশ্চয়। এই চারটিই দিকের নিশ্চয়কে কেবল জানা নয়, মেনেও চলতে হবে। কেবল জানলে অথচ তার উপরে চললে না, তবে বিজয় অনিশ্চিত হয়ে যায়। যে সময় বিজয় দোলাচলে চলে আসছে, তবে চেক করে দেখো যে, চারিদিকের কোন্ দিকটি টিলেঢালা রয়েছে? বাপদাদা দেখেন যে, কোনো কোনো বাচ্চার বাবার প্রতি সম্পূর্ণ নিশ্চয় রয়েছে, এই বিষয়ে তারা পাশ, কিন্তু নিজের প্রতি নিজের যে নিশ্চয়ের প্রয়োজন, তাতে তফাৎ থেকে যাচ্ছে। নিজে জানে, বলেও থাকে যে, আমি এই, আমি হলাম এই, কিন্তু যেটা জানে, মানেও, সেটাকে স্বরূপে, আচরণে, কর্মে প্রতিফলিত হওয়ার ক্ষেত্রে তফাৎ থেকে যায়। একদিকে ভাবছে, আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান, আমি বিশ্ব কল্যাণকারী, অন্যদিকে ছোট ছোট পরিস্থিতিতে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারে না। আমি হলামই মাস্টার সর্বশক্তিমান, কিন্তু পরিস্থিতি হলো অনেক বড়, ব্যাপারটাই এমন! এটা কী তবে নিশ্চয় হলো নাকি কেবল জানাটাই হলো, মেনে চলা হলো না। মুখে বলে বা ভাবে যে, আমি হলাম বিশ্ব কল্যাণকারী, কিন্তু বিশ্বকে ছেড়ে দাও, স্ব কল্যাণের ক্ষেত্রেও দুর্বল তারা। সেই সময় যদি তাদেরকে বলা যে, নিজেকে পরিবর্তন করে স্ব কল্যাণকারী হতে পারবে না? তখন উত্তরে বলবে যে, আমি তো বিশ্ব কল্যাণকারী, কিন্তু স্ব কল্যাণ করা খুব কঠিন। এই জিনিসটা বদলানো খুব কঠিন! তবে বিশ্ব কল্যাণকারী বলা যাবে নাকি দুর্বল? তাই স্ব এর মধ্যেও পরিস্থিতি অনুযায়ী, সময় অনুযায়ী, সম্বন্ধ-সম্পর্ক অনুসারে নিশ্চয় স্বরূপে প্রতীয়মান হলে, এই রকম নিশ্চয়বুদ্ধির বিজয় হয়েই রয়েছে। যেমন সকলের এটা পাক্ষা নিশ্চয় রয়েছে যে, আমি হলাম শ্রেষ্ঠ আত্মা, এর জন্য দুনিয়ার কোনো বৈজ্ঞানিকও যদি তোমাদেরকে নড়ানোর জন্য চেষ্টা করে বলে যে, তুমি আত্মা নও, তুমি হলে শরীর, তোমরা তো তা মানবে না আরোই বরং তাদেরকেই মানাবে। তো এটা যেমন পাক্ষা রয়েছে যে, আমি শরীর নই, আমি হলাম আত্মা আর কেমন আত্মা, এটাও পাক্ষা রয়েছে, সেই রকমই নিশ্চয়বুদ্ধির বিজয়ও তেমনই নিশ্চিত রয়েছে। পরাজয় অসম্ভব আর বিজয় হলো নিশ্চিত। আর এটাও নিশ্চিত যে, পরিস্থিতিও শেষ সময় পর্যন্ত আসবেই। কিন্তু তাতে বিজয়ী হওয়ার জন্য একই সময়ে চারটি দিকের নিশ্চয় পাক্ষা হওয়া চাই। তিনটিতে নিশ্চয় রয়েছে আর একটাতে নেই, তবে বিজয় নিশ্চিত নয়। সেক্ষেত্রে পরিশ্রমের দ্বারা বিজয় হবে। নিশ্চিত বিজয় আছে যাদের, তাদের পরিশ্রম করতে হবে না। অনেক সময়ই অনেকে বলে বাপদাদা তো ভীষণ ভালো, তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি হলেন বাবা আর আমরা হলাম তাঁর বাচ্চা, আমাদের হলো বাবার সাথেই সম্বন্ধ, কিন্তু দৈবী পরিবারের মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে থাকে, তাতে নিশ্চয় অনিশ্চিত হয়ে যায়। সেইজন্য পরিবারকে ছেড়ে দেয়, হাঙ্কা করে দেয়। তবে তো একটা সাইড ঢিলা হয়ে গেলো না? পরিবার ছাড়া মালাতে কীকরে আসবে? মালা কখন তৈরী হয়? যখন দানার সাথে দানা মেলে আর একটাই সূতোতে সেটি গাঁথা পড়ে। আলাদা আলাদা সূতোতে আলাদা আলাদা দানা যদি হয়, তবে তাকে মালা বলা যাবে না। তো পরিবার হলো মালা। পরিবারকে ছেড়ে দিয়ে যদি তিনটিতে নিশ্চয় পাক্ষা থাকবে, তাহলেও বিজয় নিশ্চিত নয়। চলো পরিবারের ঝামেলার

থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে, বাবার সাহারা রয়েছে, পরিবার থেকে সরে থাকলে, তবে চলবে? কাজ তো বাবার সাথে নাকি ভাইদের সাথে? বাবার সাথে হলো কাজ, অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে বাবার থেকে, ভাই বোনেদের থেকে কী পাওয়া যাবে? কিন্তু ব্রাহ্মণ জীবনে এটাই হলো অভিনব যথার্থ, ধর্ম আর রাজ্য দুয়েরই স্থাপনা হয়ে থাকে, কেবল ধর্মের নয়। আর ধর্ম পিতারা কেবল ধর্মের স্থাপনা করে থাকে, বাবার বিশেষত্ব হলো ধর্ম আর রাজ্যের স্থাপনা করা। তো রাজ্যে একা রাজা কী করবে? খুব সুন্দর সিংহাসনও রয়েছে, রাজমুকুটও রয়েছে, কী করবে? রাজধানীও তো চাই না? তো রাজধানী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পরিবার তথা রাজ পরিবার। সেইজন্য ব্রাহ্মণ পরিবারে সকল পরিস্থিতিতে নিশ্চয়বুদ্ধি, তখন রাজ্য ভাগ্যতেও সদা রাজ্য অধিকারী হবে। সুতরাং এই রকম ভেবো না যে - কোনো ব্যাপার না, পরিবারের সাথে বনিবনা হয় না, বাবার সাথে তো বনে! ড্রামাকে যদি ভুলেও যাই তবুও বাবা তো স্মরণে থাকেই! কিন্তু যে কোনো দুর্বলতা একই সময়ে হয়ে থাকে। স্ব স্থিতি অর্থাৎ স্ব নিশ্চয়ও যদি দুর্বল হয়ে থাকে, তবে বিজয় নিশ্চয় হওয়ার বদলে অস্থিরতার মধ্যে চলে আসে। তো বাপদাদা নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনকে চেক করছিলেন। কী দেখলেন?

সর্বদা চার প্রকারেরই নিশ্চয় একই সময়ে একসাথে থাকে না। কখনো থাকে কখনো নড়ে যায়। সেইজন্য সদা বিজয়ী হওয়ার অনুভব করতে পারো না তোমরা। তারপরে ভাবতে থাকো - হওয়া তো এটা উচিত ছিল, কিন্তু কী জানি কেন হলো না? পরিশ্রমও অনেক করলাম, ভেবেছিলাম তো ভালোই... কিন্তু ভাবা আর হওয়ার মধ্যে ফারাক পড়ে যায়। এর অর্থই হলো যে, নিশ্চয়ের চারটি দিক মজবুত নেই। আর হাসির কথা তো হলো এটাই যে, ড্রামাও বলছে, এটা তো ড্রামা, এটা তো ড্রামা... আবার নড়েও যাচ্ছে ভালো মতোই। কখনো সংকল্পের ক্ষেত্রে নড়ে যাচ্ছে, কখনো কথা বলার সময়ও নড়ে যাচ্ছে, কখনো কর্ম পর্যন্তও এসে যাচ্ছে। সেই সময় কেমন মনে হতে পারে? দৃশ্যটাকে সামনে নিয়ে এসো, ড্রামা-ড্রামাও বলছে আর অস্থিরও হচ্ছে! কিন্তু নিশ্চয়বুদ্ধির লক্ষণ হলো নিশ্চিত বিজয়ী। বিধি যদি ঠিক থাকে তবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে না, তা হতে পারে না। অতএব যখনই কোনো কাজে বিজয় প্রাপ্ত হয় না, তবে বুঝবে যে, নিশ্চয়ের অভাব রয়েছে। চারটি দিকই চেক করো, কেবল এক দিক নয়।

আরও একটা কথা, নিশ্চয়বুদ্ধির লক্ষণ যেমন নিশ্চিত বিজয়, তেমনই নিশ্চিতও হবে। কোনো প্রকারের ব্যর্থ চিন্তন আসতেই পারে না। তারা কেবল শুভ চিন্তাই হবে। তাদের মধ্যে ব্যর্থের কোনো নাম বা চিহ্ন টুকুও থাকবে না। এই রকম নয় যে, ব্যর্থ এলো আর তাড়িয়ে দিলাম। নিশ্চয়বুদ্ধির সামনে ব্যর্থ আসতেই পারে না। কেননা কেন, কী আর কীভাবে - এই সব ব্যর্থ হয়। যখন ড্রামার রহস্যকে তোমরা জানো, আদি- মধ্য-অন্তের স্তোতা তোমরা, তারা ছোট ছোট বিষয়ের আদি- মধ্য-অন্তকে জানতে পারবে না? না জানতে পারার কারণ হলো - কেন, কী, কীকরে, এই রকম - এইসব ব্যর্থ সংকল্প চলতে থাকে। ড্রামাতে যদি অটল নিশ্চয় থাকে, নলেজফুলও সে, পাওয়ারফুলও, তবে ব্যর্থ সংকল্প নাড়িয়ে দেবার সাহস পর্যন্তও রাখতে পারবে না। কিন্তু যখন নাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন ভাবছে, কী জানি কি হয়ে গেল! তাই বাপদাদা হাসতে থাকেন যে, ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে নিয়েছো, নিজের ৮৪ জন্মকেও জেনে গেছো আর এই একটা কথা/বিষয়কে জানো না? খুব হুঁশিয়ার না তোমরা? হুঁশিয়ারী দেখাও না মাঝে মাঝে? কল্প বৃক্ষের সকল পাতাকে তোমরা জানো। জানো নাকি জানো না? সকলে বৃক্ষের ফাউন্ডেশনে বসে আছো? নাকি ৭ - ৮ জন বসে আছো? তো জড়ে বসেও বৃক্ষকে জানো না? প্রতিটি পাতাকে জানো আর এটা জানা নেই কেন? তো নিশ্চয়ের লক্ষণ হলো নিশ্চিত স্থিতি, এর অনুভব করো। হবে কি হবে না? কি হবে, করছি তো, দেখি কি হয় - একে নিশ্চিত বলা যাবে না। আর তারপর বাবার কাছে অনুযোগ করবে আর প্রার্থনা করবে - তুমিই সহায়ক, তুমিই রক্ষক না? তুমি তো তো এই, তুমি তো সেই না...। অনুযোগ বা প্রার্থনা করা অর্থাৎ অধিকার হারিয়ে ফেলা। অধিকারী প্রার্থনা করবে না - এটা করে দাও না, এটা যেন হয়ে যায়। তো নিশ্চয়বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চিত। তো এই প্র্যাকটিক্যাল লক্ষণ গুলি নিজেই নিজের মধ্যে চেক করো। এমন উদাসীন হয়ে যেও না যে - আমি তো হলামই নিশ্চয়বুদ্ধি। কোন্ নিশ্চয়ের অভাব রয়েছে সেটাকে চেক করো আর চেঞ্জ করো। কেবল চেক নয়। বাপদাদা পূর্বেও বলেছিলেন তোমরা চেকারের সাথে সাথে মেকারও। কেবল চেকার নয়। চেক করার অর্থই হলো সেকেন্ডে চেঞ্জ হওয়া। কিন্তু কেবল চেক করলে কিন্তু চেঞ্জ করলে না, তবে অনেক দিনের যে হতাশার নিরাশা সংস্কার রয়েছে, সেটা পাকাপোক্ত হয়ে যাবে আর যেগুলো বহুদিনের সংস্কার অন্তিম সময়ে অবশ্যই সেগুলির মোকাবিলা করতে হবে। কেউ ভাবতে পারে যে, আমি তো অন্তিম বাবাকে ছাড়া আর কোনও কিছুই ব্যাপারেই ভাববো না, কিন্তু তা হবে না। বহুকালের অভ্যাসের প্রয়োজন। নাহলে তো এক সেকেন্ড ভাববে - শিববাবা শিববাবা শিববাবা... আর পর মুহূর্তেই মায়া বলবে - না, তোমার মধ্যে শক্তি নেই, তুমি তো দুর্বল। তো যুদ্ধ চলতে থাকবে। নিশ্চিত যদি না হও, তবে ব্রাহ্মণ জীবনের অন্তিম কালের যে লক্ষ্য তোমরা বর্ণনা করে থাকো, সেটা সহজ কীভাবে হবে? আর যদি অন্তিম সময় পর্যন্ত এই ব্যর্থ সংকল্প থেকে যায়, তবে সেইগুলিই, ভূতের রূপে, যমদূতের রূপে আসবে। আর কোনো যমদূত আসে না, এই ব্যর্থ সংকল্প নিজের

দুর্বলতা গুলি এ'গুলিই যমদূতের রূপে আসে। যমদূত কী করে? ভয় দেখায়। আর অন্যদের জন্য বলা হবে বিমানে করে চলে যাবে অর্থাৎ উড়তি কলাতে পার হয়ে যাবে। কোনো বিমান ইত্যাদি নেই কিন্তু উড়তি কলার অনুভব রয়েছে। সেইজন্য আগে থাকতেই চেক করে চেঞ্জ করো। কবে করবে? বাপদাদাকে খুশী করার জন্য বলে তো দেয় যে - করবো, প্রতিজ্ঞাতেও লিখে দেয়, কিন্তু কাগজ পর্যন্তই সেটা রয়ে যাবে নাকি জীবনে আসবে?

আচ্ছা, আজ মধুবন নিবাসীদেরও টার্ন। মধুবনবাসীদের প্রতি তো বাপদাদার বিশেষ স্নেহ রয়েছে। সকলের প্রতি রয়েছে, তবুও একটু বেশীই রয়েছে মধুবন নিবাসীদের প্রতি। কেননা তারা হলেন নিমিত্ত। তবুও দেখো তোমরা মধুবনে আসতে থাকো আর এনারাও ঠিক মতো খাতির যত্নও তো করে যায় তাই না? মধুবনবাসীরা খাতির যত্ন করার বিষয়ে পাশ তাই তো? আতিথেয়তা (মেহমান-নিবাজী) করাও হলো মহানতা। যে আতিথেয়তা করতে জানে, সে এমনিতেই মহান হয়ে যায়। কেবল খাওয়ানো দাওয়ানোর জন্য নয়, আন্তরিক স্নেহ পূর্ণ আতিথেয়তা, সেটাই হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ। যতই পিকনিক ইত্যাদি করাও না কেন, কিন্তু হৃদয়ের স্নেহ না পেলে কিছুই পাওয়া হলো না। তো মধুবনবাসীরা আন্তরিক স্নেহের সাথে আতিথেয়তা করে থাকে। করো তাই তো? নাকি কেউ কিছু উপরে-নীচে করে ফেললে বলবে যে, "বাপদাদা এমন বলেননি। এমনটা করবে না"। স্নেহের সাগরের বাচ্চা না তোমরা। কতক্ষণ পর্যন্ত স্নেহ দেখাবো? না। ঘড়ার (কলসি) সন্তান নও, সাগরের সন্তান তোমরা, অসীম।

সকলের কাছে স্নেহের স্টক আছে তো না? মাতাদের কাছেও আছে, কুমারীদের কাছেও আছে, পান্ডবদের কাছেও আছে। সাগর পরিমাণ নাকি অল্প স্বল্প? তাহলে কখনো ক্রোধ করো না নিশ্চয়ই? যখন তোমরা হলে সাগর (প্রেমের) তবে ক্রোধ কোথা থেকে এলো? তাদের সংস্কার জেনেও তাদেরকে স্যাটিসফাই (সন্তুষ্ট) করো তো না? সে যদি রং-ও (ভুল) হয়, কিন্তু তোমরা তো নলেজফুল না? তোমরা তো জানো যে, ইনি এই রকম, কিন্তু সেই সময় কী বলে থাকো - উনি এই রকম করছিলেন বলেই তো আমিও সেই রকমই করলাম। রং এর সাথে রং হয়ে গেলো, তাহলে কী চমৎকারিছ হলো? সে রং করলো আর তুমি তার রেসপন্সও রং-ই দিলে! অনেকেই বলে একবার ক্রোধ করলে কিছুই হয় না। কিন্তু বারে বারে হয়ে যেতে থাকে। তাহলে জানোই যখন যে যার স্বভাবেই রয়েছে রেগে যাওয়া, সে রেগে যাবে, না তো কী করবে? তার কাজই হলো ক্রোধ করা আর তোমাদের কাজ হলো স্নেহ দেওয়া, নাকি ক্রোধ করা? সে ১০ বার করলে তুমি এক বার তো জবাব দেবে? না দিলে সেও ২০ বার করবে! তখন কি করবে? তো এতখানি সহনশক্তি আছে? নাকি সে ১০ বার করেছে, তুমি তার অর্ধেক করলেও কোনো ক্ষতি নেই? সে মিথ্যা বলেছে আর তুমি তাতে ক্রোধ করছো, তাহলে সেটা কী ঠিক হলো? তারপর বেশ বাহাদুরীর সাথে বলে থাকো যে - সে মিথ্যা বলেছে না, সেইজন্যই রাগ এসে গেলো। মিথ্যা বলাটা ভালো লাগেনি আর ক্রোধ করাটা ভালো? তো স্নেহের সাগরের মাস্টার স্নেহের সাগর। মাস্টার স্নেহের সাগরের নয়ন, হাবভাব, বৃত্তি, দৃষ্টিতে এতটুকুও অন্য কোনো ভাব আসতে পারে? যদি এতটুকুও উত্তেজিত হয়ে যায়, তবে কি তাকে স্নেহের সাগর বলা যাবে? নাকি ঘটি? যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, পুরো দুনিয়াও যদি তোমার উপরে ফুঁদ হয়ে যাক, কিন্তু মাস্টার স্নেহের সাগর দুনিয়ার পরোয়া করবে না। বেপরোয়া বাদশাহ তোমরা। যেটার পরোয়া ছিল সেটা পেয়ে গেছো। এখন এই সব ব্যর্থ বিষয় গুলির থেকে বেপরোয়া বাদশাহ। চেকিং এর পরোয়া করো, চেঞ্জ হওয়ার পরোয়া করো, কিন্তু ব্যর্থের বিষয়ে বেপরোয়া। করতে পারো নাকি বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর বাচ্চা, নাতি, পুতি, পুতির পুতি... একটু আধটু ক্রোধ করলো, একটু উপর নীচে কিছু করে ফেললো, তখন স্নেহের পরিবর্তে অন্য ভাবনাও এসে যাবে? অফিসে যাবে, বিজনেসে যাবে, কাজের লোক এমন পাওয়া গেল, পরিবেশ এমন পাওয়া গেল... কিন্তু তুমি ব্যর্থ থেকে বেপরোয়া বাদশাহ। সমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হয়ে না। কেউ আবার উল্টোটাকেও গ্রহণ করে, যেখানে মর্যাদার প্রশ্ন আসে বলবে বাপদাদা বলেছেন না যে, বেপরোয়া বাদশাহ হয়ে যাও। কিন্তু মর্যাদার ব্যাপারে বেপরোয়া নয়। তোমাদের টাইটেল হলো মর্যাদা পুরুষোত্তম। এই মর্যাদা গুলিই হলো ব্রাহ্মণ জীবনের কদম (পদক্ষেপ)। কদমে যদি কদম না রাখো, তবে লক্ষ্য কীকরে প্রাপ্ত করবে? ব্রাহ্মা বাবার কদমে কদম রাখো। অতএব এই মর্যাদা গুলিই হলো কদম। এই কদমে যদি এতটুকুও নীচে উপর হয়ে যায়, তবে লক্ষ্য থেকে দূর হয়ে যাবে আর তখন পরিশ্রম করতে হবে। আর বাপদাদার বাচ্চাদের পরিশ্রম করা ভালো লাগে না। নিজেকে বলছে সহজ যোগী আর করছে পরিশ্রম। তাহলে কি সেটা ভালো লাগতে পারে? আচ্ছা। (বাপদাদা ড্রিল করালেন)

চতুর্দিকের সকল নিশ্চয়বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা নিশ্চিত বিজয়ী আত্মাদেরকে, সদা নিশ্চিন্ত আত্মাদেরকে, সদা শ্রেষ্ঠ বিধির দ্বারা বৃদ্ধি করবার জন্য নিমিত্ত হওয়া বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা এক বাবা এক বল এক এর ভরসায় অচল-অটল থাকা সমীপ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- হৃদয়ের স্নেহ আর সম্বন্ধের আধারে সমীপতার অনুভবকারী নিরন্তর যোগী ভব
ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে কেউ কেউ বাবাকে হৃদয়ের স্নেহ, সম্বন্ধের সাথে স্মরণ করে আবার কেউ কেউ
বুদ্ধি অর্থাৎ নলেজের আধারে সম্বন্ধ গুলিকে অনুভব করবার জন্য বারে বারে চেষ্টা করে। যেখানে হৃদয়ের
স্নেহ আর সম্বন্ধ অত্যন্ত মধুর অর্থাৎ সমীপ রয়েছে, সেখানে স্মরণ করতে ভুলে যাওয়া কঠিন। যেমন
শরীরের ভিতরে শিরায় শিরায় ব্লাড মিশে রয়েছে, সেই রকমই এই আত্মাদের মধ্যে অহর্নিশ অর্থাৎ প্রতিটি
মুহূর্তে বাবার স্মরণ মিশে রয়েছে। একে বলা হয় হৃদয়ের স্নেহ সম্পন্ন নিরন্তর স্মরণ।

স্নোগান:- নিঃস্বার্থ আর নির্বিকল্প স্থিতির সাথে সেবা করো, তবে সফলতা পাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - মোস্ট সুইটেস্ট (অতীব মিষ্ট) বাবা এই তিক্ততায় পরিপূর্ণ দুনিয়াকে পরিবর্তন করে সুইট বানাচ্ছেন, তোমাদেরকেও সুইট বাবা আর স্বর্গের রাজত্বকে স্মরণ করে মোস্ট সুইটেস্ট হতে হবে”

*প্রশ্নঃ - নিজেকে পারফেক্ট (নির্ভুল) বানানোর কোন্ কোন্ যুক্তি বাবা শুনিয়েছেন?

*উত্তরঃ - নিজেকে পারফেক্ট বানাতে হলে সততার সাথে নিজেকে চেক করো যে

১ - আমার মধ্যে এখনও কোন্ কোন্ ত্রুটি আছে?

২ - সারাদিনে মন-বাণী-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ তো দিই নি?

৩ - বাবার স্মরণের কারেন্ট নিয়ে ভূতগুলিকে বের করার পুরুষার্থ করেছি?

৪ - অপরকে সেবা করার সাথে সাথে নিজেরও সেবা করেছি?

৫ - কতটা সময় বাবার স্মরণে থেকে অসীম সুখের অনুভব করেছি? কতোটা সতোপ্রধান হয়েছি?

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের পুরুষোত্তম মুখ দেখেছো? পুরুষোত্তম শরীর দেখেছো? বুঝতে পারো কি, যে - ভবিষ্যতে নতুন সত্যযুগী দুনিয়াতে আমরা এই (লক্ষ্মী-নারায়ণের) বংশাবলীতে যাবো অর্থাৎ সুখধামে যাবো অথবা পুরুষোত্তম হবো! স্টুডেন্ট যখন পড়াশোনা করে তখন বুদ্ধিতে থাকে যে আমি এই রকম হবো। তোমরাও জানো যে আমরা বিষ্ণুর ডিনায়েস্টি-তে (রাজবংশে) যাবো, কেননা বিষ্ণুর দুটি রূপ হলো - লক্ষ্মী-নারায়ণ। এখন তোমাদের বুদ্ধি অলৌকিক হয়ে গেছে, আর কারো বুদ্ধিতে এইসব কথা রমণ (বিচরণ) করে না। এখানে তোমরা জানো যে আমরা সত্য বাবা, শিববাবার সঙ্গে বসে আছি। উচ্চ থেকেও উচ্চতম বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিনি হলেন মোস্ট সুইটেস্ট (অতীব মিষ্টি)। সেই সুইটেস্ট বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে কেননা বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করলে তোমরা এইরকম পুরুষোত্তম হতে পারবে আর গুণ রত্নগুলিকে ধারণ করলে তোমরা ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য পদমপতি হয়ে যাবে। বাবা যেন বরদান প্রদান করছেন। মিষ্টি-মিষ্টি সজনীরা অথবা মিষ্টি-মিষ্টি সুপুত্র বাচ্চারা এই বরদান প্রাপ্ত করবে। মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদেরকে দেখে বাবা খুশী হন।

মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এই নাটকে সবাই নিজের নিজের ভূমিকা পালন করছে। অসীম জগতের বাবাও এইসময় ড্রামাতে সম্মুখে এসে ভূমিকা পালন করছেন। তোমরা হলে সুইট বাবার সুইট বাচ্চা, সুইটেস্ট বাবাকে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে। আত্মাই এই শরীরের অরগ্যান্স (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) দ্বারা একে-অপরকে দেখে থাকে। তো তোমরা হলে সুইট চিলড্রেন। বাবা জানেন যে আমি বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত সুইট বানাতে এসেছি। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন মোস্ট সুইট, তাই না। এনাদের রাজধানীও হল সুইট, সেইরকমই এনাদের প্রজারাও হল সুইট। যখন মন্দিরে যাও তখন এনাদেরকে কতোইনা সুইট দেখে থাকো। কোথাও মন্দির স্থাপিত হলে আমরা সুইট দেবতাদেরকে দর্শন করতে যাই। দর্শনার্থীরা মনে করে এনারাই সুইট স্বর্গের মালিক ছিলেন। শিবের মন্দিরেও কতো অসংখ্য মানুষ যায় কেননা তিনি হলেন সুইটেস্টের থেকেও সুইটেস্ট। সেই সুইটেস্ট বাবার অনেক মহিমা গান করে। বাচ্চারা তোমাদেরকেও মোস্ট সুইট হতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের সম্মুখে মোস্ট সুইটেস্ট বাবা বসে আছেন, কেননা তিনি হলেন ইনকগ্লিটো (গুপ্ত)। এঁনার মতো সুইট আর কেউ হতে পারবে না। বাবা যেন সুইটের পাহাড়। সুইট বাবা-ই এসে এই তিক্ততায় পরিপূর্ণ দুনিয়াকে পরিবর্তন করে সুইট বানাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে যে সুইটেস্ট বাবা আমাদেরকে মোস্ট সুইটেস্ট বানাচ্ছেন। অবিকল নিজের সমান বানাচ্ছেন। যে যেরকম হবে, সে সেইরকমই তৈরী করবে, তাই না। তো এইরকম সুইটেস্ট হওয়ার জন্য সুইট বাবাকে আর সুইট স্বর্গের রাজত্বকে স্মরণ করতে হবে।

বাবা বারংবার বাচ্চাদেরকে বলছেন যে মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ করো তো আমি প্রতিজ্ঞা করছি স্মরণের দ্বারাই তোমাদের সব কলহ-ক্লেশ (দুঃখ-কষ্ট) সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা এভারহেল্দি (চিরসুস্থ) এভারওয়েল্দি (চিরসম্পত্তিবান) হয়ে যাবে। তোমরা মোস্ট সুইট হয়ে যাবে। আত্মা সুইট হবে তো শরীরও সুইট প্রাপ্ত হবে। বাচ্চাদের মধ্যে এই নেশা থাকে যে আমরা হলাম মোস্ট বিলাভড (most beloved, অতিপ্রিয়) বাবার বাচ্চা, তাই আমাদেরকে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। অত্যন্ত মিষ্টি বাবা আমাদেরকে অত্যন্ত সুইট বানাচ্ছেন। মোস্ট বিলাভড বাবা

বলছেন তোমাদের মুখ থেকে সর্বদাই যেন জ্ঞান রস বেরিয়ে আসে। কোনও তিক্ত পাথর যেন না বেরিয়ে আসে। যত সুইট হবে ততই বাবার নাম উচ্ছল হবে। বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে ফলো করো তাহলে অন্যরা তোমাদেরকে ফলো করবে।

বাবা তো একাধারে টিচার-ও তাই না! তো টিচার অবশ্যই বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেবেন - বাচ্চারা, প্রতিদিন নিজের স্মরণের চার্ট রাখো। যেরকম ব্যবসায়ীরা দিনের শেষে নিজেদের টাকাপয়সার হিসাব করে, তো তোমরাও তো হলে ব্যাপারী, বাবার সাথে কতো বড়ই না ব্যবসা করছো। বাবাকে যত বেশী স্মরণ করবে ততই বাবার থেকে অপরিমিত সুখ পাবে। সতোপ্রধান হয়ে যাবে। প্রতিদিন নিজেকে দেখতে হবে, যেরকম নারদকে বলেছিল - নিজের মুখ দেখো - আমি লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি? তোমাদেরকেও দেখতে হবে - আমি এরকম হওয়ার যোগ্য হয়েছি, যদি যোগ্য না হয়ে থাকি তাহলে আমার মধ্যে কি কি খামতি রয়েছে? কেননা বাচ্চারা তোমাদেরকে পারফেক্ট হতে হবে। বাবা এসেইছেন তোমাদেরকে পারফেক্ট বানানোর জন্য। তো সততার সাথে নিজেকে চেক করো যে - আমার মধ্যে কি কি খামতি আছে? যে কারণে বুঝতে পারছি, আমি উচ্চ পদ পাবো না। এই ভূতগুলিকে তাড়ানোর যুক্তি বাবা বলে দিচ্ছেন। বাবা বসে সকল আত্মাদেরকে দেখছেন, কারো মধ্যে খামতি দেখলেই তাকে কারেন্ট দেন যাতে তার এই বিঘ্ন বিনাশ হয়ে যায়। যত যত বাবাকে সহায়তা করে বাবার মহিমা করতে থাকবে ততই এই ভূত পালাতে থাকবে এবং তোমাদের অনেক খুশী হতে থাকবে এইজন্য নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে চেক করতে হবে। সারাদিনে কাউকে মন বাণী কর্মের দ্বারা দুঃখ দিইনি তো? সাক্ষী হয়ে নিজের চাল-চলন দেখতে হবে। অন্যদেরও চাল-চলন দেখতে পারো তবে প্রথমে নিজেকে দেখতে হবে। শুধুমাত্র অন্যদেরকে দেখলে নিজেকে ভুলে যাবে। প্রত্যেককে নিজের সার্ভিস করতে হবে। অন্যদেরকে সেবা করা মানে নিজের সেবা করা। তোমরা শিববাবার সেবা করছো না। শিববাবা তো নিজেই সেবা করতে এসেছেন তাই না।

মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা অতি মূল্যবান হীরে জহরত সেক্টির (নিরাপত্তার) জন্য সর্বদা ব্যাঞ্চে রাখো। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও হলে অতি মূল্যবান। তোমরা শিববাবার ব্যাঞ্চে সেক্টিতে বসে আছো। তোমরা জানো যে দুনিয়ার সকল মানুষ মারা যাবে। তোমরা বাবার নিরাপত্তায় থেকে অমর হচ্ছে। তোমরা কালের উপর বিজয় প্রাপ্ত করছো। শিববাবার হয়েছেো মানে সেফ (সুরক্ষিত) হয়ে গেছো। শুধু উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। সমগ্র বিশ্বের মানুষের কাছে যতই ধন সম্পত্তি থাকুক কিন্তু সেই সবই বিনাশ হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। বাচ্চারা তোমাদের কাছে তো এখন কিছুই নেই। এই দেহও নেই। এটাও বাবাকে দিয়ে দাও। তো যার কাছে কিছুই নেই, মানে তার কাছে সবকিছু আছে। তোমরা অসীম জগতের বাবার থেকে সওদা করেইছো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। বলে থাকো - বাবা দেহের সাথে যা কিছু নোংরা বস্তু আছে সবকিছু তোমাকে দিয়ে দিয়েছি আর তার বদলে সেখানে তোমার থেকে সবকিছু নেব। তো তোমরা একদম সেফ হয়ে গেছো। সবকিছু বাবার ব্যাঞ্চে সেফ হয়ে গেছে। বাচ্চারা তোমাদের অন্তরে কতোই না খুশী হওয়া উচিত, আর কিছুটা সময় বাকি আছে, তারপরই আমরা পুনরায় আমাদের রাজধানীতে চলে যাবো। তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বোলো - বাঃ! আমরা তো অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। এভারহেল্ডী, ওয়েল্ডী হচ্ছি। আমাদের সকল মনোকামনা পূর্ণ হচ্ছে।

বাবা জানেন যে এইসময় কেউ সম্পূর্ণ হয়নি। মায়ার সাথে তোমাদের যুদ্ধ অন্তিম সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। মায়ার যুদ্ধ তখন বন্ধ হবে যখন মহাযুদ্ধ শুরু হবে, তারপর রেজাল্ট জানা যাবে। নিজের উপর অনেক নজর রাখতে হবে। দেখতে হবে যে আমি মোস্ট বিল্ড বাবাকে কতটা সময় স্মরণ করছি। বাবা জানেন যে কিছু কিছু বাচ্চার বাবাকে স্মরণ করার সময় নেই। বাবা বলেন আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করো, তথাপি স্মরণ করে না, তাই বাবা বুঝেছেন যে বাচ্চাদের সময় নেই। মায়া সম্পূর্ণ সময় নিয়ে নেয়। বাবাকে স্মরণ করার অবকাশ দেয় না। সবকিছুর আধার হল স্মরণের যাত্রা। স্মরণেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। স্মৃতিভ্রষ্ট করে দেয় এইজন্য বাবা বোঝাচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও। যোগের শক্তিতেই তোমরা যে কাউকে অল্প কিছু বোঝালেও তো তার শীঘ্রই তীর লেগে যাবে। যার তীর লাগে, তাকে একদম ঘায়েল করে দেয়। প্রথমে ঘায়েল হয় তারপর বাবার বাচ্চা হয়। বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করলে বাবাও আকর্ষিত হন। কেউ তো একদমই স্মরণ করে না। তাদেরকে দেখে বাবার করুণা হয় তথাপি বাবা বলেন বাচ্চারা উল্লসিত করো। সামনের দিকের নশ্বরে এসো। যতটা উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে ততই কাছে আসবে আর অসীম সুখ প্রাপ্ত করতে পারবে। পতিত-পাবন তো হলেন এক বাবা এইজন্য এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। কেবল এক বাবা-ই নয়, সাথে-সাথে আবার সুইটহোমকেও স্মরণ করতে হবে। কেবল সুইটহোমকেও নয়, সম্পত্তিও চাই এইজন্য স্বর্গধামকেও স্মরণ করতে হবে। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। যতটা সম্ভব বাচ্চাদেরকে অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে। বেশী কথা বলবে না, শান্ত থাকো। বাবা বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা অশান্তি ছড়াবে না। নিজের ঘর-গৃহস্থ থেকেও অত্যন্ত শান্তিতে থাকো।

অন্তর্মুখী হয়ে থাকো। অত্যন্ত মিষ্টি কথা বলো। কাউকে দুঃখ দেবে না, ক্রোধ করবে না। ক্রোধের ভূত থাকলে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। বাবা কতইনা মিষ্টি, তো বাচ্চাদেরকেও বোঝাচ্ছেন যে অনেক অনেক মিষ্টি হও, বাহিরমুখী হবে না, অন্তর্মুখী হও।

যেরকম বাবা অতি লাভলী পিওর (পবিত্র) আত্মা, এইরকম পিওর হতে হবে। অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা তুমি ছাড়া আমার সামনে আর কেউ আসে না। বাবার মতো প্রিয় আর কেউ নেই। প্রত্যেকে সেই এক প্রিয়তমের প্রিয়তমা। তো সেই প্রিয়তমকে অনেক বেশী করে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেছেন যে লৌকিক প্রিয়তম-প্রিয়তমা-রা কেউ একসাথে থাকে না, একবার দেখে নিল ব্যস্। এমন নয় যে নিজেদের মধ্যে বিয়ে শাদী ইত্যাদি হয়, না। বাবা বলছেন মিষ্টি বাচ্চারা এক আমাকে স্মরণ করো তো তরী পার হয়ে যাবে। যে মিষ্টি বাবার দ্বারা আমরা হীরের মতো হই, এইরকম বাবার সাথে আমাদের কতটা ভালোবাসা থাকা উচিত! অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করলে অন্তর্মর্ন শান্ত হয়ে যাবে। (শীতল হয়ে যাওয়া উচিত) রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত। যাকিছু ডিফেক্টস্ আছে সেগুলিকে বের করে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে। যদি অল্প-একটুও খামতি থাকে তাহলে ভ্যালু কম হয়ে যাবে। নিজেকে অত্যন্ত মূল্যবান হীরে হতে হবে। বাবাকে ভুলে যাবে না, বরং আরও বেশী করে স্মরণ করতে হবে। বাবা-বাবা বলে একদম স্নেহে সমাহিত হয়ে যাও।

বাচ্চারা তোমাদের এটাও নিশ্চয় আছে যে অসীম জগতের বাবার দ্বারা আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি। স্বর্গের মালিক হওয়াতে অনেক খুশী হয়। তো বাবা বসে বাচ্চাদেরকে দেখছেন, এর মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ আছে? কোন্ কোন্ অপগুণ আছে? বাচ্চারাও জানে এইজন্য বাবা বলছেন নিজের মধ্যে কি কি খামতি আছে সেগুলি লিখে নিয়ে এসো। সম্পূর্ণ তো কেউ এখনও হয়নি। হ্যাঁ, হতে হবে। কল্প-কল্প হয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন মুখ্য খামতি হল দেহ-অভিমানের। দেহ-অভিমান খুব বিরক্ত করে। স্থিতির উন্নতি করতে দেয় না। এই দেহকেও ভুলতে হবে। এই পুরানো শরীর ছেড়ে যেতে হবে, দৈবীগুণও এখানেই ধারণ করতে হবে। একন বাড়ি ফিরে যেতে হবে, তাই নিজের মধ্যে যেন কোনও ক্ল' (দাগ) না থাকে। তোমরা হীরে হচ্ছে, তাই না। তোমাদের মধ্যে কি-কি ক্ল' (দাগ) আছে, এটা তো তোমরা জানো। সেই (জাগতিক) হীরের মধ্যেও ক্ল' (দাগ) থাকলে তার থেকে ক্ল' (দাগ) বের করা যায় না, কারণ সেটা হল জড় পদার্থ। তাকে আবার কাটতে হয়। তোমরা তো হলে চৈতন্য হিরে। তো যা কিছুর ক্ল' (দাগ) আছে সেগুলিকে বের করে ক্ল'লেস (দাগহীন) হতে হবে। যদি ক্ল' না বের করো তাহলে দাম কম যাবে। তোমরা চৈতন্য হওয়ার কারণে ক্ল' গুলিকে বের করতে পারো।

বাচ্চারা তোমরা অবিনাশী পার্ট প্লে করেও অক্লান্ত থাকবে, কখনো ক্লান্ত হবে না। তোমরা জানো যে আমরা অগণিতবার এই চক্রে এসেছি। কতোইনা ওয়ান্ডারফুল খেলা। এই ওয়ান্ডারফুল খেলা বুঝে গেলে কতোইনা খুশী হয়। জাগতিক খেলা দেখে খুশী হলেও প্রাপ্তি কিছু হয়না, এই খেলাকে বুঝলে তোমরা খুশীও হও আবার তোমরা বিশ্বের মালিকও হও এইজন্য বাবা প্রতিদিন বোঝাচ্ছেন, মিষ্টি বাচ্চারা দেহী-অভিমानी হও। এই শরীরে থেকেও মনে করবে যে এই শরীর আমার নয়, এটা তো শেষ হয়ে যাবে। আমাকে তো বাবার কাছে যেতে হবে। দেহী-অভিমानी হলে তোমাদের মধ্যে আকর্ষণ থাকবে। এই পুরানো শরীরের থেকে মোহ সরিয়ে দিতে হবে। এখন তো ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাচ্চাদেরকে এটা সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। টাইম তো অনেক থাকে। ৮ ঘন্টা ধান্দা করো, ৮ ঘন্টা আরাম, বাকি ৮ ঘন্টা বাবার সাথে বার্তালাপ, রুহরিহান (আত্মিক কথোপকথন) করো, আধ্যাত্মিক সেবা করো। মায়ার ভূত যদি ভিতরে থেকে থাকে তাহলে সাক্ষেস (সফলতা প্রাপ্ত) হবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দেহ সহ যা কিছু মূল্যহীন তুচ্ছ বস্তু আছে, সেইসব শিববার ব্যাংকে জমা করে ভবিষ্যতের জন্য অসীম সুখের উত্তরাধিকার নিতে হবে।

২) ক্ল-লেস (নিখুঁত) হীরে হওয়ার জন্য অন্তর্মুখী হয়ে দেহ অভিমানের খামতিকে বের করে দিতে হবে। কখনও অশান্ত হবে না, অশান্তি ছড়াবে না।

- *বরদান:-*
- প্রাপ্তি গুলির ইচ্ছা থেকে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হয়ে সদা ভরপুর থাকা নিষ্কাম সেবাধারী ভব যারা নিষ্কাম সেবাধারী হয় তাদের সামনে সর্ব প্রাপ্তি গুলি স্বতঃতই আসতে থাকে। কিন্তু প্রাপ্তি যতই আসুক না কেন, তোমরা সেই প্রাপ্তিগুলিকে স্বীকার করবে না। যদি ইচ্ছা রাখো, তবে সর্বপ্রাপ্তি হওয়া স্বপ্নেও অভাব অনুভূত হবে, সর্বদা নিজেকে অপূর্ণ মনে করবে। এইজন্য ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হয়ে সর্ব প্রাপ্তির দ্বারা ভরপুর থাকো। সঙ্গম যুগে বাপ-দাদার দ্বারা যাকিছু অবিনাশী প্রাপ্তি হয়েছে, সেই প্রাপ্তিগুলির দোলনায় সদা দুলতে থাকো, তাহলে কোনও ভুল হবে না।
- *স্লোগান:-*
- নিজের অব্যক্ত স্থিতির দ্বারা অব্যক্ত আনন্দ, অব্যক্ত স্নেহ এবং অব্যক্ত শক্তি প্রাপ্ত করতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঘর-গৃহস্থ দেখাশোনা করে পড়াশোনার কোর্স করো, এ হলো দেবী-দেবতা হওয়ার কলেজ, তোমাদের ভগবান-ভগবতী (দেবী দেবতা) হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - শিববাবার মহিমা-কীর্তন কোন্ কর্তব্যের কারণে করা হয়ে থাকে ?

*উত্তরঃ - বাবা সকল বাচ্চাদের ওয়ার্থ নট পেনী (কপর্দকশূন্য) থেকে ওয়ার্থ পাউন্ড (ধনবান) বানিয়ে দেন। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে দেন, সেইজন্য ওঁনার মহিমা কীর্তন করা হয়ে থাকে। যদি শিববাবা না আসতেন তাহলে আমরা বাচ্চারা কোনো কর্মেরই ছিলাম না। দীনদয়াল বাবা এসেছেন দরিদ্র কন্যাদের-মাতাদের দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত করতে, সেইজন্য দীনদয়াল বলে বাবার মহিমা কীর্তন করা হয়ে থাকে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা নিজের মায়ের মহিমা শুনেছে। এমনিতে তো প্রত্যেকেরই নিজের মা রয়েছে। আর ইনি হলেন জগদম্বা। তোমরা তো জানো এ কার মহিমা। জগদম্বার কত বড় মেলা বসে। জগদম্বা কে -- 'এ'কথা কেউই জানেনা। পরমপিতা অথবা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি যাঁরা সবথেকে উচ্চ তাঁদের জীবন কাহিনী কোনো মানুষমাত্রই জানে না। এখন তোমরা জেনেছো জগদম্বা হলেন ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতী। জগৎ-অম্বার যত ভূজা ইত্যাদি দেখানো হয়েছে, তা তো হয়না। দেবীদেরও বহুভূজা দেওয়া হয়ে থাকে। বাস্তবে ভূজা তো মানুষের দুটিই থাকে। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার। এছাড়া মানুষের তো দুটি ভূজাই থাকে। স্বর্গের লক্ষ্মী-নারায়ণেরও দুটি করে ভূজা থাকে। সূক্ষ্মলোকে তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর থাকেন। প্রবৃত্তিমার্গ হওয়ার কারণে চতুর্ভূজ দেখানো হয়েছে। সূক্ষ্মলোকেও মাঙ্গা-বাবা থাকেন। বিষ্ণুরও সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে। দুটি ভূজা লক্ষ্মীর, দুটি ভূজা নারায়ণের। এছাড়া মানুষের কখনো চারটি করে ভূজা হয় না। এ তো কেবল বোঝানোর জন্য বিষ্ণুকে ৪ ভূজাবিশিষ্ট দেখানো হয়েছে। দেবীদের এত ভূজা দিয়ে দেয়। তা হয় না। সরস্বতী, কালী ইত্যাদি অনেক চিত্র বানিয়েছে। বাস্তবে এসব কিছুই নেই। 'এ'সব হলো ভক্তিমার্গের অলংকার। তোমরা এখন ভক্ত নও। তোমরা হলে গডফাদারলি স্টুডেন্ট। পড়াশোনা করছো। ভগবান এসে ভক্তদের ভক্তির ফল দেন। ভক্ত তো হলো অন্ধশ্রদ্ধা যারা করে, সকলের চিত্রই রাখতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণের রাখবে, লক্ষ্মী-নারায়ণেরও রাখবে, রাম-সীতারও রাখবে। গুরুনানক ইত্যাদিরও রাখবে। পাঁচমিশালী মোরঝা হয়, তাই না ! কারোরই অক্যুপেশন জানেনা। জানা উচিত যে এদের আমরা কেন পূজা করি? অবশ্যই এদের মধ্যে সর্বোচ্চ কে? ভক্তদের মধ্যে মুখ্য শিরোমণি ভক্ত নারদকে দেখানো হয়েছে আর মহিলাদের মধ্যে শিরোমণী ভক্ত রাখা হয়েছে মীরাকে। কাহিনী লিখেছে -- যখন লক্ষ্মীর স্বয়ংবর হয়েছিল...। এখন স্বয়ংবর তো সত্যযুগে হয়ে থাকে। এ হলো নরক। এই সব দৃষ্টান্ত বানানো হয়ে থাকে। বাস্তবে কোনো একজনের কথা নয়। এইসময় সমস্ত মেল-ফিমেলস্ হলো দ্রোপদী আর দুর্যোধন। দ্রোপদীরা আহ্বান করতে থাকে -- হে ভগবান, বস্ত্রচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করো। চিত্রতে দেখানো হয় ভগবান শাড়ি দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন ২১ জন্ম বস্ত্রচ্যুত হওয়া থেকে রক্ষা করেছি। এখন বাবা এসেছেন -- সমস্ত দ্রোপদীদের রক্ষা করতে। শ্রীমতে চললে তখন ২১ জন্ম কখনো বস্ত্রচ্যুত হবে না। ওটা হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। জিজ্ঞাসা করে -- বাবা, আমরা লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারবো? বাবা বলেন হৃদয়-দর্পণে দেখো যে আমরা উপযুক্ত হয়েছি? এইসময় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ৫ বিকার প্রবেশ করে রয়েছে। ভারতে সম্পূর্ণ নির্বিকারী দেবী-দেবতারা ছিলেন। এখন তো সম্পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছে। সত্যযুগে একটি করে বাচ্চা থাকে, সেও যোগবলের দ্বারা। প্রথমে সাক্ষাৎকার হয়। যেমন তোমরা সাক্ষাৎকার করো আমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। প্রিন্স-প্রিন্সেসের পরস্পরের মধ্যে রাসেরও (লীলা) সাক্ষাৎকার হয় যে আমরা ভবিষ্যতে এরকম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রাস করবো। বাবা বুঝিয়েছেন -- এত ভূজাবিশিষ্ট দেবীরা হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের দুটি করে ভূজা ছিল। ওঁনাদের বিষ্ণুর অবতার বলা হয়ে থাকে। বিষ্ণু ডিনায়েস্টি... ওঁনাদের মহালক্ষ্মী বা নারায়ণ বলা হয়। নর-নারায়ণের মন্দিরে চতুর্ভূজ-রূপ দেখানো হয়ে থাকে। মহালক্ষ্মী-কেও দেখানো হয়ে থাকে। লক্ষ্মীকে জগদম্বা বলা যাবে না। লক্ষ্মী কোনো ব্রহ্মাকুমারী নয়। ব্রহ্মাকুমারী এখানে রয়েছে। সরস্বতীর গায়নও হয়েছে -- ব্রহ্মার মুখ বংশজাত সরস্বতী। সরস্বতীকে জগদম্বা বলা হয়ে থাকে। অবশ্যই তোমরা জানো প্রজাপিতার মুখ বংশজাত হলাম আমরা। এক হলো কলিযুগীয় ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় হলে তোমরা সঙ্গমযুগীও ব্রাহ্মণ। ওই ব্রাহ্মণেরা হলো শারীরিক যাত্রাকারী (জিস্মানি যাত্রা) গর্ভজাত, তোমরা হয়েছে মুখ বংশজাত। তোমরা রুহানী যাত্রা করিয়ে থাকো। তোমরা সমস্ত ব্রহ্মা মুখবংশজাত-রা গিয়ে মানুষ থেকে

দেবতা হয়ে যাও। এরমধ্যে মুখ্য হলেন মাঙ্গা, যাঁর এত মহিমা রয়েছে। তিনি হলেন স্বর্গের সমস্ত মনোকামনা পূরণকারিণী। তোমরা হলে তাঁর সন্তান। জগদম্বা রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন, যার দ্বারা ২১ জন্ম স্বর্গের মালিক হয়ে যাও, সেইজন্য ওনার গায়ন রয়েছে -- শিবশক্তি সেনা। লক্ষ্মী হলেন মহারানী, ওনার একটি বাচ্চা থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বার কত অগণিত সন্তান। তাহলে জগদম্বার হলো দুটি ভুজা। তেমনই লক্ষ্মী-নারায়ণেরও দুটি করে ভুজা আছে। চিত্রে অনেক গোলমাল করে দিয়েছে। নারায়ণকে শ্যামবর্ণের, লক্ষ্মীকে গৌর বর্ণের করে দিয়েছে। এমন তো হতে পারে না -- নারায়ণ শ্যামবর্ণের আর লক্ষ্মী গৌরবর্ণের বা শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণের আর রাধা গৌরবর্ণের। বাবা বসে বোঝান -- এইসময় সকলেই হলো অসুন্দর (কালো)। তোমরা স্বর্গে পবিত্র ছিলে তখন সুন্দর (গৌরবর্ণের) ছিলে। তারপর কামচিহ্ন বসে কালো হয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয়। সুন্দর থাকে সত্যযুগ-ত্রৈতায় তারপর ৮৪ জন্ম ভোগ করতে করতে শেষে এসে শ্যামবর্ণ হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা পুনর্জন্ম নিতে থাকে। তারপর সেই নাম খোড়াই থাকে ! এইসময় সেই আত্মা তমোপ্রধান অবস্থায় রয়েছে। সত্যযুগের আদিতে থাকে দেবী-দেবতারা। তারাই ৮৪ জন্ম নেবে। এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র।

বাচ্চারা, তোমরা মাঙ্গার মহিমা শুনেছো। মাঙ্গার মহিমা আলাদা, লক্ষ্মীর মহিমা আলাদা। মানুষ কেমন কেমন সব চিত্র বানিয়েছে। কালীর এইরকম জীভ দেখিয়ে থাকে। এইরকম তো কোনো মানুষ হয় না। সুক্ষ্মলোকেও এমন কালী তো হয় না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শঙ্কর থাকে। ব্রহ্মা-সরস্বতীকেও তোমরা সুক্ষ্মলোকে দেখিয়ে থাকো। তাহলে ভয়ংকর-রূপিনী কালী কোথা থেকে এলো। কালীর রূপ অত্যন্ত ভয়ংকর দেখিয়ে থাকে। এমন কোনো শক্তি খোড়াই থাকবে -- অনিষ্ট কারিণী (ভায়োলেট)। প্রত্যেকটি কথা বাবা বোঝাতে থাকেন। কতরকমের চিত্র রয়েছে। কিন্তু মানুষ তো মানুষই হয়। সুক্ষ্মলোকে থাকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু শঙ্কর... তার উপরে মূললোক, যেখানে থাকেন শিব আর শালগ্রাম। ব্যস্ আর কিছুই নেই। এছাড়া এতসব চিত্র ইত্যাদি হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সত্যযুগ-ত্রৈতায় এ'সব থাকে না। জ্ঞান আর ভক্তি -- জ্ঞান অর্থাৎ দিন, ভক্তি অর্থাৎ রাত। ব্রহ্মার দিন হলো জ্ঞান আর ব্রহ্মার রাত হলো ভক্তি। সত্য যুগ-ত্রৈতা হলো দিন, দ্বাপর-কলিযুগ হলো রাত। এখন হলো গভীর অন্ধকার রাত। তারপর দিন হয়। বাবা বলেন -- আমার জন্ম হয় সঙ্গমে। কলিযুগের অন্ত হলো গভীর অন্ধকার, সত্যযুগের আদি হলো প্রগাঢ় আলোক। সঙ্গমেই এসে আমি তোমাদের বুদ্ধিয়ে থাকি। এখন এত যে ভক্তিমার্গের চিত্র রয়েছে -- মুখ্য হলো পতিত-পাবন শিববাবা। এইসময় সকল মানুষমাত্রই হলো অপবিত্র। এ হলো পতিত দুনিয়া। যদি শিববাবা না আসতেন তাহলে সকলেই ওয়ার্থ নট এ (পেনি (কপর্দকশূন্য) হতো। মহিমা শিববাবার যিনি পতিতদের পবিত্র করেন। এই সময় সকলেই হলো তমোপ্রধান পতিত, সকলেই হলো দুঃখী। প্রথমে পবিত্র আত্মারা আসে তাহলে তারা হলো সতোপ্রধান, তারপর হতো, রজো, তমো-তে আসতে হয়। প্রত্যেক বস্তুই এরকম হয়। ছোট বাচ্চাও সতোপ্রধান হয় সেইজন্য বলা হয় ব্রহ্মজ্ঞানী আর বালক এক সমান হয়। তারপর হতো, রজো, তমো-তে আসতেই হয়। পুনরায় চেঞ্জ করতেই হয়। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে। দুনিয়াও সতোপ্রধান ছিল, এখন হলো তমোপ্রধান। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বাবাই বানাতে পারেন। বাবাকে না জানার কারণে সকলকে স্মরণ করতে থাকে। কত চিত্র নির্মাণ করতে থাকে। কিন্তু তার মধ্যেও প্রত্যেকেরই কোনো মুখ্য দেবতা অবশ্যই থাকে। যেমন বাবার কাছেও অনেক চিত্র ছিল, তার মধ্যেও মুখ্য ছিল শ্রী নারায়ণ। শিখধর্মের হলে তখন অবশ্যই শিবের, লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদিরও থাকবে, তাহলেও গুরু নানককে বেশি স্মরণ করবে। উচ্চ থেকে উচ্চ(সর্বোচ্চ) ভগবান হলেন অদ্বিতীয়। ওঁনার মহিমাও লেখা হয়েছে। সৎনাম, কর্তা-পুরুষ অকাল মূর্তি.... সত্যযুগ ইত্যাদি হলো সৎ, হলোই সত্য অর্থাৎ এই যে চক্র রয়েছে তা হলো সত্য। পুনরায় এই চক্র অবশ্যই আবর্তিত হবে। এ'সব বাবা বসে বুদ্ধিয়ে থাকেন। ভক্তিমার্গে গৌরবর্ণের কৃষ্ণের মন্দির আলাদা, শ্যাম বর্ণের কৃষ্ণের মন্দির আলাদা দেখানো হয়। কোথাও আবার শিবের মন্দির রাখে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরও রাখে। অকুপেশন তো জানেনা। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্যে-অন্তের রহস্য বুদ্ধিয়ে স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে চক্রবর্তী রাজ্য পরিণত করেন। অবশ্যই তোমরা হলে গৃহস্থী, তবুও পড়ার কোর্স করতে থাকো। বৃদ্ধাদের জিজ্ঞাসা করো, তোমরা কোথায় যাও? তখন বলবে -- আমরা ভগবানের কলেজে যাই। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে দেবী-দেবতায় পরিণত করি। ভগবান পড়ান। ভগবান-ভগবতীতে পরিণত করেন। কিন্তু এমন নয় যে সত্যযুগকে কোনো ভগবান-ভগবতীর রাজ্য বলবে। না, তা হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের রাজ্য। বিদেশীরা বলে লর্ড কৃষ্ণ। আমেরিকানরা যখন দেখে যে এ হলো দেবতাদের চিত্র তখন একটির দাম লক্ষ-দুই লক্ষ দিয়ে দেয়। প্রাচীন জিনিস দেখে তখন লাখ টাকা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যায়। তাও (প্রাচীন বস্তু) দেয় না। পুরোনো জিনিস, তাইনা ! পুরোনো, তাহলে ৫ হাজার বছরের কথা। সবথেকে পুরোনো তো দেবী-দেবতাদের চিত্র। ভক্তিমার্গে কত চিত্র তৈরি করে। ভক্তিমার্গ যখন শুরু হয়, তখন সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করে। বাবা বোঝান যে ভারতবাসীরা কত ঐশ্বর্যশালী ছিল, এখন তো ভারত কত নরক হয়ে গেছে। একদম ভিখারী কাঙ্গাল হয়ে পড়েছে। এমন ভারতের হিন্দী পুনরায় রিপীট হওয়া

উচিত। বাচ্চারা, তোমাদের সমগ্র অসীম জগতের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী জানা আছে। সত্যযুগে দেবতাদের জানা থাকবে না। এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওখানে কেউ অপবিত্র হয়না যার জন্য জ্ঞান দিতে হয়। এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাহলে গীতা কোথা থেকে এলো। ওইসব ভক্তি মার্গের শাস্ত্র বানানো হয়েছে। নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন নলেজ চাই। ইসলামের জ্ঞান ছিল কি ? ইব্রাহিম আসেন তখন এসে ইসলাম ধর্ম স্থাপন করেন, নলেজ দেন। নতুন কথা হয়ে গেল, তাই না ! এখানে এই গীতা, রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদিতে অনেক মিথ্যা কলঙ্ক লাগানো হয়েছে। বাবা বলেন নাস্ত্রার ওয়ান (সবচেয়ে বেশি) গ্লানি আমার করেছে -- সর্বব্যাপী বলে দেয়। যখন এরকম গ্লানি হয়, ভারতবাসী মহাদুঃখী হয়ে যায়, তখন আমি আসি। এই সময় সকলেই হলো অপবিত্র। সকলকে, সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র করতে আমি আসি, সেইজন্য পতিত দুনিয়ার বিনাশ করিয়ে পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করি। এই পুরোনো দুনিয়াকে ভুলে যাও। মন্মনাভব। বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। তোমরা এই রাজযোগ শিখেই দেবী-দেবতা হয়ে যাও। এ হলো রাজযোগ শেখার গড-ফাদারলী ইউনিভার্সিটি। এ হলো এত বড় কলেজ, হসপিটাল কিন্তু তোমাদের পৃথিবীতে তিন পা জমিও প্রাপ্ত হয় না ! বাবা বলেন -- আমি তোমাদের সমগ্র বিশ্বের মালিক বানিয়ে দিচ্ছি। এ হলো হসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি। হসপিটালে হেল্থ (সুস্বাস্থ্য) আর ইউনিভার্সিটি থেকে ওয়েল্থ (সম্পদ) পাওয়া যায়। বাবা বলেন, আমি পড়াতে এসেছি কিন্তু পৃথিবীতে তিন পা জমিও প্রাপ্ত হয় না। আমি হলাম দীনদয়াল। কন্যারা-মাতারা হলো অত্যন্ত গরীব, তাদের হাতে কিছুই থাকে না। বাবার উত্তরাধিকার বাচ্চারাই পায়। বাস্তবে স্ত্রী-কে হাফ পার্টনার (অর্ধাঙ্গিনী) বলা হয়ে থাকে। ভারতে হিন্দু নারীকে বলা হয় -- পতি হলো তোমাদের গুরু, ঈশ্বর সবকিছু। কিন্তু হাফ পার্টনারকে এরকম খোড়াই বলে যে আমি হলাম গুরু ঈশ্বর আর তুমি হলে দাসী। বাবা এসে দাসীবৃত্তি থেকে মুক্ত করেন। প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) রুহানী যাত্রা করতে এবং করাতে হবে। সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান বুদ্ধিতে রেখে স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য এই পুরোনো দুনিয়াকে ভুলে বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। নতুন নলেজ পড়াতে এবং পড়াতে হবে।

বরদান:- আমি স্ব ভাবের দরজাকে বন্ধ করে মায়াকে বিদায় দিয়ে নিমিত্ত এবং নির্মাণ ভব সেবাধারীর যদি সেবা করার সময় কখনও এই সংকল্প আসে যে আমি করেছি, তাহলে এই আমিস্বভাব আসা মানে সমস্ত সেবার কার্যে জল ঢেলে দেওয়া। সেবাধারী অর্থাৎ করাবনহার বাবাকে কখনও না ভোলে, তিনি করাচ্ছেন, আমি নিমিত্ত হয়ে করছি। যেখানে নিমিত্তভাব থাকে সেখানেই নির্মাণভাব স্বতঃ-ই থাকে। আমি নিমিত্ত, আমি নির্মাণ তাহলে মায়া আসতেই পারে না। আমিস্বের দরজা বন্ধ করে দাও তাহলেই মায়া বিদায় নিয়ে নেবে।

স্লোগান:- যে হোলীহংস তার বিশেষত্ব হলো স্বচ্ছতা, স্বচ্ছ হয়ে সকলকে স্বচ্ছ বানানোই হলো তার সেবা।

বিঃ দ্রঃ :- চোঁ চোঁ মোরব্বা:- পাঁচমিশালী মুখরোচক মোরব্বা যার মধ্যে কোনো ফলের স্বাদই আলাদা করে পাওয়া যায় না। তেমনই ভক্তিমার্গেও ভক্তরা সব দেবী-দেবতার চিত্র রেখে পূজা করে কিন্তু কারোর সম্বন্ধেই তাদের কিছু জানা থাকে না, অন্ধশ্রদ্ধায় সব করতে থাকে। বাবা এটিকে নেগেটিভ পয়েন্ট হিসেবে ধরে থাকেন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস, তোমরা দেহ সহ এই সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দিয়ে ভুলে যাও"

*প্রশ্নঃ - তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের উপরে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কোনটা?

*উত্তরঃ - তোমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো পবিত্র হয়ে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করে তোলা। এর জন্য তোমাদের নিরন্তর শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণই হলো যোগ অগ্নি, যার মাধ্যমে আত্মা পবিত্র হয়ে ওঠে। বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায়।

*গীতঃ- দুঃখীদের প্রতি দয়া করো...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে যে আমরা হলাম বাচ্চা। তিনি অবশ্যই তোমাদের বাবা। বাবাকে বাচ্চারা কখনও সর্বব্যাপী বলতে পারে না। লৌকিক পিতার সন্তানরা কখনোই এমন বলবে না যে আমাদের পিতা সর্বব্যাপী। অসীম জগতের পিতা বসে বোঝাচ্ছেন তোমরা সবাই বাচ্চা, তোমাদের পিতা আছেন, যাঁকে পরমপিতা বলা হয়। পরমাত্মাকে সুপ্রীম সোলও বলা হয়। পরম অর্থাৎ সুপ্রীম, আত্মা অর্থাৎ সোল। সুতরাং সবাই বাচ্চা আর একজনই হলেন বাবা। সব ভক্তরা এক ভগবানকেই স্মরণ করে যাঁকে স্মরণ করা হয় তাঁর নিশ্চয়ই নাম, রূপ, দেশ, কাল থাকবে। তাঁকে সর্বব্যাপী বলা যেতে পারে না। মানুষ ঈশ্বর পিতাকে সর্বব্যাপী বলে এসেছে, তাঁর কোনো অন্ত পাওয়া যায় না অথচ তাঁকে আবার সর্বব্যাপী বলে আসছে। এটা তো অর্থহীন হয়ে গেল। ওরা বলে নুড়ি - পাথর সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন আর তারপর বলে যে তিনি অসীম। বাচ্চারা বাবাকে ভুলে গেছে সেইজন্যই সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টিকে নাস্তিক আর পতিত বলা হয়। প্রতিটি নর-নারী পতিত হয়ে গেছে তবেই তো পতিত থেকে পবিত্র করেন যিনি তাঁকেই স্মরণ করে। এই দুনিয়াতে কাউকেই মহান আত্মা বলা যেতে পারে না। পবিত্র আত্মা পতিত দুনিয়াতে হতেই পারে না। বাপু গান্ধীজীও বলতেন পতিত-পাবন সীতারাম - এটা মানুষের জন্য বলতেন, জলের গঙ্গার জন্য একথা বলেন নি। এখানে সব মিথ্যা। মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া (শরীর), এটা হলোই মিথ্যা খন্ড। সত্যখন্ড ছিল যখন নব নির্মিত দুনিয়াতে নতুন ভারত ছিল। এখন এই ভারত পুরানো হয়ে গেছে। ভারত যখন নতুন ছিল তখন তাকে স্বর্গ বলা হতো, যা ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। ত্রেতায় দুই কলা কমে গেছে। এই সময় হলো কলিযুগ, একে বলা হয় পুরানো দুনিয়া। পুরানো দুনিয়াতে পুরানো ভারত। ওয়ার্ল্ড (বিশ্ব) নতুন হয় আবার পুরানোও হয়ে যায়। এখন এটা পুরানো দুনিয়া, সকল মানব নাস্তিক হয়ে গেছে, সেইজন্যই দুঃখ ধাম বলা হয়। এই দুঃখ ধামকে সুখধাম একমাত্র বাবাই করতে পারেন। ভারত যা এক সময় পবিত্র ছিল এখন পতিত হয়ে গেছে, যখন পবিত্রতা (পিউরিটি) ছিল শান্তি (পিস), সমৃদ্ধি (প্রসপারিটি) ছিল। ভারতের গড় আয়ু দীর্ঘ ছিল। এখন অনেক কমে গেছে। ভারত কবে থেকে রুগী হয়েছে - দুনিয়া জানে না। এমনটা বলবে না যে পরম্পরা ধরে রুগী। ভক্তি শুরুই হয় দ্বাপর থেকে। কলিযুগের যখন শেষ সেই সময় বাবা এসে জ্ঞান প্রদান করেন। জ্ঞান তো থাকেই জ্ঞানের সাগরের কাছে। জ্ঞানের সাগর নলেজফুল - এই মহিমা ঐ বাবার। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সর্বব্যাপী বলে দিলে বাবা আর বাচ্চাদের ভালোবাসা থাকে না। এটা হচ্ছে অনাথ (অরফ্যান) দুনিয়া। সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে সেইজন্যই একে রৌরব (ঘোর, ভয়ঙ্কর) নরক বলা হয়। ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। এটা কারো জানা নেই যে আমরা নরকবাসী নিশ্চয়ই নরক থেকে ট্রান্সফার (বদলি) হবো। কিন্তু এমন নয় যে নরকবাসী পুনর্জন্ম স্বর্গে গিয়ে নিতে পারবে। ওরা পুনর্জন্ম সব নরকেই নেয়। নরককেই পতিত দুনিয়া বলা হয়। নির্বাণধাম আত্মাদের নিবাস স্থান যাকে নিরাকার দুনিয়া বলা হয়। আত্মা স্টার (নক্ষত্র) ইন্সটাল (অবিনাশী)। শরীর বিনাশী (মর্টাল)। আত্মাকে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে হয়। ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। ৮৪ লক্ষ জন্ম বলা গল্পকথা। বাবা বোঝান যে আত্মাই পাট প্লে করতে আসে, এসে অরগ্যান্সে (কর্মেন্ড্রিয়ে) প্রবেশ করে। কিন্তু সবারই ৮৪ জন্ম হতে পারে না। সত্যযুগে যারা দেবী-দেবতা হবে তারাই ৮৪ জন্ম নেবে। বাবা বলেন আমি আগেও বলেছি তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না, আমি এসে বলে থাকি। তোমরা হচ্ছে ব্রহ্মাকুমার কুমারী। আচ্ছা, ব্রহ্মার পিতা কে? শিব। ব্রহ্মা- বিষ্ণু-শঙ্কর শিববাবার সন্তান। ওনাদের শরীর হচ্ছে সূক্ষ্ম। পরমপিতা পরমাত্মার নিজের শরীর নেই। বাবা বলেন আমার নাম শিব। যদিও কেউ রুদ্র বলে, কেউবা সোমনাথ বলে। আসলে আমি তো নিরাকার। পূর্বের মতোই ভারতে শিবের মন্দির ছিল। জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়, শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় না। সে তো সত্যযুগের রাজকুমার (প্রিন্স)। তার মধ্যে এই আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান নেই। সত্যযুগের দেবী-দেবতাদের মধ্যেও এই জ্ঞান নেই। তোমরা জানো এখন আমরা হীরে তুল্য হচ্ছে। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ-ই রাজযোগ শেখাতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলা যায় না। পরমাত্মা শুধুমাত্র

নিরাকারকেই বলা হয়। সেই বাবাকেই তোমরা ভুলে গেছ।

এই সময় সব পতিত তমোপ্রধান। বাবা বলেন এটা সম্পূর্ণ মানবজাতির ভ্যারাইটি (বৈচিত্র্যময়) বৃক্ষ। সবাই তমোপ্রধান, রোগগ্রস্ত এবং দুঃখী হয়ে পড়েছে। ভারত যা একসময় কত উচ্চ ছিল, এখন কাঙাল হয়ে গেছে। শাস্ত্রে কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লেখা হয়েছে। মনে করে কলিযুগের আয়ু আরও ৪০ হাজার বছর চলবে। বাবা বুঝিয়ে বলেন এ হলো ঘোর অন্ধকার। এখন জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছে সূতরাং অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হবে। বাবা হচ্ছেন জ্ঞান সূর্য। তিনি এসে অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারকে মেটান। এখন ব্রহ্মার রাত। সত্যযুগ-এতাকে ব্রহ্মার দিন বলা হয়। সূতরাং তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা, ব্রহ্মার সন্তান। ব্রহ্মা তো বিশ্ব বা স্বর্গের রচয়িতা নন। নিরাকার হেভনলি গডফাদারেরই মহিমা করা হয়। ঐ বাবা এসেই রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি। আত্মাই সবকিছু শোনে, ধারণ করে আর সংস্কার নিয়ে যায়। যেমন বাবা বুঝিয়েছেন লড়াইয়ের ময়দানে কেউ মারা গেলে সেই সংস্কার অনুসারে জন্ম নিয়ে আবারও লড়াই করতে চলে যাবে। এই সময় সবার আত্মা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। সবাই একে অপরকে দুঃখ দিতে থাকে। সবচেয়ে বড় দুঃখের কারণ কি? যারা পরমাত্মার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেইজন্যই শিববাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ওসব ছাড়া। বলা হয় গড ইজ ওয়ান (ঈশ্বর এক)।

তোমরা সবাই হলে ব্রাইডস (বঁধু), আমি তোমাদের ব্রাইডগ্রম (বর)। হে সজনীরা, তোমরা স্বর্গে যাওয়ার একবারেই যোগ্য নও। মায়া তোমাদের সম্পূর্ণ রূপে অযোগ্য করে দিয়েছে। এটা হলো রাবণ রাজ্য। সত্যযুগে হয় রাম রাজ্য। রাম বলা হয় শিবকে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ, পরমপিতা পরমাত্মা যে স্বর্গ স্থাপনা করছেন তাঁর কাছ থেকে তোমরা স্বর্গের বর্সা নিচ্ছে। ভারতবাসীদেরই স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। মাতাদের উপরে কলস রাখা হয়েছে। মাতা গুরু ছাড়া কারো কল্যাণ হতে পারে না। যার জন্যই গাওয়া হয় স্বমেব মাতাশ্চ পিতা... তাঁকে সর্বব্যাপী বলা এটা কত বড় ভুল! এরপর আবার মাতা-পিতাকে অসীম বলে থাকে। গেয়েও থাকে তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক, তোমার কৃপাতেই সুখ পাওয়া যায়। তারপরও বাবাকে কিভাবে দোষ দিতে পারে। বাবা তো এসে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলেন। রাবণ পতিত করে তোলে। এখন রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে রাম রাজ্য শুরু হবে। এই চক্রকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। অসীমিত জগতের হিন্দি-জিওগ্রাফী অসীম জগতের বাবা-ই শোনাবেন। এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের যন্ত্র নয়। এটাই হলো গীতার রাজযোগ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোনো জ্ঞান দেন না। এটা হলো রুদ্র শিব ভগবানুবাচ। রুদ্র জ্ঞান যন্ত্রের দ্বারাই বিনাশের জ্বালা (অগ্নি) প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা এসেছ মাতা-পিতার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে। এখানে কোনো অন্ধশ্রদ্ধা নেই। ইউনিভার্সিটি বা কলেজে কোনো অন্ধশ্রদ্ধা থাকে না। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো বিষয় নেই। তোমরা বাবার কাছ থেকে অসীমিত (স্বর্গের বর্সা) উত্তরাধিকার নিয়ে মানুষ থেকে দেবতা হতে এসেছো। এটা গডফাদারলি ইউনিভার্সিটি (ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়)। বাবা বোঝান এই ভারত দৈবী রাজস্থান ছিল। হীরে জহরতের মহল তৈরি হতো। ভক্তি মার্গেও সোমনাথের মন্দির কত বড়ো তৈরি করেছিল। তাহলে এর আগে কেমন ছিল। এখন ভারত কাঙাল হয়ে গেছে। একে মুকুটধারী করে তোলা বাবারই কাজ। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা মাতা-পিতার সামনে বসে আছি আর ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত করছি। বাবা বলেন - হে আত্মারা, এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের গাইড আর লিবারেটর (পথ-প্রদর্শক, মুক্তিদাতা)। ওয়ার্ল্ডের হিন্দি-জিওগ্রাফী কীভাবে রিপোর্ট হয় - এ'সবই বাচ্চাদের বোঝানো হয়। এর মধ্যে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথাই নেই। তোমাদের হলো সতোপ্রধান অসীম জগতের সন্ধ্যাস। তোমরা পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ত্যাগ করো, সেইজন্যই বাবা বলেন সর্ব ধর্মাদি পরিত্যজ.... দেহ সহ দেহের যত সম্বন্ধ আছে সবাইকে ভুলে নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো। বাবা বলেন তোমরা দেহ বোধ ত্যাগ করো। আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ ভস্ম হবে। নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো, এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত স্মরণ করতে হবে। মায়াতে জয় করে জগৎ জীত হতে হবে। একমাত্র শিববাবাই মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে সক্ষম করে তুলতে পারেন।

আচ্ছা! এখন বাবা শিবশক্তি দ্বারা ভারতে অবিনাশী বৃহস্পতির দশা নিয়ে আসেন। বাবা বলেন - এই শরীর লোন নিয়ে এনার নাম রাখি ব্রহ্মা। তোমরা ব্রহ্মাকুমার কুমারীরা শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে থাকো। স্মরণও শিববাবাকেই করতে হবে। তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন আমার নাম শিব। তোমরাও আত্মা কিন্তু তোমরা শরীর ধারণ করো এবং ত্যাগ করো সেইজন্যই প্রত্যেক জন্মে তোমাদের নাম পরিবর্তন হয়। ৮৪ বার জন্ম নিলে ৮৪ নাম হবে। সবারই কিন্তু ৮৪ জন্ম হবে না। কারো ৮০, কারো ৬০, কারো বা ৫-৬ জন্মও হতে পারে। আমার একটাই নাম শিব। শিববাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। যোগ অগ্নি ছাড়া কেউ-ই পবিত্র হতে পারবে না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছো -

বাবা, আমরা পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র করে তুলবো তারপর রাজত্ব করব। শিববাবাকে স্মরণ না করা অর্থাৎ নিজেকে পতিত করা আর সেইজন্যই ধর্মরাজের কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে। তোমাদের উপরে অনেক বড় দায়িত্ব (রেসপন্সিবিলিটি)। নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো, এটা হলো আত্মিক যাত্রা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিরন্তর এক বাবার স্মরণে থেকে মায়াকে জয় করে জগৎ জীত হতে হবে। পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র বানাতে হবে।

২) বুদ্ধি থেকে সীমাহীন পুরানো দুনিয়ার সন্ধ্যাস করো। এই দেহের চেতনাকে ভুলবার অভ্যাস করতে হবে। দেহী-অভিমানী হতে হবে।

বরদানঃ:- সকলের থেকে দূরে সরে যাওয়ার পরিবর্তে সকলের আশ্রয় (সাহারা) হয়ে উঠে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব সম্পূর্ণ কল্পে ব্রহ্মা বাবা আর ঈশ্বরীয় পরিবারের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসা তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ আত্মা, তোমরা তারা নও যারা সরে যায়, তোমরা হলে বিশ্বের আশ্রয় স্থল, বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা। পরিবারের অবিনাশী ভালোবাসার সূতোর মাঝখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারো না তোমরা। সেইজন্যই কখনও - কোনো বিষয় থেকে, কোনো স্থান থেকে, কোনো সেবা থেকে, কোনো সাথীর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের অবস্থাকে ভালো করার সঙ্কল্প করা উচিত নয়। এই অভ্যাস করতে থাকলে কোথাও স্থায়ী (টিকে থাকতে) হতে পারবে না।

স্নোগানঃ:- কর্মভোগের বর্ণনা করার পরিবর্তে কর্মযোগের স্থিতি বর্ণন করো।

মাতেশ্বরী জীর মধুর মহাবাক্য — "ওম্ শব্দের যথার্থ অর্থ কী?"

যখন আমরা ওম্ শান্তি শব্দ বলি তখন প্রথমে ওম্ শব্দের অর্থকে পূর্ণ রীতিতে বুঝতে হবে। যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় ওম্-এর অর্থ কি? তখন তারা ওম্ শব্দের অর্থ অনেক লম্বা-চওড়া শুনিয়ে দেয়। ওম্ এর অর্থ ওঙ্কার লম্বা-চওড়া আওয়াজে শুনিয়ে থাকে, তারপর এই ওম্ নিয়ে লম্বা-চওড়া শাস্ত্র তৈরি করে। বাস্তবে ওম্ এর অর্থ কোনো লম্বা-চওড়া হয় না। স্বয়ং পরমাত্মা ওম্ এর অর্থ খুব সহজ এবং সরল ভাবে বোঝান। সেই অর্থও পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার জন্যই বুলিয়ে থাকেন। পরমাত্মা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন যে, বাচ্চারা ওম্ এর অর্থ হলো আমি আত্মা, আমার প্রকৃত ধর্ম হলো শান্ত স্বরূপ। এখন এই ওম্ অর্থে উপস্থিত থাকতে হবে, ওম্ অর্থ আমি আত্মা পরমাত্মার সন্তান। প্রধান বিষয় এটাই যে ওম্-এর অর্থে স্থিত হতে হবে, বসে বসে মুখে ওম্-ওম্ উচ্চারণ করবে না, বুদ্ধিতে এই নিশ্চয় রেখে চলতে হবে। ওম্-এর অর্থ হলো ঐ স্বরূপে স্থিত থাকতে হবে। তাছাড়া লোকেরা যতই ওম্-এর অর্থ লম্বা শোনাক না কেন, ঐ স্বরূপে স্থিত থাকতে পারবে না, কিন্তু আমরা তো ওম্-এর স্বরূপ জানি, তবেই ঐ স্বরূপে স্থিত হই। আমরা এটাও জানি যে পরমাত্মা হলেন বীজরূপ আর সেই বীজরূপ পরমাত্মা এই সম্পূর্ণ বৃক্ষ কিভাবে রচনা করেন, তার সম্পূর্ণ নলেজ আমরা এখন পাচ্ছি। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঘুমিয়ে থাকা ভাগ্যকে জাগানোর সাধন হলো ঈশ্বরীয় পড়া, এই পড়াশোনাই হলো সোর্স অফ ইনকাম (উপার্জনের উৎস), যাতে ২১ জন্মের জন্য ভাগ্য জাগ্রত হয়"

*প্রশ্নঃ - এই রুহানী কলেজের একটি বিশেষত্ব শোনাও, যা দুনিয়াতে অন্য কোনো কলেজের হতে পারে না?

*উত্তরঃ - এ হলো একমাত্র কলেজ, যেখানে কোনো মানুষ গুরু, টিচার হিসেবে নেই। স্বয়ং নিরাকার ভগবান টিচার হয়ে পড়ান। ইনি এমন বিচিত্র বাবা, যাঁর নিজের কোনো চিত্র নেই, তাঁর নিজের কোনো বাবা বা টিচার নেই, তিনি পড়াও এমনভাবে পড়ান যাতে ২১ জন্মের জন্য ভাগ্য জাগ্রত হয়। লৌকিক পড়াতে তো এক জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী হয়, আর এই পাঠে ২১ জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী হয়।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগাতে এসেছি....

ওম শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। যারা এখানে ভাগ্য বানাতে এসেছে, কেন, তাদের ভাগ্যের কি হয়েছে? ভাগ্যে গন্ডি টানা হয়ে গিয়েছে। ভারত ভাগ্যবান ছিলো। ভারতবাসী দেবী - দেবতা ছিলো। তখন তাঁদের ভাগ্য জাগ্রত ছিলো। এখন ভারতবাসী হলো নরকের মালিক, তাই তাদের ভাগ্য নিভে গিয়েছে। একথা কে বোঝান? যিনি সবাইকে ভাগ্যবান বানান। সবাইকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন এবং আবারও সুখ দান করেন। এ হলো দুঃখধাম। ভারত পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সুখধাম ছিলো। তখন সকলের ভাগ্য জাগ্রত ছিলো। এখন ভাগ্য ঘুমিয়ে আছে। সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টির ভাগ্য যিনি জাগ্রত করেন, তিনি অবশ্যই অসীম জগতের পিতাই হবেন। বাবা হলেন রচয়িতা। তোমরা এখন জানো যে, ভারতে সমস্ত মানুষ সুখী ছিলো। কোন্ মানুষেরা? এমন নয় যে, সত্যযুগে এতো মানুষ ছিলো। সত্যযুগের প্রথমে ৯ লাখ মানুষ ছিলো। তখন দেবী - দেবতা ধর্মের প্রারম্ভ ছিলো। এইসব কথা বোঝান জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বাবা। তিনি বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করবেন -- তোমাদের বীজ, রচয়িতা কে? তখন তারা বলবে, মাম্মা - বাবা আমাদের রচনা করেছেন, কেননা সবাই মা - বাবার থেকেই জন্মগ্রহণ করে। বাবা কখনো স্ত্রীকে জন্ম দেন না। তিনি অ্যাডাপ্ট করেন যে, তুমি আমার স্ত্রী। তারপর তার দ্বারা বাচ্চার জন্ম হয়। তিনি হলেন ক্রিয়েটর। তিনি স্ত্রীকে অ্যাডাপ্ট করেন, কন্যা পরের ঘরে ছিলো, তাকে নিজের পত্নী বানান। তারপর যখন বাচ্চার জন্ম হয় তখন সেই বাচ্চা তাদের মাতা - পিতা বলে। এ হলো লৌকিক বা জাগতিক মাতা - পিতা। বাবা কন্যার বিবাহ দেন। প্রথমে কন্যা যখন পবিত্র থাকে তখন তার কতো সম্মান থাকে। তারপর বিকারী হয়ে গেলে সেই সম্মান আর থাকে না। বলা হয় - কন্যা সেই, যে ২১ কুলকে উদ্ধার করে। বাবা এখন বসে বোঝাচ্ছেন, এই যে ব্রহ্মাকুমারীরা আছে, এরা এই সময় ভারতবাসীদের ২১ জন্মের জন্য উদ্ধার করে। এরা সব কুমারী। যদি তারা বিবাহিত হয়, তবুও ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হলে ভাই - বোন হয়ে গেলো, তাই না। কাম কাটারি চালাতে পারবে না। পবিত্রতার তো মান আছে, তাই না। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে, তাই তাঁদেরও কতো সম্মান হয়, তাই না। ভারতে যখন পবিত্রতা ছিলো, তখন ভারত সদা সুখী ছিলো। সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো। মানুষ মন্দিরে গিয়ে গেয়ে থাকে -- তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন.... বাস্তবে তোমাদের হিন্দু ধর্ম নয়। হিন্দুস্থান তো হলো থাকার জায়গা। ইউরোপে যারা থাকে তাদের ধর্মকে তো ইউরোপিয়ান তো বলা হবে না। তাদের ধর্ম তো হলো খ্রিস্টান। তেমনই হিন্দুস্থানে যারা থাকে তাদের ধর্ম হিন্দু নয়। ধর্ম তো অন্য হওয়া উচিত। বাবা বোঝান, যাঁরা দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলো, তারাই নিজেদের হিন্দু বলে কেননা তাঁরা নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে। হিন্দু কোনো আদি সনাতন ধর্ম নয়। খ্রিস্টানরা ক্রাইস্টকে মানে, কেননা তিনি খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। এখানে তো কেউই জানে না যে, আমরা কোন্ ধর্মের। কেউ যদি শিখ ধর্মের হয়, তখন সে বলবে আমি শিখ ধর্মের। শিখ ধর্ম কে স্থাপন করেছেন? তখন বলবে গুরু নানক স্থাপন করেছিলেন। তিনি এই ধর্ম কিভাবে স্থাপন করেছিলেন? এ তো তোমরাই জানো। কোনো পতিত আত্মাই ধর্ম স্থাপন করতে পারেন না। যে যে ধর্মস্থাপক থাকে তাঁরা প্রথমে পবিত্র থাকে, তারপর অপবিত্র শরীরে প্রবেশ করে ধর্মস্থাপন করেন। যেমন গুরু নানকের তো সন্তানাদি ছিলো। তারপর তাঁর মধ্যে পবিত্র আত্মা প্রবেশ করে শিখ ধর্ম স্থাপন করেছিলো। এই ব্রহ্মার শরীরও তো পতিত, তাঁর মধ্যে জ্ঞানের সাগর বাবা এসেছেন। তোমরা জানো যে, তিনি আমাদের বাবা। একথা আত্মাই বলে। তোমাদের এখন আত্ম - অভিমানী হতে হবে। দেহতে আত্মা থাকে। কেউ যেমন বলে থাকে - আমি সার্ভেন্ট। একথা আত্মা এই অর্গ্যামেন্ট দ্বারা বলেছে। আত্মাই বলে, আমি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। বাবা বসে বোঝান - আমি হলাম তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা। আমার অবতরণ এই ভারতেই হয়। আমার কোনো নিজের শরীর নেই। ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করের নিজের সূক্ষ্ম শরীর আছে। আমার অবতরণ এই ভারতেই হয়। স্মরণিক রূপে শিবলিঙ্গ দেখানো হয়, কিন্তু

আমার কোনো এতবড় রূপ নেই। আমি হলাম স্টারের মতো। আত্মাও যেমন স্টার। আত্মা কোনো বড় কিছু হয় না। ভ্রুকুটির মাঝে ঝলমলে আজব নক্ষত্র। আত্মা খুবই ছোটো। লাইটের সাক্ষাৎকার বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাদা হয়ে থাকে। এখন কতো কোটি আত্মা, সত্যযুগে এতো শরীরধারী আত্মা থাকবে না। সত্যযুগে যদি এতো আত্মা থাকতো তাহলে এখনও পর্যন্ত অজস্র হয়ে যেত, কিন্তু এতো তো নয়।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানো যে, এ কোনো সাধু - সন্ন্যাসী নয়, এ তো বাবাই বোঝান। এই বাবার আর কোনো বাবা নেই। ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করেরও বাবা আছেন। শ্রীকৃষ্ণেরও বাবা ছিলেন। অসীম জগতের পিতা বলেন যে, আমার কোনো বাবা নেই। না আমার কোনো টিচার আছে। সত্যযুগেও বাচ্চারা রাজবিদ্যা পাঠ করতে স্কুলে যাবে। সেখানেও টিচার থাকবে কিন্তু আমার কোনো টিচার নেই। আমি তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি। আমি কিন্তু কোনো রাজা বা মহারাজা হবো না। বাচ্চারা, তোমরা হবে। পূজ্য শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ ছিলেন। তাঁরা সত্যযুগে রাজত্ব করতেন। এই নিরাকার বাবা এই শরীরে বিরাজিত হয়ে আত্মাদের পড়ান। আমরা আত্মারা পাঠ গ্রহণ করি। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। বাবা বলেন, আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করি। সত্যযুগে তোমরা সুখ - শান্তিতে ছিলে। ওখানে রাবণ ভূত থাকে না। সে হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এখন হলো সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা বাবার কাছে ভাগ্য তৈরী করতে এসেছি। স্কুলে তো ভাগ্য তৈরী করা হয়। পড়ে পাস করবে, তারপর টিচার তৈরী হবে। এখানে তোমরা ২১ জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী করো। ওরা ভাগ্য তৈরী করে এই এক জন্মের জন্য। স্কুলে পড়ে শরীর নির্বাহের জন্য উপার্জন করবে, এতে নিজের এবং অন্যের শরীর নির্বাহ হবে। তাই ওই স্কুলে এক জন্মের জন্য ভাগ্য তৈরী করে, জন্ম - জন্মের জন্য ব্যারিস্টার - ইঞ্জিনিয়ার তৈরী হবে না। পরের জন্মে আবারও পড়তে হবে। সেটা হলো শরীর নির্বাহের জন্য এক জন্মের করবার। বাবা তো বলেন, আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখ - শান্তির উত্তরাধিকার দান করি। একথা এই অসীম জগতের পিতা বলেছেন, তাঁর কোনো পিতা নেই। বাচ্চারা, তোমরা বলো -- বাবা, আমরা তোমার। বাবাও বলেন - হ্যাঁ বাচ্চারা, তোমরা পূর্ব কল্পেও ছিলে, এখন আবার আমার হয়েছে। এ হলো ঈশ্বর বাবার তাঁর বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ। আত্মা - পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল.... পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও বাচ্চারা তোমাদের ফুলের মতো বানিয়ে হেল্খ - ওয়েলখ দিয়েছিলাম, কেননা নলেজ হলো সোর্স অফ ইনকাম (জ্ঞান হলো উপার্জনের উৎস)। আমি এই পাঠ পড়িয়েই ভাগ্য তৈরী করি। ওখানে হলো জাগতিক ভাগ্য, আর এ হলো অসীম জাগতিক ভাগ্য। এ হলো স্কুল, কোনো সংসঙ্গ নয়। মানুষ তো সংসঙ্গে যায়, কেউ রামায়ণ, নানা গ্রন্থ ইত্যাদি শোনায়। বাবা তো হলেন নলেজফুল। বাবা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েন না। তিনি বলেন, আমি তো সবকিছুই জানি। এ কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে যে, তিনি হলেন অতি প্রিয় বাবা, যাঁকে সবাই স্মরণ করে যে, এই পতিত দুনিয়াতে এসো, এসে আমাদের গভীর সুখ দান করো। তুমি আমাদের মাতা - পিতা, আমরা তোমার বালক.... এখন তোমরা সম্মুখে এসে বাচ্চা হয়েছে। বাবা হলেন বিচিত্র। ওনার কোনো চিত্র অর্থাৎ শরীর নেই কিন্তু চিত্রের বা শরীরের আধার ছাড়া তিনি কিভাবে শিক্ষা দেবেন! তাই বলেন, আমি এই শরীরের আধার নিয়ে এনার দ্বারা তোমাদের পড়াই। তোমরা জানো যে, আমাদের কোনো মনুষ্য গুরু বা টিচার পড়ান না। লেখা আছে - ভগবান উবাচঃ। তিনি হলেন নিরাকার, ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ বলা হয়। ব্রহ্মাকে ভগবান বলা হবে না কারণ তিনি হলেন সৃষ্টিবতনবাসী। দেবতার হা হা রচনা, তাঁদের থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না, তাহলে মানুষ মানুষকে কিভাবে উত্তরাধিকার দান করতে পারবে! তাই এইসব কথা কেউই বুঝতে পারে না। এ হলো গড ফাদারলী কলেজ। এখানে ভগবান পড়ান। বাচ্চারা, আমি তোমাদের মনুষ্য থেকে দেবী - দেবতা বানাই। এমন আর কেউই বলতে পারবে না। সন্ন্যাসীরা বলেনই নিবৃত্ত মার্গের। সত্যযুগে প্রবৃত্তি মার্গে পবিত্র দেবী - দেবতার ছিলেন। এখন আমি আবার এসেছি পতিতকে পাবন বানাতে। তোমরা যতো স্মরণ করবে, ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মাই পতিত হয়। সোনাতে যেমন খাদ থাকে, তখন গয়না খাদ দিয়েই তৈরী হয়। আত্মার মধ্যেও খাদ জমা হলে আত্মা আয়রন এজের হয়ে যায়। এখন সকলেই তমোপ্রধান, এরপর তোমরা আত্মারা যখন সুন্দর হয়ে যাবে, তখন শরীরও সুন্দর প্রাপ্ত করবে। সত্যযুগে তোমরা গৌর অর্থাৎ সুন্দর ছিলে। এরপর ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে করতে শ্যাম অর্থাৎ কালো হয়ে গেছে, তাই কৃষ্ণকে শ্যামসুন্দর বলা হয়। একের তো কথা নয়। সম্পূর্ণ রাজধানী গৌর অর্থাৎ সুন্দর ছিলো। এখন সব শ্যাম হয়ে গেছে। আত্মা এবং শরীর দুইই রোগী হয়ে গেছে। তোমরা জানো যে, আমরাই সেই পূজ্য দেবী - দেবতা ছিলাম। মায়া আমাদের পূজ্য থেকে পূজারী বানিয়েছে। দেবী - দেবতা ধর্মের যারা, তারা ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। মানুষ দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে - আমি নীচ, পাপী, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই, আমি কাঙ্গাল এবং দুঃখী। ভারতে দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো। ভারতে সোনার মুকুট ছিলো। এখন তো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব। বাবাকে কেউ জানেই না। এ তো তোমরা জানোই, এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। এমন গায়ন আছে -- বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি.... কার? যাদব আর কৌরবদের,

যারা বাবাকেই জানে না ।

ভগবান উবাচঃ -- তোমাদের ভাগ্য, যা ঘুমিয়ে ছিলো, তা এখন জাগ্রত হয়েছে । এই পাঠ হলো ভাগ্য তৈরী করার জন্য । স্বর্গের মালিক তো যিনি স্বর্গ তৈরী করবেন, তিনিই বানাবেন । স্বর্গের স্থাপনাকারী হলেন হেভেনলী গড ফাদার । মায়া তোমাদের নরকবাসী বানায় । তোমরা গেয়েও থাকো, দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ করে না । দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি শুরু হয় । ভক্তির ফল দান করতে ভগবানকে আসতে হয় । এখন ভগবান এই ভারতের ঘরে এসেছেন । ভারত তো তাঁর ঘর, তাই না । শিবরাত্রিও এখানেই পালন করা হয়, মন্দিরও এখানেই বানানো আছে । বাচ্চারা, শিববাবা বসে তোমাদের স্তন দান করেন, যাকে স্তন অমৃত অথবা সোমরসও বলা হয় । তিনি গোল্ডেন এজ বা স্বর্ণযুগ বানানোর জন্য নলেজ বা স্তন দান করেন । তাঁর নাম তো সোমনাথ রাখা হয়েছে । ভারত তো এখন কতো কাঙ্গাল । তোমরা এখন তিন পদ পৃথিবীও পাও না । তোমরা কোথায় বসে পড়াশোনা করো ? এ তো অনেক বড় হসপিটাল, আবার কলেজও । তোমরা হলে মিডগেট (বামন) । তোমরা বলো - বাবা, আমি তোমার ১২ মাসের বাচ্চা । আত্মা এই শরীরের দ্বারাই বলে -- বাবা, আমি ৬ মাসের বাচ্চা, তাহলে মিডগেট (ছোটো) তো হলো, তাই না । বলে থাকে - আমি তোমার হয়েছি । আত্মা, এখন খুব ভালো করে পড়ো তাহলে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো । সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম বা তত্বকে স্মরণ করে । বাবাকে ছেড়ে তাঁর থাকার জায়গাকে স্মরণ করে । তারা মনে করে ব্রহ্মই ভগবান, কিন্তু এ হলো তাদের মিষ্টি এক ভুল । ব্রহ্ম তত্ব, যেখানে আমরা অশরীরী আত্মারা নিবাস করি, তাকে কিভাবে ভগবান বলা যায় ? তারপর এও বলে, আমরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবো । আত্মা তো অবিনাশী । তাকে তো অভিনয় করতেই হবে । বাবা খুব ভালোভাবে বসে বুঝিয়ে বলেন । এই দাদাও যদিও অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করেছেন কিন্তু আমাকে জানতেন না । এখন আমি এনাকেও শোনাই, এনার আত্মা শোনে । আমি এনার পাশে এসেই বসি । তোমাদেরও পড়াই । ইনিও শোনে, এনার মুখের সাহায্যেই আমি পড়াই । আমি তোমাদের দেহী অভিমানী তৈরী করি । দুনিয়াতে কেউ দেহী অভিমানী হয় না । বাচ্চারা, তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো অগাধ সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো । সন্ন্যাসী ইত্যাদিদের নিজেদের শাস্ত্রই বুদ্ধিতে আসবে । এখানে কোনো শাস্ত্রের কথা নেই । বাবার আর কি স্মরণে আসবে ? তিনি তো মালিক । তোমরা অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো । তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী । তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা দাদুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করো । ফাদার হলেন সাকার । গ্র্যান্ড ফাদার হলেন নিরাকার । শিব বাবার আত্মা এনার মধ্যে আছে । দুইই হলেন নিরাকার । ইনি সাকার ফাদার, ফাদারও আবার মাদারও । এনার দ্বারা তোমাদের অ্যাডপ্ট (দত্ত) করেন । আত্মা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ঈশ্বরীয় পাঠে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে ২১ জন্মের জন্য নিজের ভাগ্য তৈরী করতে হবে । এক বাবার মতে চলে নিজেকে সম্পদে পরিপূর্ণ করতে হবে ।

২) আত্ম-অভিমানী হতে হবে । স্মরণের যাত্রায় আত্মাকে সম্পূর্ণ পাবন বানাতে হবে ।

বরদানঃ:- সদা নিজের প্রতি শুভ আশা রেখে হৃদয়ের বাদশা (দিলশাহ) হয়ে বড় হৃদয়, উদার হৃদয়ের অধিকারী ভব সদা নিজের প্রতি শুভ আশা রাখো, কখনোই নিরাশ হয়ো না । বাবা যেমন প্রতিটি বাচ্চার প্রতি শুভ আশা রেখেছেন, যে যেমনই হোক, বাবা কখনোই লাস্ট নম্বর বাচ্চার প্রতিও নিরাশ হন না, সদাই আশা রাখেন । তাই তোমরাও নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি সেবাতে কখনোই নিরাশ হয়ো না বা মন খারাপ করো না । দিলশাহ হও । শাহ্ অর্থাৎ উদার হৃদয়, সদা বড় হৃদয় । কোনো দুর্বল সংস্কার ধারণ করবে না । নলেজফুল হয়ে মায়ার ভিন্ন - ভিন্ন রূপকে পরখ করে বিজয়ী হও ।

স্লোগানঃ:- "তুমি আর বাবা" দুজন এমন কন্সাইন্ড থাকো, যাতে তৃতীয় কেউ আলাদা করতে না পারে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সাইলেন্সের আধারে তোমরা সমগ্র বিশ্বে এক ধর্ম, এক রাজ্য স্থাপন করছো - এ হলো সাইলেন্সের (শুদ্ধ) অহংকার”

*প্রশ্নঃ - সমগ্র দুনিয়া নিজেকে কীভাবে অভিশপ্ত করে আর বাচ্চারা কীভাবে করে?

*উত্তরঃ - সমগ্র দুনিয়া ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে নিজেদেরকেই অভিশপ্ত করে আর বাচ্চারা বাবা-বাবা বলে পুনরায় যদি কামাগ্নির দ্বারা নিজেকে ভষ্ম করে তো অভিশপ্ত হয়ে যায়। মায়া থাপ্পর লাগিয়ে দেয়। বাবা বলেন - হে মিষ্টি আত্মারা, এখন সতোপ্রধান হও, ভষ্মাসুর নয়।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন অন্ধকার থেকে প্রকাশের দুনিয়াতে যাচ্ছি। চন্দ্রমার প্রকাশ এমনই হয় যেমন সূক্ষ্মবতনে। সূর্য উদ্ভিত হলে তো উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। চন্দ্রমা শীতলতা প্রদান করে। এখন এই লাইট তো এই চোখের জন্য। আত্মারও চোখ আছে। আত্মার বুদ্ধিরূপী চোখ প্রাপ্ত হয়। আত্মা জানে যে - অবশ্যই আমরা অসীম জগতের বাবাকে জানি আর এই চোখের দ্বারা ব্রহ্মা রথ, যার মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেন, তাঁকেও জানি। বাচ্চারা, তোমরা তাঁর সাথে পরিচিত হয়েছো। এই পরিচয় তখন হয় যখন তিনি সম্মুখে এসে মিলিত হন। নন্দীগন, ভাগীরথও বলে থাকে। নন্দীগণ সর্বদা ষাঁড়কে দেখানো হয়। ভাগীরথ আবার মানুষকে দেখানো হয়। এক শংকরের চিত্র দেখায়, মনে করে তার থেকে গঙ্গা এসেছে। জলের গঙ্গার কথা বলা হয়নি। এটা এখন তোমরা জেনে গেছো। এখন তোমাদের কাছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের কাছে সকল শাস্ত্র ইত্যাদির জ্ঞান আছে। সকল বেদ, গ্রন্থ, উপনিষদ ইত্যাদির সার তোমরা সবাইকে বুঝিয়ে থাকো। অনেক কন্যা রয়েছে যারা কখনও শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েনি বা শোনেওনি। কিন্তু সকল বেদ শাস্ত্রের সারকে এখন তারা বুঝছে। যারা কখনও এই সব পড়াশোনাই করেনি তারাই (তথাকথিত/জাগতিক) শিক্ষিতদের থেকেও এগিয়ে যায়। এই শাস্ত্র বা জাগতিক শিক্ষাহীনদের কাছে জাগতিক শিক্ষিতরা নত হবে। নাহলে তো শিক্ষিতদের সামনে অশিক্ষিতদেরই নত হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে এটা আশ্চর্যের বিষয়, তাই না। কিছু না পড়েও সকল বেদ, শাস্ত্র, ধর্ম, ভক্তিমার্গের কর্মকাণ্ডকে জানে। সাধারণ মানুষ বাণপ্রস্থ অবস্থাতেই গুরু করে, তারপর সে বসে অন্যদেরকে শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। তারা মনে করে এর দ্বারা পরমাত্মার কাছে যাওয়ার রাস্তা পাওয়া যায়। যেরকম পথে কোনো পাহাড় থাকলে, যেকরেই হোক সেই পাহাড়কে পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এরকম তো নয় না! তোমরা যারা কিছুই জানতে না, তারাই এখন সবকিছু জেনে গেছো। কুমারীদের দ্বারাই পরমপিতা পরমাত্মা ভীষ্ম-পিতামহকে জ্ঞান বাণ মেরেছিল। দুনিয়ার মানুষ এই কথাগুলিকে জানে না। জগৎ অম্বা সরস্বতী হলেন কুমারী তাই না। বড়-বড় পন্ডিত “সরস্বতী” সারনেম রাখে। বাস্তবে জ্ঞান সাগর থেকে বেরিয়ে আসা জ্ঞান-সরস্বতী হলেন মাত্মা। অবশ্যই এখন কন্যাদের মধ্যে শক্তি বেশী, কেননা তারা উল্টো সিঁড়ি চড়েনি। পুরুষ যখন বিয়ে শাদী করে তো স্ত্রীর প্রতি মোহ চলে যায়, তখন মা বাবা ইত্যাদি সকলের থেকে মোহ সরে স্ত্রী-র গোলাম হয়ে যায়। তারপর বাচ্চা জন্ম হলে তার প্রতি মোহ চলে যায়। এখন তোমরা সকলের থেকে মোহমুক্ত হয়েছো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করছো। আত্মার যোগ হলো বাবার সাথে, যোগ অর্থাৎ স্মরণ। তোমাদের কথাই হলো সকলের থেকে আলাদা, তাই না। কন্যারা তো পবিত্র হয়। তারা তীর্থ ইত্যাদি করে না কেননা তারা হলই পবিত্র। সাধারণ মানুষ পাপ কাটানোর জন্য তীর্থ করতে যায়। মনে করে গঙ্গা হলো পতিত-পাবনী। পতিত-পাবন তো এক হওয়া চাই তাই না। গঙ্গা যদি পতিত-পাবনী হয় তাহলে সেখানে তীর্থ করতে কেন যায়? সেখানে দেখতে যায়। কথিত আছে - অর্জুন তীর মেরেছে আর গঙ্গা বেরিয়ে এসেছে। কিছু একটা আকৃতি, যেমন গোমুখ ইত্যাদি বানিয়ে রাখে। তো বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে - বাচ্চারা, তোমরা হলে আত্মা। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো। তিনি একাধারে বাবাও। সন্মুখও। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পা দেখা যায়। শিববাবার তো নিজের পা নেই, কেননা তাঁর শরীরই নেই যে, কেউ তাঁর চরণের ধূলো হতে পারবে! বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে শিববাবার চরণের ধূলো হতে হবে না। আমি এই কলিযুগী রীতি-রেওয়াজ থেকে তোমাদেরকে এসে মুক্ত করি। আমার চরণ নেই। শিব বাবার তো শরীরই নেই। এটা তো হলো ব্রহ্মার শরীর, সেইজন্য তোমরা শিববাবার পূজা করতে পারো না। এই ভাগ্যশালী রথে শিববাবা এসেছেন। ভক্তিমার্গে যারা 'শিবোহম্'- বলে, তাদের কাছে ভক্তরা ফুল অর্পণ করে। এইসব হলো ভক্তি মার্গের রীতি-রেওয়াজ। অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। তারা বলে যে নারীরা শিবলিঙ্গের পূজা করতে পারবে না। কিন্তু তিনি কে? - এটাও তারা জানে না। বাস্তবে শিব কোনও লিঙ্গ আকৃতি বিশিষ্ট নন। তিনি তো হলেন স্টার, নারীরা তাঁর পূজা কেন করতে পারবে না! শিব মানেই হলো পরমপিতা পরমাত্মা কল্যাণকারী। বাস্তবে তাঁর পূজা তো অনেক ধুমধাম করে করা উচিত। শিব কল্যাণকারী একমাত্র বাবা-ই।

তিনিই পতিত থেকে পাবন করেন। সকলের কল্যাণ করেন। যারা প্রথম নম্বরের লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন তারাই ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছেন, তাই এখন সবাই পতিত হয়ে গেছে। সতোপ্রধান থেকে রজঃ তমঃ-তে সবাই এসে গেছে। সকলের কল্যাণকারী হলেন এক বাবা। এইসময় সকল মানুষ পতিত হয়ে গেছে। প্রথমে এসেই পতিত হয়ে যায় না। প্রথমে তো পাবন থাকে। এই বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - আমার আদরের হারানিধি বাচ্চারা বা শালগ্রামেরা, শুনতে পাচ্ছে বাবা এই মুখ দিয়ে কি বলছেন? অন্য কেউ তো এ'সব কথা তো বলতে পারবে না। কোনও সন্ন্যাসী এইরকম বলতে পারবে না যে আমরা এভার-পাবন (চিরপবিত্র) এই শরীর দ্বারা তোমাদের (আত্মাদের) সাথে কথা বলছি। এটা কেবল বাবা-ই বলতে পারেন। কেউ কেউ বাবা-বাবা বলে তারপর ভল্লাসুর হয়ে যায়। মায়া খাপ্পড় লাগিয়ে দেয় তো নিজেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে। কাম হলো অগ্নিসম, তাই না। বাবা এসে এই ভল্লাসুর হওয়া থেকে রক্ষা করেন। তিনি বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা হলে আমার সন্তান। তোমরা ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করো। সেখানে তোমরা অশরীরী থাকো, সেইজন্য এই সংকল্প বিকল্প সেখানে চলে না। তারপর পুনরায় পার্ট প্লে করতে আসো - এটাই ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত আছে। এখন তোমাদের প্রারব্ধ সামনে অপেক্ষারত। এখন তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছো। এই সংস্কার তোমাদের এখানেই প্রায় লোপ হয়ে যায়। এই জ্ঞান সেখানে থাকবে না। যতক্ষণ এখানে আছো, ততক্ষণ জ্ঞান আছে। মনে করো এখান থেকে কেউ সংস্কার নিয়ে শরীর ছেড়ে দেয়, তাহলে সেটা পুনরায় ইমার্জ হবে। তো সেই অনুসারে, এই শক্তিসেনার মধ্যে আবার এসে জয়েন্ট করবে। (সৈনিকদের মতো) সেখানে একটু বড় হলেই সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে। কারো এখানে আসার হলে তো সে, যে সংস্কার নিয়ে যায় সেই অনুসারে ভালো পরিবারে জন্ম নেয়, তারপর এইরকম সুসংস্কারী বাচ্চারা পুনরায় এখানে ফিরে আসে। পুনরায় স্বর্গে নতুন জন্ম নেবে, তখন এখানকার সংস্কার সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেখানে রাজধানীর সংস্কার আসবে প্রারব্ধ ভোগ করার জন্য। এই সংস্কার মার্জ হয়ে যাবে। কিছু বাচ্চার বাবার প্রতি অনেক লভ থাকে। তো সেই আত্মা বাবাকে দেখামাত্রই খুশী হয়। কিন্তু অরগ্যান্স ছোটো হওয়ার কারণে কথা বলতে পারে না। বড় হলে সংস্কার ইমার্জ হতে থাকবে। বাবা কতো কথা বুঝিয়ে দেন!

পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন, তো তাঁর থেকে স্বর্গের রাজধানী অবশ্যই নিতে হবে। তিনি হলেনই স্বর্গের রচয়িতা। নরকের রচয়িতা বলা হবে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। কল্প পূর্বেও নিয়েছিলাম। এইসময়েই অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এটা কেবল তোমরাই বলতে পারো। এটা হলো একেবারেই নতুন কথা। তোমরা বোঝাতে পারো যে গীতা-ই হলো মা-বাবা। বাকি সব শাস্ত্র হলো তার সন্তান-সন্ততি। গীতার দ্বারাই রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য শাস্ত্র পড়ে (গীতার সন্তান-সন্ততি থেকে) কোন্ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে? তোমরা তো এখন পারসবুদ্ধি হচ্ছে। তোমাদের মহল ইত্যাদিও অত্যন্ত কুইক (তাড়াতাড়ি) হবে। তোমাদের হলো সাইলেন্সের অহংকার, তাদের হলো সায়েন্সের অহংকার। তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার থেকে রাজত্ব নিচ্ছে। তোমরা ভারতের মালিক হচ্ছে। এটা সর্বদা বুদ্ধিতে রাখো - বিশ্বের রচয়িতা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন। এক সেকেণ্ডে জীবন্মুক্তি প্রদান করেন, তাহলে কি এক সেকেণ্ডে বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না! এক সেকেণ্ডে আত্মা এখান থেকে লন্ডন আমেরিকা ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে জন্ম নেয়। আত্মা হলো একদম ফ্লাইং স্কোয়াড (সবচেয়ে দ্রুতগামী উড়ন্ত চাকতি)। আকারে একদমই ছোটো স্টার। পুনর্জন্ম নেওয়ার বিষয়টি তো তোমরা অবশ্যই স্বীকার করবে। তোমরা কতবার পুনর্জন্ম নিয়েছো। ৮৪ জন্মতে অবশ্যই আসতে হবে। যারা একদমই পতিত শূদ্র বুদ্ধি হয়ে গেছে তারা এসে পুনরায় স্বচ্ছ বুদ্ধির হয়ে ওঠে। স্বচ্ছ বুদ্ধির সঙ্গ তাদেরকে অবশ্যই এইরকমই বানাতে হবে। এখন তোমরা মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়েছো। বাবার মধ্যে যে গুণ আছে সেটা তোমরা ধারণ করছো। তোমরাও বলো যে - মন্মনা ভব, তাহলে তোমাদের আত্মা স্বচ্ছ হয়ে যাবে। এছাড়া দিব্যদৃষ্টির চাবি বাবার কাছেই আছে। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছে, এইজন্য বাচ্চাদেরও মাথায় মুকুট দেখানো হয়েছে। নাহলে তো ছোটো বাচ্চাদের মুকুট থাকে না। তাদেরকে কেবল প্রিন্স রূপেই দেখা যায়। মাতারা সাক্ষাৎকারে দেখেন যে আমরা গিয়ে মহারানী হবো। জ্ঞানের দ্বারাই বোধগম্য হয় যে এখন আমাদের আত্মা পতিত হয়ে গেছে। আমি হলাম কার্পেন্টার (ছুতারমিস্ত্রি), আমি হলাম গরীব - এটা আত্মা বলে। এখন তোমরা জানো যে শিববাবার দ্বারা আমরা দেবতা হচ্ছি। আত্মাই পতিত আর পাবন হয়। এখন আমি আত্মা হলাম পতিত তো শরীরও এইরকম পতিত হয়ে গেছে। আত্মার মধ্যে খাদ পড়ে গেছে। সেইরকম ভাবে নিজের সাথে কথা বলে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। তাহলে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমাদেরকে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে - রাইট (সঠিক) কোনটা, আর রং (ভুল) কোনটা।

নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। আমি হলাম ব্রাহ্মণ। শরীরের দ্বারা আত্মাকেই আহ্বান করে। শরীরকে কেন আহ্বান করে না। আত্মাকেই খাওয়ায়। আত্মা, আত্মা কিভাবে খাবে? ব্রাহ্মণের শরীর দ্বারাই তো খাবে, তাই না। স্ত্রী মনে করে

স্বামীর আত্মাকে আহ্বান করেছে। কারো যদি স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থাকে, তো যখন সেই আত্মাকে আহ্বান করে তো মনে করে এখন একে কি উপহার দেবো। তারপর তাকে আংটি বা নাকচাবি (নখ) পরিয়ে দেয়। সেটা তো আত্মা, শরীর তো আসতে পারে না। বাস্তবে কোনও আত্মাই আসে না। এসব ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত আছে। এটাও একপ্রকার খেলা। তারা মনে করে যে অমুক ব্যক্তি এসেছে। আমি তাকে খাওয়াচ্ছি। ধনী ব্যক্তির আত্মাকে ধূমধাম করে খাওয়ায়। এটাই হলো রীতি-রেওয়াজ। বাস্তবে ব্রাহ্মণদের চাকরি করতে নেই। কিন্তু আজকাল পেটের তাগিদে সবকিছু করতে হয়। না হলে তো ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরকে অনেক উচ্চ মনে করতো। কিন্তু তারা হলো (গর্ভজাত) কুখ-বংশাবলী। তোমরা হলে মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমাদের অনেক মহিমা হয়। তোমরা এখন বুঝে গেছো। আমরা সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের নলেজকে জানি। এক বাবা ছাড়া আর কাউকে নলেজফুল বলা যাবে না। যাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন তাদের জন্য অবশ্যই ক্রোড় (অধিস্থান) চাই কেননা ইনি হলেন মাতা-পিতা। বাবা এসে তোমাদেরকে জ্ঞানের দ্বারা রচনা করেন। এই কথাটি অন্যদের বুঝতে অসুবিধা হয়। কতোইনা ওয়ান্ডারফুল কথা! বাবা বলছেন যে দিন দিন

আমি তোমাদেরকে গুহ্য রহস্য শোনাচ্ছি। অন্তিম সময় পর্যন্ত এই নলেজ ধারণ করতে হবে। শেষদিকে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। ৮ জন পাশ উইথ অনার হবে। মিলিটারীতে কেউ শহীদ হলে তাকে অন্তিম শ্রদ্ধা অত্যন্ত সম্মানের সাথে জ্ঞাপন করা হয়। এরা সবাই পুরুষার্থ করেছে, কর্মাতীত হওয়ার রেস করেছে। কে ভালোভাবে যোগযুক্ত থাকবে, আর রুদ্র মালাতে যাবে। মাম্মা বাবা তো হলেন প্রসিদ্ধ তারপর নম্বরের ক্রমানুসারে সবাই আছে। যে পাশ উইথ অনার হয় সে ফুল মার্শ পায়। সে কখনও শাস্তি ভোগ করে না। তাদের অনেক সম্মান দেওয়া হয়। সর্বদা নব-রত্ন গাওয়া হয়ে থাকে, ৮ নয়। ৪ এর জোড়া হয়। বাকি এক বাবা মাম্মাথানে থাকেন। তারা তো এর অর্থ বুঝতে পারে না। যে যেরকম ভাবে কল্পনা করেছে, সেই অনুসারেই বানিয়ে দিয়েছে। জৈনরা কতো হঠযোগ করে, মাথার চুল টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। এও তো একপ্রকারের হিংসা হয়ে যায়, সেই সন্ন্যাস তো দুঃখ দেয়। তোমাদেরকে তো কিছুই করতে হবে না। বাবা তোমাদেরকে তো টেম্পটেশন করিয়ে (প্রলুব্ধ করে) তোমাদের থেকে বিকারের সন্ন্যাস করান। এই জ্ঞানও তোমাদের ছাড়া আর কারো মধ্যে নেই। অবশ্যই ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করেছে। এখন আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। যতবেশী যোগে থাকবে, তত বেশী পবিত্র হতে পারবে। যারা স্মরণ আর সেবা করতে থাকবে, তারা বেশী ফল প্রাপ্ত করবে। মোস্ট বিলাভ (অতি প্রেমময়) হলেন বাবা, যাঁর থেকে ২১জন্মের জন্য সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কর্মাতীত হওয়ার জন্য রেস করতে হবে। ভালো ফল পাওয়ার জন্য স্মরণে থেকে সার্ভিস করতে হবে।

২) স্বচ্ছ বুদ্ধিবান যারা, তাদের সঙ্গ করে স্বচ্ছ হতে হবে। বাবার গুণগুলিকে নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। নিজেকে কখনও অভিশপ্ত করবে না।

বরদানঃ:- ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যার স্থিতির দ্বারা মাস্টার দাতা হয়ে জ্ঞানী তু আত্মা ভব যে জ্ঞানী তু আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধিবান, সে না চাইতেই সব কিছু পেয়ে যায়, চাওয়ার কোনও আবশ্যকতা থাকে না। যখন স্বতঃতই সর্ব প্রাপ্তি হয়ে যায় তখন প্রার্থনা করার সংকল্পও উঠতে পারে না, এইরকম বাচ্চারা ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হয়ে যায়। এইরকম জ্ঞানী তু আত্মা প্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে দাতার বাচ্চা মাস্টার দাতা হয়ে যায়। চাহিদা পূরণ হয়ে যায়, এত বড় স্বপ্ন পাওয়া যায় যে নাম-মান-শানেরও ইচ্ছা থাকে না।

স্নোগানঃ:- নিজের মন বুদ্ধি সংস্কারের উপরে সম্পূর্ণ রাজ্যকারী-ই হল স্বরাজ্য অধিকারী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বাপদাদার শ্রীমতের ডাইরেকশন অনুসারে চলে দেহী-অভিমানী হতে হবে, চিত্রকে দেখেও বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ মহানতার (বলিহারী) কারণে তোমরা বাচ্চারা লাকি স্টার্স হিসাবে গায়নযোগ্য হয়েছো?

*উত্তরঃ - ওর:- পবিত্রতার মহানতার কারণে। তোমরা এই অস্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র বানানোর সেবা করো, সেইজন্য তোমরা হলে লাকি স্টার্স, দেবতাদের থেকেও উচ্চ তোমরা। তোমাদের এই জন্ম হলো হীরে তুল্য। তোমরা হলে অনেক উচ্চ সেবাধারী। ব্রহ্মার আত্মা এই সময় শ্রীকৃষ্ণের থেকেও উচ্চ, কারণ উনি বাবার হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ তো প্রালঙ্ ভোগ করেন।

*গীতঃ- া : - আগামীর তোমরা হলে প্রতিবিশ্ব....

ওম্ শান্তি । বাবা বলেন বাচ্চাদের প্রতি। বাবাও হলেন নিরাকার বাচ্চারাও হলো নিরাকার। কিন্তু এই যে সাকারী আবরণ ধারণ করেছে, এর দ্বারাই পার্ট প্লে করতে হবে। এইরূপ পার্ট প্লে যে বাচ্চারা করে তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলেন এখন দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। এইরূপ বলা না যে - অহম্ আত্মাই পরমাত্মা। এভাবেই তোমরা বাবাকে ৮৪ জন্মের চক্রে ঠেলে দিয়েছো। নিজেকে বাবা মনে করে তাঁকেও ৮৪ জন্মের চক্রে ঠেলে দিয়েছো। এটা বলার ফলেই তোমরা রসাতলে চলে গেছো। তরী ডোবা শুরু হয়ে যায়। এখন তোমাদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। বাচ্চারা জানে যে দুটি মত গায়নে আছে। একটি হল শ্রীমৎ । এটাই হলো ভগবানের শ্রীমৎ অর্থাৎ অসীম জগতের পিতার মত। ওরা কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। সেটা তো হলো ভুল। শ্রীকৃষ্ণকে বাবা বলা যায় না। বাবা হলেন তিনজন। এক হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ পরমপিতা পরমাত্মা, আত্মাদের পিতা, দ্বিতীয় হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। এনাকে পরমপিতা বলা যায় না। ইনি তো হলেন প্রজাদের পিতা। এনার নামও অত্যন্ত খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলা যায় না। তৃতীয় হলো লৌকিক পিতা। অসীম জগতের পিতা বলেন - বাচ্চারা দেহী-অভিমানী ভব। এখন তোমাদের শ্রীমতের ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয়। উভয়ের মত একত্রে চলে। তোমরা অনুভব করো যে - এই মহাবাক্য শিববাবা বোঝাচ্ছেন। ত্রিমূর্তি শিবের পরিবর্তে ভুল করে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দিয়েছে। কিন্তু এর অর্থ কিছুই বের হয় না। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলায় ব্রহ্মার মত গায়নে আছে। শিবকে অদৃশ্য করে দিয়েছে। বলে যে ব্রহ্মাও নেমে এসেছেন। এখন ব্রহ্মা তো সূক্ষ্মবতন থেকে এসে মত প্রদান করবেন। এখন তোমরা এটা বুঝেছো যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে ব্যক্ত ব্রহ্মা বলা হয়। তোমরা এখন হলে ব্যক্ত ব্রাহ্মণ, তারপর অব্যক্ত সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ হও। তারপর তোমরা সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মা, সম্পূর্ণ সরস্বতী - উভয়েই সূক্ষ্মবতনে ওখানে থাকেন। বিষ্ণু তো হলোই যুগল। দুই ভূজ লক্ষ্মীর, দুই ভূজ নারায়ণের। এখন এই মত হলো সুবিখ্যাত। ভগবানুবাচ, ব্রহ্মাকে মত প্রদানকারী হলেন শিব। এনার নাম রাখা হয়েছে ব্রহ্মা। ব্রহ্মা আছেন এখানে পতিত দুনিয়াতে। এনাকে উচ্চ বলা উচিত নয়। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপর এরা এখানে স্বর্গে আসেন। দেব-দেব মহাদেব বলা হয় তাই না। তাই মহাদেব হলেন শংকর। বাচ্চারা তো জানে যে শিব হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ পিতা। তারপর সূক্ষ্মবতনের রচনা করেন। মূল বিষয় হলো শ্রীমৎ অনুসারে চলা। ব্রহ্মাও শ্রীমৎ অনুসরণ করে এত সুপ্রসিদ্ধ হয়েছেন। সুযোগ্য প্রিয় বাচ্চা হলেন একজনই, তিনি হলেন ব্রহ্মা। শিববাবাও হলেন এক, ব্রহ্মাও হলেন একজন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয় তাই না। প্রজাপিতা বিষ্ণু অথবা প্রজাপিতা শংকর বলা হয় না। এখন তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সম্মুখে বসে আছে। বাবা বলেন গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। নিরন্তর আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো, তারপর হলো ত্যাগের কথা। জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য বলা হয় তাই না। বৈরাগ্য থেকেই ত্যাগ হয়। সন্ন্যাসীরা প্রথমে বৈরাগ্য প্রদান করায় যে এ'সব হলো কাক বিষ্ঠা সমান সুখ, সেইজন্য আমরা ঘর গৃহস্থ ত্যাগ করি। বলেও যে ভারত সত্যযুগে স্বর্গ ছিল। নরকে বসবাসকারীরা বলে যে আমরা স্বর্গবাসী ছিলাম। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে স্বর্গে দেবী দেবতারা ছিলেন। প্রাচীন ভারতে পিউরিটি, পীস, প্রস্পারিটি (পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি) সবকিছুই ছিল। নরকে বসবাসকারী মানুষ স্বর্গ স্থাপনকারী বাবার মহিমা গায়ন করে - তুমি হলে সুখের সাগর, শান্তির সাগর। এই বাবার থেকেই সেকেন্ডে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা বারংবার বলেন কার সাথে যাচ্ছে? শিববাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। বুদ্ধিতে যেন শিববাবাই স্মরণে থাকে। ওঁনার থেকে স্বর্গে অগাধ সুখ প্রাপ্ত হবে। তোমরা বলবে আমরা শিববাবার সাথে যাচ্ছি। কেউ নতুন হলে সে বলবে যে শিববাবা তো হলেন নিরাকার। ইনি হলেন ব্রহ্মা, তোমরা শিববাবার সাথে কিভাবে যাচ্ছে? বিচিত্র ব্যাপার তাই না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা শিব বাবার সম্মুখে বসে আছি। শিববাবার কোনো আকার সাকার রূপ নেই। সেই

নিরাকার এনার শরীরে প্রবেশ করেন। এনার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদেরকে বলেন যে, ইনিও নিজের জন্মকে জানেন না। এখন তোমরা জানো যে আমরা অবশ্যই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছিলাম। ৮৪ জন্মেরই গায়ন করা হয়। সত্য যুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন, তাহলে অবশ্যই এনারাই ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তিত করেন। আর সকল ধর্মাবলম্বীরা তো পরবর্তীকালে আসে, ওরা এতো জন্ম নেয় না। প্রথমে আত্মা সতোপ্রধান থাকে, তারপর পরবর্তীকালে তমোপ্রধান হয়। তাই এ হল ভগবানের শ্রীমং । ব্রহ্মাকেও উনি মত প্রদান করেন। কিন্তু প্রিয় সন্তান হওয়ার কারণে ভালোভাবে ধারণ করে তারপর বোঝান। কখনো আবার উনিও এসে বোঝান। বলেন যে বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী ভব। শিববাবাও বলেন, ব্রহ্মাও বলেন দেহী-অভিমানী ভব। এখন তোমরা প্রাক্টিক্যালি সম্মুখে বসে আছো। উনি হলেন বিচিত্র। তোমরা হলে চিত্রধারী। সকলকে বলো - হে ভাই, হে আত্মারা, বাবাকে স্মরণ করো। আত্মাদের সাথে কথা বলো তোমরা। একে অপরকে সাবধান করে উল্লিখিত প্রাপ্ত করো। এ'সব কথা'র ফ্লোর তন দ্বারা বাবা বলেন - আমাকে, এই বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। এই ভূতাদের বশীভূত হয়ে না। প্রথম নম্বর হলো অশুদ্ধ অহংকার। বডি কনশাসনেস্ ত্যাগ করো। সোল কনশাস হও। তোমরা হলে ভাই-ভাই, তাহলে অবশ্যই পিতাও থাকবেন। ব্রাদার্স সিস্টার্সের পিতা হয়ে গেলেন ব্রহ্মা। ব্রাদার্স-ব্রাদার্সের বাবা হলেন নিরাকার। ইনি হলেন সাকার। আমরা সকলে বাস্তুবে হলাম নিরাকারী। তারপর আবার পার্ট প্লে করতে আসি। এ হলো শ্রী শ্রী শিব ভগবানুবাচ। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা তো সত্যযুগে ছিলেন। উনি এই ৮৪ তম জন্মে এসে বাবার হয়েছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের আত্মার থেকেও ইনি হলেন উৎকৃষ্ট তাই না! কারণ এই সময় সেবা করেন। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা তো কেবল প্রালঙ্ঘ্য ভোগ করবেন। তাই দুয়ের মধ্যে কে বড়, কে উচ্চ? ৮৪ জন্মের প্রথম জন্ম হলো শ্রীকৃষ্ণের, উনি উচ্চ না এই সময়ের ব্রহ্মা উচ্চ হলেন? বাস্তুবে হীরে তুল্য জন্ম তো হলো এটা, কারণ এখানে তোমাদের প্রাপ্তি হয়। ওখানে এ'রকম কখনোই বলবে না যে প্রাপ্তি হয়। এই সময়েই তোমরা সমস্ত প্রপার্টি প্রাপ্ত করো।

তোমরা হলে অনেক উচ্চ সেবাধারী। তোমরা ভারতকে স্বর্গ, অপবিত্রদের পবিত্র বানিয়ে তারপর এখানে রাজ্য করবে। তোমরা হলে লাকি স্টার্স তাইতো সকলে মাথা নত করে তাই না! এই সমস্ত কিছুই পবিত্রতার মহত্ব, সেইজন্য বাবা বলেন কাম হলো মহাশত্রু, যে তোমাদের অপবিত্র বানিয়েছে, তার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। আমাকে, এই সর্বশক্তিমানের সাথে যত যোগযুক্ত হবে, তত পবিত্র হতে থাকবে। তোমরা ৬৩ জন্ম বিষয় সাগরে গোতা খেয়েছে। এখন এটা হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম। অজামিলের মতো পাপীরও গায়ন আছে। সত্যযুগেই আছে একমাত্র পবিত্রতা, পবিত্র ধর্ম। সর্বদা সুখই সুখ বিরাজ করে। এখানে তো হলো পতিত । সন্ন্যাসীরা প্রথমে সতোপ্রধান ছিল, তাই অনেক তীক্ষ্ণ বা শক্তিশালী ছিল। জঙ্গলে হোক বা যে কোনো স্থানেই হোক তাদের আহ্বারের অভাব হতো না। পবিত্রতার শক্তি ছিল। এ'রকম নয় যে, তা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের শক্তি ছিল। তোমরা ওঁনার (শিবের) থেকে শক্তি প্রাপ্ত করো। মায়ার রাজ্য শুরু হয় দ্বাপর থেকে। ৫ বিকার রূপী রাবণের রাজ্য অর্ধ-কল্প চলতে থাকে। মানুষ বোঝে না যে পতিত পাবন কে? গঙ্গাকেই পতিত-পাবনী মনে করে নিয়েছে। পরমাত্মাকে জানেই না। বলে দেয় যে পরমাত্মা আর ওঁনার রচনা হলো অনন্ত। সত্যযুগের আয়ু হলো লক্ষ বছর । যদি এরূপ হতো তাহলে দেবতা ধর্মালম্বীদের সংখ্যা অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল। এখন তো খ্রিস্টানদের যারা পরবর্তী সময়ে এসেছে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে। এই বাবা বোঝান। বুদ্ধির জন্য ইনি ভোজন প্রদান করেন। তোমাদের বুদ্ধি এখন কতো ভালোভাবে কাজ করে! মানুষের বুদ্ধি এখন কাজ করে না। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানার তালাও বন্ধ আছে। ওদের হলো সীমিত জগতের সন্ন্যাস, হঠযোগ। তোমাদের হলো অসীম জগতের সন্ন্যাস, রাজযোগ। তোমরা রাজাদের রাজা স্বর্গের মালিক হও। এই সময় যারা অপবিত্র হয়, তারা খোড়াই এই রহস্য বলতে পারবে। গীতা শোনায়, ১৮ অধ্যায়ের কতো লম্বা অর্থ বসে বের করেছে! কতো গীতা বানিয়েছে! সকলের নিজের নিজের কতো কতো মত । গীতাকে বুঝতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানই নন, তাহলে গীতাকে কিভাবে বুঝতে পারবে। কিছুই বোঝে না। এখন তোমরা জানো যে - ওরা সকলেই হলো ভক্তিমার্গের। ৫ ভূত অজামিলের মত পাপী বানিয়ে দিয়েছে। সংখ্যার ক্রমানুসার তো হয়-ই। এক রকম তো হয়-ই না। বোঝানো হয় যে - ভগবান হলেন এক, উনি এসে রাজযোগ শেখান। লক্ষ্মী-নারায়ণ আর তাদের ডিনায়েস্টি তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি আবারও রিপিট হবে। প্রথমে তো নিশ্চয় প্রয়োজন। বাবা, বয়স এখন থেকে আমরা তোমার শ্রীমং অনুসারে চলবো। বাচ্চারা তোমাদের ভাগ্য উজ্জ্বল হচ্ছে। তোমরা বিশ্বের মালিক হও। আর সকলের ভাগ্য ঘুমিয়ে রয়েছে। অনেক দুঃখী। আদি সনাতন ভারত স্বর্গ ছিল। এখন আর নেই। তমোপ্রধান অপবিত্র হয়ে গেছে। পতিত-পাবন বলা হয় পরমাত্মাকে । স্বর্গে তো সকলেরই জ্যোতি উজ্জ্বল থাকে। দীপমালাও বলে তাই না। বাবা বলেন যে - এ হলো আমার আত্মাদের মালা। প্রথমে আত্মাদের মালা তৈরী করি, তারপর বিষ্ণুর মালা বানাই। শিববাবা বানান ব্রহ্মার দ্বারা। এটাও বুঝিয়েছেন যে - ব্রাহ্মণদের মালা হতে পারে না, কারণ কখনো আকাশ ছোঁয়ার মতো উর্ধ্বমুখী হয়ে যায়, আবার কখনো নিচে নেমে যায়। নিশ্চয় বুদ্ধির পরিবর্তে সংশয় বুদ্ধি হয়ে পড়ে। আজ পাঙ্কা ব্রাহ্মণ, অন্যদের নিজের সমান

বানাচ্ছে, কাল শূদ্র হয়ে যায়। সেইজন্য শিববাবা বলেন যে, ব্রাহ্মণদের মালা হতে পারে না। তোমরা পুরুষার্থ করো, রুদ্রমালা হওয়ার জন্য যোগযুক্ত হতে হবে। যোগ সম্পূর্ণ হলে বুদ্ধি রূপী পাত্র পবিত্র হয়ে যাবে ধারণাও হবে। বাবাকে স্মরণ করার ফলে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো। তোমাদের চোখ অবিনাশী সম্পদের দিকে চলে যায়। লৌকিক বাবার বাচ্চাদেরও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের দিকেই নজর থাকে তাই না। কোনো কোনো বাচ্চারা আবার বলে এই বুদ্ধি কবে মারা যাবে তাহলে আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। কোনো-কোনো বাবা তো এমন কৃপণ হয় যে বাচ্চাদের কিছুই দেয় না। স্ত্রীকে ঘর খরচাও দেয় না।

বাবা বলেন যে, মূল বিষয় হল নিশ্চয় বুদ্ধি হও। তোমরা বিচিত্রের হাত ধরেছো। এই চিত্রের দ্বারা বলেন যে - আমাকে স্মরণ করো। তোমাদের জিন (genie) এর মতো বুদ্ধি হওয়া উচিত। শিববাবা পরমধামে থাকেন। তো শিববাবা মধুবনে মুরলী চালিয়ে থাকেন। ঋণে ঋণেই শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন তোমরা এখানে বসে আছো, শিব বাবা বলেন মামেকম স্মরণ করো তাহলে তোমরা আমার মালার দানা হয়ে যাবে। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। এতে ব্রাহ্মণদেরও অবশ্যই প্রয়োজন। শান্ত্রে এটা কখনোই লেখা থাকে না যে জগৎ অম্বা ব্রাহ্মণী ছিলেন। এটা বাবাই বোঝান। কিন্তু মায়াও বড় তীক্ষ্ণ। নিশ্চয় হওয়ার সাথে সাথেই মায়া আবারও দ্রুত সংশয়ে নিয়ে চলে যায়। তারপর শ্রীমৎ প্রাপ্ত করার জন্য বুদ্ধি কাজ করে না। তাদের পদও ব্রষ্ট হয়ে যায়। উর্ধ্বে উঠলে বৈকুন্ঠ রসের স্বাদ আনন্দন করতে পারবে, নিচে নামলে ভেঙে চুরমার... প্রজাতেও কম পদ পাবে। তোমরা হলে লাকি জ্ঞান নক্ষত্র। তোমাদের উপরে অনেক রেসপন্সিবিলাটি রয়েছে। বাবা বলেন, সতর্ক থাকো, বিকারে যেও না। তোমাদের কারবার হলো অপবিত্রদের পবিত্র বানানো। কাউকে দুঃখ দিও না। সর্বদা সুখী বানাতে হবে। বাবা বাচ্চা-বাচ্চা বলে বোঝান তাও উনি হলেন বুদ্ধ। ওনার আত্মাকেও বাচ্চা বলবেন। এই আত্মাও ওঁনাকে বাবা বলেন। প্রতিটি পদক্ষেপে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। সকল সেন্টারগুলিই হল শিববাবার, কোনো মানুষের নয়। শিববাবাই এনার দ্বারা স্থাপন করাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধিকে রোজ জ্ঞানের ভোজন প্রদান করে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। যোগের দ্বারা বুদ্ধি রূপী পাত্রকে পবিত্র বানাতে হবে।

২) "আমরা বিচিত্র বাবার হাত ধরেছি" - এই নিশ্চয়ের দ্বারা ঋণে ঋণে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কাউকে দুঃখ দিও না।

বরদানঃ:- রিয়েলাইজেশনের দ্বারা নির্বল থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব মানব জীবনের মানবতার আধার হলো আত্মার উপরেই নির্ভরশীল। আমি কোন্ আত্মা, আমি কি - যদি এই রিয়েলাইজ করে নিলো তবে শান্তি স্বধর্ম হয়ে যাবে। আমি হলাম শ্রেষ্ঠ আত্মা, সর্বশক্তিমানের সন্তান - এই রিয়েলাইজেশন নির্বল থেকে শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। এইরূপ শক্তিশালী আত্মা অথবা মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মা যা চাইবে, যেভাবে চাইবে তা প্র্যাকটিক্যাল করতে পারবে।

স্লোগানঃ:- যে মন্সা মহাদানী হয়, সে কখনোই সংকল্পের বশীভূত হতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"জ্ঞান সরোবর উদ্বোধনের শুভ মুহূর্তে অব্যক্ত বাপদাদার মধুর মহাবাক্য (সকাল ১১.০০ টায়)"

আজকের স্নেহ সম্পন্ন দিবসে স্নেহের সাগর বাপদাদা তাঁর অতি স্নেহী, স্নেহে সমাহিত লভলীন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। সকলের স্নেহের গীত বাপদাদা শুনতে থাকেন আর শুনতে থাকবেন। প্রতিটি বাচ্চার স্নেহ বাপদাদা দেখছেন, বাপদাদাও গীত গান বাঃ আমার স্নেহী বাচ্চারা বাঃ! বাচ্চারাও আজ সমর্থ দিবসকে সেবাতে প্রতিফলিত করেছে আর করতেও থাকবে। ব্রহ্মা বাবাও বাচ্চাদের গুণগান করেন। কিন্তু সাকার রূপ থেকে অব্যক্ত রূপে আরও সমীপ বা সাথের বিশেষ অনুভব করাচ্ছেন। বাচ্চাদের কি এই রকম মনে হয় যে, বাবা সাথে নেই? মনে হয়? সাথে জন্ম নিয়েছেন, সেবার সাথী রূপে সাথে থেকেছেন আর এর পরেও সাথে সাথে রয়েছেন আর একসাথে যাবেন। ব্রহ্মা বাবারও একা একা ভালো লাগে না। তোমাদের কি মনে হয় তিনি একলা রয়েছেন? সাথে আছেন, সাথে থাকবেন, সাথে যাবেন, সাথে সাথে রাজত্ব করবেন। শিব বাবাকে বিশ্রাম দেবেন আর তোমাদের সাথে ব্রহ্মা বাবাও রাজত্ব করবেন। নিজেদের রাজ্যের কথা স্মরণে আছে তো? আজ তোমরা হলে সেবাধারী আর কাল হবে রাজ্য অধিকারী। নিজের রাজ্য সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তো না? নিজের রাজ্যের সেই স্বর্গের স্থান, স্বর্গের দিব্য শরীর রূপী বস্ত্র সকলের সামনে স্পষ্ট রয়েছে তো না? ব্যস্, ধারণ করছো কি করছো। এই রকম অনুভব হয় তো না? নিজের ভবিষ্যৎ স্পষ্ট তো না? আজ হলো বর্তমান আর কাল ভবিষ্যৎ বর্তমান হয়ে যাবে - এই নিশ্চয় আছে না? পাক্কা নিশ্চয় আছে?

সব পুরানো পুরানো পাক্কা ভাই বোনেরা এসেছো তো না? বাপদাদাও, বিশেষতঃ ব্রহ্মা বাবাও খুশী হন যে, স্থাপনার এক হলো আদি সাথী রত্ন, যারা সামনে বসে রয়েছেন, আর দ্বিতীয় হলো স্থাপনার বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ রত্ন। তো এই সংগঠনে ব্রহ্মা বাবা উভয় প্রকারের রত্নদেরকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। আর বাচ্চারাও কতো উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে, শরীরের কথা না ভেবে, স্যালুভেশনের (কোথায় থাকবো না থাকবো) কথাও না ভেবে ঠান্ডা ঠান্ডা হিমেল বাতাসের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেছে। এই ঠান্ডা বাতাস বাচ্চারা তোমাদেরকে সালাম জানাতে আসে। এমনিতেও দেখো, যখন রাজ সিংহাসনে বসে তখন পিছনে কী হয়? চামর দোলায় না? তাতে ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস আসে। তো এই ঠান্ডা বাতাসও চামর দোলাতে আসে। কেননা তোমরাও সবাই হলে উচ্চ থেকেও উচ্চ আত্মা। এই নেশা তো আছে না? তো আজ ব্রহ্মা বাবা বিশেষ ভাবে তাঁর জন্মের সাথী আর সেবার সাথী (সেবার নিমিত্ত প্রথম রত্ন আর জন্মের সময়ের প্রথম রত্ন) উভয়কেই দেখছেন আর প্রফুল্লিত হতে থাকেন।

আচ্ছা, এই হলুও রাজ দরবারে মতো বানানো হয়েছে। (জ্ঞান সরোবরের অডিটোরিয়াম হল) রাজ দরবার যখন বসে, তখন গ্যালারিতে সবাই বসে, তো গ্যালারিতে যারা বসেছো তাদেরকেও দেখতে ভালো লাগছে। (হলু এ সব ভাইয়েরা বসেছে, মাতারা সবাই বাইরে বসেছে) আচ্ছা আজ তো মাতাদের ত্যাগের ভাগ্য এখনই তারা পেয়ে যাবে। খুব ভালো ভাবে তারা তপস্যা করছে। তপস্যার ফল তারা পেয়ে যাবে। ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস আসছে তো আবার রোদও আসছে। আচ্ছা।

জ্ঞান সরোবর বলবো নাকি স্নেহের সরোবর বলবো? জ্ঞান সরোবরে স্নেহের সরোবর বেশ ভালো। এই জ্ঞান সরোবর হলো সেবার বিশেষ লাইট হাউস আর মাইট হাউস। এই ধরনী থেকে অনেক আত্মাদের ভাগ্যের নক্ষত্র ঝলমল করবে। অনেক আত্মারা তাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বাবার সাথে মিলন উদযাপন করবে। অনেক আত্মাদের দুঃখ দূরকারী ধরনী এটা। সরোবরে এলেই সুখের ঢেউ খেলে যাওয়ার অনুভব করতে থাকবে। এই জ্ঞান সরোবরের দ্বারা তিন প্রকারের লোক, তিন প্রকারের প্রাপ্তির অধিকারী হবে - কেউ অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী, কেউ বরদানের অধিকারী আর কেউ কেবল আশীর্বাদের অধিকারী। তো তিন প্রকারের প্রাপ্তি সম্পন্ন। এ হলো শ্রেষ্ঠ সরোবর। সাধারণ আত্মারা আসবে আর ফরিস্তা জীবনের অনুভব করে যাবে। সাথে সাথে অনেক ব্রাহ্মণ আত্মারা তপস্যার সূক্ষ্ম অনুভূতি গুলির দ্বারা অব্যক্ত পালনা আর সূক্ষ্ম যোগের সহজ অনুভব আর প্রাপ্তি গুলির লাভ নেবে। অনেক ব্রাহ্মণ আত্মাদের স্ব উল্লিতির শ্রেষ্ঠ আশা গুলি পূর্ণ হওয়ার অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাধন এটি। জায়গাটা তো কমন কিন্তু স্থিতি শ্রেষ্ঠ অনুভব করাবে। বিধিপূর্বক জ্ঞানের নলেজকে বিশ্বে প্রত্যক্ষ করাবার স্থান এটি। আর সবচেয়ে বড় লাভ হলো বাবা আর বাচ্চাদের মিলন। দেখো, ডবল সংখ্যায় বাবার সাথে মিলিত হতে পারছে তাই না! বাইরেই বসুক অথবা যেখানেই বসুক, ডবল সংখ্যক তো রয়েছে না! তো সবথেকে প্রত্যক্ষ ফল বাচ্চারা ডবল সংখ্যায় বাবার সাথে মিলিত হতে পারছে। বুঝেছো? এই রকম সরোবরে,

সরোবর যারা বানিয়েছে, যারা সহযোগ দিয়েছে, সংকল্পের দ্বারা সাহস জুগিয়েছে যারা, স্নেহের হাত গুলির দ্বারা সরোবরকে সম্পন্ন করেছে যারা, দেশ বিদেশের বাচ্চাদেরকে পদমণ্ডল অভিনন্দন, অভিনন্দন।

এটা হলো প্রথম সেই স্থান যেখানে ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে যত যত ব্রাহ্মণ আত্মারা রয়েছে, তাদের সহযোগের তন-মন-ধন নিয়োজিত হয়েছে এখানে। তনের দ্বারা ইঁট যদি নাও তুলে থাকে, তবুও তনের দ্বারা নিজের নিজের সাথীদেরকে সাথী বানিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, তো এই রকম স্নেহ, সহযোগ, শক্তি দিয়ে তিল তিল করে সুসজ্জিত হয়ে ওঠা সরোবর, শ্রেষ্ঠ সফলতার অনুভব করাতে থাকবে। তো সকল সহযোগীদেরকে, দেশ বিদেশের কোণে কোণে থাকা আত্মাদেরকে আর বিশেষ করে যারা ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যেও নিজের সাহসিকতাকে হারিয়ে ফেলেনি, তাদেরকে বিশেষ করে অভিনন্দন, অভিনন্দন।

(জাল মিস্ত্রি, যিনি হল্ এ সাউন্ড এর ব্যবস্থা করেছেন) দেখো যদি ইনি সাহস করে না করতেন তাহলে তোমরা মুরলী শুনতে পারতে না। সকলে মুরলীর পিছনে তো দিওয়ানা (ভালোবাসায় পাগল) না? মুরলীর জন্য সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। কত সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। খুব ভালো ভাবে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বাইরেও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এ তো খুব ভালো ব্যবস্থাই করেছে। সেবার নিমিত্তে যারাই রয়েছে, এক একটি ডিপার্টমেন্টের নাম নিচ্ছি না, কিন্তু প্রত্যেকে ভাববে যে, আমাকে স্নেহ আর সহযোগের জন্য অভিনন্দন। আচ্ছা, সব থেকে প্রথমে অভিনন্দন কাকে জানাবো? দাদীকে। (বাপদাদাকে) বাপদাদা তো দেবেন তাই না! বাপদাদা সর্বদা বলেন যে, বাচ্চাদের নম্বর ওয়ান সার্ভেন্ট তো হলেন বাবা। বাবা তো সদা সেবান্বিত, কিন্তু বাচ্চারাও সেবাতে বাবার থেকেও আগে সহযোগী। এক এক করে কতো জনের নাম নেবো, বাবার হৃদয় এক একজন বাচ্চার নাম নিচ্ছে আর স্মরণের স্নেহ-সুমন জানাচ্ছে। সকল ডিপার্টমেন্টকে অভিনন্দন। লাইট ছাড়াও কাজ চলবে না, মাইক ছাড়াও কাজ চলবে না। লাইট, মাইক, মাইক সকলকে অভিনন্দন।

(টিচারদের প্রতি) তোমরা যদি না থাকতে তবে সেন্টার গুলি খুলতে পারতো না। এক একজন দেখো কতো কতো সেন্টার খুলেছে! এখানে সেবার রাজধানী আর ওখানে রাজত্বের রাজধানী হবে। আচ্ছা। পান্ডবদেরকেও দেখছি। ভালো ভালো পান্ডবরাও পৌঁছে গেছে। পান্ডবরা ছাড়াও কোনো গতি নেই, কিন্তু পান্ডবরা শক্তিদেরকে সামনে এগিয়ে রেখেছে। তোমরা রেখেছো নাকি বাবা রেখেছেন? ফলো ফাদার করেছে তোমরা। এমনিতেও তোমরা সকলে বাবার সমীপে বসে রয়েছে। এমনটা ভেবো না যে, এটাই হলো সমীপ। কিন্তু যারা সামনে রয়েছে, তারা হলো অতি সমীপ।

ডবল ফরেনার্সও এসেছে। এরাও চমৎকার দেখিয়েছে। দেশ-বিদেশে প্রত্যক্ষ করবার সেবা খুব ভালোই করছে আর করতেও থাকবে। আচ্ছা! (তারপর বাপদাদা জ্ঞান সরোবরের বিশাল স্টেজে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করলেন তথা মুখ্য টিচার্স এবং দাদীদের সাথে কেক কাটলেন, এরপর মুখ্য দাদীরা বাপদাদার সাথে হল্ এর বাইরে প্লাজাতে এলেন, যেখানে বাপদাদা ২ হাজারের থেকেও অধিক সংখ্যায় বসে থাকা মাতাদের সাথে হাত মেলানোর, সাক্ষাৎ করলেন তথা পতাকা নাড়ালেন, তার পরে যে মহাবাক্য উচ্চারণ করলেন তা হলো এই প্রকার) :-

বাপদাদা, বাচ্চারা তোমাদের সকলের হৃদয়ে যে বাবার স্নেহের ধ্বজা উড়ছে, তাকে দেখে প্রফুল্লিত হচ্ছেন। এ হলো সেবার জন্য আর বাবা আর বাচ্চাদের মাঝে হৃদয়ের স্নেহের ধ্বজা। তো তোমরা যেমন ফ্ল্যাগ সেরিমনি করে থাকো, তো তখন পতাকাকে অনেক উঁচুতে উদ্ভীন করে থাকো, ঠিক সেইরকমই সদা স্নেহে উঁচু থেকেও আরও উঁচুতে উড়তে থাকো। এই ধ্বজাও হলো বাবাকে প্রত্যক্ষ করার ধ্বজা। এটা হলো কাপড়ের পতাকা, কিন্তু এই কাপড়ের পতাকাতে তোমাদের সকলের আওয়াজ মিশে রয়েছে যে, "বাবা এসে গেছেন"। এই প্রত্যক্ষতার পতাকা এখন সকল কোণে কোণে উড়তে থাকবে। আর তোমরা সবাই সেই উড়তে থাকা প্রত্যক্ষতার পতাকাকে দেখবে, শুনবে আর প্রফুল্লিত হবে। তো আজকে জ্ঞান সরোবরে রয়েছে, কাল বিশ্বে এই ধ্বজা উড়তে থাকবে। তোমাদের সবাইকে তপস্যা করতে হয়েছে, তার জন্য অভিনন্দন। কিন্তু অত্যন্ত আরামে খুব ভালো ভাবে তোমরা বসে আছো আর তোমাদেরকে যতটা দেখতে পাচ্ছো ততটা পিছনে যারা বসেছে তারা পাচ্ছে না। তোমরা দৃষ্টির বাইরে ছিলে না, হৃদয়ের মাঝে ছিলে। তোমরা সবাই অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, সেইজন্য সদা খুশী বিতরণ করতে থাকবে। খুশীতে থাকবে আর খুশী বিতরণ করতে থাকবে (এরপর বাপদাদা চারিদিকে নির্মিত হওয়া ভবন গুলির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন, তারপর হল্ এ এসে সকল ইঞ্জিনিয়ারকে নিজ হস্তে টোলী খাওয়ালেন)

জ্ঞান সরোবরে সেবার উদ্দেশ্যে বাপদাদার ইশারা : -

জ্ঞান সরোবরের এমন প্রোগ্রাম বানাও যে বিশ্বে এই রকমের সেবার সমাচার আর কোথাওই নেই। ইউ. এন. (ইউনাইটেড নেশনস্। এর কাজ হলো বিশ্বে শান্তি, মানব সুরক্ষা এবং International Rights সুনিশ্চিত করা) অথবা তার থেকেও যদি কোনো বড় কিছু থাকে, তার থেকেও যেন এটা বড় কিছু হয়। এতে সকলের তন যেমন লেগেছে, তেমনি মনও নিয়োজিত হয়েছে আর ছোট ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ পর্যন্ত সকলের ধনও নিয়োজিত হয়েছে। তো যেমন তোমাদের সকলের সহযোগিতার অঙ্গুলি লেগেছে, তেমনি সেবাতেও সকলের সহযোগিতার অঙ্গুলি তো লাগবেই। প্ল্যান দিতে থাকো, কিন্তু প্ল্যান বানানোর টাইমে, দেওয়ার টাইমে, মালিক হয়ে দাও আর যখন মেজরিটি যখন ফাইনাল করবে তখন বালক হয়ে যাও। বালক কী করে? আঞ্জে হ্যাঁ (হ্যাঁ জী)। আর মালিক কী বলে? না এই ভাবে করো। তো বালক আর মালিক। প্ল্যান দেওয়া ভালো কিন্তু আমার প্ল্যান অনুযায়ীই হওয়াও উচিত, এই রকমটা ভেবে নয়। যেটা হবে সেটাই ঠিক। দূরে সরে যেও না, প্ল্যান দাও কিন্তু বালকও হও, মালিকও হও। প্ল্যান বানানোর সময় মালিক আর ফাইনাল করার সময়ে বালক। বালক আর মালিক হতে পারা জানা আছে তো? নাকি কেবল মালিক হতেই জানো? কেননা সকলে খুব চালাক চতুর হয়ে গেছে যে। মালিক খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো সেবাও করতে হবে আবার সেবার পূর্বে স্বয়ং পরিবর্তক। দুটোই হওয়া চাই।

মধুবন নিবাসী ভাই বোনেদের প্রতি : - (বাপদাদা আবুর নানান স্থানে সেবাতে উপস্থিত ভাই-বোনেদেরকে দিয়ে হাত তোলালেন) দেখো, পীস পার্কও কোনো অংশে কম নয়। লন্ডন আমেরিকাকেও ভুলে যাবে। যারাই পীস পার্ক দেখে কপি করতে চায়, কিন্তু যত খুশী কপিই করুক, আত্মিক গুণের (রুহানীয়তের) ঝলক তো আসবে না সেখানে, ভালোবাসার ঝলক তো আসবে না। তো পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাচ্ছে। পরিশ্রম তোমরা ভালোই করেছো। ভালোবেসে পরিশ্রম করেছো যে না! শুধু জল দাওনি, বরং ভালোবাসার জল দিয়েছো, সেইজন্য বায়ুমণ্ডল একেবারেই আলাদা আর প্রিয়। আর জ্ঞান সরোবর এর যারা তারাও অত্যন্ত ভালোবেসে পরিশ্রম করছে। রেজাল্টও তাই ভালোই এসেছে। আর নিশ্চয়বুদ্ধিতে তারা হলো নম্বর ওয়ান। কেউ তাদেরকে যত ইচ্ছা নড়ানোর চেষ্টা করুক না কেন - তারা প্রস্তুত নয়, তারা রাজি হবে না। তারা এদেরকে দিয়ে যত না করাতে চাইবে এরা তত বেশী করে হ্যাঁ করে। সেইজন্য নিশ্চয়ের বিজয় হয়ে থাকে। আমাদেরকে তৈরী হতেই হবে, বাবাকে আসতেই হবে। সেইজন্য অভিনন্দন নিশ্চয়ের জন্য। আচ্ছা। তলহাট্টির যারা তারাও সানন্দে চলে এসেছে, মিলন মেলার প্রস্তুতিতে জুটে গেছে। খুব ভালো। জাঁকজমক হওয়া চাই না! নতুনত্ব হওয়া চাই না! ওম্ শান্তি ভবনের হন্ এ তো সব সময় তোমরা বসোই। কিন্তু নতুনত্বও তো চাই না? আর কত কত আত্মাদের সংকল্প পূরণ হয়ে যাবে। অভিযোগ অনুযোগ কমে যাবে। তো তলহাট্টিতে সব প্রস্তুতি ঠিক মতো হচ্ছে তো না? কোনো বড় ব্যাপার মনে হচ্ছে না তো? খুশীতে থাকলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। আচ্ছা। আবু নিবাসীরা কী করছে? সহযোগিতার হাত দিচ্ছে। যখনই কোনো কার্য সম্পাদিত হওয়ার হয়, তো আবু নিবাসী সেটা করে ফেলে। খুব ভালো। মিউজিয়ামও খুব ভালো সেবা করছে, মিউজিয়ামের দায়িত্বে যারা রয়েছে তারাও খুব ভালো পরিশ্রম করে। মিউজিয়াম তো হলো একটা চলন্ত সেবা স্থান। এই মিউজিয়ামও কতো কতো সেবাকেন্দ্র খোলার নিমিত্ত হয়েছে। কত কত আত্মাদের ধরনী পরিবর্তন করে দিয়েছে। এখানকার প্রভাব সেই সমস্ত স্থান গুলিতে কাজে আসছে। কেননা মিউজিয়ামে যখন আসছে তখন তারা ফ্রি হয়েই আসছে। আর ফ্রি হওয়ার কারণে প্রভাবও ভালো মতোই পড়ে। তারপর সেটা সেখানে কাজে আসে। তো মিউজিয়ামের সেবাও কম নয়। সকল স্থানেরই সেবা খুব ভালো। এখানেও (ওম্ শান্তি ভবনে) যে গ্রুপ বুমিয়ে থাকে, সেটাও খুব ভালো সেবা। তো সব জায়গাতে সেবা সহজ হয়ে যাচ্ছে, প্রভাব পড়তে থাকে। খুব ভালো।

আচ্ছা, মধুবনবাসী সর্বদাই নিজেকে আধারমূর্তি আর উদ্ধারমূর্তি মনে করবে। সাকার কর্মে মধুবন নিবাসী হলো উদাহরণ স্বরূপ আর আধারমূর্তিও। কেননা যা কিছু রুহানী সাধন প্রয়োজন, সেসব তো মধুবন থেকেই যায়। সেইজন্য মধুবনবাসী এটা মনে করবে না যে, মধুবনের কামরাতে রয়েছে কিন্বা পান্ডব ভবনের ভিতরে থাকি, কিন্তু সকল কর্মে, প্রতিটি সংকল্পে, প্রতিটি কথাতে তোমরা হলে আধারমূর্তি। প্রত্যেকে কর্মে, বাণীতে যে বিশেষত্ব দেখে থাকে, তারা তা প্র্যাকটিক্যালি মধুবনেই দেখে থাকে। তো সর্বদা সব সময় তোমরা হলে আধারমূর্তিও আর উদাহরণ মূর্তিও। তোমরা যদি ভালো করো তাহলেও তোমরা উদাহরণ হয়ে ওঠো আবার যদি মিস্রও করে থাকো তাহলেও তোমরা হলে উদাহরণ। উদাহরণ সকলে মধুবনেরই দিয়ে থাকে। সেইজন্য দায়িত্বের এত বড় রাজমুকুট মধুবন নিবাসীদের উপরেই রয়েছে। আচ্ছা - সঙ্গম ভবনের অল্প সংখ্যকই রয়েছে, কিন্তু তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সঙ্গম নিবাসী যে সব কাজ ছুটোছুটো করে করতে হয় সেসব তারা খুব ভালো ভাবে করে থাকে।

আচ্ছা, হসপিটালের খবরাখবর কী? হসপিটাল খুব ভালো চলছে নাকি কেবল চলছে? দেখো, হসপিটালের কী বিশেষত্ব রয়েছে? এমনিতে সবাই ভাবে যে কাউকে যাতে পেশেন্ট হতে না হয়। আর হসপিটাল ভাবে পেশেন্ট আসুক। পেশেন্ট না এলে তখন উদাস হয়ে যায়। পেশেন্টের মনে পেশেন্স (ধৈর্য) এনে দেয়। তো হসপিটালে কেবলমাত্র পেশেন্ট নয়, কিন্তু পেশেন্স ধারণ করাতে হবে এমন পেশেন্টও আসছে। খুব ভালো। সবচেয়ে বেশী হসপিটালের লাভ ব্রান্স্‌গদের রয়েছে। অ্যান্স্‌লেসে বসলো আর পৌঁছে গেলো। সহায়তা ভালোই পাওয়া গেছে। এক তো ব্রান্স্‌গদের জন্য সুবিধা হয়েছে আর দ্বিতীয়তঃ যারা ভাবে যে, এরা কিছুই করে না, তারা দেখে মনে করে যে, হ্যাঁ এরা কিছু করছে অনেক কিছু করছে। হসপিটাল নিজেদের সেবার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে তো না? 'কিছু না' কে 'আমরা করে থাকি'তে পরবর্তন করে নিয়েছে। এই রকম তো? বেশ ভালো। হসপিটালের সেবাতে যারা রয়েছে, সময় যদি পাও তবে বেশী করে মন্সা সেবা করো। তার ফলে আর অবসর থাকবে না। আচ্ছা।

***বরদানঃ-** দুর্বল সংকল্পের জালকে সমাপ্ত করে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া স্বাধীন আত্মা ভব পরাধীনতার বন্ধন হলো নিজেরই মনের ব্যর্থ দুর্বল সংকল্প গুলির জাল। এই জাল কোশ্চেন এর রূপে হয়ে থাকে। যখন কোশ্চেন ওঠে - কি জানি কি হবে, এই রকম হবে না তো... তো জাল তৈরী হতে থাকে। কিন্তু সঙ্গমযুগী ব্রান্স্‌গদের একটিই সমর্থ সংকল্প হবে যে, যা হবে সেটা কল্যাণকারীই হবে, শ্রেষ্ঠ বা ভালোর থেকেও ভালো হবে - এই সমর্থ সংকল্পের দ্বারা জালকে সমাপ্ত করে দাও তবে বন্ধনমুক্ত স্বাধীন আত্মা হয়ে যাবে।

***স্লোগানঃ-** জ্ঞানী আর যোগী তু আত্মার প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ হলো নম্রতা আর নির্ভয়তা।

সূচনাঃ - আজ হলো মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় অনুভব করুন যে, আমি ফরিস্তা বিশ্বের গ্লোবের উপরে বিরাজমান রয়েছি। আমার নয়নের থেকে স্নেহ এবং প্রেমের শক্তিশালী কিরণ নির্গত হয়ে জগতের সকল আত্মাদের উপরে পড়ছে, যার ফলে তারা আধ্যাত্মিক শক্তিতে সম্পন্ন হয়ে ভগবানের অসীম ভালোবাসার অনুভব করছে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - মুখের মধ্যে চুষিকারি (মুহুরা) রেখে দাও অর্থাৎ নিজের শান্তি স্বধর্মে স্থিত হয়ে যাও তাহলে মায়া কিছুই করতে পারবে না”

*প্রশ্নঃ - এক শিববাবাই হলেন ভোলানাথ, দ্বিতীয় কেউ ভোলানাথ হতে পারে না - কেন?

*উত্তরঃ - কেননা এক শিববাবাই রয়েছেন, যাঁর নিজের কোনও চাহিদা নেই। তিনি এসে বাচ্চাদের সেবাবাহারী হন। বাচ্চাদেরকে মায়ার গোলামী থেকে মুক্ত করেন। প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের সমান মাস্টার জ্ঞান সাগর বানান। জ্ঞান রত্ন দিয়ে বুদ্ধি রূপী ঝুলি ভরপুর করে দেন। এইরকম নিষ্কাম সেবাবাহারী দ্বিতীয় আর কেউ হতে পারবে না, এইজন্য ভোলানাথ একমাত্র শিববাবাকেই বলা হয়।

*গীতঃ- ভগবানের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । ভক্তিমার্গে যারা কিছু করে গেছেন, ভক্তরা তাদেরই মহিমা গাইতে থাকে যে তিনি এইরকম ছিলেন। যিনি এখানে আছেন, তার জন্য বলবে - তিনি হলেন এইরকম। শরীর ছেড়ে চলে গেলে তো বলবে - এইরকম ছিলেন। অবশ্যই পরমাত্মারও মহিমা করে থাকে। না হলে মহিমা কেন হত! তিনি এখন প্র্যাক্টিক্যালি আছেন। সকল ভক্তের ভগবান হলেন এক। ভক্তদের রক্ষক বা ভক্তদের সদগতি দাতা, তাঁকেই জাদুকর বলা হয়। গাওয়াও হয়ে থাকে - সকলের সঙ্গতি দাতা। এখনই সকলের সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। নশ্বরের ক্রমানুসারে যারা ভ্যারাইটি (বিভিন্ন) ধর্মাবলম্বী মানুষ আছে, সকলকে গতি-সঙ্গতি অবশ্যই প্রদান করেন। সকল মানুষ মুক্তিধামে অবশ্যই যাবে। তারপর আসবে সত্যপ্রদানে। নশ্বরের ক্রমানুসারেই আসবে, তাই না। প্রথমে দেবতারা, তারপর ঋগ্বেদ, তারপর বৈশ্য... আসবে। বর্ণ অবশ্যই পরিবর্তন হয়। কেউ যদি ভালো কাজ করে যায়, তবে তার মহিমা অবশ্যই করবে। অল্পকালের জন্য মহিমা চলতে থাকে, কেননা বাচ্চারা জানে যে - বিনাশ সামনে অপেক্ষারত। সবথেকে বেশী মহিমা তাদের হয়, যারা কল্পের প্রথম দিকে আসে। ভক্তিমার্গে প্রথম প্রথম শিববাবারই পূজা শুরু হয়। এখন তিনি বর্তমান আছেন। এঁনার গায়ন-পূজন আবার ভক্তিমার্গে হয়। সত্যযুগে তো ভক্তি হয় না। তাদের এটাও জানা ছিল না যে প্রথমে কি ছিল অথবা সত্যযুগের পর এতো হবে। এক্ষেত্রে বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝতে হবে। ভক্তিমার্গ শুরু হয় দ্বাপড় থেকে। যে বাচ্চারা বুদ্ধিমান হবে তারা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তারাই জ্ঞানকে ধারণ করে। সবাই হল প্যারোটস্ (তোতাপাখি)। তাদের মধ্যে কয়েকজন খুব ভালো ভাবে জ্ঞান ধারণ করে, কেউ তো আবার কিছুই বুঝতে পারে না। তারা হল পায়রা। তোতাপাখিকে যা শেখানো হয়, সে সেটারই পুনরাবৃত্তি করে। পায়রা শিখতে পারে না। এইজন্য অমরনাথে পায়রা দেখানো হয়েছে। পায়রা কেবল সংবাদ-বাহক (পত্র-বাহক) হয়। তোতাপাখিকে যা শেখানো হয়, সে সেটারই রিপিট (পুনরাবৃত্তি) করে। পায়রা পুনরাবৃত্তি করতে পারে না। এখানেও এইরকম আছে, যারা জ্ঞান শুনে রিপিট করতে পারে না, তাদেরকে পায়রা বলা হবে। এইসময় হিউম্যান (মানুষরূপী) তোতাপাখিও আছে আবার হিউম্যান (মানুষরূপী) পায়রাও আছে। এইসময় যেসব মানুষ আছে, তারা যাকিছু বলে - সেসব কিছুই কাজের নয়।

বাবা হলেন রূপ-বসন্ত। বাবা বুঝিয়েছেন যে - এঁনার (শিববাবার) কোনও বড় রূপ নেই। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে শিববাবার রূপ কেমন? তো বোঝাতে হবে - শিববাবার রূপ হলো সেইরকম, যেরকম আত্মার রূপ। সেইরকম বাবা, সেইরকম বাচ্চারা। আত্মা কোনও ছোটো-বড় হয় না। আর না বাবা বড় আকার বিশিষ্ট হন। তিনি হলেন পরমপিতা পরম আত্মা। তিনিই আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তাঁর নামই হল ভোলানাথ। তিনি অত্যন্তই ভোলা নাথ। নিজের জন্য একটা কড়িরও আশা রাখেন না। বাচ্চারা নিশ্চিত, যে পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীর দ্বারা বোঝাচ্ছেন। অর্গ্যান্স (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) ছাড়া তো আত্মা কথা বলতে পারে না। বাবা নিজে বসে বোঝাচ্ছেন। বলছেন যে - পরমাত্মা আসেন, তাঁর নন্দীগণও আছেন। তারা তো ষাঁড় রেখে দিয়েছে। পশু তো হতে পারে না। এমন খোড়াই হবে যে বাবা জাম্প লাগিয়ে ষাঁড়ের পিঠে উঠে বসবেন। বলেও থাকে ভাগীরথ, ভাগ্যশালী রথ। কিন্তু কারোরই এটা জানা নেই। তিনি পতিত-পাবন, কিভাবে আসেন, নরককে স্বর্গ বানাতে অবশ্যই এসেছিলেন, তবেই তো গাইতে থাকে। ভক্তিও প্রথমে শিববাবারই করে। বাস্তবে সর্বপ্রথমে সত্যিকারের মহিমা তাঁরই হয়। এখন তো কুকুর-বিড়াল ইত্যাদি সকলেরই মহিমা করতে থাকে। নন্দীগণ বানায়। ষাঁড়কে নিয়ে পরিক্রমা করে। এখন শিববাবা এই নন্দীগণে এসে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন। জ্ঞান দুগ্ধ প্রদান করছেন। তাঁর কতোইনা মহিমা হয়! ভোলানাথ ভগবান সকলের ঝুলি (বুদ্ধি রূপী পাত্র) ভরপুর করে দেন।

শিবের সামনে গিয়ে বলে না যে ঝুলি ভরে দাও, কেননা জানে যে তিনি হলেন নিরাকার। শংকরের সামনে ঝুলি নিয়ে যায় ভরপুর করার জন্য। বিষ্ণু আর ব্রহ্মার কাছে যায় না। শংকরের কাছে যায়। কেননা তারা শিব আর শংকরকে এক করে দিয়েছে। যারা পূজা করে তারা শিববাবার অক্যুপেশনকে (কর্ম-কর্তব্যকে) জানে না, কেননা সর্ব প্রথম যে পূজারী হয়েছিল, তারই কিছু জানা ছিল না। একে বলা হবে - নিজেই পূজ্য দেবী-দেবতা, নিজেই পূজারী। এখন তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলাম। আমরাই পূজারী হয়েছিলাম। শিব তো হলেন মূল বতনবাসী। কিন্তু মন্দির তো আছে তাই না। সূক্ষ্ম বতনবাসী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও পাট আছে কেননা তাঁরাও তো এখানে আসেন, তাই না। শিববাবাকেও তো আসতে হয়। শংকরের এখানে পাট নেই। 'ত্রিমূর্তি মার্গ'-ও নাম রেখে দেয়। ত্রিমূর্তি-র স্ট্যাম্পও বানায়। সেখানে (অশোক স্তম্ভে) আবার সিংহ দেখিয়েছে। নীচে লেখা আছে - 'সত্যমেব জয়তে'। এটা ঠিক আছে। শুধু শিববাবার নাম এবং চিহ্ন রাখেনি। 'সত্যমেব জয়তে'- কোনও জন্তু-র নীচে লেখা যায় না। সত্য তো হলেন এক বাবা। যিনি সত্য কথা শুনিye আমাদেরকে বিজয়ী বানাচ্ছেন। সমস্ত বিষয় ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। তোমরাও মাস্টার নলেজফুল হচ্ছে। যখন থেকে নলেজ শোনা শুরু করেছে, এঁনার সমস্ত মুরলী একত্রিত করলে সম্পূর্ণ মহলটাই ভরে যাবে। অনেক কাগজ ব্যবহার করেছে, ভবিষ্যতে আরও অনেক কাগজ ব্যবহার করবে। মুরলী বাচ্চাদের কাছে অবশ্যই যাবে। অনেক কপি বের হবে। বৃক্ষের ঝাড় বৃদ্ধি হতে থাকবে।

বাচ্চারা জানে যে মায়ার তুফান তো অনেক আসে। মুখের মধ্যে মুহলরা (জ্ঞানের চুম্বিকার্তি) থাকলে মায়া কিছুই করতে পারবে না। বাবাকে স্মরণ করা খুবই সহজ। আমি হলাম আত্মা, আত্মা বলছে যে - আমার স্বধর্ম হল শান্ত। আমরা সবাই হলাম পরদেশী (বিদেশী)। এই মায়ার দেশে এসেছি। একটা গান আছে না - ও দূর দেশের নিবাসী... সকল আত্মারাই দূর দেশের নিবাসী। তোমরা এখন জেনে গেছো - অবশ্যই আমরা পরদেশে (বিদেশে) আছি। অনেক দূরের দেশ থেকে আসি, যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়। দুনিয়াতে অনেক মানুষ থাকে। তোমরা জানো যে আমরা সবাই হলাম পরদেশী (বিদেশী)। ভক্তিমার্গে ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে। ভক্ত প্রার্থনা করে, যাতে ভগবান আসেন। তো এসে কি করবেন? বাচ্চারা তোমরা জানো যে বাবা পরমধাম থেকে আসেন। বলেন যে - আমি এই কলিযুগী পতিত দুনিয়াকে স্বর্গ পবিত্র দুনিয়া বানাই। তোমাদেরকে কোনও মানুষ পড়ায় না। সাধারণ মানুষ না নিজের সঙ্গতি করতে পারে আর না অন্যদেরকে করাতে পারে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। অন্তিম সময়ে সকল অ্যাক্টরদের হাজির হতে হবে। গীতাতেও আছে। কেবল শিববাবার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলে দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তো হলেন ফার্স্ট প্রিন্স। সাধারণ মানুষ মনে করে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের রাজযোগ শিখিয়েছেন। কিন্তু এখন তোমরা জানো যে রাজযোগ শেখানোর জন্য ভোলানাথ এসেছেন। ভোলানাথ, নলেজফুল - বাবাকেই বলা হয়। তারা আবার শ্রীকৃষ্ণের উপর কলঙ্ক লাগিয়ে দেয়। বাস্তবে তারা শ্রীকৃষ্ণের নয়, বাবার উপরে কলঙ্ক লাগায়। বাবা আসার পূর্বে দাদার উপরে কেউ কলঙ্ক লাগাতো না। বাবা আসার পর কলঙ্ক লেগেছে। চলতে-চলতে পথিক এসে প্রবেশ করেছে, তখন থেকে দেখো কতো কলঙ্ক লেগেছে! এই রাসলীলা ইত্যাদি খেলা সবই হল তাঁর। তিনিই বাচ্চাদেরকে আমোদিত করেন। বাচ্চারা জানে যে আমরা বাবাকে পেয়েছি। বাবার থেকে আমরা রক্তের ঝুলি ভরপুর করছি। শাস্ত্রের জ্ঞানকে রক্ত বলা যাবে না। এটা হল জ্ঞান রক্ত। এক-একটি রক্ত লক্ষ টাকার। এই সময় সকল মানুষ একে-অপরকে পাথর মারতে মারতে পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছে। বাবা এসে পাথরবুদ্ধি থেকে পারসবুদ্ধি বানিয়ে দেন। কবরস্থানকে পরিস্থান বানাচ্ছেন। এখানে তো মুহূর্ত কাল খেয়ে (মায়া আক্রমণ করে) কবরস্থ করে দেয়। সেখানে তো এইরকম হয় না। সাপ যেরকম পুরানো খোলস ত্যাগ করে নতুন নেয়, সেইরকমই সত্যযুগে পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন নেবে। এই দৃষ্টান্ত বাবা এখনই শোনান। এই দৃষ্টান্তকে সন্ন্যাসীরা আবার নিজেদের কাজে লাগিয়ে দেয়। তারা এইরকম মনে করে যে সাগর থেকে উৎপন্ন জলের বুদ্ধবুদ্ধ আবার সাগরেই সমাযিত হয়ে যায়। কেউ বলে যে জ্যোতি জ্যোতিতে লীন হয়ে যায়। অনেক মং আছে। এখন তোমাদের একটাই মত প্রাপ্ত হচ্ছে। সেই অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলছেন যে তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে আমাকে আহ্বান করে এসেছো, আমি একবারই আসি। তোমরা অনেক ডেকেছো - আমি তোমার গোলাম... বাবা এসে গোলামী হওয়া থেকে মুক্ত করেন। তোমরা মায়ার গোলাম হয়ে গিয়েছিলে। বাবা এসে সেখান থেকে (লিবারেট) উদ্ধার করেন। তোমরা জানো যে আমরা অনেক ভক্তি করেছি। এখন ভক্তির ফল দেওয়ার জন্য বাবা এসেছেন। এখন ভক্তির পাট সম্পূর্ণ হয়েছে। জ্ঞান, ভক্তি তারপর হল বৈরাগ্য। বৈরাগ্যও হল দুইপ্রকারের। সেই সন্ন্যাসীদের হল ঘরবাড়ি ত্যাগ করার বৈরাগ্য। এখানে তোমাদের হল সমগ্র পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য। বাচ্চারা এটা তো তোমরা জানো যে - এইসব কিছু ভুল হয়ে যাবে। কিছুই থাকবে না। কারো ধনসম্পত্তি মাটির তলায় চাপা পড়ে যাবে, সেইসময় চোর এসে লুটপাট চালাবে। যেরকম এরোপ্লেন ভেঙে পড়লে, আগুন লেগে যায় তো চোর ভিতরে ঢুকে যায়। আশেপাশের বাসিন্দারাও লুটে নেয়। সময় তো অনেক থাকে। যতক্ষণ পুলিশ না আসে। এই বিনাশ তো হবেই। এই সৃষ্টি কতোই না বড়! তোমরা জানো আমেরিকা ইত্যাদি জায়গায় তো সুখের পাম্প আছে। খ্রীস্টার্নরা শেষের দিকে এসেছে তাই

না। এখন তাদের সুখের পাট চলছে। কতইনা সাহস রাখে- নক্ষত্র, চন্দ্রমাতে যাবে। সূর্যের কাছে যায় না। জানে যে সূর্য জ্বালিয়ে দেবে। নক্ষত্রে, চন্দ্রে জমী নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। সূর্যবংশী -চন্দ্রবংশী নাম শুনেছে, তাই মনে করে হয়তো সেখানে কোনও দুনিয়া আছে। জাপানীরা নিজেদেরকে সূর্য বংশী বলে থাকে। কতো মানুষ কতো কিছু বলতে থাকে। এখন তোমরা জেনে গেছো যে ভারতে অবশ্যই সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী ছিল। এই ভারতের মতো শ্রেষ্ঠ থও আর কেউ হতে পারবে না। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। এতে অদল-বদল হওয়ার কথা নেই। এটা তো হল বোঝার বিষয়।

বাচ্চারা যখন শান্ত হয়ে বসে তো সর্বদা স্বধর্মে স্থিত হয়ে বসতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শান্তির জন্য কোনও জঙ্গলে যেতে হবে না। কেউ এলে তাকে বোঝাতে পারো যে শান্তি তো হল গলার হার, তোমরা কোথায় খুঁজছো? আত্মা বলে যে আমার স্বধর্ম হল শান্ত। পুনরায় এখানে শরীরে প্রবেশ করলে তখন টকি হই। সাইলেন্সে তো নাটক হয় না। প্রথমে মুক্তি-বায়োস্কোপ (নির্বাক সিনেমা, যেমন চার্লি-চ্যাপলিন) চলতো। সূক্ষ্মবতনেও মুক্তি (ঈশারায় বার্তালাপ) হয়। মুখ থেকে আওয়াজ বের হয় না। সেই সময় যাকিছু কল্প পূর্বে বুঝেছিল সেটাই এসে শোনায়। কোনও নতুন কথা নয়। সমগ্র ড্রামা আমাদেরকে ৮৪ জন্ম নাচায়। এটা হল অনাদি ড্রামা। সবাই শরীর ধারণ করে নিজের নিজের পাট প্লে করে। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - এসব কথা শিবাবা বলছেন। আত্মাদের সাথে কথা বলছেন, মামেকম স্মরণ করো। এই ব্রহ্মা বলবেন না যে - আমাকে স্মরণ করো। কতইনা গুহ্য রহস্যময় কথা। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) বলছেন যে আমিও তাঁকে স্মরণ করি। আমিও হলম ব্রহ্মপুত্র নদী। ব্রহ্মপুত্র নদী আর সাগরের সঙ্গমস্থলে মেলা বসে। সরস্বতী নদী আর সাগরের সঙ্গম স্থলে মেলা বসে না। মেলা একটাই বসে। কলকাতাতে ব্রহ্মপুত্র নদী আর সাগরের সঙ্গমে অনেক বড় মেলা বসে। ব্রহ্মপুত্র একটাই আর মেলাও একবারই বসে। তো এখানেও এই মেলা বসে। সাগর যদি না আসতেন তাহলে থোড়াই মেলা বলা যেত। মাঝা যায় তো নদীর মেলা লাগে। এই মেলা বসেছে সাগর আর ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে। এটা তো তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো। যদি বিচার সাগর মন্তন করতে পারো তো বিচার করো। এই সাগর হল চৈতন্য, সেটা হল জড়। সব নদীই সাগর থেকে বেরিয়েছে। এটা হল মঙ্গল মিলন। বাবা বারংবার বোঝাচ্ছেন যে মামেকম স্মরণ করো। বাচ্চারাও বলবে যে বাবাকে স্মরণ করো। “মামেকম স্মরণ করো বাচ্চারা” - এটা তোমরা বলতে পারো না। বাবা এনার দ্বারা বলছেন যে বাচ্চারা, মামেকম স্মরণ করো। তোমরা সম্মুখে বসে আছো তাই না। তোমরা বলবে যে শিবাবা বলছেন যে তাঁকে (শিবাবাকে) স্মরণ করো। সবাইকে বলতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে অন্ত মতি সেই অনুসারে গতি প্রাপ্ত হবে। মৃত্যু তো সকলেরই হবে। শুধু দেখতে থাকো যে এখন কি ঘটতে চলেছে। আমেরিকা ইত্যাদি অনেক বড়। এই মুম্বাই ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। খুব অল্প সংখ্যক থাকবে। এখন কতো কোটি কোটি মানুষ রাজ্য করছে! সেখানে তো শুরুতে খুব অল্প কয়েকজন থাকবে। পরের দিকে আসতে থাকে। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয় যে মায়া বড়ই প্রবল শক্তিশালী। স্মরণ করতে দেবে না, বিঘ্ন ঘটতে থাকবে। বাবার থেকে বিমুখ করে দেবে। কিন্তু পুরুষার্থ সম্পূর্ণ ভাবে করতে হবে। পাক্ষা মহাবীর হতে হবে। যোগ এমন থাকবে যে মায়া কখনও নড়াতে পারবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের শান্ত স্বধর্মে স্থিত থাকতে হবে। মায়ার থেকে বাঁচার জন্য মুখের মধ্যে চুম্বিকাঠি রেখে দিতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়ার থেকে অসীম জগতের বৈরাগ্য রাখতে হবে, বিনাশের আগে নিজের সবকিছু সফল করে দিতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের সাহসের আধারে উৎসাহ-উদ্দীপনার ডানায় ভর করে উড়তে থাকা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব কখনও কিছু হয়ে গেলে নিজের (হিস্মত) সাহস হারাতে হবে না। অন্যকে দুর্বল দেখে নিজে হতাশ হবে না। জানিনা, আমার তো এইরকম হবে না! - এইরকম সংকল্প কখনও করবে না। ভাগ্যবান আত্মারা কখনও কারো প্রভাবে বা আকর্ষণে নীচে নেমে আসে না, সে সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনাতো উড়তে থাকার কারণে সেফ (সুরক্ষিত) থাকে। যে বাচ্চা অতীতের কথা ভাবে, পিছনের স্মৃতি গুলি দেখতে থাকে, তো পিছন ফিরে দেখা মানে রাবণের আসা।

স্নোগানঃ:- প্রত্যেকের রায়কে সম্মান দেওয়াই হলো সম্মান পাওয়া, যে সম্মান দেয়, সে অপমান করতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহ তোমাদের যাকিছু আছে তারথেকে মমত্ব দূর করো, ট্রাস্টী হয়ে থাকো একেই জীবিত থেকেও মৃতবৎ (মরজীবা) বলা হয়ে থাকে"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণদের টাইটেল কি? বাবার দ্বারা তাদের কোন্ বেস্ট প্রাইজ প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - তোমরা সঙ্গমযুগীয় ব্রাহ্মণেরা হলে রাজস্বয়ি, রাজযোগী। তোমরা ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞ প্রতিপালনের নিমিত্ত হয়েছো, তোমাদের বড়'র থেকেও বড় বিজনেসম্যানের (শেঠ, বাবা) দ্বারা অনেক বড় দক্ষিণা প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের রাজত্ব হলো বেস্ট প্রাইজ।

*গীতঃ- মরণ তোমার গলিতে, জীবন তোমার গলিতে...

ওম্ শান্তি । অসীম জগতের বাবা বসে অসীম জগতের বাচ্চাদেরকে জীবিত থেকেও মৃতবৎ হয়ে থাকার ভালো ভালো পয়েন্টস শোনান। বাচ্চারা এই গান শুনেছে যে জীবিত থেকেও মৃতসম হয়ে থাকতে হবে। কাশীতে বলিপ্রদত্ত হয়। তারা তো শরীরকে শেষ করে দেয়। তারা কোনো জ্ঞান আর যোগ ইত্যাদি শেখে না। এখানে তো জীবিত অবস্থায় বাবার হয়ে যেতে হয়, জ্ঞান শোনার জন্য জীবিত থেকেও দেহ-সহ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে নিজেকে আত্মা মনে করতে হয়। বাবা এখন আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। বাচ্চারা এখন এই পুরোনো দুনিয়া, পুরোনো শরীর সবকিছু আমায় অর্পণ করে দাও। ব্যস, আমরা তো বাবার হয়ে গেছি। তোমরা জীবিত থেকে বলছো -- আমরা শিববাবার। প্র্যাকটিক্যালি আমরা এখন বানপ্রস্থী। ওই বানপ্রস্থীরা ঘর ত্যাগ করে গিয়ে হরিদ্বারে বসে থাকে। তবুও এই মৃত্যুলোকেই জন্ম নেয়। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের এখন এই মৃত্যুলোকে জন্ম হবে না। মৃত্যুলোক, কলিযুগীয় দুনিয়া মূর্দাবাদ। অমরলোক, সত্যযুগীয় দুনিয়া জিন্দাবাদ হয়ে যায়, সেইজন্য বাবা বলেন -- থাকো অবশ্যই গৃহস্থী-জীবনে, কেবল দেহ-সহ যাকিছু তোমাদের রয়েছে সেইসব থেকে মমত্ব দূর করো। মনে করো আমরা সবকিছু শিববাবাকে দিয়ে দিই। সবকিছু শিববাবারই। তারপর শিববাবা বলেন -- আচ্ছা, ট্রাস্টি হয়ে দেখভাল করো। মনে করো শিববাবার ভান্ডারা থেকে আমরা নিজেদের শরীর নির্বাহ করছি। অজ্ঞানকালেও বলে থাকে, তাই না! সবকিছু পরমাত্মারই। সবকিছু পরমাত্মারই দেওয়া। তারপর কোনো বাচ্চা মরে যেত তখন কাঁদতে থাকতো। এখন বাবা বলেন পুরোনো জিনিসের স্মৃতি ভুলে যাও। অদ্বিতীয় বাবাকেই স্মরণ করো। যে বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন রাজ্য ভাগ্য দেন, ঘর-গৃহস্থীতে থেকেও মনে করো এইসব কিছু শিববাবার। আমরা শিববাবার ভান্ডারা থেকে ভোজন করছি। আমরা শ্রীমতানুসারে চলছি। বলবে -- বাবা, আমি মোটর নেব ? হ্যাঁ বৎস, অবশ্যই। যে বাচ্চা বোঝে যে সবকিছু বাবার, তখন সে রায় নেয়। জীবিত থেকেও মৃতবৎ হওয়া একেই বলা হয়। ভক্তি মার্গেও শিববাবার কাছে বলিপ্রদত্ত হত কিন্তু এই জ্ঞান ছিল না। এখানে তো পরমপিতা পরমাত্মা বসে জ্ঞান শুনিয়ে থাকেন। কত সহজে রীতিতে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেন। বাবা বলেন আমি কবে এসেছিলাম -- তা কেউ জানে না। বলেও থাকে থ্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিল, এখন সেই স্বর্গ কে স্থাপন করেছিল ? দেবী-দেবতারা স্বর্গে কোথা থেকে এসেছিল ? গায়নও করে থাকে, মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশি সময় লাগে না। তিনি কবে এসেছিলেন ? অবশ্যই আসবেন কলিযুগের শেষে আর সত্যযুগের আদির সঙ্গমে। বাবা বলেন এখন তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করতে এসেছি। এত অগণিত পড়তে আসে। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কথা নেই। এ অন্য সংস্কৃতির মতন নয়। সত্যপিতা বসে বাচ্চাদের পড়ান। বাবা বুঝিয়েছেন ভক্তিমার্গেও অবশ্যই দুই বাবা থাকে। একজন হলো শরীরের লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় আত্মাদের পারলৌকিক পিতা। আত্মারা সেই পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে -- ও গডফাদার, আলাদা আলাদা নাম, রূপে স্মরণ করে। লৌকিক বাবার থেকে দ্বাপর থেকে জন্ম জন্ম ধরে উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো। এমন তো নয় যে সত্যযুগেও লৌকিক বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে এসেছো। না, সত্যযুগে যা লৌকিক বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাও তা হলো এইসময়ের এখানকার উপার্জন। এখানে তোমরা এত উপার্জন করো যে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নাও। সত্যযুগে উত্তরাধিকার তোমরা এখনকার পুরুষার্থ অনুসারে পাও। অসীম জগতের বাবার থেকে অসীমের উত্তরাধিকার পাও। বাবাই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়ায় পরিণত করেন। এই লক্ষ্য সোপ(সাবান) রয়েছে, যার দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়। বাবা বলেন নিজেকে অশরীরী মনে করো। তোমরা আত্মারা কানের দ্বারা শুনে থাকো। সত্যযুগ-ত্রৈতার ২১ জন্মের উত্তরাধিকার এখন পারলৌকিক বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। তারপর দ্বাপর থেকে লৌকিক বাবার কাছ থেকে অল্পকালের জন্য উত্তরাধিকার পেয়ে এসেছো। বিভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল ধরে স্মরণ অবশ্যই সেই পারলৌকিক বাবাকে করে থাকে। আত্মা স্মরণ করে, বলে আমার এই শরীর

লৌকিক বাবা দিয়েছেন। তাহলে দু'জন বাবা হয়ে গেলো, তাই না ! বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে তৃতীয় বাবাও আছেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা প্র্যাকটিক্যালী হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। এক হলো লৌকিক বাবা, দ্বিতীয় হলো পারলৌকিক নিরাকারী বাবা, তৃতীয় হলো এই অলৌকিক বাবা। প্রজাপিতার গায়ন রয়েছে। কিন্তু মানুষ জানে না। মনে করে ব্রহ্মা হলেন সুস্মলোক- নিবাসী। তোমরা জানো ব্রহ্মা হলেন সাকারী পিতা। এখন তোমরা পরলোকে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। তোমরা সকলেই হলে জীবিত থেকেও বানপ্রস্থী। বাণীর উর্ধ্বে যেতে হবে। অবশ্যই এই শরীর ত্যাগ করে যেতে হবে। মৃত্যু সকলেরই হবে। মানুষ বাণপ্রস্থ অবস্থা প্রাপ্ত করে, সাধু-সন্তাদিদের থেকে মন্ত্র নেয়। কিন্তু তারা একথা জানে না যে এই শরীর ত্যাগ করে আমরা সুইট হোমে যাব। একথা অবশ্যই তোমরা জানো, এখন আমরা উতলা হয়ে যাই যে এই পুরোনো শরীর ত্যাগ করে আমরা আত্মারা বাবার স্মরণে থেকে পবিত্র হয়ে বাবার কাছে যাব। বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার নেব। তাহলে লৌকিকবাবাও আছেন, ব্রহ্মাবাবাও আছেন তো শিববাবাও আছেন। অবশ্যই তিনজন বাবা রয়েছেন, তাই না ! এতে অন্ধশ্রদ্ধার কথা নেই।

ভ্রমরী বিষ্ঠার কীটকে নিয়ে আসে, এসে ভুঁ-ভুঁ করে তারপর সেই কীটগুলির মধ্যে যেগুলি ওদের জাতের হয় তারা নিজ-সম হয়ে যায়। বাকি যারা অন্য জাতের তারা নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও তোমাদের কাছে যারা আসে, তাদের মধ্যেও যারা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে, তারা ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বাকিদের বুদ্ধিতে বসবে না। ও'টা হলো ভ্রমরী আর তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। তোমাদের কাজ হলো -- বিষয় সাগরের বিকারী কীটদের নিয়ে এসে ভুঁ-ভুঁ করা। কি ভুঁ-ভুঁ করবে? ইনি হলেন তোমাদের পারলৌকিক বাবা। বাচ্চারা, বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। তোমরাও নাও। এখন যেতে হবে নির্বাণধামে, যেখান থেকে এসে ভূমিকা পালন করেছে। এ হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তিম সময়। এখন তোমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য অমরকথা শুনছো। জ্ঞানের সাগর হলেন একজনই পরমপিতা পরমাত্মা। ব্রহ্মা জ্ঞান-সাগর, বিষ্ণু জ্ঞান-সাগর বা শঙ্কর জ্ঞান-সাগর কখনো বলা হবে না। একমাত্র শিববাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছে..... বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এখন সমগ্র এই পুরোনো দুনিয়া কবরস্থানে পরিনত হবে। পরিস্থানের স্থাপনা হচ্ছে, যাকে স্বর্গ বলা হয়। তাই এখানে এসে তোমরা জীবিত থেকেও মৃতবৎ হয়ে যাও। বাবা, আমরা হলাম তোমার। অর্ধ-কল্প ধরে তোমরা বাবাকে আহ্বান করে এসেছো। তোমরা বলো -- বাবা, আমরা অনেক ধাক্কা খেয়ে এসেছি। এ হলো ড্রামার ভবিতব্য। এখন পুনরায় আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করি। তোমরা জানো বাবার হয়ে গেলেই মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাই। এক হলো উত্তরাধিকারী হওয়া, যাকে প্রকৃত সন্তান (মাতলে) বলা হয়ে থাকে, দ্বিতীয় হলো সং-সন্তান (সৌতলে), যারা পবিত্র হয় না। কেবল বাবা বাবা বলতে থাকে কিন্তু জীবিত থেকেও মৃত-সম হয় না। যারা জীবিত থেকেও মৃতবৎ হয় তারাই হলো প্রকৃত। বাকিরা হলো সং (সৌতলে)। এখানে কোনো বিকারী এলে তখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে জীবিত থেকেও মৃত-সম হয়েছে, প্রতিজ্ঞা করেছে যে বাকি আয়ুষ্কাল পবিত্র থাকবে। তখন বাবা বলেন প্রতিজ্ঞা করে বাবার কাছে আসবে, তবেই উত্তরাধিকার পাবে। মাতারা নিজেদের জীবন সফল করেছে। এই রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। শিববাবা হলেন দাতা। তোমরা এরকম মনে করোনা যে আমরা শিব বাবাকে দিচ্ছি। না, আমরা ওঁনার থেকে স্বর্গের বাদশাহীর উত্তরাধিকার নিয়ে থাকি। শিববাবার কি ঘর-বাড়ি ইত্যাদি খোঁড়াই নির্মাণ করতে হবে ! বাচ্চারা, তিনি তোমাদের কাজেই লাগিয়ে দেন। এই দাদারও সবকিছু আমি কাজে লাগিয়েছি, তাই না ! যার দ্বারা মাতারা, অবলারা নিজেদের জীবন সফল করে গড়ে তুলছে। তোমরা ভবিষ্য ২১ জন্মের জন্য উপার্জন করছো। লৌকিকবাবার উত্তরাধিকার পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। স্বর্গে তোমাদের যে লৌকিক বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে তা হলো এখানকার উপার্জন। একটি কাহিনী আছে -- বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা কার অধিকার খাচ্ছো (ভোগ করছো) ? তখন বলে যে নিজের। তাহলে এখানেও প্রত্যেকে নিজে পুরুষার্থ করে নিজের অধিকার নেয়। সকল আত্মারই অধিকার রয়েছে -- ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার। অজ্ঞানকালে বাবার থেকে কন্যাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না, কেবল পুত্র-সন্তানদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই সময় সকল আত্মাদেরই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। মেল হোক বা ফিমেল। গাওয়া হয়ে থাকে, কুমারী সেই যে ২১ কুলের উদ্ধার করে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হলে তোমরা। তোমরা জানো যে আমরা ভারতের মানুষমাত্রকেই ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করাতে শ্রীমতানুসারে পুরুষার্থ করিয়ে থাকি। প্রত্যেককে বোঝাও -- এখন লৌকিক বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এখন পারলৌকিক বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। উপার্জন কত জবরদস্ত। বুঝবার জন্য এ কত ভালো কথা। মনেও হয় যে পুরুষার্থ করি কিন্তু মায়া আবার তুফান নিয়ে আসে। মায়ার তুফান এসে পড়ায় প্রদীপ নিভে যায়। এ হলো একদম সহজ কথা। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে -- এ হলো বুদ্ধির কথা। আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দেহবোধ ত্যাগ করতে হবে। তোমরা গুরুদের স্মরণ করো। অনেক গুরু নিজেদের চিত্র বানিয়ে শিষ্যদের দিয়ে দেয় -- গলায় ঝুলিয়ে নাও। এরকম অনেক রয়েছে। স্বামীদেরও চিত্র বের করে দিয়ে

গুরু লাগিয়ে নেয়। বাবা বলেন এখানে কোন চিত্র লাগানোর কথাই নেই। কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ছোট-বড় সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা। এখন অবশ্যই সুইট হোমে যেতে হবে। তাহলে কেন আমরা প্রতিজ্ঞা করব না পবিত্র থাকার আর স্মরণ করার তবেই তো বিকর্ম বিনাশ হবে। কাউকেও দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। সবচেয়ে বড় দুঃখ হলো কাম-কাটারি চালানো, সেইজন্য একে কংসপূরী বলা হয়ে থাকে। বাকি কোনো অসুর বা দেবতাদের, পাণ্ডব বা কৌরবদের লড়াই লাগেনি। লড়াই হলো যবন আর কৌরবদের। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে। মাখন আমাদেরই প্রাপ্ত হবে। আমরা এসে রাজত্ব করবো।

বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে -- বাবা এত ঘরবাড়ি কেন নির্মাণ করছো? এখন সবকিছু ঠিক মতো পাওয়ার মতো পরিপূর্ণ হয়েছে। আরে, অ্যাসাইলম (শরণ) নিতে এত সব বাচ্চারা এসে কোথায় থাকবে! দিনে দিনে বৃদ্ধি হতে থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো অনেক সন্তান হয়ে যাবে। শিববাবা বলেন -- আমার কত সন্তানাদি। এ'কথা কোটির মধ্যেও কেউই জানে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। মনেও করে যে আমরা শিব বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি আবার কখনো কোনো বাচ্চা বিভ্রান্তও হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে, আমরা এই ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবার শ্রীমতানুসারে চলি। বাবা বলেন এ হলো লোনের শরীর, অনেক জন্মেরও অস্তিমের জন্মেরও অস্তিম সময়ের। এখন মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। আমি গাইড হয়ে এসেছি। গডফাদারকে লিবারেটর (মুক্তিদাতা) বলা হয়। মানুষ মানুষকে বলতে পারেনা। সমগ্র দুনিয়াকেই লিবারেট করেন। এইসময় সমগ্র বিশ্বই হলো লক্ষা, শোক বাটিকা। অবশ্যই ধনবানেরা মনে করে আমরা স্বর্গে রয়েছি। কিন্তু এইসব মাটিতে মিশে যাবে। আমেরিকানরা নিজেরাই লেখে যে আমাদের কেউ বিনাশের জন্য প্রেরণা দিচ্ছে। তারা বোমা বানাচ্ছে। কত বিপুল খরচ হয়ে যাচ্ছে। কলিযুগ সম্পূর্ণ হলে তখন সত্যযুগ অবশ্যই চাই। এখন পুনরায় স্থাপনা হচ্ছে। বাবা সেই রাজযোগই শেখাচ্ছেন। তোমরা হলে রাজঋষি। ওরা হলো হঠযোগ ঋষি, ব্রাহ্মণদের ছাড়া কাউকে রাজযোগী বলা যেতে পারে না। এ'কথা কোথাও খোড়াই লেখা আছে যে রাজযোগীরা ব্রাহ্মণ ছিল। কৃষ্ণ হলে তখন সে ব্রাহ্মণ কিভাবে রচনা করবে? ব্রহ্মা হলে তবেই তো মুখ-বংশজাত ব্রাহ্মণ রচিত হবে। যজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচনা করা হয়ে থাকে। বাবা হলেন কত বড় বিজ্ঞানসম্মান (শেঠ)! কত বড় দক্ষিণা পাওয়া যায়। দক্ষিণা প্রাপ্ত হয় স্বর্গের রাজত্বের। এ হলো সবথেকে বেস্ট প্রাইজ। ব্রাহ্মণই পুনরায় দেবতা হয়ে যায়। চাইলে সূর্যবংশীয় হও, চাইলে চন্দ্রবংশীয় হও। বাবা বলেন তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো -- বাবা, কাল যদি আমাদের শরীর ছেড়ে যায় তবে আমরা কি পদপ্রাপ্ত করব? বাবা তৎক্ষণাৎ বলে দিতে পারেন। এখন তো সময়ই অল্প রয়েছে। শরীর ছেড়ে গেলে তখন তোমরা জ্ঞান খোড়াই নিতে পারবে। ছোট বাচ্চা কি বুঝবে? বাচ্চারা এখনই বোঝে যে কলিযুগ এখন শেষ হয়ে সত্যযুগ আসবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সদা স্মৃতিতে রাখতে হবে যে এ হলো আমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা। আমাদের বাণীর উর্ধ্বে সুইট হোমে যেতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

২) ২১ জন্মের জন্য নিজের অধিকার প্রাপ্তের উদ্দেশ্যে পবিত্র হয়ে থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। সদা শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। জীবিত থেকেও মৃত হতে হবে।

বরদান:- উড়ন্ত কলার বরদানের দ্বারা সদা এগিয়ে যাওয়া সর্ববন্ধন মুক্ত ভব বাবার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ উড়ন্ত কলার বরদানী হয়ে যাওয়া। এই বরদানকে জীবনে আনলে কখনো কোনো পদক্ষেপেই পিছিয়ে থাকবে না। সামনেই এগিয়ে যেতে থাকবে। সর্বশক্তিমান বাবার সাথ রয়েছে তো প্রতিটি পদক্ষেপেই এগিয়ে রয়েছে। নিজেও সদা সম্পন্ন থাকে আর অন্যদেরকেও সম্পন্ন বানানোর সেবা করে। তারা কোনো প্রতিবন্ধকতাতেই নিজেদের কদম (এগিয়ে চলা) থামিয়ে দেয় না। এমন বরদানী বাচ্চা কারোর বন্ধনে আসতে পারে না, সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

স্নোগান:- যাদের কাছে সর্ব শক্তির স্টক রয়েছে, প্রকৃতি তাদের দাসী হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে এসেছো - সম্মুখ মিলিত হওয়ার জন্য, বাদল ভরবার জন্য।
তোমরা এখানে কোনো তীর্থ করতে বা পাহাড়ের হাওয়া খেতে আসো না"

*প্রশ্নঃ - গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কোন্ সেই বিধির দ্বারা চললে এভারহেল্দি (চির স্বাস্থ্যবান) হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - এভারহেল্দি হওয়ার জন্য সবসময় বাবা-বাবা বলতে থাকো। তোমার সাথে থাকো, তোমার সাথে ঘুরব....
সবকিছুই বুদ্ধি দিয়ে বাবার কাছে সঁপে দাও। এমন মনে করে চলো যে আমি শিববাবার লালন পালনে
পালিত হচ্ছি। কোনো কিছুর প্রতি যেন মমত্ব না থাকে। অর্পণ করে তাঁর আদেশ অনুযায়ী থাকে তবেই
সবকিছু পবিত্র হয়ে যাবে আর তোমরা এভারহেল্দি হতে পারবে।

*গীতঃ- দূর দেশের নিবাসী....

ওম্ শান্তি । দূর দেশের নিবাসীর সাথে বাচ্চারা মিলিত হতে আসে। বাচ্চারা কোনো তীর্থ করতে আসে না বা পাহাড়ের
হাওয়া খেতেও আসে না। মানুষ তো পাহাড়ে যায় হাওয়া খেতে। কিন্তু এখানে বাচ্চারা আসে মাতা-পিতার সাথে মিলিত
হতে। এটা তোমরা জানো যে দূর দেশের নিবাসী মাতা-পিতা আসেন পরের দেশে। কেন আসেন? স্বর্গ রচনা করতে।
ওঁনার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য বাচ্চারা ভিন্ন-ভিন্ন গ্রাম থেকে, কত দূর দেশ থেকে আসে। বিলেত থেকেও আসবে। কেন
আসবে? কোনো জিনিস দেখার জন্য নয়। আত্মারা অথবা জীবাত্মারা আসে মাতা-পিতার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য।
মাতা-পিতাও অনেক দূর দেশের নিবাসী। তোমরা এখন কার সামনে বসে আছো? মাতা-পিতার সামনে বসে আছো, যাঁর
কাছ থেকে স্বর্গের সুখ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁর মতে চললে, সেইজন্যই শ্রীমতের এতো গায়ন । ভগবানুবাচ শ্রীমৎ গাওয়া
হয়েছে । ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের শ্রীমতের গায়ন নেই। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাতা-পিতা যাঁর গায়ন করা হয়। এই সৃষ্টির রচয়িতা
মাতা-পিতাকে আহ্বান করে বলা হয় এই ছিঃছিঃ পতিত দুনিয়াতে আসো, আমাদের পবিত্র করে তোলা। এখন উনি এই
পরের দেশে এসেছেন। তোমরাও পরের দেশে বসে আছো। এটা রাবণের দেশ। এখানে অকাসুর, বকাসুর, পুতনা, সুর্পনা,
হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি সব এই মনুষ্য সৃষ্টির মানবের নাম। অসুরদের কোনো দ্বিতীয় রূপ হয় না। না দেবতাদের কোনো
দ্বিতীয় রূপ হয়, না ৪ ভূজা (হাত) হয়। ওরাও মানুষ (অসুর) আর দেবতারাও মানুষ। কিন্তু দেবতাদের পবিত্র দেশে
পুনর্জন্ম ছিল।

সত্যযুগ-ত্রৈতা ঠিক যেন ঈশ্বরের ঘর। তোমরা যখন স্বর্গে আসো নিজের ঘরে আসো। এখন তোমরা আছো পরের ঘর
অর্থাৎ রাবণের ঘরে। সুতরাং বাবা এসে তোমাদের রাবণের ঘর থেকে বের করে আনেন, লিবরেট (মুক্ত) করেন। অর্ধেক
কল্প ধরে তোমরা মায়াবী দেশে পুনর্জন্ম নিতে থাকো। সত্যযুগ-ত্রৈতায় রাম রাজ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্য, কেননা ঈশ্বর
স্থাপন করেছেন। অর্ধেক কল্প ওখানে পুনর্জন্ম নিয়েছো। অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্যে পুনর্জন্ম নিয়েছো। এখন বাচ্চারা বুঝতে
পেরেছে যে আমরা কার সামনে বসে আছি। ইনি টিচার, আবার সঙ্করও। তোমরা মাতারাও টিচার এবং সঙ্কর।
তোমরাও শিক্ষা প্রদান করছো - মানুষ থেকে দেবতা করে তোলার জন্য। এখন তোমরা আসুরি সম্প্রদায় থেকে দৈবী
সম্প্রদায়ের হতে চলেছো। তোমাদের কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করার জন্য বাবা এই রথে সওয়ারি হয়ে এসেছেন। ইনি
বাচ্চাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অন্যান্য দেশেও যান কেননা তিনি হলেন চৈতন্য জ্ঞানের সাগর। তিনি জড় সাগর
নন যে ডুবিয়ে দেবেন। না, তিনি হলেন চৈতন্য। গায়ন আছে - আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহুকাল.... সুতরাং
পরমাত্মা আসেন। তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আত্মারাও আসে। কত-কত জায়গা থেকে বাচ্চারা আসে। বাবাও ঘুরে
বেড়ান। ভক্তরা তো যেখানে-সেখানে মন্দির তৈরি করেছে। যেমন থ্রাইস্টের জড় চিত্রও বানিয়েছে। তিনি তো দেহধারী
আরও যারা আছে যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও দেহধারী (সূক্ষ্ম)। সবচাইতে উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন ভগবান, ওঁনার
নিজের শরীর নেই। ওঁনাকে সবাই বাবা বলে। পরমপিতা গডফাদার। ওঁনার না স্থূল শরীর আছে, না সূক্ষ্ম শরীর আছে ।
তিনি নিশ্চয়ই আসেন। কিন্তু কিভাবে আসেন ? এসবই ভুলে গেছে।

এমনটা তো বলা যায় না যে শ্রীকৃষ্ণ পতিত-পাবন। না শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে তাকে পবিত্র করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ
ভগবানুবাচ বলা এটা তো ভুল হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণের মুখের দ্বারা কি রচনা হয়েছিল? দেবতারা? না । প্রথমে তো ব্রাহ্মণ
প্রয়োজন। তার জন্য ব্রহ্মাকেও প্রয়োজন। তা না হলে ব্রহ্মার অক্যুপেশন (কর্তব্য) কি? শ্রীকৃষ্ণের নাম ব্যবহার করলে

ব্রহ্মার বায়োগ্রাফি (জীবন বৃত্তান্ত) হারিয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সত্যযুগ স্থাপন করিয়ে ব্রহ্মার অক্যুপেশনকে লুপ্ত করে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা জানো যারা এখানে আসো, বাকি যারা জানে না তারা মনে করবে এটা একটা সংসঙ্গ যেখানে গীতা শোনানো হয়। কিন্তু এখানে কে গীতা শোনান - এটা তোমরা বাচ্চারা জানো। জ্ঞানের সাগর মোস্ট বিলভেড (অতি প্রিয়) মাতা-পিতা শোনান। তিনি কত মিষ্টি, কত প্রিয়। তোমরা কোনো মানুষকে মিষ্টি বলতে পারবে না কেননা সবাই কটু বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছে। বাবা তাদের পবিত্র করে তুলছেন। সুতরাং উচ্চ থেকে উচ্চতর হলেন ভগবান। এরপর যত মানুষ এসে চলে গেছে, তারা সবাই এখন পতিত। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা এসে পবিত্র করে না তুলবেন ততক্ষণ সবাই পতিত দুঃখী হয়ে থাকে। যেমন মানুষ বলে - কলিযুগ এখনও হাজার বছরের, এটা তো ইম্পসিবল (অসম্ভব)। মহাভারী লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে, যার মাধ্যমে মুক্তি-জীবনমুক্তির গেট খুলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ-ই মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারবে না। সবাই এখানে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক গোলকধাঁধার মতো। সবাই ঠোঁকর খেতে থাকে। দরজা খুঁজে পায় না। চায় যে মুক্তি-জীবনমুক্তির গেটে যেতে। কেউ মারা গেলে বলা হয় যে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু এটা তো নরক। স্বর্গে তখনই যেতে পারবে, যখন বাবা এসে রাজযোগ শেখাবেন, তবেই রাজস্ব প্রজার পদ পেতে পারে। এটা হচ্ছে উপার্জন।

বলাও হয় না - এ এমন কি উপার্জন করেছে যে এতো বিত্তবান হয়েছে ! সুতরাং সত্যযুগের দেবতারা কবে কি এমন উপার্জন করেছে যে এরা এমন হতে পেরেছে। নিশ্চয়ই কলিযুগের শেষে এমন উপার্জন করেছে তবেই সত্যযুগে দেবতা হতে পেরেছে। তোমরা এখন জানো আমরাও এমন উপার্জন করছি, যাতে স্বর্গের মালিক হতে পারব। এর রেজাল্ট অবশ্যই তোমরা স্বর্গে ভোগ করবে। এখন তোমরা কলিযুগ আর সত্যযুগের সঙ্গমে আছ। একে আলাদা যুগ করে দিয়েছে। সম্পূর্ণ রূপে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি সম্পর্কে বাবা বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন - বাচ্চারা, এখন আমি যে কর্ম তোমাদের শেখাই সেটাই করো। একে কলিযুগ বলে না, সঙ্গম যুগ সম্পর্কে কারো জানা নেই। যখন সত্যযুগ থেকে ত্রেতা আসে তখনও কেউ জানতে পারে না যে সত্যযুগ-ত্রেতার সঙ্গম যুগ পেরিয়ে যাচ্ছে। এটা পরে গিয়ে গাওয়া হয় যে সত্যযুগে অমুক রাজত্ব করত, ত্রেতায় অমুক রাজত্ব করত। দ্বাপর যুগ শুরু হয় তখন থেকেই দেবী-দেবতার বাম মার্গে চলে যায়, এ'সবই এখন তোমরা জেনেছ। এই জ্ঞান আর কারো নেই। তোমরাই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী পড়ছো। তোমাদের কাছে এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য) আছে। দুনিয়াতে যত গীতা পাঠশালা আছে সেখানে বেদ-শাস্ত্র শোনানো হয়। কোনো এইম অবজেক্ট নেই। স্কুল-কলেজকে পাঠশালা বলা হয়। সেই পড়াশোনাতেও সোর্স অফ ইনকাম (উপার্জনের উত্স) আছে। তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো এই ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন করে পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে যাব। তারপর সেখান থেকে পার্ট প্লে করার জন্য সত্যযুগে যাব। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত তোমাদের কোন পার্ট প্লে করতে হবে সম্পূর্ণ জানা আছে। তোমরা হলে মেঘ, এখানে এসেছে ভরপুর হতে। ২১ জন্মের জন্য সোর্স অফ ইনকাম করতে। কত উঁচু এই পড়াশোনা সুতরাং শিক্ষা প্রদানকারীও উচ্চ থেকে উচ্চতর এক ভগবান। বাকি সবাই ভাই-বোন। ব্রহ্মা-সরস্বতী, শঙ্কর-পার্বতী, বিষ্ণু সবাই ওঁনার সন্তান। বাচ্চারা বাচ্চাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায় না। উত্তরাধিকার পাওয়া যায় বাবার কাছ থেকে। যে যেমন পুরুষার্থ করবে তেমনই উত্তরাধিকার পাবে। পুরুষার্থও কত সহজ। আচ্ছা, জ্ঞান যদি শোনাতে না পার তবে তিন পা রাখার মতো ছোট্ট ঘর নিয়ে গীতা পাঠশালা খোলো। বোর্ডে লেখো - এখানে এসে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার নাও। ছোট বোর্ড-ই লাগাও। সেখানে লেখো ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম সিদ্ধ অধিকার। এসে জিজ্ঞাসা করো। তোমরা যাঁকে মাতা-পিতা বলো নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গের রচয়িতা, সুতরাং তোমাদের অবশ্যই স্বর্গের বর্সা পাওয়া উচিত। তিনি বলেন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো আর সবকিছু ভুলে যাও। এদের (পরিবার) সাথে থেকে, সামনে থেকে দেখেও বুদ্ধিযোগ সেখানে যুক্ত করতে হবে। বাবার আদেশ পেয়ে তা মাথায় করে রাখা উচিত তাইনা। বাবা অর্ডিন্যান্স জারি করেন - বাচ্চারা, এখন বিষের ধান্দা বন্ধ করো। তিনি আর কারো সাথে কথা বলেন না, বাচ্চাদেরই বোঝান। বাইরের কেউ তো এখানে সভাতে বসতে পারে না। যতক্ষণ ৭ দিন এসে না বুঝবে। কাহিনী আছে না ইন্দ্রপ্রস্থে পোখরাজ পরী এক পতিত মানবকে নিয়ে এসেছিল এবং কিভাবে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। ৭ দিন ভাঙিতে বসে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এখানে কেউ বসতে পারে না এটা নিয়ম বিরুদ্ধ। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দেখা করতে আসেন, কথা শোনার পর যদি সকালের ক্লাস দেখতে চান, তাহলে সিনিয়রদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে শ্রীমৎ অনুসারে বলতে হবে। যখন দেখবে যে তিনি ভালো, এবং কোনো ভুল জিনিস গ্রহণ করবেন না তখন তাকে প্রথমে সামান্য কিছু ব্যাখ্যা করতে পারো তারপর তাকে আসার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

তোমরা সবাইকে বোঝাও যে ইনি আমাদের মাতা-পিতা যাঁর কাছে স্বর্গের সুখ পাওয়া যায়। এই বাবা, টিচার এবং সদ্ধরু তিনজনই এক বাবা। তোমরা ঠিক যেন ৩ টি ইঞ্জিন পেয়েছো। এই সময় তিনজনই একত্রে মিলিত হন। ওখানে (লৌকিক) তো আলাদা-আলাদা হয়। প্রথমে বাবা, তারপর টিচার আর বৃদ্ধ অবস্থায় গুরু করে থাকে। তোমরা এখন কার লালন

পালনে আছো? শিববার, কেননা তোমাদের কাছে যা কিছু আছে সবকিছুই শিববাবাকে অর্পণ করেছ। তোমাদের প্রতিপালন যেন শিববার ভান্ডার থেকে হচ্ছে। তোমরা নিজেদের সবকিছু শিববাবাকে দান করেছো। এখন ঔঁনার দ্বারাই তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছে। কত পবিত্র অল্প পাচ্ছে। অন্য কোথাও এমনটা কখনোই হয় না যে কেউ দান করলে সেটার দ্বারাই তার প্রতিপালন হয়। সেখানে যাকে দান করা হয় সেই খায়। এখানে তোমরা শিববাবাকে দাও সুতরাং কত পবিত্র হয়ে যাও ! এর দ্বারাই তোমাদের প্রতিপালন হয়। বাবা বলেন ঘরে থেকেও এমনটাই মনে করো যে সবকিছু বাবার। যদি এমন মনে করে থাও তবে অবশ্যই তোমরা শিববার ভান্ডার থেকেই খাচ্ছে। এর মধ্যে কোনো মমত্ব (মায়া) নেই। এটা বাবার মনে করো। এটা বাবার দেওয়া। বাবাকে অর্পণ করা। তাঁর আদেশে খাচ্ছে। যদিও নিজের বাড়িতেই রয়েছে কিন্তু শিববার ভান্ডার থেকে খাচ্ছে। তোমরা বলো না যে, তোমার সাথে খাবো... তোমার সাথে বেড়াবো। বাবা-বাবা করলে তাঁর সাথে তোমাদের যোগ, যুক্ত থাকবে। এভারহেল্ডী হয়ে যাবে। এটা হলো হেল্ডী হওয়ার স্যানিটরিয়াম (স্বাস্থ্যকর স্থান)। জাগতিক স্যানিটরিয়ামে খোড়াই সারা জীবন কেউ থাকে। অল্প সময়ের জন্য থেকে চলে যায়। এখানে তোমরা বসে আছো ২১ জন্মের জন্য এভারহেল্ডী হওয়ার জন্য। তোমরা কেন এখানে আসো? অর্ধেক কল্পের জন্য এভারহেল্ডী, এভারওয়েল্ডী, এভার হ্যাপি হওয়ার জন্য। এই ভাবনা থেকেই আসো তাইনা। এখানে হাওয়া খাওয়ার জন্য বা তীর্থ করতে আসো না। এখানে আসো শিববার কাছে। বাবাও আসেন পরের দেশে, পরের শরীরে। গীতা যা গাওয়া হয়েছে, কিছুটা তো ঠিক। বাচ্চারা আহ্বান করে - বাবাকে আসার জন্য। নিশ্চয়ই তাঁকে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার জন্য আসতে হয়। পতিত তো আর পরমধামে ঔঁনার কাছে যাবে না, পবিত্র হওয়ার জন্য। যেতে পারে না। প্রত্যেক ভক্তের আত্মা ডেকে ওঠে বাবা এসো। বাবা বলেন আমি আসি সবার গতি সঙ্গতি করার জন্য। সবাইকে দয়া করা, সর্বোদয়া তো একজনই বাবা। কি দয়া করেন? তিনি শ্রীমত দেন। শ্রীমত তো অতি প্রসিদ্ধ। যেটা মনে চললে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হতে পারবে। তারপর যে যত তাঁর ডাইরেকশন (নির্দেশ) অনুযায়ী চলবে। তিনি কোনো কষ্ট দেন না - হঠযোগ করা অথবা তীর্থে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার। আমেরিকা হোক, ফিলিপাইন হোক..... যেখানেই হোক গৃহস্থ পরিবারে থাকা উচিত। কিন্তু কমল পুষ্পের মতো থাকতে হবে। জনকের দৃষ্টান্ত আছে। তোমাদের হলো রাজযোগ। ওরা তো বলবে স্বর্গের সুখ কাকের বিষ্ঠার সমান। কিন্তু ভারতের প্রাচীন এই রাজযোগ সুপ্রসিদ্ধ। একে কেউ জানে না। প্রাচীন যোগ তো প্রাচীন বাবাই শেখাবেন। গীতা বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তি মার্গের সামগ্রী। বৃক্ষকে সম্পূর্ণ হতেই হবে, তারপর এই বৃক্ষকে সবুজ হতে হবে। সুতরাং তোমরা এসেছো মাতা-পিতার কাছে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। বার-বার আসবে কেননা সম্মুখে বেশি আনন্দ অনুভব হয়। সবসময়ের জন্য তো এখানে বসে থাকতে পারবে না। এটা নিয়ম বিরুদ্ধ। নিজেদের ঘর পরিবারকে দেখাশোনা করাও জরুরী।

এই পাঠশালা অনেক বৃদ্ধি পাবে। যদি কোনো বিদ্বান সৃষ্টি না হয় তবে অনেক বৃদ্ধি পাবে। সেইজন্য বিদ্বানও আসে। পাঁচ হাজার জন একসাথে বসে কিভাবে এখানে পড়াশোনা করবে। সেইজন্যই লিমিট (সীমা) বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যাতে বাবা সম্মুখে তাদের দেখতেও পারেন। বাবা তো আত্মাদের দেখেন। শরীর তো দেখেন না। বাবা যাদের শক্তিশালী দৃষ্টি দিয়ে দেখেন তারা তখন নিজেদের দেহকেও ভুলে যায়। তিনি হলেন চুস্ক, সুতরাং সবাই যেন আন-কনশাস (অচেতন) হয়ে যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) উঁচু লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য বাবা-টিচার-গুরু রূপে আমরা তিনটি ইঞ্জিন পেয়েছি - সবসময় এই স্মৃতি রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

২) বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে ঔঁনার লালন পালনে পালিত হতে হবে। খুব মিষ্টি এবং পবিত্র হতে হবে। অপবিত্রতার সমস্ত তিজতা দূর করতে হবে।

বরদান:- অনুভবের সম্পন্নতার দ্বারা সবসময় উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকা মাস্টার অলমাইটি অথরিটি ভব অনুভব সবচাইতে বড় অথরিটি, প্রতিটি গুণ, প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি জ্ঞানের পয়েন্টের অনুভবে সম্পন্ন হলে চেহারার মধ্যে সবসময় উৎসাহ-উদ্দীপনার চমক দেখা দেবে। এখন শোনা এবং শোনানোর সাথে-সাথে অনুভবী মূর্তি হয়ে ওঠার বিশেষ পার্ট প্লে করো। অনুভবের অথরিটি যারা তারা নিজেকে (স্বয়ং) সবসময়

ভরপুর আত্মা অনুভব করবে। যেমন বীজ ভরপুর হয় তেমনি জ্ঞান, গুণ, শক্তি সবার মধ্যে ভরপুর হওয়ার কারণে মাস্টার অলমাইটি অথরিটি হয়ে যায়।

স্লোগান:- অমৃতবেলা হলো বিশেষ প্রভু পালনার সময়, এর মহস্বকে জেনে সম্পূর্ণ লাভ নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - হৃদয় থেকে 'বাবা-বাবা' বলতে থাকো তাহলে অপার খুশীতে থাকবে, এ মুখ থেকে বলার কথা নয়, অন্দর থেকে মন্বন চলতে থাকলে সমস্ত কলহ-ক্লেশ দূর হয়ে যাবে"

- *প্রশ্নঃ - কোনো কোনো বাচ্চা বলে - বাবা, আমার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায়, দুশ্চিন্তাও হতে থাকে, তখন বাবা তাকে কোন্ শিক্ষা দিয়ে খুশীতে থাকার উপায় বলে দেন ?
- *উত্তরঃ - বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এই শব্দই ভুল বলো । 'মন দ্বিধাগ্রস্ত থাকে' - এই কথা বলাই ভুল। বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ ছিল হয়ে যায়, তাই তো বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যায় । তোমরা উদাস হয়ে যাও, তাই বাবা উপায় বলে দেন - নিজের চার্ট রাখো, মনে মনে 'বাবা- বাবা' স্মরণ করতে থাকো । প্রতি পদে শ্রীমৎ গ্রহণ করো তাহলে সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যাবে ।
- *গীতঃ- হে বনের অধিষ্ঠাতা, তুমিই আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন....

ওম্ শান্তি । নিরাকার ভগবান উবাচঃ নিরাকার বাচ্চাদের প্রতি । নিরাকার ভগবান উবাচঃ কিসের দ্বারা? এই লোন নেওয়া তনের দ্বারা । তোমাদের বোঝানো হয়েছে - নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার কোনো শারীরিক নাম নেই। বাকি যে মনুষ্যকুল রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের শারীরিক নাম আছে । সেই নাম ধরে তাদের ডাকা হয় । এখানে নিরাকার বাবা নিরাকার বাচ্চাদের বলেন যে, তোমরা এই শরীরকে ভুলে যাও। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এই শরীর ত্যাগ করে আমার কাছে আসতে হবে । এখন তোমরা আর এই মৃত্যুলোকে জন্মগ্রহণ করবে না । ওই লৌকিক মা-বাবারা তোমাদের শারীরিক সম্বন্ধে নিয়ে আসে - এ তোমাদের অমুক, আর পারলৌকিক বাবা বলেন - আমি হলাম নিরাকার, যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । তোমরাও হলে নিরাকার আত্মা । তোমরা এই শরীরের আধার নিয়েছো । তোমাদের নিজের শরীর আছে । আমি এই শরীর লোন নিয়েছি । আমি তোমাদের বাবা, তোমরা এখন আমাকে স্মরণ করো । আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের নিরাকার বাবা । তোমরা 'বাবা-বাবা' শব্দ বলো । কখনো - কখনো কোনো-কোনো বাচ্চা বলে - আমার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়, মনে কোনো খুশী নেই। আরে, তোমরা 'মন' শব্দ কেন বলো? বলো - বাবা, আমরা কেন তোমাকে ভুলে যাই ? বাবা, যিনি আমাদের স্বর্গের উপযুক্ত বানান, তাঁকে আমরা কেন ভুলে যাই ? তোমরা এই দেহ বোধ ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হও। বাবা বলেন - তোমাদের এখন ফিরে আসতে হবে, তাই আমাকে স্মরণ করো । নিরাকার বাবা নিরাকার আত্মাদের বলেন -- তোমরা 'বাবা-বাবা' করতে থাকো । ইনি হলেন বাবা, আর মাতা হলেন গুপ্ত। ফাদারের সঙ্গে মাতা তো অবশ্যই চাই, তাই না । দুনিয়াতে কেউই জানে না যে - বাবা এনার দ্বারা মুখ বংশাবলী তৈরী করেন, তাই তো তাঁকে ফাদার বলা হয় । তাহলে মাতা কোথায় ? জগদম্বাকে বলা হবে না । জগদম্বা তো দেখাশোনা করার কারণে নিমিত্ত হয়েছেন, কেননা ইনি মেল হওয়ার কারণে দেখভাল করতে পারবেন না, তাই জগদম্বা আছেন। তাঁরও মা ইনি । ব্রহ্মা হলেন বড় মা । এই সব হলো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী । ওরা বলে মাতা-পিতা । তাই এই কথা বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন। এ কোনো সাধুসন্তের কাজ নয় ।

বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন। মায়া রাবণ নরক বানাতে লেগে যায় । বাবা সুখ প্রদান করেন আর মায়া তোমাদের দুঃখ দেয় । এ হলো সুখ - দুঃখের খেলা, আর তাও ভারতের জন্য । ভারত হীরের তুল্য ছিলো । এখন কড়ির তুল্য হয়ে গেছে । ভারতে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিলো, যার চিত্রও আছে । এখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো কিন্তু তা কবে স্থাপন হয়েছিলো - এ কেউই জানে না । মানুষ কল্পের আয়ু লাখ বর্ষ বলে দেয় । বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয় - পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । এরপর লক্ষ্মী - নারায়ণ দ্য ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড চলতে থাকে । ৮ পুরুষ বা বংশ চলতে থাকে । এরপর চন্দ্রবংশীতে ১২ বংশ চলতে থাকে । ডায়নাস্টি তো চলে, তাই না । মুঘলদের ডাইনেস্টি (সাম্রাজ্য), শিখদের ডাইনেস্টি। বাচ্চাদের বোঝানো হয় - পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে একই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি গভর্নমেন্ট ছিলো । তা বাবাই তৈরী করেন। ভারতবাসী চায়ও এমনই। এখন তো সেই রাজত্বও নেই, না কিং - কুইন আছে । এখন হলো প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব, এ ক্ষণভঙ্গুর, এখানে কোনো সুখই নেই। সময় যত যত অতিবাহিত হতে থাকবে, দুঃখ ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে, একে মৃগতৃষ্ণা সমান সুখ বলা হয় । শাস্ত্রে দ্রৌপদী আর দুর্যোধনের এক উদাহরণও আছে । বাস্তবে এমনও নয় । এই সব কথা বসে বানানো হয়েছে । এ হলো মরুভূমির জলের (মরীচিকা) মতো রাজ্য। ভারতবাসীরা রাজ্য ফিরে পেয়ে আরো দুঃখী হয়ে গেছে । ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সময় এতো দুঃখী

ছিলো না । তখন জিনিস খুব সস্তা ছিলো । এখন তো সব জিনিস কতো দামী হয়ে গেছে । আকাল, মুশলধারে বর্ষণ, ভূমিকম্প ইত্যাদি, এইসব সামনে আসবে । মানুষ জলের জন্য হাহাকার করবে । তোমরা বাচ্চারা এখন নিজের তন-মন-ধন ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবায় স্বাহা করো । বাবা তখন ওয়ার্ড অলমাইটি অথরিটি, ওয়ান গভর্নমেন্ট, ওয়ান রাজ্য স্থাপন করেন। হাহাকারের পরে আবার জয়জয়াকার হয়ে যাবে । বিনাশের যে সাক্ষাৎকার করেছে, তা প্র্যাক্টিকালি এই চোখে দেখতে হবে । বাবা তাই বসে বোঝান -- তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো । তোমরা বাবার বাচ্চা, তাই 'বাবা-বাবা' করতে থাকো । মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়, মনে কোনো খুশী নেই, এই 'মন' অক্ষর দূর করো । বাবাকে স্মরণ না করলে খুশী কিভাবে হবে ? নিজেকে না জানার কারণে মানুষ দুঃখী হয় । তোমরা 'মন' অক্ষর কেন বলো ? আরে, তোমাদের বাবার কথা স্মরণে আসে না ! বাবাকে তোমরা ভুলে যাও কি ! লৌকিক বাবার জন্য কখনো বলো কি -- আমার স্মরণে আসে না ? ছোটো বাচ্চাদেরও বোঝানো হয় - এ হলো মা - বাবা । অসীম জগতের এই পিতা বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবো । তোমাদের কেবল বাবার হতে হবে । বাবা বলেন - তোমরা আমার মতে চলতে থাকো । বাবাকে তো পোতামেলও (চিঠি চাট) জানাতে হবে, তাই না । বাবা তো নিজের বাচ্চার খবর জানেন - এ কতো উপার্জন করে ? তাই বাবাকে যখন জানাবে তখন তো জানতে পারবেন। বাবা তো চট করে বলেন - আমি তোমাদের বৈকুণ্ঠের মালিক বানাই।

বাবা বলেন - আমি তো দাতা, তোমাদের দান করতে এসেছি । তোমরাও তোমাদের সবকিছু সফল করবে, তাই ভবিষ্যতের জন্য এখন বানাতে হবে । যে যত সফল করবে, সে তত বড় বৈকুণ্ঠের বাদশাহী লাভ করবে । এ হলো লেনদেনের হিসেব। এখানে এক্সচেঞ্জ হয় । পুরানোর পরিবর্তে সব নতুন দান করেন। ইনি তো ফার্স্টক্লাস গ্রাহক। এক হাতে দাও আর অন্য হাতে নাও । একটা কথা প্রচলিত আছে না -- ভোরের সাঁই বাবা তো তোমাদের একেবারে এই বিশ্বের মালিক বানাতে আসেন। বাবা বলেন - এইসব ধন আর জিনিসপত্র ইত্যাদি সবই ধুলায় মিশে যাবে । এই সবকিছু ত্যাগ করো । দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে যাও, নিজেকে ট্রাস্টি মনে করো । এ সবই হলো ঈশ্বরের দেওয়া । এ সবই তাঁর। বাকি শরীর নির্বাহের কারণে কাজ তো করতেই হবে । বাবা জানতে পারলে রায় দিতে থাকবেন। জিজ্ঞেস করে -- বাবা, মোটর কিনবো? আচ্ছা, অর্থ থাকলে মোটর কেনো। বাড়ি তৈরী করবো ? আচ্ছা, করো । তিনি মতামত দিতেই থাকবেন। অর্থ থাকলে বড় বাড়ি বানাও, এরোপ্লেনে ঘোরো, সুখ ভোগ করো । বাচ্চাদেরই তো তিনি মত দেবেন, তাই না । কন্যার বিবাহের জন্য জিজ্ঞাসা করে । যদি জ্ঞানে চলতে না পারে তাহলে বিয়ে দিয়ে দাও। ব্রহ্মা বাবা সদাই রাইট ডায়রেকশান দেবেন। যদি মতামত দেন তাহলে শিব বাবা রেস্পন্সিবল। তিনি তো আবার ধর্মরাজ, তাই না । এ কোনো সাধারণ সংসঙ্গ নয় । এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি । বাবা মত দেন - বাচ্চারা, তোমরা স্বর্গের মালিক হও, শ্রীমতে চলো, দেহী অভিমানী হও। ওখানকার নামও কতো সুন্দর হয় । বসরমল ইত্যাদি নাম ওখানে থাকে না । ওখানে রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদি নাম হয় । 'শ্রী' টাইটেলও থাকে, কেননা শ্রেষ্ঠ তো, তাই না ! এখানে তো কুকুর - বিড়াল সবাইকেই শ্রী - শ্রী টাইটেল দিতে থাকে । বাবা তাই বোঝান - এই দুনিয়া হলো পুরানো ছিঃ - ছিঃ । এই সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমরা এখন আমার শ্রীমতে চলো । শ্রীমদ্ভাগবত গীতা হলো মুখ্য। বাকি বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি তো অনেকই আছে ।

বাবা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋগ্বেদ এই তিন ধর্মের স্থাপন করেন। এরপর ইব্রাহিম তার নিজের ধর্ম স্থাপন করে । তার শাস্ত্র হলো আরেক। আচ্ছা, বেদ কোন্ ধর্মের শাস্ত্র ? মানুষ কিছুই জানে না । বেদ কোনো সল্যাস ধর্মের শাস্ত্র নয় । বেদ যদি শাস্ত্র হয় তাহলে মানুষ তবে তো বেদই পড়বে । তাহলে গীতা কেন পাঠ করে? খ্রীস্টানরা খুব চালাক। অন্য ধর্মের শাস্ত্র তারা পড়ে না । ভারতবাসী তো সবাইকেই গুরু বলতে থাকে । বাবা বুঝিয়েছিলেন - যখন চার বা পাঁচজন একত্রিত হয়ে আসবে তখন তাদের আলাদা করে বোঝানো উচিত। প্রথমে যেমন তোমরা আলাদা করে বসে বোঝাতে । এখনো যদি এমনভাবেই বোঝাও তাহলে তাদের নাড়ি বুঝতে পারবে । ফর্ম ভর্তি করতে হবে কেননা প্রত্যেকের অসুখ আলাদা । বৈদ্যরা এক - একজনকে আলাদা করে ডেকে নাড়ি দেখে তারপর ওষুধ দেন।

তোমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে, আমরা হলাম আত্মা । আত্মাই শোনে । আত্মাই পতিত হয় । আত্মাকে নির্লেপ বলা - এ তো ভুল হয়ে গেলো । আত্মা যেমন কর্ম করে, তেমনই ফল ভোগ করে । বলা হয় না যে - ইনি এমন কর্ম করেছেন! এখন বাবা আমাদের এমন ভালো কর্ম করতে শেখান যাতে আমরা ২১ জন্ম সুখী থাকবো । এ তো হলো কর্মের গতি, তাই না । সত্যযুগে তো কর্ম, অকর্ম হয়ে যায় । ওখানে কোনো বিকর্ম হয় না । ওখানে বিকর্ম করানোর জন্য মায়া থাকে না । রাজধানী যখন স্থাপন হচ্ছে তখন তোমরা তো অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । তোমাদের কর্মভীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে । জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা তোমাদের মাথার উপর আছে । গঙ্গাস্নান বা জপ -তপ ইত্যাদি করলে

বিকর্ম বিনাশ হয় না । বিকর্ম বিনাশ যোগ অগ্নির দ্বারাই হয় । অন্তিম সময়ে সকলেরই হিসেবনিকেশ নম্বরের ক্রমানুসারেই শোধ হবে । আর শোধ না হলে সাজা ভোগ করতে হবে । বাবার স্মরণেই তোমাদের শোধ করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করে না তাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ঝিমিয়ে যায় । বাবা বলেন - তোমরা যদি আমাকে স্মরণ না করো, তাহলে মায়া তোমাদের আঘাত করবে । যতটা সম্ভব তোমরা স্মরণ করো । কম করে আট ঘন্টা স্মরণে থাকলে তোমরা পাস করে যাবে । তুফান বা ঝড়ঝাপটা তখনই আসে, যখন তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো না । এমন গেয়েও থাকে - সিমর সিমর (স্মরণ করতে করতে) সুখ পাও । মনে মনে স্মরণ করতে হবে । চুপ থাকতে হবে । রাম - রাম বা শিব - শিব মুখে বলবে না । এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের কলহ-ক্লেশ দূর হয়ে যাবে । তোমরা নিরোগী হয়ে যাবে । এ হলো সহজ কথা । বাবাকে ভুলে গেলেই মায়ার খাপ্পড় লাগে । বাবা বলেন - তোমরা গৃহস্থ জীবনেই থাকো কিন্তু প্রতি পদে বাবার মত নিতে থাকো । কোথাও যেন পাপ কর্ম না হয়ে যায় । কন্যা জ্ঞানে না আসলে তাকে বিবাহ দিতেই হয় । বাচ্চা যদি পবিত্র থাকতে না পারে তাহলে নিজের উপার্জন তো করতেই পারে, সে বিবাহ করতে পারে । কেউ আবার বাবার সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়াও করে । সম্পূর্ণ খবর বাবাকে দেয় না । তারা হলো সৎ পুত্র । আর প্রকৃত পুত্ররা অবশ্যই জানাবে । বাবাকে খবর না দিলে বাবা কি করে জানবেন ?

এখানে তোমাদের চেহারা হাসিখুশি থাকলে ওখানেও তোমাদের চেহারা হাসিখুশি থাকবে । বিড়লা মন্দিরে লক্ষ্মী - নারায়ণের কতো সুন্দর এক নম্বর চিত্র আছে । কিন্তু মানুষ জানেই না যে, এঁরা কবে এসেছিলেন? এখন ভারতের সেই রাজ্য কোথায় গেল? তোমরা গিয়ে বোঝাতে পারো । প্রথমে ছিলো সতোপ্রধান অব্যভিচারী ভক্তি । তারপরে ব্যভিচারী রজঃ, তমোপ্রধান ভক্তি হয় । আগে তো পরমাত্মাকে অনন্ত বলা হতো । এখন বলে চারিদিকে ঈশ্বরই ঈশ্বর, একে তমঃ বুদ্ধি বলা হয় ।

তাই এমন কথা বলা উচিত নয় যে, আমার মন লাগে না । এ'কথা তোমরা কি বলো ! বাবাকে ভুলে গেলেই এই হাল হয় । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তাহলে খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী থাকবে । বাবাকে স্মরণ করলে অনেক বড় উপার্জন । সারা রাত বাবাকে স্মরণ করো । নিদ্রাজিৎ হও । তোমরা এমন গায়ন করে এসেছো -- আমরা বলিহারি যাবো..... । বাবা এখন বলেন - আমি এসেছি, তাই মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ তো করো । আমি আত্মার বাবা উনি, তাই তাঁকে স্মরণ করতে হবে । এতে মমত্ব দূর হওয়া উচিত । নষ্টমোহ হয়ে এক এর সাথে বুদ্ধি যুক্ত করতে হবে তাহলে সুদূত হয়ে যাবে । আমাকে এখন নতুন ঘরে যেতে হবে । পুরানো ঘরের প্রতি কি আর মমত্ব রাখবো । নতুন গৃহ বানানো হলে তখন পুরানো গৃহ থেকে মন চলে যায়, তাই না । বাবা বলেন - দেহ সহ যা কিছুই এখানে আছে সবই পুরানো । এখন বাবা আর তাঁর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো । এই পড়ার দ্বারা আমরা সত্যযুগে গিয়ে প্রিন্স - প্রিন্সেস তৈরী হবো । বাবা সেকেন্ডে প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করেন । এ হলো প্রিন্স - প্রিন্সেস হওয়ার কলেজ । প্রিন্স - প্রিন্সেসের কলেজ নয় । এখানেই তৈরী হতে হবে । প্রিন্সের পরে রাজা তো অবশ্যই হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা- পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবায় নিজের তন - মন - ধন স্বাহা করতে হবে । বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে ।

২) এখানে হর্ষিতমুখ থাকতে হবে । কোনো কথাতেই দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, বাবার স্মরণে সব কলহ-ক্লেশ দূর করতে হবে ।

বরদানঃ:- অথরিটির আসনে স্থিত থেকে সহজযোগী জীবনের অনুভবকারী মহান আত্মা ভব যেমন সহজেই তোমরা স্পিকারের সীট নিয়ে নাও, তেমনই এখন সর্ব অনুভবের অথরিটির আসন গ্রহণ করো । অথরিটির আসনে সদা স্থিত থাকলে সহজযোগী, সদা যোগী, সততঃ যোগী হয়ে যাবে । এমন অথরিটি সম্পন্নদের সামনে মায়া নত হবে নাকি নত করাবে ? যেমন জাগতিক অথরিটি সম্পন্ন বিশেষ ব্যক্তির সামনে সকলেই নত হয় । অথরিটির মহানতা সবাইকে নত করায় । তেমনই তোমরা মহান আত্মারা অনুভবের অথরিটিতে থাকো, তাহলে সবাই নিজে থেকেই তোমাদের সামনে নত হবে ।

স্নোগানঃ:- সদা খুশীতে থাকা, খুশীর সম্পদ ভাগ করে দেওয়া আর সকলের মধ্যে খুশীর ঢেউ ছড়িয়ে দেওয়া, এটাই

হলো শ্রেষ্ঠ সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সকলের প্রাণের আধার এসেছেন, তোমাদেরকে যমপুরীর দুঃখের পীড়া থেকে মুক্ত করতে, তিনি তোমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, তিনি সর্বব্যাপী নন"

*প্রশ্ন:- এই রাজযোগের মধ্যে কোন্ যোগ সর্বদাই কন্সাইন্ড হয়ে রয়েছে?

*উত্তর:- এই রাজযোগের মধ্যে প্রজাযোগ সর্বদাই কন্সাইন্ড হয়ে রয়েছে, তার কারণ রাজা রানীর সাথে প্রজাও তো প্রয়োজন। যদি সকলেই রাজা হয়ে যায় তাহলে রাজত্ব করবে কার উপরে? সকলেই বলে যে - আমরা মহারাজা মহারানী হবো, আমরা রাজযোগ শিখতে এসেছি। কিন্তু রাজা রানী হয়ে ওঠার জন্য অনেক সাহসিকতার প্রয়োজন। সম্পূর্ণ বল থাকা প্রয়োজন। নিজেকে বাবার প্রতি সম্পূর্ণ বলি চড়লে তবেই রাজত্বে যেতে পারবে।

*গীত:- হে প্রীতম এসে মিলিত হও...

ওম্ শান্তি। প্রীতমকে আহ্বান করে কে? প্রীতমকে বলা হয়ে থাকে সজনী অথবা ভক্তি। তারা এই আহ্বান করে সজনকে (প্রীতমকে), ভগবানকে অথবা বাবাকে। এখানে সর্বব্যাপীর জ্ঞান দাঁড়ায় না। প্রীতমকে আসার জন্য আহ্বান করা হয়। জীব-আত্মা নিজেদের পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করে - পরমপিতা পরমাত্মা এসো, করুণা করো। স্বর্গে কখনো এমন করে আহ্বান করার দরকার হয় না। যেহেতু এখন দুঃখদাম, তাই প্রীতমকে আহ্বান করা হয়। প্রীতম ভগবান তো একজনই আছেন। রচয়িতাও সেই একজনই। বিশ্ব বা সৃষ্টির চক্রও একটাই রয়েছে। বাচ্চারা জানে যে কলিযুগ থেকে পুনরায় সত্যযুগ হবে। সত্যযুগে পুনরায় একমাত্র আদি সনাতন দেবী দেবতাদের রাজত্ব হবে - এই জ্ঞান রয়েছে, তাই না। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো যে, প্রীতম কীভাবে এসেছেন। শিব তো নিরাকার, তোমরা সকলেই নিরাকারী আত্মা - এখানে এসেছো নিজের নিজের পাট প্লে করতে। তাহলে নিরাকার বাবা কীভাবে এসেছেন? রাজযোগ কে শিখিয়েছেন? শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগ স্থাপন করবেন না, তাই তাঁকে রচয়িতা বলা যায় না। সেই একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে সকল জীব আত্মাদের প্রীতম বলা হয়, তিনি রচয়িতাও বটে। তিনি বলেন - তোমরা শিব জয়ন্তী হিসাবে, আমার জন্ম পালন করে থাকো। আমার জন্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মতো হয় না। মাতৃগর্ভ থেকে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে জন্মগ্রহণ করে - বাচ্চাদেরকে তারও সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে। বাবা বলেন যে - আমার আরেক নাম হলো রুদ্র। গীতা গ্রন্থে লেখা রয়েছে যে - এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু অর্থাৎ শিবের রচিত যন্তু। তাহলে অবশ্যই নিরাকার শিবকে সাকারে আসতে হবে। বাবা এসে বোঝান যে - এই গীতার দুটি শব্দের দ্বারাই সর্বব্যাপীর জ্ঞান খন্ডিত হয়ে যায়। প্রীতমকে শ্রীকৃষ্ণ বলা যাবে না। বলাই হয়ে থাকে - হে গডফাদার, হে প্রাণের আধার - কারণ সকলের প্রাণের আধার তো একমাত্র তিনিই। তিনি সকলকে যমপুরীর দুঃখের পীড়া থেকে মুক্ত করেন, সুতরাং তাঁকে অতি অবশ্যই এখানে আসতে হয়। বাবা বলেন যে - আমি কল্প-কল্প ধরে প্রত্যেক কল্পের সঙ্গম যুগেই এখানে আসি। এখন সেই কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ চলছে। সত্যযুগের পর আবার দুই কলা কম হয়ে যায়। এই সঙ্গম যুগ হলো চড়তি কলার যুগ। এতে বুদ্ধির সাহায্যে চলতে হবে। নতুনদের জন্য খুব সহজ ভাবে বোঝানো হয় - তোমাদের বাবা হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা শিব - তাঁকে স্মরণ করো, ব্যস্। আর যে সকল গুরু, গোঁসাই ইত্যাদির মন্ত্র সকল রয়েছে, সে সবই হলো ভক্তি মার্গের কথা। ভক্তি অর্ধেক কল্প ধরে চলতে থাকে, তারপর জ্ঞানের উত্তরাধিকার অর্ধেক কল্প ধরে চলতে থাকে। সেখানে জ্ঞান থাকবে না। জ্ঞান দেওয়া হয়ে থাকে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। গুরুর কর্তব্য হলো শিষ্য বা ফলোয়ারদের (অনুসরণকারী) গতি সদগতি করা। কিন্তু ওরা তো সঠিকভাবে জানেই না যে, গতি-সদগতি কাকে বলে। গায়ন রয়েছে - সকলের সদগতি দাতা রাম। পতিতপাবন রাম, তিনি সকল সীতাদের রাম। বাচ্চারা জানে যে সত্য যুগে শুধু একটিমাত্র ধর্মই থাকে। সেখানে সূর্যবংশীদের রাজত্ব থাকে। অতঃপর ত্রেতাযুগে রাম রাজত্বে দুই কলা কম হয়ে যায়। সেখানে রাবণ ইত্যাদি থাকে না, কোনো রকমের কোনো উপদ্রব হয় না। সমগ্র দুনিয়াটাই এখন লক্ষা, রাবণের রাজত্ব। এখন সমস্ত মানুষ বানরেরও অধম হয়ে গেছে, কারণ সকলের মধ্যেই ৫ বিকার প্রবেশ করেছে। মানুষের মধ্যে ক্রোধের কি ভীষণ প্রকাশ। একে অপরকে কিভাবে মারতে থাকে, মরার এবং মারার প্রস্তুতি নিতে থাকে। তোমরা সকলেই বিকারগ্রস্ত ছিলে। এখন বাবা এসে রাবণের উপরে জয়লাভ করায়। শান্ত্রে অনেক রকম কথা লেখা রয়েছে। এমনভাবে হনুমানের ল্যাঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো আর সমগ্র লক্ষা স্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল - তা কি হয়! বাস্তবে সমগ্র দুনিয়াটাই এখন লক্ষায় পরিণত হয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা হলে ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, তোমরাও আগে পতিত ছিলে। এখন তোমরা মায়ারূপী রাবণের উপরে জয়লাভ

করো। বাবা এসে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিয়েছেন, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি তো বাবা, তাই না। মানুষ না জানি কত রকমের কথা শুনিye, মাথা খারাপ করে দেয়। বাবা বলেন, তবুও এসব হওয়ারই ছিল। প্রথম প্রথম সর্বব্যাপির জ্ঞান ছিল না, লোকে বলতো পরমাত্মা তো অনন্ত। তাঁকে অনন্ত বলে অতঃপর তাঁকে সর্বব্যাপী বলা - অত্যন্ত ভুল কাজ। ওরা বলে - শিবোহম্ তত্বম্। কখনো বলে শিবোহম্, কখনো আবার ব্রহ্মোহম্ও বলে দেয়। এও তো রং হয়ে যায়। ব্রহ্ম তো থাকার জায়গা। শিব বাবা ব্রহ্মতত্ত্বে থাকেন তাই সেই স্থানের নাম ব্রহ্মাণ্ড। সকল আত্মাই সেই স্থানের অধিবাসী। ওরা বলে, শিব হলেন নাম রূপের অতীত। এই সকল কথাই ওদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে। তাও যখন এক সপ্তাহ ধরে রেগুলার (নিয়মিত) ক্লাস করে এ'সব কথা শুনবে, তবেই জ্ঞানের রঙে তাদের আঁচল রঙিন হয়ে যাবে। বোঝাতে হবে যে - শিববাবা তোমাদের অসীম জগতের পিতা, যাঁর থেকে ভারত জীবন মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে আর বাদবাকি সবাই তাঁর থেকে মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এত দীর্ঘ সময় ধরে, তোমরা নিজেদের পাট প্লে করেছে, এখন আবার ফিরে যেতে হবে।

বাবা এসে তোমাদের জন্য রাজধানী স্থাপন করেন। অবশ্যই তিনি সঙ্গমযুগেই স্থাপন করবেন, তবেই তো সত্যযুগে তোমরা সেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। বাবা, তোমাদেরকে কত উত্তম কর্ম করা শিখিয়ে দেন। সত্যযুগে তা শেখানো হয় না। সেখানে তো হলোই লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব। এখন এটা হল কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ। এখন ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা বলেন - দেহবোধ ত্যাগ করে, নিজেকে আত্মা হিসেবে দৃঢ় নিশ্চয় করে, এক বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা ধাক্কা খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে গেছো। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরাই ত্রিকালদশী হও। তাদেরকে ত্রিকালদশী করে তোলেন বাবা।

স্বদর্শন চক্র তোমরাই ঘোরাতে থাকো। বিষ্ণু ত্রিকালদশী নন। তারা বিষ্ণুকে এই অলংকার দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তোমরা ব্রাহ্মণেরাই ত্রিকালদশী হয়ে ওঠো। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সম্বন্ধেও বোঝানো হয়েছে - কেশশিখা অর্থাৎ শীর্ষে হলো ব্রাহ্মণ বর্ণ। ভারতবাসী যখন চিত্র বানায়, তাতে শিখা বা টিকি দেখানো হয় না। তাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বর্ণ লুপ্ত করে দিয়েছে। যেহেতু প্রজাপিতা হলেন ব্রহ্মা তাই সর্বপ্রথমে ব্রাহ্মণদের শিখা দেখানো উচিত। এখন তোমরা হলে মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ।

গীতের শব্দেও তোমরা শুনলে - প্রীতম এসে মিলিত হও... এখানে সর্বব্যাপির কোনো কথাই নেই। এখন তোমরা সকল প্রীতমারা প্রীতমের সামনে বসে রয়েছে। প্রীতম নিজে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। প্রীতম কত ভালো! তারা বলে থাকে - শ্রীকৃষ্ণ হরণ করেছিল পাটরানী বানানোর জন্য। কিন্তু তারা এ কথা বোঝে না যে এখানে পাটরানী আসলে কি। এখন তোমরা সে কথা জানো আর স্বর্গের মহারাজা মহারানী হয়ে ওঠার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করো। এ হলো রাজযোগ, এর সাথে প্রজাযোগ কস্মাইন্ড হয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র রাজা রানী হলে তো চলবে না। সকলেই বলে যে, তারা মহারাজা মহারানী হবে। সকলেই বলে যে তারা এসেছে রাজযোগ শিখতে। কিন্তু সকলেই মহারাজা মহারানী হতে পারে না। তার জন্য সাহসিকতার প্রয়োজন। সম্পূর্ণ বল থাকা দরকার। ভক্তি মার্গে যখন নবধা ভক্তি করে, তবেই সাক্ষাৎকার লাভ করা সম্ভব হয়। শিবের উপরে বলি চড়ে। বাস্তবে বলি চড়াও হলো এখনকার কথা। এ কথা বোঝানো হয় যে গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, বেদ ইত্যাদি গ্রন্থ সত্যযুগ ত্রেতাযুগে থাকে না। এমনও নয় যে পরম্পরা অনুযায়ী এ সকল চলে আসছে। এসবই তো দ্বাপরযুগ থেকে চলে আসছে। পুনরায় দ্বাপর যুগেই এদের আবার সৃষ্টি হবে। মুসলমানরা এসে রাজত্ব দখল করেছিল, মুহম্মদ গজনী এসে লুণ্ঠন করেছিল - এইসব কথা এখন তোমরা জেনেছো। তোমরা নিজেরাই পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে, নিজেদের মন্দির তৈরি করেছিলে। তাহলে কতখানি সম্পদের মালিক ছিলে তোমরা! পাঁচ হাজার বছরের কথা। তাও আবার সূচনার দিকে। তারপর ভক্তি মার্গেও তোমাদের কতো ধন থাকে! যারা হীরে জওহরতের মন্দির বানিয়েছিল, তাদের নিজেদের থাকার মহল না জানি কেমন ছিল। কত উঁচু নাম ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ না জানি কত সুন্দর ভাবে শৃঙ্গারিত হয়ে থাকতেন!। এখন তো বেচারাদের কাছে পয়সাই নেই। পূর্বে লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য হীরে দিয়ে সবকিছু বানানো হতো। পরবর্তীকালে সবকিছুই লুটেপুটে নিয়ে গেছে। ওখানে তো সোনার ইঁট থাকবে, যা দিয়ে তোমরা নিজেদের মহল তৈরি করবে। সেখানে সকলেই শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এখন তো বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে গেছে, সেইজন্যই তো সকলে কাণ্ডাল হয়ে গেছে। শিববাবার প্রতি এবং দেবতাদের প্রতি কত কলঙ্ক আরোপ করা হয়েছে, সেই কারণেই বাবা বলেন - যদা যদাহি...। যখন এনার মধ্যে প্রবেশ করবো, তবেই তো ব্রাহ্মণদের রচনা করতে পারবো। বাবা, ভারতে এসে ব্রহ্মার মুখের দ্বারা, ব্রাহ্মণদেরকে রচনা করেন। বাবা বলেন - আমি বিদেশে যাব নাকি! যে নম্বর ওয়ান পবিত্র পূজনীয় ছিল, সেই এখন পূজারী হয়েছে, তারই পতিত শরীরে আমি আছি। ওরা বলে, ত্রিমূর্তির কথা - সেখান থেকে শিবকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার তো কোনো অর্থই হয় না। বাবা বলেন - কল্প-কল্প ধরে সঙ্গম যুগে, এই দেহে প্রবেশ করে, আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরকে রচনা করি। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীদের জন্য এ হলো সর্বোত্তম যুগ। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় কোলে স্থান পেয়েছো। স্বয়ং ঈশ্বরের থেকে অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। তোমরা জানো যে, তাঁকে স্মরণ করতে করতেই এক সময়ে তোমরা তাঁর কাছেই চলে যাবে। কথায় আছে না - অন্তিম কালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে.... যে যেমন স্মরণ করবে সে তেমনি জন্ম লাভ করবে। এখন হলো অন্তিম কালের সময়। বাবা তোমাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। এই সময়ে শুধুমাত্র এক আমাকে অর্থাৎ বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন - দেহী অভিমাত্রী হও, অশরীরী হও, নিজেকে আত্মা হিসেবে দৃঢ় নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এক স্থানে নেষ্ঠতে অর্থাৎ ধ্যানে বসে থাকতে হবে না। বাচ্চারা তো চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে বাবাকে স্মরণ করে, তাই না।

অসীম জগতের বাবা বলেন - আর সকলের থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিয়ে শুধু মামেকম্ স্মরণ করো। এতেই সম্পূর্ণ পরিশ্রম রয়েছে। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো, এখন এ হলো অন্তিম জন্ম। তোমরা যখন বাবার হয়ে গেছো, তবেই তো বাবা কত মিষ্টি মিষ্টি নাম তোমাদেরকে দিয়েছেন। বাবা সন্দেহীদের মাধ্যমে নাম পাঠিয়েছিলেন। ওখানে খুব সুন্দর সুন্দর নাম থাকে। সেই নামটাই রাখা হবে, যা কল্প পূর্বে রাখা হয়েছিল। সর্বব্যাপী কথার অর্থটাও তো সকলকে ভালো করে বোঝাতে হবে। সব ভক্তরাই যদি ভগবান হয়ে যায়, তাহলে তারা কি প্রাপ্তি লাভ করবে, কিছুই না। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় কোলে বসে রয়েছো। ঈশ্বরীয় কোলে থেকে তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠো। শূদ্র বর্ণ সমাপ্ত হয়েছে। এই বর্ণ ব্যবস্থা শুধুমাত্র ভারতবাসীদের জন্যই রয়েছে। তোমরা জানো যে, তোমরা শূদ্রবর্ণ থেকে ট্রান্সফার হয়ে, এখন ব্রাহ্মণ ধর্মে প্রবেশ করেছো। তারাই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হয়ে উঠবে, যারা কল্প পূর্বে হয়েছিল। বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। বাবা, কত ভালো ভালো কথা বাচ্চাদেরকে শোনাতে থাকেন। কিন্তু মায়ার তুফানের ধাক্কায়, অনেক ভালো ভালো বাচ্চাদেরও পতন হয়ে যায়। এ তো হলো যুদ্ধক্ষেত্রে না! তোমরা হলে সর্বশক্তিমানের সন্তান, মায়াও কিছু কম নয়। অর্ধেক কল্প হলো রাবণের রাজত্ব। এখন মায়াও তার শক্তি প্রয়োগ করে আছাড় মারবে - একেই মায়ার তুফান বলা হয়। হনুমানের উদাহরণ আছে না? তোমাদের ওপর মায়ার যত তুফানই আসুক না কেন, এতটুকুও নিজের স্থিতি থেকে বিচ্যুত যেও না। সর্বদা হর্ষিত হয়ে থাকতে হবে। তোমরা যত রুস্তম (পালোয়ান) হয়ে উঠবে, মায়া ততই প্রবল বেগে আঘাত করবে। মায়া পরখ করবে যে - যোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছ কিনা? কোনো কোনো বাচ্চারা বলে - বাবা, আমরা মুখে কালিমা লেপন করে দিয়েছি। মুখে কালি লেগে যাওয়া মানেই ব্যস্, বুদ্ধিতে তালা পড়ে যাবে। যেহেতু বাবার নামে কলঙ্ক লেপন করেছে, তাই তখন সেই বুদ্ধিতে আর জ্ঞান রঞ্জের ধারণা হয় না। লৌকিক পিতাও তো বিপথগামী সন্তানদেরকে বলেন - কুলের কলঙ্ক। বাবা বোঝাতে থাকেন যে - তোমরা কখনো কুলে কলঙ্ক লেপন করো না। বাবা, পরমধাম থেকে এসেছেন, তোমাদেরকে পড়াতে। ভগবানুবাচ - আমি, তোমাদেরকে রাজার রাজা বানাতে এসেছি। রাজত্ব অবশ্যই স্থাপন হবে। এই সময়ে তোমরা যতজন ব্রাহ্মণ হয়েছো, ঠিক ততজনই হয়েছিলে আর হতে থাকবে।

বাচ্চাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে যে, সেই পারলৌকিক পিতার কোনো পিতা নেই। তিনি তো সুপ্রীম নলেজফুল, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ চেতন্য, পতিত-পাবন, করুণাময়, নলেজফুল, ব্লিসফুল (আনন্দময়)। তাঁর ওপরে আর কেউই নেই যিনি তাঁকে ব্লিস প্রদান করতে পারেন। তিনি নিজেই বাবা, টিচার এবং সংগুরু। অসীম জগতের পিতার ঘরে তোমরা তাঁর সামনে বসে রয়েছো। এ হলো ঈশ্বরীয় কুটুম্ব। এই পরিবার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন ৮৪ জন্মের চক্র রয়েছে - আমরাই এত জন্ম ধরে দেবতা ছিলাম, আমরাই এত জন্ম ধরে ঋত্রিয় ছিলাম.... পুনরায় আমরাই আবার দেবতা হয়ে উঠবো। এই স্থানকে মায়া দুঃখধাম করে তোলে। এ সকল কথা কত সহজে বাবা বুঝিয়ে দেন। এর জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। এখনকার পুরুষার্থ, পরবর্তী কল্পকল্পের জন্য তোমাদের পুরুষার্থ হয়ে যাবে। তোমরা বলবে যে - কল্প কল্পান্তর ধরে, আমরা এমনই পুরুষার্থ করে এসেছিলাম। মাঝমা বাবাও পুরুষার্থ করেন। এরাই পরে পূজনীয় দেবী-দেবতা শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। শ্রীমতে চলে তোমরা শ্রেষ্ঠ থেকে আরো শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই অন্তিম কালের সময়ে শুধুমাত্র এক বাবাকেই স্মরণ করার অভ্যেস করতে হবে, অশরীরী হতে হবে।

২) কখনোই কুলের কলঙ্ক হয়ো না, মায়ার তুফানে নিজের স্থিতির থেকে বিচ্যুত হয়ো না। সর্বদা হাসিখুশি থাকবে।

বরদান:- নিজের চেহারারূপী দর্পণের দ্বারা মনের শক্তির সাক্ষাৎকার করানো যোগী আত্মা ভব
যে কথা মনে থাকবে, তার ঝলক ললাটে অবশ্যই আসে। এ কথা কখনো ভেবো না যে - মনে তো অনেক
কথাই থাকে। কিন্তু মনের শক্তির দর্পণ হলো চেহারা অর্থাৎ মুখমণ্ডল। তোমরা যতই বলো না কেন যে -
আমাদের খুব ভালো যোগ হয়েছে, আমরা সর্বদা খুশিতে নাচতে থাকি - কিন্তু যদি তোমাদের চেহারা উদাস
মলিন হয়, তাহলে তা দেখে কেউ তা মানবে না। "পেয়ে গেছি" - এই খুশির চমক তোমাদের চেহারায়
প্রতিফলিত হবে। শুকনো মলিন চেহারা নয়, আনন্দময় খুশিতে ভরপুর চেহারা দেখা যাবে - তবেই তো
বলা যাবে যে যোগী আত্মা।

স্নোগান:- যখন সরল স্বভাব, সরল বাণী, সরলতা সম্পন্ন কর্ম করবে - তবেই বাবার নাম উচ্ছল করতে পারবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium
Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent
1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent
1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent
1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent
1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent
2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent
2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent
2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent
2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent
3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent
4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent
4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent
4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent
4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium
Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent
5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent
5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent
6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent
6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent
6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent
6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book
Title;Bibliography;TOC Heading;

জগদম্বা মায়ের স্মৃতি দিবসে প্রাতঃ ক্লাসে শোনানোর জন্য - অমূল্য মহাবাক্য

"মায়ার অনেক প্রকারের বিপ্লবে অতিক্রম করতে হবে, তাই চেকিং পাওয়ারের দ্বারা নিজেকে নিজে সাবধানে রাখো, সতর্কতার সাথে চলো" (মিষ্টি মায়ের মধুর ঘুম পাড়ানী গান)

এখন চতুর্দিকে মায়ার-ই প্রভাব রয়েছে, কারণ এটা হলো তার রাজ্য আর পরবর্তী সময়ে মায়ার যত শক্তি আছে এখন তার নিজের সম্পূর্ণ শক্তি লাগিয়ে দেবে, সেইজন্য যত এগিয়ে যাবে তত মায়ার ফোর্স দিয়ে লড়াই করবে। পূর্বে তো মায়াকে চিনতে না। মায়ার বশীভূত ছিলে। এখন চিনেছো, তাই আমাদের সাথেই লড়াই করবে। শত্রু হবে। ভালোও বাসবে কিন্তু ভিতরে ভিতরে শত্রুতা বজায় রেখে চলবে। যখন থেকে জেনেছো যে মায়ার হলো আমাদের শত্রু তখন থেকে বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন বিষয় সামনে আসবে। কোনো বন্ধন নেই তাও মনে অপ্রয়োজনীয় (ফালতু) বিকল্প বিরক্ত করবে। পূর্বে শরীরে কোনো রোগ হতো না, এখন সেটাও হবে, বলবে এতদিন ধরে তো আমি কখনোই অসুস্থ হইনি, এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছি। ধন-সম্পত্তিরও অভাব ঘটবে, ব্যবসায় ক্ষতি হবে, এই রকম আরো অনেক বিষয় সামনে আসবে। বন্ধু শত্রু হয়ে যাবে, আত্মীয় পরিজনেরা কেউ যোগাযোগ রাখবে না, এরকম অনেক উল্টো পাণ্টা বিষয় আসতে পারে আর আসবেই, কারণ এখন আমাদের পূর্ববর্তী হিসাব-পত্র সবকিছুই মিটিয়ে ফেলতে হবে।

এখন এই সব যে রাবণের খাতা ছিলো, তা আমরা এখন সমাপ্ত করছি। দেহ সহ দেহের সকল সম্বন্ধ থেকে নিজের বুদ্ধি সরিয়ে নিলে আবার সেগুলির সাথে সম্মুখীনও হতে হবে, সেইজন্য এইরূপ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। অনেকে মনে করে যে ভগবানের হয়ে তো আরোই সমস্যা এসে গেছে। যখন আমি পরমাত্মার হয়েছি, এক ওঁনার অবলম্বন নিয়েছি তাহলে আমার সবকিছুই ভালো হওয়া উচিত, কিন্তু এমনটা নয়। কেউ আবার এরকমও মনে করে যে আমাদের কাছে কোনো সমস্যা আসাই উচিত নয়। কিন্তু পরীক্ষা তো অবশ্যই আসবে, বিভিন্ন ধরনের অনেক বিষয় সামনে আসবে। তাই এটা কখনোই মনে ক'রো না যে হয়তো আমি ভগবানকে পাইনি। ইনি ভগবান কিনা কি জানি! আমরা কোনো উল্টো রাস্তায় চলে আসেনি তো, তাই ভগবান ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এরকম অনেক সংকল্প আসবে...। এইরূপ বিপ্লবের কারণে অনেকেই ভেঙে পড়ে। কোনো সমস্যা এলে, কোনো বিষয় সামনে এলে মনে করে হয়তো ইনি ভগবান নন, জানি না ইনি কে...। সেইজন্য এই সব বিষয়ে বেচারারা ভয় পেয়ে যায়, কেউ কিছু বলে দিলো অথবা ভয় পাইয়ে দিলে তাই ভেঙে পড়ে। কিন্তু এইসব তো হতেই চলেছে। এটাও বাবাই বলে দেন যে এইসবের মূল কারণ হলো দেহ-অভিমান। দেহ-অভিমানের কারণে কোথাও কামের গুলি, কোথাও ক্রোধের, কোথাও লোভের, কোথাও মোহের, কোথাও আবার অনেক প্রকারের সংশয়ের গুলি লেগে যায়। এইরূপ বিষয়ের উদ্ভাবন ঘটিয়েই তো মায়ার সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। মায়ার কাছে এগুলি হল সঠিক রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার অস্ত্রশস্ত্র। বুদ্ধিতে উল্টোপাল্টা কথা নিয়ে আসা, উল্টো বুদ্ধিসম্পন্ন বানানো, এটাই তো হল মায়ার কাজ। এতেই তো নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে, এতেই নিজের সাহস বজায় রাখতে হবে, এজন্যই বাবা বলেন যে আমার সাথে বুদ্ধিযোগ যুক্ত রাখো তাহলে তোমাদের বুদ্ধি উল্টো বুদ্ধিসম্পন্ন হবে না। দ্রুততার সাথে তা চেক করতে পারবে। নিজেকে চেক করারও পাওয়ার প্রয়োজন। তাই চেকিং পাওয়ারের দ্বারা নিজেকে সাবধানে রাখো আর সেই সাবধানতার দ্বারা নিজেকে পার করো। এটাই হল মায়ার অনেক প্রকারের বিপ্লব, এগুলির থেকে পার হতে হবে। বাদ বাকি এরকম নয় যে এখন আমাদের সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। না, এখন তো পার হতে হবে, এখন যে আমাদের এই জন্ম, এই জন্মেই আমাদের পরিবর্তন হতে হবে। এতেই পরিশ্রমের আবশ্যিকতা আছে। সবকিছু এখন সহজেই প্রাপ্ত হয়ে গেলে তাহলে তো আবার আমরা মনে করবো যে এখানেই হলো বৈকুণ্ঠ, এটাই তো স্বর্গ। তাহলে তো স্বর্গকেও স্মরণ করা ভুলে যাবে। সেইজন্য বাবা বলেন, এ হল নিজের জন্য একটুখানি ভিতরের পরিশ্রম। এতে বাইরে থেকে কিছু করতে হয় না। এই এই বিপ্লব আসে, এরকম বিষয়গুলি সামনে আসবে, এইসব বিষয়ে নিজের নিশ্চয় অটল রেখে নিজের পুরুষার্থ করতে হবে। সাবধান থাকতে হবে। তারপর অন্যদেরকেও সাবধান করা হয় যে যারা পড়ে যায় তারা এই ভাবেই পিছলে যায়। তাই নিজেকে পিছলানোর থেকে বাঁচাতে হবে।

চলতে চলতে কেউ কাম বিকারের কারণে পিছলে যায়, কেউ ক্রোধের কারণে পিছলে যায়, কেউ আবার মতভেদের কারণে পিছলে যায়.... এই সযের কারণেই পতন হতে থাকে। তাই এখন নিম্নগামী হওয়ার থেকে বাঁচতে হলে সতর্ক থাকতে

হবে। মনে অনেক প্রকারের সংকল্প বিকল্প আসবে। এই সব বিষয়কে যথাযথ রীতির দ্বারা বুঝতে হবে যে এগুলিও সব হলো অনেক জন্মের উল্টো খাতা যা তৈরি হয়ে আছে, সেটি এখন এই একটি জন্মে পরিশোধ করতে হবে। এই এক জন্মে আমরা অনেক জন্মের খাতা মিটিয়ে ফেলার জন্য পুরুষার্থ করি। অনেক জন্মের পাওনাদাররা যদি এখন না আসে তাহলে কবে আসবে? কারণ আমরা জন্ম জন্ম তাদের ছিলাম, অনেক জন্মের খাতার স্টক হয়ে আছে। কখনো কোনো জন্মে অল্পবিস্তর পরিশোধ করেছিলাম, তাও যা কিছু বাকি আছে, এই এক জন্মে সম্পূর্ণ হিসাব-পত্র পরিশোধ করতে হবে। মায়াও দেখে যে যদি এখন এ সম্পূর্ণ পাওনা না মেটায় তাহলে কবে মেটাবে? সেইজন্য সে চারিদিক দিয়ে ঘিরে ধরবে তাই না। অনেক জন্মের পাওনাদার বেরিয়ে পড়বে। আর তখন ভাবতে থাকবে যে, আমি এখন তো এরকম কিছু করিনি। তাহলে এরা আমার সাথে এইরকম শত্রুতা করছে কেন, এই বিষয়টি এভাবে কেন উপস্থিত হল! এই রোগ কেন হল, এই বিষয়টি কেন হল? কিন্তু না। সকল প্রকারের পরীক্ষা এখনই আসবে।

এখন এই সকল বিষয় গুলির থেকে নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে, বুঝতে হবে, এটাই তো হলো নলেজ। জ্ঞান তো হল এরই নাম। কর্মের গতি কি, এই সবকিছুই বাবা বিস্তারে বোঝান। কর্মের হিসাব কিভাবে হয়, কিভাবে তা বিগড়ে যায়, কিভাবে আবার তা সঠিক হয়ে যায় আর সঠিক হয়ে তারপর কি হয়ে ওঠে! এই সব কথা বাবা বসে বোঝান, কারণ আমাদের সমগ্র কর্মের নলেজ বাবার কাছে আছে। আমাদের কোন্ কর্মের দ্বারা দুর্গতি হয়েছে, তার থেকে আমরা কিভাবে মুক্ত হবো, কিভাবে আমাদের গতি আবার সদগতি হবে, এই সম্পূর্ণ নলেজের গতির চক্র বাবা বুঝিয়েছেন, যার কাছে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে সে কখনোই অস্থির হবে না। যদি নলেজের অভাব থাকে তাহলে অস্থির হবে, তার পা অশক্ত হয়ে পড়বে। তারপর আশ্চর্যবৎ পশ্যন্তী, সুনন্তী, কথন্তী, ভাগন্তী.... জ্ঞান শুনবে যারা, অন্যদের শোনায় যারা, সাক্ষাৎকার করে যারা... সবদিক থেকে ভেঙে যায়। এসবই হয়ে এসেছে, সেইজন্য এইসব বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য এই সাবধান করা হয়। নিজের পা কিভাবে মজবুত রাখতে হবে, কীভাবে মজবুত বানাতে তার জন্য বাবা বিভিন্ন ভাবে বোঝান। কারণ এখন মজবুত ভাবে পা ফেলে ফেলে বাবার থেকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। তাই যারা অধিকার নেবে তাদেরকে এটা বলা হয় যে তাদেরকে কতটা সাহসিকতা আর ভরসার সাথে মনোবলের দ্বারা কাজ করতে হবে।

আমরাও হলাম ওয়ারিয়র্স (যোদ্ধা) তাই না, আমাদের আধ্যাত্মিক (রুহানী) লড়াই, হাত পায়ে দ্বারা নয়, গুপ্ত। আমাদের হলো অন্তর্মনের যুদ্ধ আর যুদ্ধ করে তাতে আমাদের বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বিকারের সাথে গুপ্ত লড়াই, বাবাও গুপ্তভাবে বসে বাচ্চাদের মধ্যে এখন সকল প্রকারের শক্তিতে ভরপুর করছেন, সাবধান করছেন যে, বাচ্চারা, সাবধান হয়ে থাকো। এই মায়ার পরবর্তী ফোর্স তোমাদের কাছে আসবে কিন্তু তোমরা এইসব বিষয়ে অস্থির হয়ে না। এই বিষয়গুলি বুঝে নিজের পুরুষার্থকে অনেক সাহসের সঙ্গে আর ধারণার সাথে চালাতে হবে। তাতে নিজের উৎসাহ উদ্দীপনা রেখে, সেই নেশা আর খুশিতে আগে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে যেতে হবে। এতে কোনো দুঃখ আর অশান্তির কোনো বিষয়ই নেই।

এখন বাধ্যবাধকতার পুরুষার্থ করো না। কেউ আবার এমনভাবে চলে যেন মনে হয় অন্যের উপরে দয়া করছে। দয়া তো নিজের উপর করতে হবে, যারা নিজের জন্য করছি বুঝে পুরুষার্থ করে তাদের পুরুষার্থই সঠিকভাবে চলবে। আমরা নিজের জন্য করছি আর কারোর জন্য করি না। যদি বিগড়ে যায় তাহলে নিজের বিগড়ে যাবে, যদি শুধরে যায় তাহলে নিজের শুধরে যাবে। তাই প্রত্যেককে নিজের উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে, অন্যকে দেখো না। এ এটা করেছে, ও ওটা করেছে... ভাব স্বভাবের কথাও এখানে অনেক আসে। বাইরের লোকেদের শোনা, করা সহজ কারণ জানে যে ওরা তো হল অজ্ঞানী তাই না। কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারে কেউ কিছু বলে দিলো তাহলে বলবে এখানেও ওটাই চলে। এখানে পরম্পরের মধ্যে কিছু হলে সেই কথা অনেক বড় লাগে। কিন্তু না, এটাই তো হলো মায়া। এখানেও মায়া কারো না কারোর রূপ ধরে প্রবেশ করবে তাই না! বলবে যে দেখি এ আমাকে ছেড়ে একে সাথী বানিয়েছে তাই ওই সাথীদের সাথে এর টক্কর লাগিয়ে দেবো। কিন্তু আমাদের তো এই নলেজ আছে যে এই যে হিসাব নিকাশের টক্কর আছে, এটা হলো পূর্বের। সেইজন্য এইরকম কখনোই ব'লো না যে আরে! ভগবানের বাচ্চা হয়ে এ কি করছে? এতে অস্থির হয়ে না। কারণ এখন আমরা জানি যে এটাও এর সাথে কিছু হিসাব নিকাশ আছে, যেটা যোগ আর জ্ঞানের দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। এমনটা নয়, টক্কর খেয়ে সেটা পরিশোধ করবে। না, সেটা তো আমাদের বিকর্ম হয়ে যাবে। তাতেও সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু কেউ সংশয়ে এসে যায় যে, দেখো, এ জ্ঞানে এসেও কি করছে। তাই কোনো হিসাব নিকাশে টক্কর খাওয়াও হল অজ্ঞানতা। এখন এই অজ্ঞানতা সমাপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত। এইসব কথা বোঝানো হচ্ছে কারণ এখন এইসব বিষয় সামনে আসছে। তাই এই সব বিষয় থেকে সাবধান করা হচ্ছে। যেন এই বিষয়গুলির জন্য বাবার থেকে যে ভাগ্য প্রাপ্ত করার ছিল, সেই ভাগ্য নিতে

ভুলে না যায়। অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করাই না ছেড়ে দেয়, সেইজন্য বাবা বোঝান, বাচ্চারা, যদিও পারস্পরিক সম্বন্ধে কিছু থাকে তাহলেও অলওয়েজ সি ফাদার। বাবাকেই দেখো। বাবার থেকে যে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে তার সাথেই সম্পর্ক আছে তাই না! যার সাথে সম্পর্ক তাকেই ধরে রাখো। টক্কর পরস্পরের মধ্যে থাও আর ছেড়ে দাও বাবাকে। এতে ক্ষতি তোমাদেরই, তোমাদেরই উত্তরাধিকার চলে যাবে। এইরকম মহামূর্খ হয়ো না। এতে সাবধান হ'য়ে নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে। এইরকম নয় এখানে গেটের ভিতরে প্রবেশ করলে আর সুরক্ষিত হয়ে গেলে, না। সেফটি তো নিজের নিজেকেই করতে হবে। যদি কোনো ধারণাতে কমতি থাকে, তাহলে মায়া এখানেই প্রবেশ করবে। এখানেই টক্কর থাওয়াবে, কারোর ভাবের দ্বারা, কারোর স্বভাবের দ্বারা। তারপর বাবা যে পড়ান এটাই ভুলে যাবে। এইরূপ টক্কর-চক্করের কথায় নিম্নগামী হয়ে যায়। সেইজন্য সাবধান! একজনকে পড়ে যেতে দেখলে অন্যকেও সাবধান করবে তাই না, দেখবে এখানে পিছল আছে, সতর্ক থাকো, সাবধান থাকবে। এটাই হলো আমাদের ধর্ম। কোথা থেকে কে কিভাবে পিছল যাবে বা নিচে নেমে যাবে, তা তোমারা ধ্যানে ইন এডভান্স পেয়ে যাবে। তোমরা চলছো তাই সতর্কতার সাথে চলো। বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হলে, পা সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে রাখতে হবে। পরমাত্মার জ্ঞানের এই গন্তব্য হলো অনেক উচ্চ। এই যে সকল বিষয় আছে তাতে উত্তীর্ণ হতে হবে আর নিজের সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। তাই এই সকল বিষয় থেকে নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে। সেটা পুরানো হোক অথবা নতুন, এই বিষয়টি হলো সকলের জন্যই। নতুন পুরাতন সকলের উপরে মায়ার নজর আছে। এখন আমরা কেউ-ই মায়াক্রফ হয়ে যাইনি। যদি আত্মা কমপ্লিট হয়ে যায় তাহলে শরীরও কমপ্লিট হয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু না, এখন আনকমপ্লিট শরীরে বসে আছি, তাই এর অর্থ হল আত্মা এখনো কিছুটা আনকমপ্লিট আছে। কিন্তু বারংবার মায়ার অঙ্গুরী (বুলেটের শট) খেয়ো না, এতে চোট লাগবে, আর সেই রেজিস্টারও ভালো থাকবে না। নাম তো খারাপ হবে তাই না। মায়া অনেক যুক্তির ছলনায় নিচে নামায়। এটাই তো হলো মায়ার সাথে আমাদের লড়াই, এছাড়া কৌরব পান্ডবদের কোনো যুদ্ধ হয়নি। এখানে তো পান্ডবরা মায়ার সাথে যুদ্ধ করেছিল।

এখন আমাদের কি করতে হবে! নিজেদের মায়ার থেকে সেভ ক'রে চলো, দ্বিতীয়তঃ নিজের তন মন ধন ফিক্স ডিপোজিট অলমাইটি ব্যাঞ্চে রেখে দাও। এতে ইন্সিওর করে নিজের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা নিজের ভবিষ্যতে উচ্চ বানাতে থাকো। যা করবে তাই প্রাপ্ত করবে। ডাইরেকশন তো সকলের জন্য একই রকম কিন্তু যা করবে তাই-ই নিজের হবে। বাবার সাথে সকলকে নিজের সম্বন্ধ সম্পূর্ণভাবে রাখতে হবে এতে অন্য কাউকে দেখলে চলবে না। এই সকল ধারণা নিজেকে বোঝানোর জন্য। কোনটা ভুল, কোনটা সঠিক, এটা অন্যদের বোঝানোর অর্থ হল নিজেকেও বোঝানো সেইজন্য বাবাও বলেন অন্যকে সাবধান করলে নিজেও সতর্ক থাকবে। তাহলে সকলেই এইরূপ দ্রুত গতিতে চলছো তাই না। আচ্ছা।

বাদ বাকি সমগ্র দিনের দিনচর্চার, বাবার স্মরণের, সার্ভিসের সম্পূর্ণ চার্ট রাখতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্য যে কাজ করছো তাও করতে হবে, কিন্তু বেশী লোভ বা ইচ্ছা রাখবে না। নিজের পেটের আজীবিকার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটাই কাজ করতে হবে। বাদ বাকি যা টাইম আছে বুদ্ধি বলের দ্বারা, তন, মন, ধন ঈশ্বরীয় কাজে লাগানোর জন্য লাভ-ই লাভ হবে, কারণ এর দ্বারাই এখন জমা হবে। তাই বাবা বলেন যে, বাচ্চারা, এখন নিজের জন্য জমা করো, যাতে তোমরা ১০০ গুন, ১০০০ গুন করে প্রাপ্ত করতে পারো। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি অতি সুসন্তানদের প্রতি আর এইরূপ ভালোভাবে যারা সাবধান হয়ে চলছে, সেই বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদা আর মায়ের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।

বরদানঃ বিন্দু রূপ বাবার স্মরণের দ্বারা প্রতিটি সেকেন্ড উপার্জন জমাকরে পদ্মপদমপতি ভব তোমরা বাচ্চারা এক-এক সেকেন্ডে পদমের থেকেও বেশী জমা করতে পারো। যেমন একের পরে একটি বিন্দু যুক্ত করলে ১০ হয়ে যায়, তারপর আর একটা বিন্দু যুক্ত করলে ১০০ হয়ে যায়, এইভাবেই এক সেকেন্ড বিন্দু রূপ বাবাকে স্মরণ করো, সেকেন্ড পার হলো আর বিন্দু যুক্ত হয়ে গেলো। এত বড় উপার্জন জমাকারী তোমরা বাচ্চারা এখন পদ্মপদমপতি হও যা আবার অনেক জন্ম পর্যন্ত খেতে থাকো। এইরূপ উপার্জনকারী বাচ্চাদের প্রতি বাবারও অনেক গর্ব হয়।

স্নোগানঃ বিগড়ে যাওয়া কাজকে, বিগড়ে যাওয়ার সংস্কারকে, বিগড়ে যাওয়া মুডকে শুভ ভাবনার দ্বারা ঠিক করে দেওয়া - এটাই হলো শ্রেষ্ঠ সেবা।

"ব্রহ্মা বাবার কদমে কদম রেখে অস্ত্রাকারী এবং সর্বশ ভ্যাগী হও"

আজ অসীম জগতের বাপদাদা তাঁর অসীম জগতের সেবার সাথীদেরকে দেখছেন। দুই প্রকারের সেবার সাথী রয়েছে - এক হলো স্নেহের সম্বন্ধে সাথে থাকার দায়িত্ব পূরণকারী আর দ্বিতীয় হলো স্নেহ, সম্বন্ধ আর সেবার জন্য সাথে থেকে দায়িত্ব পূরণকারী। উভয় প্রকারের সাথীদেরকে দেখছেন। যদি বিশ্বের লাস্ট কোণাতেও থাকে, তবুও বাবার সামনে রয়েছে। বাপদাদা আর বাচ্চাদের প্রতিশ্রুতি হলো যেখানেই থাকবো, যেখানেই আছি সাথেই আছি। এই ব্রাহ্মণ জীবন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত বাবা আর বাচ্চাদের অবিনাশী সাথ রয়েছে। বাচ্চারা সাকারে থাকুক আর বাপদাদা আকার নিরাকারে রয়েছে, কিন্তু আলাদা আছেন কি? আলাদা নেই তো না? তাহলে দূরে আছো নাকি সমীপে? এই আন্তরিক সমীপতা সাকারেও সমীপতার অনুভব করায়। যে দেশেই থাকো না কেন, হৃদয়ের সমীপতা, সাথেই আছে এমন অনুভব করায়। আলাদা হতেই পারে না, অসম্ভব। পরমাত্মার প্রতিশ্রুতি কখনোই টলে যেতে পারে না। পরমাত্মার প্রতিশ্রুতি বিধি লিপি হয়ে যায়। তো এই বিধি লিপি টলে তো নাই, আটকানোও যায় না। সেইজন্য সমীপ রয়েছে, সদা সাথী আর সাথী হয়ে হাতে হাত, সাথে করে নিয়ে যাওয়াতে কতো আনন্দের সাথে চলছে। আনন্দ রয়েছে নাকি পরিশ্রম? একটু আধটু পরিশ্রম রয়েছে নাকি? যখন কোনো পরিস্থিতি এসে যায় তো বাবাকে পাশে সরিয়ে রাখো। কোনো পরিস্থিতিকে কাছে এনো না, তাহলে বাবা সরে যাবেন না। পরিস্থিতি বাবাকে দূরে সরিয়ে দেয়। যেমন মাঝখানে কোনো পর্দা এসে গেলে, পর্দার কারণে আড়াল হয়ে যায় না? তো পরিস্থিতি রূপী পর্দা মাঝে মাঝে মাঝখানে চলে আসে। কিন্তু আনছে কে? পর্দার কাজ হলো আসা আর তোমাদের কাজ কী? সরানো নাকি একটু একটু মজা নেওয়া? বাপদাদা দেখেন যে, বাচ্চারা কখনো কখনো পরিস্থিতির থেকে ভালোই মজা নিচ্ছে।

যার প্রতি ভালোবাসা থাকে, ভালোবাসা চিহ্ন হলো সাথে থাকা। সাথে থাকার মানে এই নয় যে, আবুতে থাকা। আবুতে তো দেখো সংখ্যা একটু বেশী হয়ে গেলেই জলের সমস্যা হয়ে যায়, তাই না? তো সাকারে সাথে থাকা নয়, হৃদয়ের সমীপে থাকাটাই হলো সাথে থাকা। সেইজন্য বাপদাদাকে দিলারাম বলা হয়, শরীর রাম বলা হয় না। হৃদয় বাবাকে রয়েছে তো না? বাবার হৃদয়ে তোমাদের হৃদয় আর তোমাদের হৃদয়ে বাবার হৃদয় রয়েছে। তো হৃদয়ই জানে এই আত্মিক সাথকে। তোমরা অনুভাবী তো না? নাকি এখান থেকে যাওয়ার পরে বলবে দূর হয়ে গেছে? না। সদা সাথে থাকার দায়িত্ব পূরণ করা - কোনো আত্মাই, কোনো আত্মার সাথে এই দায়িত্ব পূরণ করতে পারবে না। আর এই পরমাত্মার সাথে থাকার দায়িত্ব পূরণের ভাগ্য তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কারোরই নেই না?

[আজ সমগ্র হৃৎ এ সকল ভাই বোন মেঝেতে (পট এ) বসে আছে] খুব সুন্দর সীন। আজকের সন্টার দৃশ্য দেখে বাপদাদার একটা স্মরণিকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। স্মরণিক রূপে রুদ্র মালা দেখানো হয়, তাতে কেবল ফেস দেখতে পাওয়া যায়, শরীর দেখা যায় না। তো এখান থেকে কেবল ফেস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বাকি কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তো রুদ্র মালার স্মরণিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একজনের পিছনে আরেকজন বসে আছে তো শরীর আড়াল হয়ে গেছে, ফেস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

এ হলো স্নেহের প্রত্যক্ষ স্বরূপ - ব্রহ্মা বাবার সাথে সকলের স্নেহ রয়েছে তবেই তো এসেছো তোমরা না! আর তোমাদেরকে বলাও হয়ে থাকে ব্রহ্মা কুমার, ব্রহ্মা কুমারী, শিব কুমার, শিব কুমারী তো বলা হয় না। তো ব্রহ্মা বাবার সাথে বেশী ভালোবাসা আছে না! আর ব্রহ্মা বাবারও সদা বাচ্চাদের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। তবেই তো অব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত ভাবে প্রতিপালিত করছেন। অব্যক্ত প্রতিপালন পাচ্ছো তোমরা তাই না? নাকি তোমরা বলবে যে আমরা তো ব্রহ্মা বাবার অনুভব করতে পারিনি? ব্রহ্মাকুমার-কুমারী বলা হচ্ছে তোমাদেরকে, বাবার প্রতিপালন ছাড়াই জন্মে গেছো নাকি? ডবল ফরেনাররা ব্রহ্মা বাবার পালনা পাচ্ছো তো না? (আপ্তে বাবা) দেখো, বাবা ফরেনে যান, তাহলে ইন্ডিয়াতে করবেন না? তাহলে অনুযোগ করবে না তো যে, বাবাকে আমি তো দেখিইনি! সদা মিলিত হও, সদা দেখতে থাকো, সদা সাথে থাকো। সাকার শরীরে, সাকার রূপে তো সদা সাথ দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু অব্যক্ত রূপে সকলকে সাথ দিতে পারেন। যখনই চাইবে মিলনের দরজা খোলা রয়েছে। অব্যক্ত লোকে বলতে পারবে না যে, এখন জায়গা নেই, এখন টাইম নেই। না। দেহে রয়েছে দেহের বন্ধন আর অব্যক্ততে না আছে দেহের বন্ধন, না দেহের দুনিয়ার নিয়ম কানূনের বন্ধন রয়েছে। এখানে তো

নিয়ম রাখতে হয় না! সামনে বসো, পিছনে বসো। এখনও সময় অনুসারে অনেক অনেক অনেক ভাগ্যবান তোমরা! তবুও বসার জায়গা তো পেয়েছো তোমরা! পরে তো দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা পর্যন্ত পাওয়া কঠিন হবে। কেননা তোমাদের সকলের অন্যদেরকে চান্স দিতে হবে। এখন তো তোমরা চান্স পেয়েছো। যেমন এখন দেখো মধুবনবাসীদের অন্যদেরকে চান্স দিতে হয়, তাই না! (সকল মধুবন নিবাসী তথা আবু নিবাসী পান্ডব ভবনে মুরলী শুনছে) এও তো পরিবারের প্রতি ভালোবাসা।

ব্রহ্মা বাবার প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ বাবার সমান হওয়া। নিরাকারের সমান হওয়া, সেটা অল্প সময়ের জন্য অনুভব করে থাকো। কিন্তু ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা ব্রহ্মার সমান ব্রহ্মাচারী। যা ব্রহ্মা বাবার আচরণ, সেটাই হলো সকল ব্রাহ্মণদের আচরণ অর্থাৎ কর্ম। উচ্চারণও ব্রহ্মা বাবার মতো, আচরণও হলো ব্রহ্মা বাবার সমান। যাকে তোমরা বলা ফলো ফাদার। তো ব্রহ্মা বাবার প্রতিটি কদমে কদম রাখা, একে বলা হয় ফলো ফাদার। তো ব্রহ্মা বাবা, বাবার শ্রীমং অনুসারে প্রথম কোন্ পদক্ষেপটি নিয়েছিলেন?

প্রথম পদক্ষেপ (কদম) হলো আঞ্জাকারী হয়েছিলেন। যে আঞ্জা প্রাপ্ত হয়েছিল সেই আঞ্জাকে তিনি প্রত্যক্ষ স্বরূপে নিয়ে আসেন। সুতরাং চেক করো যে, আঞ্জাকারীর প্রথম কদম আমি ফলো ফাদার হয়েছি? অমৃতবেলার থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত মন্সা, বাচা, কর্মণা, সম্বন্ধ, সম্পর্কের বিষয়ে যে যে আঞ্জা প্রাপ্ত হয়েছে, সেই আঞ্জা অনুসারে চলছি? নাকি কোনো আঞ্জা পালন হচ্ছে, কোনোটা হচ্ছে না? সংকল্পও কি আঞ্জা অনুসারে হচ্ছে নাকি মিক্স আছে? যদি মিক্স হয়ে থাকে, তবে ফুল আঞ্জাকারী নাকি অসম্পূর্ণ আঞ্জাকারী? সারাদিনের সকল সময়ের সংকল্পের আঞ্জা স্পষ্ট ভাবে দেওয়া হয়েছে। অমৃতবেলায় কী সংকল্প করতে হবে, এটাও তো স্পষ্ট ভাবে রয়েছে না? তো ফলো ফাদার করছো নাকি কখনো পরমধামে চলে যাচ্ছো তো কখনো নিদ্রা লোকে চলে যাচ্ছো? প্রতিটি কর্মের, প্রত্যেক সময়ে কদমে কদম রয়েছে? বাবার কদম এক আর বাচ্চাদের কদম যদি অন্য হয়ে যায়, তবে তাকে আঞ্জাকারী বলা যাবে না, না? পরমার্থতে হোক, লোকজনের সাথে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, দুয়ের মধ্যে যেমন আঞ্জা রয়েছে সেই রকমই আঞ্জাকে পালন করা - এর পার্সেন্টেজকে চেক করো। চেক করতে জানো? তো প্রথম কদম হলো আঞ্জাকারী হও, সেইজন্য আঞ্জাকারী যে, সদা বাবার আশীর্বাদ তার স্বতঃতই প্রাপ্ত হয় আর সাথে সাথে ব্রাহ্মণ পরিবারেরও আশীর্বাদ রয়েছে। তো চেক করো যে, যে সংকল্প করেছে, তা নিজের প্রতি হোক, সেবার প্রতি হোক, কিস্বা স্থূল কাজের প্রতিই হোক অথবা অন্য আত্মাদের প্রতি, তাতে সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে? কেননা আঞ্জাকারী হলে সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় আর যদি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে, তবে তার চিহ্ন হলো যে, সেই আশীর্বাদের প্রভাবে হৃদয় সদা সন্তুষ্ট থাকে, মন সন্তুষ্ট থাকবে। বাইরের সন্তুষ্টতা নয়, বরং মনের সন্তুষ্টতা। আর যথার্থই মনের সন্তুষ্টতা নাকি নিজেই নিজের প্রশংসা করছে (মিয়াঁ মিটু) - এর চিহ্ন, যদি যথার্থ ভাবে যথার্থই আঞ্জাকারী হবে, আশীর্বাদ প্রাপ্ত হচ্ছে তবে সর্বদা নিজেও আর অন্যরাও ডবল লাইট থাকবে। যদি ডবল লাইট না থাকে, তবে মনে করতে হবে যে, সন্তুষ্টতা নেই। বাবার আর পরিবারের আশীর্বাদও প্রাপ্ত হচ্ছে না। পরিবারের আশীর্বাদেরও প্রয়োজন আছে। এই রকম ভেবো না যে, বাবার সাথে আমার কানেকশন আছে, বাবার তো আশীর্বাদ আছেই, পরিবারের সাথে বনে না, কোনো ব্যাপার নয়। আগেও বলেছিলাম যে, মালাতে কেবল যুগল দানা নেই, তাতে মালা তৈরী হয় না। সুতরাং মালাতে আসতে হবে, সেই কারণে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখো যে, প্রত্যেক আত্মা আমাকে দেখে যেন খুশী হয়, আমাকে দেখে যেন হাস্কা হয়ে যায়, বোঝা মুক্ত হয়ে যায়। অতএব অন্তরের সন্তুষ্টতা বা আঞ্জাকারীর আশীর্বাদ নিজেকেও লাইট বানাবে আর অন্যদেরকেও লাইট বানাবে। এর দ্বারাই বোঝো যে, আমি কতখানি আঞ্জাকারী? যেমন ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে, ছোট বড় প্রত্যেকে সন্তুষ্ট হয়ে খুশীতে নেচে উঠতো। নাচবার সময় তো হাস্কা হতে তবেই নাচবে না? কেউ যদি মোটাও হয়, তবুও মন থেকে তো সে হাস্কা, তখনও সে নাচবে। আর রোগা হলেও যদি মন থেকে ভারী হয়, তবে সে নাচবে না। তো বোল এমন হবে যাতে নিজেও নিজের প্রতি সন্তুষ্ট হবে আর অন্যরাও সন্তুষ্ট থাকবে। এমন নয়, আমার মনের ভাব তো খারাপ ছিল না, আমার ভাবনা তো খারাপ ছিল না, তবুও আমার ভাব আর ভাবনা পৌঁছালো না কেন? যদি সঠিকই থাকে, তবে অন্যদের কাছে ভাইব্রেশনস্ গেল না কেন? কারণ তো কিছু থাকবে তাই না? তো চেক করো আশীর্বাদের পাত্র কতখানি হয়েছে?

এখন যতখানি বাবা আর ব্রাহ্মণ আত্মাদের আশীর্বাদের পাত্র হবে, ততই রাজস্বেরও গুরুত্বপূর্ণ পাত্র হবে। এখন যদি ব্রাহ্মণ পরিবারকে সন্তুষ্টতা করতে না পারো, তবে কি রাজস্ব করবে? নিজের রাজ্যকে কীকরে সন্তুষ্ট করবে? কেননা ব্রাহ্মণ আত্মারা তোমাদের রয়্যাল ফ্যামিলি হবে, তাই যে ফ্যামিলিকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না সে প্রজাকে কীকরে করবে? সংস্কার তো এখান থেকেই ভরতে হবে যে! নাকি ওখানে যোগ করে ভরবে? এখানেই ভরতে হবে। বর্তমান ব্রাহ্মণ পরিবারের

কারণের যদি নিবারণ করতে না পারে, কারণ - কারণই যদি করতে থাকে, তবে যেখানে কারণ (সমস্যা) রয়েছে সেখানে নিবারণ করবার শক্তি নেই। পরিবারে যদি নিবারণের (সমস্যার সমাধান বা মীমাংসা) শক্তি না থাকে, তবে বিশ্বের রাজত্বে কীকরে নিবারণ করবে? কেননা তোমাদের রাজত্বে প্রত্যেক আত্মা হলো সদা নিবারণ স্বরূপ। সেখানে কারণ থাকবে কি? যেমন এখন সভাতে কারণের উল্লেখ করা হয় যে - এই কারণ রয়েছে, এই কারণ রয়েছে, এই কারণ রয়েছে... সেখানে এই রকম রাজ্য দরবার থাকবে নাকি? সেখানে তো কেবল সুখের খবরাখবর নেবে। সেটা কেবল দরবার নয় বরং খুব সুন্দর মিলন। অতএব 'এই কারণে...' বলে দিয়ে আশীর্বাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রো না। ব্রহ্মা বাবা কারণকে নিবারণ করেছিলেন, সেইজন্য নশ্বর ওয়ান হয়ে যান। বাপদাদার কাছে সকলের কারণের ফাইলই জড়ো হতে থাকে। সকলের ফাইল রয়েছে - কারোরটা ছোট, কারোর বড়। তো এখনও ফাইল জমা করতে থাকবে? ফাইল বাড়িয়ে যেতে থাকবে নাকি রিফাইন হতে চাও? তাহলে আজ থেকে বাবা সব ফাইল সমাপ্ত করে দেবেন? নাকি আরো নতুন নতুন ফাইল রাখতে হবে? যদি নতুন ফাইল রাখা তবে ফাইন পড়বে। ভেবে দেখো! বলো - সমাপ্ত করবো নাকি আর কিছুদিন রাখবো? শিব রাত্রি পর্যন্ত রাখবো? যারা মনে করে যে, শিব রাত্রি পর্যন্ত একটু সময় মার্জিন পাওয়া গেলে ভালো, ততদিনে পুরুষার্থ করে রিফাইন হয়ে যাব, তারা হাত তোলো। খুব ভালো, সাহস রাখাটাও খুব ভালো কথা। কিন্তু কেবল এখন সাহস রাখলেই হবে না। এমন নয় যে বাপদাদার সামনে ছিলাম বলে সাহস ছিল, নীচে চলে গেলেই সাহস একটু কমে গেল আর নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার পর আরোই কমে গেল। কোনো ঘটনা ঘটলো তো আরও কম হয়ে গেল। এই রকম করবে না তো? দেখো যখন যে কোনো কারণ সামনে আসে আর কারণের কারণে সাহসের অভাব ঘটে, দুর্বলতা চলে আসে আর যখন সেই ঘটনার অবসান ঘটে, তখন নিজের উপরেই নিজের লজ্জা আসে, তাই না? নিজের কাছেই নিজের সঙ্কোচ হয় যে, এটা ঠিক কাজ করিনি, এটা ঠিক হয়নি। করে তারপর অনুশোচনা করা... এ তো হলো তোমাদের প্রজাদের কাজ, এটা কি তোমাদের কাজ? যে অনুশোচনা করবে সে কি রাজা হবে? তাহলে ভাবো সাক্ষী স্থিতির সিংহাসনে বসে যাও আর নিজেই নিজেকে জাজ করো। নিজের জজ হবে, অন্যদের জজ হবে না। অন্যদের জজ হতে সকলেই পারে, অন্যের জজ খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর নিজের উকিল হয়ে যায়। তো সাক্ষী ভাবের সিংহাসনে নিজেই নিজের নির্ণয় খুব ভালোই করতে পারবে। সিংহাসনের নীচে অবস্থান করে জাজ করো বলেই নির্ণয় সঠিক হয় না। সেকেন্ডে সিংহাসনে আসীন হয়ে যাও। এই স্থিতি হলো তোমার সিংহাসন। যথার্থ সহজ নির্ণয়ের সিংহাসন হলো এই সাক্ষী ভাবের স্থিতি। সাক্ষী হও না বলেই অন্যদের কথা, অন্যদের যে আচরণ সেটা বেশী সামনে চলে আসে, নিজেরটা আসে না। যদি সাক্ষী হয়ে দেখো তবে নিজেরটাও নজরে আসবে, অন্যদেরটাও নজরে আসবে। তখন যে জাজমেন্ট হবে, সেটাই যথার্থ হবে, নাহলে যথার্থ হবে না।

বাপদাদা আগেও বলেছিলেন যে, ড্রামাতে যা কিছু বিষয় বা সীন আসে, সেই সবার মধ্যে খুব ভালো কান্ডজ্ঞান থাকে (কমন সেন্স) থাকে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যে কান্ডজ্ঞানের একটু অভাব থেকে যায়। সীন আসে আর চলে যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ বাচ্চারা সেই সীনকে ধরে বসে থাকে। সীন থেমে থাকে না, পার হয়ে যায়, কিন্তু নিজে সেই সীনকে ছাড়ে না। তো সীনের মধ্যে কমন সেন্স বেশী থাকলো নাকি ব্রাহ্মণদের মধ্যে? সীনই কান্ডজ্ঞানযুক্ত হয়ে গেল না তবে? কোনো কোনো বাচ্চা বলে থাকে যে, দুই দিন ধরে এই ব্যাপারটা চলছে, দুই ঘন্টা ধরে এই ব্যাপারটা চললো আর সেই দুই ঘন্টায় হারালে কতটা? দুই দিনে হারালে কতখানি? সুতরাং কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন হও। আচ্ছা।

চতুর্দিকের বাপদাদার স্নেহকে প্রত্যক্ষ করিয়ে থাকা, ফলো ফাদার করা সকল শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা বাপদাদার কদমে কদম রেখে চলা আঙুকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা দূঢ় সংকল্পের দ্বারা ব্রহ্মা বাবার সমান সর্বংশ ত্যাগী বিশেষ আত্মাদেরকে, সদা সুপুত্র হয়ে সকল সময় প্রমাণ দিতে পারা সুপাত্র আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:-

ব্রহ্মা বাবার কদমে কদম রেখে সীমাকে অসীমে সমাহিত করে দেওয়া অসীম জগতের বাদশাহ ভব ফলো ফাদার করা অর্থাৎ আমার-কে তোমার এ সমাহিত করা। সীমাকে অসীমে মিশিয়ে দেওয়া। এখন এই কদমে কদম রাখা প্রয়োজন। সকলের সংকল্প, বোল, সেবার বিধি অসীমের ব'লে যেন অনুভূত হয়। স্ব-পরিবর্তনের জন্য সীমিতকে অর্থাৎ জাগতিক বিষয় গুলিকে স্ববংশে নির্মূল করো। যাকে দেখবে বা যা কিছুই দেখবে অথবা যারাই তোমাকে দেখবে - অসীম জগতের বাপদাদার নেশা তোমার মধ্যে যেন অনুভব করে। সেবাও হবে, সেন্টারও থাকবে, কিন্তু সীমিত (হদ) নাম নিশানও সেখানে থাকবে না, তবেই বিশ্বের রাজত্বের সিংহাসন প্রাপ্ত হবে।

স্নোগান:-

নিজের ভাবনা চিন্তাকে অনবদ্য বানিয়ে নাও, তবে নগন্য বিষয় গুলির পিছনে টাইম ওয়েস্ট হবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ঈশ্বরের কোলে স্থান লাভ করেছে। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য, তাঁর শ্রীমতই তোমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে দেয়”

*প্রশ্নঃ - তুমি মারা গেলে, তোমার কাছে সমগ্র দুনিয়াই মৃত হয়ে যাবে - এর অর্থ কী ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা তোমরা যখন বাবার কাছে জীবিত থেকেও মৃত হয়ে যাও, তখন সমগ্র দুনিয়াই তোমাদের কাছে সমাপ্ত হয়ে যায়। অন্যান্য মানুষ তো যে দুনিয়ায় মারা যায় সেই দুনিয়াতেই পুনরায় জন্ম নেয়, কিন্তু তোমাদের জন্ম পুনরায় এই পুরানো দুনিয়াতে হয় না। নতুন জন্ম নতুন দুনিয়াতে হয়। বাচ্চারা তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়।

*গীতঃ- মরবো তোমার গলিতে, বাঁচবো তোমার গলিতে ...

ওম শান্তি । এই গানও হল এই সময়কার, যেটা আবার ভক্তিমার্গে গাওয়া হয়ে থাকে। এইসময় তোমরা যখন বাবার কাছে জীবিত থেকেও মৃত হয়ে যাও তখন স্পষ্টতঃই সমগ্র দুনিয়াই তোমাদের কাছে সমাপ্ত হয়ে যায়। অজ্ঞান কালে মানুষ মারা গেলে পুনরায় এই দুনিয়াতেই জন্ম নেবে। দুনিয়া তো দুনিয়ার জায়গাতেই আছে। যে দুনিয়ায় মারা যায়, সেই দুনিয়াতেই পুনরায় জন্ম নেয়। বাচ্চারা তোমরা যখন বাবার হও, তখন এই দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যায়। বলা হয় - তুমি মারা গেলে তোমার কাছে এই দুনিয়াই মৃত হয়ে যাবে... কিন্তু এই দুনিয়ার তো বিনাশ হয় না। এই দুনিয়াতেই পুনরায় জন্ম নিতে হয়। এখন তোমরা যখন বেঁচে থেকেও মরে গেছো, তো তোমাদের মারা যাওয়ার সাথে সাথে এই দুনিয়াও তোমাদের কাছে মৃত হয়ে যায়। তোমরা মারা গেলে এই দুনিয়াও সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে আমরা পুনরায় নতুন দুনিয়াতে আসবো। এটা কেবল তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার কারণে আমাদের সত্যযুগের বার্থ রাইট (জন্মসিদ্ধ অধিকার) প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। নরক বিনাশ হয়ে যায়। এতে কোনও পরিশ্রম নেই, কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যখন কোনও মানুষের মারা যাওয়ার সময় হয় তখন তাকে বলা হয় রাম-রাম বোলো। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় বলে - রাম নাম হল সত্য... এটা ভগবানকেই বলা হয়। রাম নাম হলো সত্য অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি সত্য, তাঁরই নাম নেওয়া উচিত। তাঁকে রাম বলে দেয়। জপমালাও রাম-রাম বলে জপ করতে থাকে। রাম-রাম ধ্বনি এমন ভাবে করে যেন মনে হবে কোনও বাজনা বাজছে। বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন যে - কোনও আওয়াজ করবে না। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে স্মরণ করতে হবে। তোমরা জানো যে - জীবিত অবস্থায় ঈশ্বরের কোলে আসার কারণে এই দুঃখরূপী দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যায়। বাবা আমরা আপনার গলার হার (মালা) হয়ে যাবো। গাওয়াও হয় - রুদ্রমালা। তোমরা রুদ্রমালার দানা হওয়ার জন্য কল্প পূর্বের ন্যায় এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বসে আছো। দ্বিতীয় কোনও সংস্পর্শ নেই যেখানে গিয়ে এমন মনে হবে যে আমরা ঈশ্বরের গলার মালা হব! বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। “বাবা” - কে বলছে? আত্মা। আত্মার মধ্যেই মন-বুদ্ধি আছে তাই না। বুদ্ধির দ্বারা বোধগম্য হয় তারপর বলে। প্রথমে সংকল্প আসে, তারপর কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে বলা হয় - অবশ্যই আমরা বাবার হয়েছি, বাবার হয়েই থাকবো। তারা তো গড় ফাদার বলে থাকে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো - তোমাদের মধ্যে গড় ফাদারের নলেজ আছে? তখন ওরা বলবে - গড় তো হলেন সর্বব্যাপী। বোলো - তোমাদের আত্মা তো বলে যে পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন পিতা, তাহলে সর্বব্যাপী কিভাবে হবেন? বাচ্চাদের মধ্যেই কি বাবা এসে গেছেন? বাবাকে সর্বব্যাপী বলা একদমই রং (ভুল)। লৌকিক বাবারও ৫-৭ টা বাচ্চা হবে। তারা বলবে কি যে - বাবা তুমি হলে সর্বব্যাপী? এটাও হলো বোঝার বিষয়। মুখে বলছে পরমপিতা, তাহলে সর্বব্যাপী কি করে বলছে? পিতা আবার আমার মধ্যে আছে - এটা কিকরে সম্ভব হবে! বাচ্চারা যদি বলে যে আমার মধ্যেই বাবা আছেন, বাচ্চারা খোড়াই বলতে পারে যে আমি হলাম বাবা। তোমরা আত্মারা হলে তাঁর সন্তান, তারপর বলে যে পিতা আমার মধ্যেও আছে। বাবা কিভাবে বাচ্চার মধ্যে থাকবেন? খুব ভালো ভাবে বুঝে তারপর বোঝাতে হবে।

রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ তো সুপ্রসিদ্ধ। রুদ্র হলেন নিরাকার। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সাকার। তাহলে ভগবান কাকে বলা যাবে? সাধারণ মানুষ তো অনেক কিছু ভুলে গেছে, বলে দেয় যে - গড় ফাদার ইজ্ ওমনিপ্রজেন্ট, (ভগবান হলেন সর্বব্যাপী) আমার মধ্যেও আছেন। বাবা তো ঘরে থাকেন, এছাড়া আর কোথায় থাকবেন? এখন বাবা এই অসীম জগতের ঘরে এসেছেন। এখানে বিরাজমান আছেন। বলেন যে আমি এনার (ব্রহ্মা বাবার) মধ্যে প্রবেশ করেছি। কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে

করো। আগে পূর্ব পুরুষদের আহ্বান করার প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। পূর্ব পুরুষ তো হলেন আত্মা তাই না। পূর্ব পুরুষদের অর্থাৎ আত্মাদের খাওয়ানো হত। বলে যে আজ আমার ঠাকুর্দার প্রতি পিন্দ্দান করা হবে, অমুকের জন্য পিন্দ্দান করা হবে। তো আত্মাকে আহ্বান করা হয় তাই না, খাওয়ানো হয়। মনে করো কেউ তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে, তার আত্মাকে আহ্বান করে। আমি তাকে হিরের নাকছাবি পরাবো বলে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে তাকেই হিরের নাকছাবি পরিয়ে দেয়। আত্মাকেই তো আহ্বান করে তাই না। শরীর খোড়াই আসে। এই প্রথা ভারতেই প্রচলিত আছে। যেরকম তোমরা সূক্ষ্ম বতনে যাও। কেউ শরীর ছাড়লে তার জন্য ভোগ লাগাও। সূক্ষ্ম বতনে সেই আত্মা আসে। এসব হল একদম নতুন কথা। যতক্ষণ কেউ ভালোভাবে না বুঝবে ততক্ষণ সংশয় উঠতে থাকে। এরা কি করছে? ব্রাহ্মণদের রীতি-রেওয়াজ দেখো কিরকম! এইসময় সকল মানুষ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবা তো হলেনই পতিত-পাবন। তিনি কখনও তমোপ্রধান হন না। কোনও মানুষকেই পতিত-পাবন বলা হয় না। পতিত-পাবন মানে সমগ্র দুনিয়াকেই যিনি পতিত থেকে পাবন বানান। সেটা তো এক বাবা ছাড়া আর কেউ হতে পারবে না। ধর্ম স্থাপক তো আসে নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করার জন্য। খ্রীষ্টান ধর্মের বংশতালিকা সেখানে আছে। প্রথমে যীশু খ্রীষ্ট আসেন, তারপর তার পিছনে খ্রীষ্টান ধর্মের আত্মারা আসতে থাকে। বৃদ্ধি হতে থাকে। তিনি কোনও পতিতকে পাবন বানান না। নশ্বরের ক্রমানুসারে তাদের সংখ্যা আসে। পতিত-পাবন তো এই সময় প্রয়োজন, যখন সবাই কবরস্থ হয়ে যায়। সবাইকে পাবন বানান এক বাবা-ই। এটা তো বুঝতে পারো যে স্পষ্টভাবে এইসময় সমগ্র দুনিয়া জর্জরিত হয়ে গেছে। কলকাতার বটগাছের উদাহরণ দেওয়া হয়। এই গাছ অনেক বড়। সেই গাছের তলদেশের ছত্রছায়ায় অনেক অনেক মানুষ সেখানে গিয়ে বসে। এই গাছের ফাউন্ডেশন (মূল কান্ডটি) নষ্ট হয়ে গেছে। বাকি সব শাখা-প্রশাখা দাঁড়িয়ে আছে। এটাও হলো (মনুষ্যসৃষ্টি রূপী) বৃক্ষ। দেবী-দেবতা ধর্মের যে বৃক্ষ আছে তার ফাউন্ডেশন উল্টো অবস্থায় উপরে আছে আর তার বিপর্যস্ত শিকর একদম আলাদা হয়ে গেছে। বাকি সব আছে। বীজ থাকলে তবে তো নতুন করে স্থাপন করবে। বাবা বলছেন যে - আমি পুনরায় এসে স্থাপন করাই। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শংকরের দ্বারা বিনাশ। এই মহাভারতের যুদ্ধে অনেক ধর্মের বিনাশ হয়েছিল। যারা রাজযোগ শিখেছিল তাদের জন্য আবার রাজধানী স্থাপন হয়েছিল। তোমরা জানো যে এখন আমরা বাবার কাছে যাবো, পুনরায় নতুন দুনিয়াতে আসবো। পুনরায় এই মনুষ্যসৃষ্টি রূপী বৃক্ষ বৃদ্ধি হতে থাকবে। সৃষ্টির আদিতে যে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল সেটা এইসময় প্রায় লোপ হয়ে গেছে। তাই বাবা বলছেন - আমি পুনরায় এসে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। যে ভারত সর্ব শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই ভারতের এখন গ্রহণ লেগেছে। কামচিটায় বসার কারণে এই সময় সমগ্র দুনিয়াই কালী হয়ে গেছে। এখন পুনরায় তোমরা জ্ঞান চিতায় বসে গোরা হচ্ছ। তোমরা শ্যাম বর্ণ হয়ে গিয়েছিলে, শ্যাম থেকে গৌর, সুন্দর বানাচ্ছেন পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা এখন তাঁর গ্রীমৎ প্রাপ্ত করছো। পরমপিতা পরমাত্মার আত্মা তো হল এভার পিওর (চির পবিত্র), গৌর। আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে। (সোনার মতো) এখন তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। সকলের মৃত্যু হবে। তারপর তোমাদেরকে রাম-রাম বলার জন্য কেউ থাকবে না। এই মৃত্যু এমন ভাবে হবে যে সবাই একসাথে মরবে। এখন কত মানুষ মরবে! তা থেকে কতোইনা জৈবসার হবে! তাহলে কেন ধরিত্রী ফার্স্টক্লাস আনাজ (সজ্জি) দিতে পারবে না! সত্যযুগে চারিদিক সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিস থেকে সার হয়। যাকিছু নোংরা আছে তা জ্বলে পুড়ে সার হয়ে যাবে। সার হতে সময় লাগে। এই সৃষ্টিও নতুনভাবে সজ্জিত হতে সময় লাগে। তোমরা সূক্ষ্ম বতনে যাও। কতো বড় বড় ফল তোমাদেরকে দেখানো হয়। শুবীরস (আমের রস) পান করানো হয়। তোমরা চিন্তা করো, কতো সার পাওয়া যাবে, সেটাও মুখ্যতঃ ভারতে। সেখানে কতো ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যাবে। বাবা সূক্ষ্ম বতনে বৈকুণ্ঠের শুবীরস তোমাদেরকে পান করান। বাগান ইত্যাদির সাক্ষাৎকার করান। সেখানে আমাদের বাগান থাকবে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে। শুবীরস পান করে আসতো। প্রিন্স বাগান থেকে ফল নিয়ে আসতো। এখন সূক্ষ্ম বতনে তো বাগান থাকতে পারেনা। অবশ্যই বৈকুণ্ঠ থেকে যাবে। প্রত্যেককে আলাদা করে সাক্ষাৎকার করাবেন না। যে নিমিত্ত হয়, তাকেই বাবা সাক্ষাৎকার করান। হতে পারে যদি তুমি বাবার স্মরণে থাকবে, বাবার বাচ্চা হয়ে থাকবে তাহলে অন্তিম সময়ে তোমাদের অনেক কিছুই সাক্ষাৎকার হবে - যে সম্পূর্ণ স্যারেন্ডার (সমর্পিত বুদ্ধি) হয়ে থাকবে। এটা তো প্রথমে ভাঙি হওয়ার ছিল। ভাঙিতে পরিপক্ব হওয়ার ছিল তাই অনেকে এসে গেছে। বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে কেবলমাত্র লিটারেচার দিলে তারা কিছুই বুঝতে পারবে না। বোঝানোর জন্য টিচার অবশ্যই চাই। টিচার এক সেকেণ্ডে বোঝাবেন - ইনি হলেন তোমাদের বাবা, ইনি হলেন দাদা, এই অসীম জগতের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। যদি কাউকে শুধুমাত্র লিটারেচার দাও তাহলে সে দেখে ফেলে দেবে। কিছুই বুঝতে পারবে না। এটা অবশ্যই বোঝাতে হবে যে বাবা এসে গেছেন। এটা ঢোল বাজিয়ে বলে দেওয়া তোমাদের কর্তব্য।

এখানে যাদব কৌরব পাণ্ডবও আছে। মহাভারতের লড়াইও সামনে দাঁড়িয়ে। অবশ্যই রাজযোগ শেখানোর জন্য কেউ থাকবেন। অবশ্যই স্বর্গের স্থাপনাও হবে। এক ধর্মের স্থাপনা অনেক ধর্মের বিনাশ হবে। তোমরা জানো যে আমরাই নর

থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হই। এটা হল এইম্ অবজেক্ট। মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না। দেবতা কেবল সূর্য বংশীদেরকে বলা হবে। চন্দ্র বংশীদেরকে ঋত্রিয় বলা হবে। প্রথমে তো দেবতা হতে হবে তাই না। ফেল হয়ে গেলে ঋত্রিয় হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন যে মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, কতো অসংখ্য হারানিধি বাচ্চা আছে। কারো বাচ্চা হারিয়ে যাওয়ার ৬-৮ মাস পর ফিরে এলে তো কতোই না ভালোবাসার সাথে এসে মিলিত হয়। বাবার কতোইনা খুশী হবে। এই বাবাও বলছেন - অতিপ্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা ৫ হাজার বছর পর এসে মিলিত হচ্ছ! আদরের প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা হারিয়ে গিয়েছিলে, এখন পুনরায় এসে মিলিত হয়েছে। অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। ডিটি ওয়ার্ল্ড সাভরেন্টি ইজ্ ইওর গড্ ফাদারলী বার্থ রাইট। (দৈবী স্বরাজ্যের সার্বভৌমত্ব হল তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম সিদ্ধ অধিকার)। বাবা তোমাদেরকে অসীম জগতের বাদশাহী দিতে এসেছেন। ইনি হলেন হেবেনলি গড্ ফাদার (স্বর্গের রচয়িতা ঈশ্বরীয় বাবা)। তিনি বলছেন - বাচ্চারা তোমাদের জন্য কত বড় সওগাত নিয়ে এসেছি। কিন্তু ততখানি যোগ্য হতে হবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা মাশ্বা বলে যদি আবার ভুলে যাও বা বাবার হাত ছেড়ে দাও তাহলে বাবার গলার মালা হতে পারবে না। বাবা বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। বাবা বাচ্চাদেরকে মাথার উপরে রাখেন। অসীম জগতের বাবার কতো কতো বাচ্চা! বাবা তাদেরকে কতোটা উঁচুতে ওঠাচ্ছেন। যারা বাবার চরণে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকেও বাবা অনেক উঁচুতে ওঠাচ্ছেন। তাই কতখানি খুশীতে থাকতে হবে আর শ্রীমতে চলতে হবে! এক বাবার মৎ অনুসারেই চলতে হবে। নিজের মতে চলেছো তো মরেছো। শ্রীমত অনুসারে চলবে তো তোমরা শ্রেষ্ঠ মানুষ অর্থাৎ দেবতা হয়ে যাবে। ঋত্রিয় তো তথাপি দুই কলা কম হয়ে যায়। এটা হলই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার, ঋত্রিয় নয়। বাবা জিঞ্জেস করেন যে কতো নম্বরে পাশ হবে? বাবার সম্মানটা বজায় রেখো। অসীম জগতের বাবাও বলেন যে সূর্যবংশী হও। জানো যে বিজয় মালাতে আসার জন্য ১০৮ জনই পাশ হবে। মাশ্বা-বাবাকে ফলো করতে হবে। নিজের সমান স্বদর্শন চক্রধারী বানিয়ে শিববাবার সামনে উপহার নিয়ে আসে। বাবা জিঞ্জেস করেন যে কতজনকে নিজের সমান বানিয়েছো? কতোইনা মজার বিষয়! তোমরাই বুঝতে পারো। নতুনরা একদমই বুঝতে পারবে না। এটা হল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার কলেজ। কারো কারো তো ৭ দিনেই অনেক রঙ লেগে যায় (নেশা চড়ে যায়)। কারোর তো একদমই রঙ (নেশা) চড়ে না। নোংরা ছিঃ ছিঃ কাপড়ের উপর রঙ লাগানো খুবই কঠিন। অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

সর্বপ্রথমে যে কথাটি বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে প্রথমে সবাইকে বলা - অসীম জগতের বাবাকে তোমরা জানো? বলে - হ্যাঁ, আমার মধ্যেও আছে, তিনি হলেন সর্বব্যাপী। আরে, তোমার মধ্যেও আছে তো জিঞ্জেস করার কথাই নেই। বলছো যে বাবা আছেন, তাহলে আবার বাবা তোমার মধ্যে অথবা আমার মধ্যে কিভাবে থাকতে পারেন! বাবা আছেন তো বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই নিতে হবে। সবার আগে অল্ফ-এর সম্বন্ধে বোঝাও। বাবা বলছেন - হে আমার হারানিধি বাচ্চারা। এরকম ভাবে কোনও সল্যাসী বা গুরু গোসাই বলতে পারবে না। তোমরা জানো যে অবশ্যই আমরা হলাম শিববাবার হারানিধি বাচ্চা। পাঁচ হাজার বছর পর পুনরায় এসে মিলিত হয়েছে, স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। জেনে গেছো যে আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম, পুনরায় আমরাই মালিক হতে চলেছি। স্বর্গে তো অবশ্যই যেতে হবে। এবং সেখানে উঁচু পদ নেওয়ার জন্য এখন অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) মাশ্বা বাবাকে ফলো করে সূর্য বংশীতে আসতে হবে। নিজের মতে চলবে না। শ্রীমত অনুসারে শ্রেষ্ঠ দেব-পদ নিতে হবে।

২) আমরা বাবার হয়েই থাকবো - এই নিশ্চয় রাখতে হবে। কখনও কোনও কথাতে সংশয় যেন না আসে।

বরদানঃ:-

বাবার প্রত্যেক ডায়রেকশন বা কায়দার দ্বারা লাভবান হয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম ভব বলা হয় - যত কায়দা ততই ফায়দা (লাভ), এইজন্য অমৃতবেলা থেকে শুরু করে যা কিছু কায়দা কানুন আছে, এসব থেকে কখনও নিজেকে সরিয়ে রাখবকরবে না বা অবমাননা করবে না। পড়া, অমৃতবেলা, সেবা যা কিছু দিনচর্চা তৈরী হয়ে আছে, তাতে যদি মন নাও লাগে তবুও দিনচর্চা তে কিছু মিস করবে না। যেরকম ভক্তুরা নিয়মের পালন অবশ্যই করে, মন্দিরে যেতে যদি মন নাও চায় তথাপি অবশ্যই যাবে। তোমরা তো হলে স্বয়ং ল'মেকার্স (নিয়ম প্রস্তুত কারক), এই অনুভবের দ্বারা প্রত্যেক নিয়ম পালন করতে

থাকো তাহলে মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যাদের কাছে সন্তুষ্টতার বিশেষ গুণ আছে তাদের কাছে সর্বগুণ স্বতঃতই আসতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক (রুহানী) ব্রাহ্মণ, যারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত হয়েছো, তোমাদের নিজের অশ্ব (শরীর) এই যজ্ঞে স্বাহা করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - অবস্থাকে (স্থিতি) স্থায়ী (একরস) অচল বানানোর উপায় (সাধন) কী?

*উত্তরঃ - অবস্থা স্থায়ী তখনই হবে যখন নিরন্তর যোগযুক্ত হয়ে থাকবে। যোগ তখনই ছিন্ন হয় যখন কারো প্রতি মমত্ব থাকে। সেইজন্যই নষ্টমোহ হও। বুদ্ধিকে পবিত্র করো। জ্ঞানের ধারণাও পবিত্র বুদ্ধিতেই হয়, সেইজন্যই বুদ্ধি রূপী পাত্র যেন স্বচ্ছ হয়, বাবার সাথে যোগ যেন জুড়ে থাকে।

*গীতঃ- এটাই বসন্ত...

ওম্ শান্তি । নিরাকার শিব ভগবানুবাচ। আকার এবং সাকারকে ভগবান বলা যেতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আমরা এই সঙ্গমে বসে আছি। বাবা বুদ্ধিয়েছেন — এই সময় তোমাদের দৈবী সম্প্রদায়ের বলা যায় না। এই সময় তোমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের। ব্রাহ্মণও এই সময় দুই রকমের হয়। এই হলো সত্যিকারের ব্রাহ্মণদের কুল। ঐ ব্রাহ্মণরা (গর্ভজাত) জানে না যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হলো যারা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। সুতরাং তাদেরকেও পরিচয় দিতে হবে। যখন কেউ আসে তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন অসংখ্য আছে যারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে থাকে। ঐ ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনেক রকমের আছে। এখানে তোমরা একই ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী প্রকৃত অর্থেই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার সন্তান তোমরা ব্রাহ্মণ- ব্রাহ্মণী। তোমরা বিকারে যেতে পারো না। এখানে ছোট-বড় সবাই তোমরা ব্রাহ্মণ। ওরা হলো শরীরধারী ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে সত্যিকারের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। তোমরা জানো আমরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার সন্তান। পরমপিতা পরমাত্মা নিজের পৌত্র-পৌত্রীদের পুত্রের দ্বারা শিক্ষা প্রদান করেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তাঁর পুত্র। যদিও শাস্ত্রে দক্ষ প্রজাপিতারও নাম আছে। দক্ষ বলে কেউ নেই। এনার নামই দক্ষ প্রজাপিতা রাখা হয়েছে। শাস্ত্রে আছে যে অশ্বকে আহুতি দেওয়া হতো। অশ্ব তো তোমরা। ওরা বসে এর কাহিনী তৈরি করে লিখেছে। যথার্থ অর্থকে ওরা বুঝতে পারবে না। শাস্ত্রের কিছু কিছু শব্দ সঠিক। যেমন নাটক তৈরি করে, যেমন নাটকের নাম দিলো "ঝাঁসির রাণী", নাম তো আছে নাটকে কিন্তু ঐ অভিনেত্রী তো রিয়েল (সত্যি) নয়। তারা বসে মেইক আপ দিয়ে সব কিছু আর্টিফিসিয়াল (কৃত্রিম) তৈরি করে। নিজের লোকেদের সৈন্যের সিপাহী বানিয়ে দেয়। কোনো ঘটনা বা কিছু না কিছু রয়েছে তা দিয়ে নাটক তৈরি হয়। যা পাস্টে হয়ে গেছে সেটাকেই আবার নতুন অ্যাক্টর্স দিয়ে পার্ট প্লে করানো হয়। তোমরা তো পার্ট শিখেই গেছো। অটোমেটিক্যালি আত্মার মধ্যে যে পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে সেটাই প্লে হয়ে চলেছে। তোমরা নিজেদের পার্টকে বুঝতে পেরেছো। তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। মানুষ মনে করে, মহা প্রলয় হয়েছিল, তখনই একটা অশ্বখ পাতার উপরে একটা শিশু সমুদ্রে ভেসে এসেছিল। এটা তো হতেই পারে না। তবে হ্যাঁ, বাবা যখন নতুন সৃষ্টি রচনা করেন সবার প্রথমে বাচ্চা গর্ভ মহলে আসে। ঠিক যেন ফ্রীর সাগরে আছে। এখানে হলো গর্ভ জেল, বিষয় সাগর। অনেক সাজা খেতে হয়। এ'সবই বাবা বসে বোঝান। এর নামই হলো সহজ রাজযোগ। তোমরা দেবী-দেবতা ধর্মের। তোমরা পুরুষার্থ করে রাজারও রাজা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণও তাই হবে। তাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। বাবা বোঝান যে কল্প পূর্বেও তোমরাই ছিলে। কেউ আসলেই বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করেন আগে কখনও মিলিত হয়েছে ? উত্তরে বলে - হ্যাঁ বাবা, ৫ হাজার বছর আগেও মিলিত হয়েছিলাম। কল্পে-কল্পে, কল্পের সঙ্গম যুগে মিলিত হতে এসেছিলাম। পরেও মিলিত হবে। এর এন্ড হয় না। এই ড্রামা পূর্ব থেকেই তৈরি হয়ে আছে। বাবা বলেন আমাদেরও পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার জন্য আসতে হয়। এর মাঝখানে আসা আমার কোনো কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আমার নাম হলো পতিত-পাবন। আহ্বান করে বলে পুনরায় এই ভারতকে বা সৃষ্টিকে পবিত্র করে তোলো। সৃষ্টির আদিতে ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। লঙ-লঙ এগো (অনেক বছর আগে).... বলা হয় তাইনা। কিন্তু কবে ? এটা বোঝে না। প্রাচীনতম মানবরাই দেবতা হয়। স্বর্গের জিনিস প্রাসাদ, উদ্যান ইত্যাদি দেখানো হয় তাইনা। অতি পুরানো দেবী-দেবতা যারা, যাদের সোনা, হীরা, জহরতের মহল ছিল। ৫০০০ বছরের কথা। এর থেকে পুরানো আর কোনো জিনিস হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণও এতো পুরানো নয়, রাধা-কৃষ্ণই অতি পুরানো। লক্ষ্মী-নারায়ণের আগে প্রথমে তো রাধা-কৃষ্ণ তাইনা। শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের প্রথম বাচ্চা। তার আত্মাও পিওর, শরীরও নম্বর ওয়ান পিওর। মুখ্য প্রিন্স-প্রিন্সেস না ! (রাধা-কৃষ্ণ)। বাবা বলেন আমি একজন মুসাফির (পথিক)। কোথাকার মুসাফির? তোমরা জানো পরমধাম বা নির্বাণধামের মুসাফির।

মুসাফির তো হয় আত্মাই।

আমি আত্মা এভার পিওর (চির পবিত্র)। তোমরা আমার সজনী। তোমরা অসুন্দর (কালো) হয়ে গেছো। এখন আমি তোমাদের আত্মাকে গৌর (সুন্দর) করে তুলি। আত্মা থেকে খাদ বের করি। এক মুসাফির তোমাদের সবাইকে সুন্দর করে তোলেন। কেমন মোস্ট বিলভেড (অতি প্রিয়) মুসাফির। স্বর্গে তো ন্যাচারাল শোভা থাকে। দেবতার কি সুন্দর হয়। তোমরা ব্রাহ্মণদের এখন এটা পুরানো শরীর। তোমরা সুন্দর থেকে কালো হয়ে যাও, আমি মুসাফির তোমাদের সুন্দর করে তুলি। আমি এই পুরানো কালো সজনীর (ব্রহ্মা) মধ্যে প্রবেশ করি। এর মধ্যে এসে আমি একে এবং তারপর তোমাদের সুন্দর করে তুলি। এক মুসাফির এসে কতজনকে সুন্দর করে তোলেন। মুসাফির কথার অর্থও তোমরা জানো। যখন তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তখনই সুন্দর হতে পারবে। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের মধ্যে খাদ পড়ার কারণে কালো হয়ে গেছো। এই খাদ এখন কিভাবে বের করবে? আমার সাথে যোগযুক্ত হয়ে। এই যোগ অগ্নি দ্বারাই খাদ ভস্ম হয়ে যাবে। যথার্থ বিষয় তোমরা বুঝতে পেরেছ। বাবা তোমাদের অনেক বোঝান কিন্তু তোমরা ভুলে যাও কেননা যোগ সঠিকভাবে নেই। নষ্টমোহা হতে পারোনি। বাবা তো এভার পিওর অথবা পবিত্রতার সাগর। তোমরা জানো যে আমরা আত্মা আইরন এজড হয়ে গেছি সুতরাং গয়নাও নকল পেয়েছি আর সেইজন্যই প্রথমে আত্মার মধ্য থেকে খাদ বের করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করো। একেই যোগ অগ্নি বলে। শিববাবা বলেন আমি চির পবিত্র। আমি যদি না থাকতাম তোমাদের পিওর কে বানাত? প্রথমে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মে খাদ জমা হয়েছে। এখন আমরা বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হব। কোনো বিকার থাকবে না। যদি কিছু থেকে থাকে তবে সাজা ভোগ করতে হবে। তবে কেন আমরা নিরন্তর পুরুষার্থ করি না, যাতে পরিশ্রমের মাধ্যমে অবস্থা এমনই হবে যে কখনও মায়ার তুফান হেলাতে পারবে না। অচল ঘর (স্থিরতার ঘর) হয়ে যাও। আত্মা যা এর ভিতরে আছে (শরীরে), তা বাবার স্মরণে পরিপক্ব অবস্থায় এলে তারপর কর্মাতীত অবস্থা হবে। কোনো বিকর্ম হবে না। আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। এতে পরিশ্রম আছে না। পরমপিতা পরমাত্মারও পার্ট আছে। আমরা তাঁকে স্মরণ করি। তিনি কিভাবে এসে পঠন-পাঠন করান, সেটা তো প্র্যাকটিক্যালি হবে তাইনা। ৫ হাজার বছর আগেও ভগবান এসে পড়িয়েছিলেন। পূর্বের মতোই প্রাচীন ভারতের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। বাম্বারা জানে এটাই সেই প্রাচীন রাজযোগ। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর এতেই পরিশ্রম আছে। সম্পূর্ণ বিষয়টাই স্মরণের। বাবা আদেশ দেন আমাকে স্মরণ কর। কিন্তু মায়া আদেশ অনুযায়ী চলতে দেয় না। বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা আমার মতই পবিত্র হয়ে যাবে তারপর নলেজফুল, ক্লিসফুল হয়ে হবে। তোমরা আশীর্বাদ করছ।

তোমরা এখানে তিন পা রাখার মতো পৃথিবী (জায়গা) পাও না আর সেখানে বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী দেন সেইজন্যই সবাই বাবাকে স্মরণ করে। বাণীর উর্ধে যাওয়ার জন্য মানুষ বাণপ্রস্থ নিয়ে থাকে অর্থাৎ মুক্তিধামে যেতে চায়। মুক্তি-জীবনমুক্তি তো বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। বাবার মাধ্যমে প্রথমে তোমরা শুদ্ধ থেকে ব্রাহ্মণ হও। এখানে কষ্টের কোনো বিষয় নেই, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো। তোমরা বুঝতে পেরেছ যে স্মরণ করলে ফরসা (গৌর) হতে পারব। তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র বাবা এসে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। মোস্ট বিলভেড বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। মানুষ যখন রোগগ্রস্ত হয় তখন তাকে বলা হয় অমুককে স্মরণ কর। কিন্তু এইভাবে খোড়াই স্মরণ স্থায়ী হয়। এতে অনেক অভ্যাসের প্রয়োজন পড়ে, তবেই অন্ত মতি সো গতি হবে। তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কর্মাতীত হতে হবে। যোগবল দ্বারা বিকর্ম ভস্ম করলে সাজা খেতে হবে না। যোগযুক্ত না থাকলে সাজা ভোগ করে মুক্তিধামে যাবে, সেটাও নস্বরানুসারে হবে। সুতরাং সুন্দর মুসাফির একমাত্র বাবা। মুসাফির তো সব আত্মারাই। কত দূর থেকে আসে পার্ট প্লে করার জন্য। ঠিক যেমন অ্যাক্টর্স ঘর থেকে আসে পার্ট প্লে করার জন্য। এটা রাবণের পরের দেশ তাইনা। রাবণ তোমাদের পতিত বানিয়েছে। আমি পতিতদের পবিত্র করে সঞ্চে করে নিয়ে যাব। কিছু গুরুর অনেক ফলোয়ার্স (অনুগামী) থাকে। কিন্তু সেই গুরু তো সঞ্চে করে নিয়ে যায় না আর না নিজে যেতে পারে। রাস্তাই জানে না। জ্যোতি কখনও জ্যোতিতে মিশে যেতে পারে না। আত্মা ইম্-মর্ট্যাল (অমর, অবিনাশী)। টুকরো-টুকরো হতে পারে না। শরীর মরে যায়, জ্বলে যায়। আত্মহত্যাও করে। দুজনের মধ্যে কিছু ঘটনা ঘটলো, ইচ্ছা পূর্ণ হলো না তখন দুজনে মিলে ডুবে মরে যায়, তাদের জীব-ঘাত করা মহাপাপী বলা হয়। এতে আত্মহত্যা হয় না, শরীরের বিনাশ হয়। সুতরাং যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই ধারণা হবে। যে যতই মূরলী ভালো পড়ুক না কেন, মায়া এমনই যে একটা চড় কষিয়ে শেষ করে দেয়। এর বক্সিং চলতেই থাকে। এটা যুদ্ধ-স্থল তাইনা। যুদ্ধের ময়দান এটা। শান্ত্রে তো কিনা কি দেখিয়েছে, রাত দিনের পার্থক্য। এই সময়ের জন্য বলা হয় জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে গেছে। দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধুই জড় চিত্র আছে। তোমরা শিবের মন্দিরে গিয়ে চট করে বলে দেবে যে এটা শিববাবার

মন্দির। ব্রহ্মার মন্দিরে গেলে তোমরা বলবে এটা দাদার মন্দির। এটা জগত অম্বা মাম্মার মন্দির। নিচে রাজযোগ তপস্যা করছে আর উপরে বৈকুণ্ঠের স্মারক। তা না হলে কোথায় দেখাবে (বৈকুণ্ঠ)। কেউ মারা গেলে বলে থাকে এ বৈকুণ্ঠ চলে গেছে। সুতরাং ওরা বৈকুণ্ঠ উপরে তৈরি করেছে। স্মরণিক ড্রামা অনুসারে সঠিক। বাবা আর মাম্মা — কামধেনু বসে আছে। ওরা (ভক্তি মার্গে) একে (ভুল করে) গাভী মনে করেছে। ফকিররা তাদের সাথে গরু নিয়ে বের হয় সুতরাং এটা হচ্ছে কামধেনু আর কপিল দেব (ঋষি)। কপিল দেবের কাছে কামধেনু থাকে। এ'সব নিয়ে অনেক কাহিনী আছে।

শিববাবা বলেন - আমি হলাম মুসাফির। এই ব্রহ্মাও এমন বলতে পারে না। শিববাবা বলেন আমি মুসাফির এভার পিওর। এটা হলো অপবিত্র বিকারগ্রস্ত দুনিয়া। ওটা নির্বিকারী দুনিয়া। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত তৈরি হয়েই আছে। বাবা বসে বোঝান। দুনিয়াতে কেউ জানে না। আত্মারা নিরাকার দুনিয়ার নিবাসী। এখানে আসে পাট প্লে করার জন্য। এটা কর্মক্ষেত্র। পরমধামকে কর্মক্ষেত্র বলা যায় না। এটা নাটক। ভারত হীরে তুল্য থেকে কড়িহীন হয়ে যায়। ভারতেই বর্ণ আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেবতা বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণ.... এর মধ্যেই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়। সব ধর্মের ৮৪ জন্ম হয় না। মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের কত বিষয় বাবা বোঝান। বাচ্চারা জানে কল্পে-কল্পে পড়াশোনা করতে আসে। পুরুষার্থ অনুসারেই ট্রান্সফার হবে। যেমন স্কুলে ট্রান্সফার (ক্লাস পরিবর্তন) হয়ে থাকে না! তোমরাও নম্বরানুসারে গিয়ে রাজত্ব করো। শুধুমাত্র বাবার হয়ে বাবাকে স্মরণ করো। ক্ষণে-ক্ষণে বাবাকে স্মরণ করো। তা না হলে বিকর্ম বিনাশ কিভাবে হবে। ক্ষণে-ক্ষণে নিজের সাথে কথা বলতে হবে। আমরা আত্মা ইমরট্যাল (অমর)। বাবা আদেশ দিয়েছেন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। উচু পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্মের খাদ ভস্ম করে গৌরব (সুন্দর) হতে হবে। পবিত্র হয়ে সবার প্রতি পবিত্রতার ব্লিস (আশীর্বাদ) করতে হবে।

২) নিজেকে এমন অচলঘর গড়ে তুলতে হবে যাতে কোনো বিকর্ম না হয়। স্মরণের পরিশ্রমের দ্বারা নিজের অবস্থাকে পরিপক্ব করে তুলতে হবে।

বরদানঃ:- নিজেকে অবতরিত হওয়া অবতার মনে করে সবসময় উঁচু স্থিতিতে স্থিত থাকা অর্শ (আকাশ) নিবাসী ফরিস্তা ভব

বাবা যেমন অবতরিত হয়েছেন, তেমনই তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারাও উপর থেকে ম্যাসেজ দেওয়ার জন্য অবতরিত হয়েছো। তোমরা হলে সূক্ষ্মলোক বা মূললোকের নিবাসী। দেহ-ভান রূপী মাটি বা পৃথিবীতে তোমাদের বুদ্ধি রূপী পা পড়তে পারে না। সেইজন্যই ফরিস্তাদের পা সবসময় মাটি থেকে উপরে দেখানো হয়। সুতরাং তোমরা সবাই উঁচু স্থিতিতে স্থিত থাকা অর্শ নিবাসী অবতরিত হওয়া অবতার, এই স্মৃতিতে উড়তি কলায় উড়তে থাকো।

স্লোগানঃ:- স্ব-পরিবর্তনের তীর পুরুষার্থী বাচ্চারাই বাবার আশীর্বাদের অভিনন্দন পেয়ে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন পূণ্য আত্মা হওয়ার জন্য পরম শিক্ষকের শিক্ষাগুলিকে ধারণ করো, পাপ কর্মের খাতাকে যোগের দ্বারা সমাপ্ত করো”

- *প্রশ্ন:- মোস্ট বিলভড (অত্যন্ত প্রিয়) বাবার প্রতিও কিছু কিছু বাচ্চার কখনও-কখনও সংশয় এসে যায় - কেন এবং কখন?
- *উত্তর:- বাচ্চারা যখন কারো কথাতে প্রভাবিত হয়ে যায়, সঙ্গদোষে আসার কারণে সংশয় উৎপন্ন হয়। এখান থেকে বাইরে গেলো তো এখানকার কথা এখানেই রেখে যায়। এমনভাবে ভুলে যায় যে নিজের সুখ-দুঃখের খবরও দেয় না। ক্লাসেও যায় না, মুরলীও পড়ে না। সেইজন্য বাবা বলছেন যে - বাচ্চারা, এই সঙ্গদোষ থেকে খুব সাবধান থেকো। কখনও কারো কথাতে প্রভাবিত হবে না।
- *গীত:- এই পাপের দুনিয়া থেকে দূরে কোথাও নিয়ে চলো...

ওম্ শান্তি । এখন পরম শিক্ষক এই পাঠশালা চালাচ্ছেন। এটা তো বোঝানো হয়েছে যে তিনি একাধারে যেমন পরমপিতাও, তেমনই আবার পরম শিক্ষকও তিনি । তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছে। এইসময় যে বাবা তোমাদের লালন পালন করছেন, তিনিই আবার শিক্ষক হয়ে তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করছেন। তোমরা যারা এই পাপের দুনিয়াতে আছো, পুনরায় তোমাদেরকে পূণ্য আত্মাদের দুনিয়াতে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা প্রদান করছেন। এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। সবথেকে বেশী পাপ কাজ করায় মায়া রাবণ। সবথেকে বড় পাপ হল একে-অপরকে পতিত বানানো। ২১ জন্মের জন্য আত্মাকে পাবন বানানোর পাট একমাত্র পতিত-পাবন বাবার। যখন ‘ও গড় ফাদার!’ বলে থাকে, তখন অবশ্যই উপরের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরক্ষণেই আবার বলে দেয় যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। বাবা বোঝাচ্ছেন মায়া রাবণ সবাইকে তুচ্ছ বুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে। সবাই পরমাত্মাকে স্মরণ করে কেননা তারা জানে যে এটা হল দুঃখধাম। সাধু সন্ন্যাসীরাও মনে করে যে এটা হল দুঃখধাম এইজন্য সাধনা করে, শান্তিধামে যাওয়ার জন্য। ভারতবাসীরাও চায় যে আমরা শ্রীকৃষ্ণপূরীতে যাবো। সবথেকে প্রিয় হল শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ভারতবাসী বুঝতে পারে না যে, শ্রীকৃষ্ণ কবে এসেছে, এসে কি করেছে? বাবা বলেন এখানে একজনও পূণ্যাত্মা নেই। যদিও দান-পূণ্য তো করতে থাকে। এর দ্বারা অল্পসময়ের সুখ পাওয়া যায়। এমন নয় যে সদা সুখী, সদা শান্ত হয়ে যায়। দুঃখধামে সদা শান্তি হতে পারে না। একটা ঘরেও শান্তি থাকে না। কোনও কোনও বিষয়ে ঝগড়া হতেই থাকে, এইজন্য পরমপিতা পরমাত্মাকে আহ্বান করতে থাকে - বাবা এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে চলো। কেউ চায় নির্বাণধামে যেতে কিন্তু যখন সেই বিষয়ে জানবে, তখন তো যেতে পারবে, তাই না। নিবাস স্থান সম্পর্কে পরিচিত হলে তখন সেখানে যেতেও পারবে। মনে করো, যারা পিকনিক করতে যায়, বলে যে আজ অমুক জায়গায় পিকনিক করবো। সেই জায়গার সম্বন্ধে পরিচিত থাকলে তবে তো সেখানে যেতে পারবে। সাধারণ মানুষ মনে করে আমরা বৈকুণ্ঠে যাবো। কিন্তু এটা জানে না যে কিভাবে যাবে? কেউ মারা গেলে তো বলে যে -“লেস্ট ফর হেভেনলি এবোড” (তিনি স্বর্গে গমন করেছেন), তাহলে অবশ্যই তিনি নরকে ছিলেন, তাই না। বলেও থাকে যে পতিত-পাবন এসে আমাদেরকে পাবন বানাও। স্বর্গ তো হলই পাবনভূমি। এখানে মানুষ গাইতে থাকে যে - পতিত-পাবন এসো, কেননা এটা হল পতিত সৃষ্টি। কিন্তু বুঝতে পারে না। নিজেদের নেশায় থাকে। তাদের কতোইনা মহিমা হয়। কোনও সনামধন্য ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য কতো কি করতে থাকে! তার কতোই না মহিমা হয়!

এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমরা বাবার সাথে বসে আছি। তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চতম পরমপিতা পরমাত্মা। তারপর সেকেও নম্বরে হল ব্রহ্মা। তিনি হলেন আত্মিক পিতা আর ইনি হলেন শারীরিক পিতা। বাপদাদা দুজনে একসাথে আছেন। বাবা বলছেন - এটা হলো দুঃখের দুনিয়া তাই না। বাবা এসেছেন সুখধাম বানাতে। এই সময় টিচারের রূপে বসে আছেন। তারপর সাথে করে বাড়ি নিয়ে যাবেন। তাই তোমাদেরকে এখন যোগ্য বানাচ্ছেন। সবাইকে তো অবশ্যই নিয়ে যাবো। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা নির্বাণধামে থাকি। আত্মা যখন শরীর থেকে আলাদা শান্ত থাকে তখন রাজত্ব করতে পারে না। শরীরে রাজত্ব করতে হয়। প্রথমে তো অবশ্যই সুইট হোমে যেতে হবে। তাই অবশ্যই সুইট বাবাকে চাই। বাবা বোঝাচ্ছেন - হে ভারতবাসী, আমার জন্মও ভারতেই হয়। আমি আসিও এই ভারতে। তোমাদের এটা জানা নেই যে বাবা প্রথম কবে এসেছিলেন, এসে ভারতকে বেগর থেকে প্রিন্স বানিয়েছিলেন? তোমরা আমার জয়ন্তী পালন করে থাকো। শিবরাত্রী পালন করো তাই না। তারপর আসে শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী। যতক্ষণ শিব জয়ন্তী না হয় ততক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী

কিভাবে হতে পারে? স্বর্গের জয়ন্তী আর নরকের বিনাশ হবে। স্বর্গের জয়ন্তী শিববাবাই করবেন। শ্রীকৃষ্ণ খোড়াই করবে? শ্রীকৃষ্ণের তো তোমরা মহিমা করে থাকো যে তিনি হলেন বৈকুণ্ঠনাথ, শিব ভগবানের বায়োগ্রাফি কোথায়? কেউ জানে না। এখন তোমরা জেনে গেছো - আজকাল তো শিব জয়ন্তীর কোনও মূল্য নেই। শিব জয়ন্তী নামটাই গুপ্ত করে দিয়েছে। ত্রিমূর্তির উপরেও শিবের বদলে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দিয়েছে। বাবা বুঝিয়েও থাকেন, আর সাথে সাথে বলেন যে - বাচ্চারা, এটা হল অনাদি পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। অর্ধেক কল্প হল ভক্তিমার্গ, অর্ধেক কল্প হল জ্ঞানমার্গ। অর্ধেক-অর্ধেক, তাই না। এখন লৌকিক দুনিয়াতে তো সত্যযুগ ত্রিতাকে লক্ষ বছর বলে দিয়েছে আর কলিযুগের আয়ু ছোটো দেখায় তাহলে অর্ধেক-অর্ধেক কিভাবে হবে? সত্যযুগকে অনেক লম্বা আয়ু বলে দেয় আর কলিযুগকে ৪০ হাজার বছর বলে দেয়। অর্ধেক-অর্ধেক তো হল না। তাহলে ভক্তি মার্গ কবে থেকে শুরু হয়েছে? রামরাজ্য আর রাবণ রাজ্য হল অর্ধেক-অর্ধেক। কল্পের আয়ুই হল ৫ হাজার বছর। ৪ ভাগেরও মহত্ব আছে। জগন্নাথপুরীতে অল্পভোগ তৈরী হয়ে গেলে চারভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। স্বস্তিকাতেও চার ভাগ দেখানো হয়। সেখানে গনেশকে দেখানো হয়। এই সব হল পূজার সামগ্রী।

বাবা বলছেন এখন তোমাদের পাপের খাতা সমাপ্ত হয়ে পুণ্যের খাতা জমা হচ্ছে। তোমরা আমাকে যতবেশী স্মরণ করবে, ততই তোমাদের পাপ ভুল হবে, তখন তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে। পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গা স্নান করতে যায়, এসে আবার অপবিত্র হয়ে যায়। কিন্তু এসব কথা আর কেউ বোঝাতে পারবে না। বাবা তো বাবা-ই আছেন, বাকিরা সবাই হল ভাই-ভাই। আত্মার রূপে সবাই হল ভাই-ভাই। ভাই এর থেকে অন্য ভাইরা কোনও প্রকারের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে না। উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় বাবার থেকে। বাবা হলেন এক, এনার মধ্যে কল্পাইগু রূপে আছেন। তিনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা আর ইনি হলেন মানুষের পিতা। প্রজাপিতা তাই না। এখন তোমরা জেনে গেছো যে আমরা এই পাপের দুনিয়া থেকে সুখধামে যাচ্ছি। শ্রীমতের দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হচ্ছি। বর্ণ বিভাজনও ভারতেই দেখা যায়। অন্যান্য ধর্মে বর্ণ বৈষম্য থাকে না। ব্রাহ্মণ বর্ণ, তারপর হল দেবতা বর্ণ, তারপর ক্ষত্রিয় বর্ণ... তোমরা হলে অলরাউন্ডার তাই না। অন্যদেরকে এই বর্ণে আনতে পারবে না। বিরাট স্বরূপেও এই বর্ণ দেখিয়েছে। ব্রাহ্মণ বর্ণই হল ঈশ্বরীয় বর্ণ, যেখানে তোমরা এসে বাবার বাচ্চা হয়ে থাকো। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা, তোমরা হলে বি.কে.। যেরকম যীশু খ্রীষ্ট হলেন খ্রীষ্টানদের বাবা। আত্মিক বাবা সকলের একজনই। সেই নিরাকার বাবা এসে সাকার শরীরের লোন নেন। শ্রীকৃষ্ণের খড়ম ইত্যাদি রেখে পূজা করে। শিববাবা তো বলেন আমার না আছে চরণ আর না আমি খড়ম পরি। আমি মাতাদেরকে নিজের চরণে কিভাবে মাথা নত করাবো! বাবা জানেন যে বাচ্চারা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে। বাবা এসে বাচ্চাদের ক্লান্তি দূর করেন, সত্যযুগে ক্লান্ত হওয়ার কথাই থাকবে না। এখন তো মাথা ঠুকতে-ঠুকতে আর বারংবার কপাল মাটিতে ঘষতে ঘষতে বুদ্ধিটাই খালি করে দিয়েছে। ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ মানি। সময় বরবাদ আর টাকাপয়সাও বরবাদ। বাবা বলছেন বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে অনেক ধনবান বানিয়েছিলাম। এখন পুনরায় বানাচ্ছি। এই এক একটি ভার্শান (বার্ণী) হলো লক্ষ টাকার সম্পদ। ভারত কতোই না কাঙ্গাল হয়ে গেছে। এতটা ইনসলভেন্ট (কাঙাল) কখনো কেউ হয় না। এখানে কিছু প্রজাও ধনবান। গভর্নমেন্টকে লোন নিতে হয়। তারা লোন নেওয়ার জন্য নানা কৌশল বের করে। বেচারি ভারতের গভর্নমেন্ট সব ভুলে গেছে। যারা স্বয়ং মালিক ছিল তারাই এখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে গেছে। এখন বুঝতে পারে যে অবশ্যই আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম। বিশ্বের মালিক ছিলাম। সেই আমরাই এই সময় ঈশ্বরীয় সন্তান ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। তারপর সেই আমরাই দেবতা বর্ণে যাব। তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণে আসব। তারপর আবারও ব্রাহ্মণ হবো। এই 'হম সো' (আমরাই সেই) এর অর্থ তোমরা বুঝতে পেরেছো। ওরা বলে আমরা আত্মা পরমাত্মা। ওরা নিজেদের নৌকাই ডুবিয়ে দিয়েছে। মানুষের তো এটাও জানা নেই যে স্বর্গ কোথায়? কেউ মারা গেলে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে অথবা জ্যোতি জ্যোতিতে লীন হয়ে গেছে। এদিকে আত্মাকে ইম-মর্টাল (অমর) বলে থাকে। বোকা (বুদ্ধ) বুদ্ধি তাইনা। এটাও পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা তৈরি হয়েই আছে। লড়াই শুরু হয়ে যাবে তারপর গ্রাহি-গ্রাহি করতে হবে। এই সীনও (দৃশ্য) ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই দেখবে। তাও যারা পাক্সা সার্ভিসেবল (সেবাধারী) বাচ্চা হবে। সাক্ষাৎকারও পাহাড় থেকেই শুরু হয়। তোমরা নাটকে দেখেছো হয়তো - কিভাবে বিনাশ হয়, আগুন লাগে। মুশলধারে বৃষ্টি হয়। আনাজ পাওয়া যায় না। বলা হয় শঙ্কর চোখ খুললে বিনাশ হয়। এটা তো হলো গায়ন। এখানে চোখ খোলার কোনো কথাই নেই। এটা তো ড্রামার ভবিষ্যৎ। বাবা এসে নতুন দুনিয়া তৈরি করেন। এখন দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তারপরও মায়া কত বিকট। এমন বাবার হয়েও তারপর তাঁকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে গিয়ে তারপর বদনাম করে। খুব ভালো-ভালো বাচ্চা ছিল। আজ নেই। যাদের বিলভড (অতি প্রিয়) বাবা অথবা বিলভড স্বামী আছে তারা অবশ্যই প্রতি সপ্তাহে পত্র লেখে। বাচ্চা বাবাকে পত্র কুশল মঙ্গল জানানোর জন্য। এখান থেকে চলে গেলে মায়া তাদের নাক চেপে ধরে। ধনবান হলে মায়া খুব জোরে চড় মারে। গরিবদের এতো মারে না। বাবা কোনো নাম উল্লেখ করেন না। বাপদাদার কাছে এলো, কত সেবা করলো। কেউ কিছু বললো, সংশয় তৈরি হলো, শেষ হয়ে গেল। না চিঠি, না

ক্লাসে যাওয়া, তাদের সব শেষ হয়ে যায়। যেমন গর্ভে বাচ্চা সাজা ভোগ করে, তখন সে বলে আমি আর কখনো জেলের কয়েদি হব না। আমাকে বাইরে বের করো। তারপর যখন সে বাইরে বেরিয়ে আসে সঙ্গদোষ তাকে প্রভাবিত করে এবং সে যা ছিল তেমনই থেকে যায়। একইভাবে এখান থেকে যখন বাড়ি ফিরে যায়, শেষ হয়ে যায়। যা ছিল তাই থেকে যায়। এখানে দারুণ আনন্দ আছে। এখানে কোনো আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি কিছুই নেই। যখন ওরা শূদ্র কুলে ফিরে যায় তখন মায়া তাদের টেনে নিয়ে যায়। মায়া, তুমি কত শক্তিশালী যে আমাকে স্মরণ করতে ভুলিয়ে দাও। এমনকি জ্ঞানও ভুলে যাই। এখন বাবা টিচার রূপে শিক্ষা প্রদান করছেন। মানব তো ভগবানকেই ধর্মরাজ মনে করে। ওরা বলে যে ভগবানই দুঃখ আর সুখ দেন। দুঃখ অর্থাৎ সাজা (শাস্তি)। বাবা বলেন আমি দুঃখ দিইনা। এক তো রাবণ তোমাদের দুঃখ দেয় আর দ্বিতীয় গর্ভ জেলে ধর্মরাজ তোমাদের সাজা দেন। যা পাপ করেছে তার সাক্ষাৎকার করিয়ে দেন। সত্যযুগে তো গর্ভ মহল বা তাকে ক্ষীরসাগর বলতে পারো। দেখানো হয় যে ক্ষীরসাগরে শ্রীকৃষ্ণ সুখে অশ্বখ পাতার উপরে বসে আঙুল চুষছে। ওটা হলো গর্ভ সাগর। দ্বাপর - কলিযুগ থেকে গর্ভ জেল শুরু হয়। ভিতরে (গর্ভ জেলে) পাপের অনেক সাজা ভোগ করতে হয়। মায়ার রাজ্য না ! ৬৩ জন্ম গর্ভ জেলে আসতে হয় তারপর ওখানে গর্ভ মহলে ২১ জন্মের জন্য খুব আরামে দিন অতিবাহিত করে তোমরা। কোনো পাপ হয় না যে গ্রাহি-গ্রাহি করতে হবে। এ'সবই তোমাদের বাবা- টিচার-সদ্বুদ্ধ রূপে বোঝাচ্ছেন। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরাও বুদ্ধ (বোকা) ছিলাম। এখান বিচক্ষণ হচ্ছি। যখন মানব পতিত হয়ে যায় তখনই বাবা একবার এসে পবিত্র করে তোলেন।

এখন তোমরা বাচ্চারা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো। ওরা চক্রের অর্থ খোঁড়াই জানে। ওরা মনে করে পান্ডব-কৌরবদের যুদ্ধ চলছিল যখন শ্রীকৃষ্ণ চক্র ঘুরিয়েছিল বিনাশের জন্য.... ইত্যাদি-ইত্যাদি অনেক গল্পকথা লিখেছে। এমনটা হয়না। আমরাও সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ পেয়েছি। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে তারপর আমরা চক্রবর্তী মহারাজা-মহারানি হই। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হই। প্রজাও তো মালিক হলো তাইনা। এখন প্রজাও বলবে আমরা ভারতের মালিক। যেমন রাজা-রানী তেমন প্রজা.... কিন্তু রাজা ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য তো আছে তাইনা। সেটাও এখন পড়াশোনা দেখেই বোঝা যায়। আচ্ছা !

পতিত থেকে পবিত্র বানানো মাতা-পিতা বাপদাদার, পতিত থেকে পবিত্র হওয়া বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সুইট হোমে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত মধুর হতে হবে । কখনও সঙ্গদোষে পড়ে বাবাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। সংশয়ে আসা উচিত নয়।

২) অন্তিম বিনাশের সীন দেখার জন্য পাঙ্কা ব্রাহ্মণ, সার্ভিসেবল হতে হবে। বাবার হয়ে বাবার বদনাম করা উচিত নয়।

বরদান:- দিব্য বুদ্ধি আর রুহানী দৃষ্টির বরদানের দ্বারা নম্বর ওয়ান স্থান প্রাপ্তকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী ভব প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চার দিব্য বুদ্ধি আর রুহানী দৃষ্টির বরদান জন্ম থেকেই প্রাপ্ত হয়। এই বরদান-ই ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন (ভিত)। এই দুটি বিষয়ের আধারেই সঙ্গমযুগে পুরুষার্থীদের নম্বর তৈরি হয়। প্রতিটি সঙ্কল্প, বোল, আর কর্মে এ'গুলিকে যে যত ইউজ করে তার নম্বর ততই এগিয়ে যায়। রুহানী দৃষ্টির দ্বারা বৃত্তি আর কৃতি স্বতঃতই বদলে যায়। দিব্য বুদ্ধির দ্বারা যথার্থ নির্ণয় করার ফলে সে নিজে, সেবাতে, সম্বন্ধ সম্পর্কে যথার্থ শক্তিশালী হয়ে যায়।

স্নোগান:- ফিচার্সে (চেহারায়) আত্মিক গুণের (রুহানিয়তের) ঝলক তখনই আসবে যখন সঙ্কল্প, বোল আর কর্মে পবিত্রতার ধারণা হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ঈশ্বরীয় ছেলেবেলাকে ভুলে গিয়ে উঁচুর থেকেও উঁচু উত্তরাধিকারকে হারিয়ে ফেলো না, ফুল পাস করলে তাহলে সূর্যবংশী ঘরানায় রাজস্ব প্রাপ্ত করবে"

*প্রশ্ন:- সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে কোনো আত্মাকেই কর্ম ভোগ করতে হয় না -- কেন?

*উত্তর:- কেননা সত্যযুগ আর ত্রেতাতে যে আত্মারাই আসে, তারা সঙ্গমেরই প্রালব্ধ ভোগ করে, তারা সঙ্গমে বাবার কাছে এমন কর্ম শিখেছে যাতে তাদের ২১ জন্ম পর্যন্ত কর্ম ভোগ করতে হয় না। বাবা এখন এমন কর্ম শেখান যাতে আত্মা কর্মাতীত হয়ে যায়। তখন কোনো কর্মের ফল দুঃখ ভোগ করতে হয় না।

*গীত:- ছেলেবেলার দিন ভুলে যেও না....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা মিষ্টি - মিষ্টি গান শুনেছে। অসীম জগতের পিতা তাঁর বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। পরমপিতা পরমাত্মা তাঁকেই বলা হয়, যিনি শ্রী - শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ। এমন বলাও হয় যে, শিব ভগবান উবাচঃ অথবা রুদ্র ভগবান উবাচঃ। পরমপিতা পরমাত্মাকেই রুদ্র বলা হয়। তো পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরের দ্বারা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এমনভাবে আর কোনো মনুষ্য, সাধু, সন্ত ইত্যাদি বলবে না যে, তোমরা আত্মা। তোমাদের পরমপিতা এনার মুখ কমলের দ্বারা বলছেন। বলা হয় - গোমুখ। এখন এখানে তো কোনো জলের কথা নেই। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। শ্রী - শ্রী ১০৮ রুদ্রমালা বা শিব মালা আছে, তাই না। তাই সবার প্রথমে এইকথা দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত করো যে, বাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়াচ্ছেন। আত্মাই সংস্কার সাথে করে নিয়ে যায়। আত্মাই এই অর্গ্যান্সের দ্বারা পড়ে। আত্মা নিজেই বলে -- আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করি। ভিন্ন - ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল... সত্যযুগে যখন পুনর্জন্ম গ্রহণ করি তখন নাম - রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়। একথা আত্মা বলে। সত্যযুগে যখন থাকি তখন পুনর্জন্ম সত্যযুগেই হয়, অথবা বাবা বোঝান, তোমরা স্বর্গে থাকো তখন পুনর্জন্ম ওখানেই গ্রহণ করো, তখন নাম - রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়।

নিরাকার শিব বাবা এই রথে এসে বোঝাচ্ছেন -- বাচ্চারা, তোমরা এখন আমার বাচ্চা হয়ে গেছো। তোমাদের খুশী অনেক বৃদ্ধি হয়েছে। আমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে এই ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। আত্মা বলে - আমি এই শরীরের দ্বারা ব্যারিস্টারী বা ডাক্তারীর পাট প্লে করি। আমি আত্মা অশরীরী ছিলাম, তারপর গর্ভে এসে শরীর ধারণ করেছি। বাবা বলেন, আমি তো গর্ভে আসি না। আমরা এমন বলতে পারি না যে, পরমপিতা পরমাত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করেন। তা নয়, তোমরা গ্রহণ করো। এই দাদা গ্রহণ করেন। এই আত্মা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছেন। এই আত্মা নিজের জন্মকে জানতেন না। এখন ইনি ৮৪ জন্মকে জেনেছেন। আত্মাই বলে - আমি সূর্যবংশী ঘরানায় জন্ম নিয়েছি। তারপর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এসেছি। তারপর চন্দ্রবংশী ঘরানায় জন্ম নিয়েছি। তারপর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে করতে সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগে এসেছি। আত্মা বলে - দ্বাপরে আমরা বাবাকে অনেক স্মরণ করেছি। পরমপিতা পরমাত্মার লিঙ্গ রূপে পূজাও করেছি। আমি আত্মা সত্যযুগে মালিক ছিলাম, ওখানে কারোর পূজা করতাম না। স্বর্গে কোনো ভক্তি থাকে না। অর্ধেক কল্প হলো ভক্তির। এখন আমরা আবার বাবার সম্মুখে এসেছি। এখন তোমরা সাকারের দ্বারা নিরাকার বাবার সম্মুখে এসেছো। বাবা বলেন, তোমরা এই ঈশ্বরীয় জন্ম ভুলে যেও না। বলে থাকে - বাবা, এ তো খুবই কঠিন। আরে! কঠিন কিসের জন্য? আত্মারা, আমি হলাম তোমাদের বাবা। আমি তোমাদের পতিত থেকে পাবন বানাতে এসেছি। তোমরা স্বর্গে বাদশাহী প্রাপ্ত করার জন্য এই পড়া পড়ো। আমি পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে জ্ঞানের সংস্কার আছে, তাই আমাকে জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বলা হয়। তিনি নিজেই বলেন -- অবশ্যই আমিই হলাম রচয়িতা। আমি পরমধামে থাকি। আমি এখানে একবারই আসি যেহেতু আমাকে পড়াতে হয়। আমি পতিত সৃষ্টিতে এসে তোমাদের পাবন বানাই। তাহলে অবশ্যই পতিতরাই স্মরণ করবে। সত্যযুগে তো পাবনরা আর স্মরণ করবে না। এমন তো কেউ বলবেই না যে, তুমি এসে আত্মাদের পতিত বানাও। এমন নয়, পতিত মায়া বানিয়েছে, তাই তো বলে, পাবন বানাও কিন্তু ওরা তো এ জানেই না যে, আমি কবে আসি। আমি সঙ্গম যুগেই আসি। আর কোনো সময় আসি না। আমি এখন এসেছি। তোমরা মিষ্টি বাচ্চাদের আমি দত্তক নিয়েছি। তোমরা জানো যে, বাবা আবারও প্রাচীন রাজযোগ শেখান, যাতে ভারত পাবন হয়। এ হলো নিরাকার ঈশ্বরের পাঠশালা। নিরাকার বাবা বলেন - আমি এই তনে আসি। এই ব্রহ্মা তোমাদের বড় মাম্মা। ওই মাম্মা সরস্বতী হলেন জগৎ অম্বা - ব্রহ্মার পুত্রী। বড় মা তো পালনা করতে পারবেন না তাই ওই জগদম্বাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ব্রহ্মার শরীরকে জগদম্বা বলা হবে না। ইনি মাতা-পিতা। এই

ব্রহ্মা মাতাও। উত্তরাধিকার মাতার থেকে প্রাপ্ত হয় না। উত্তরাধিকার যদিও বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। তোমরা হলে এই ব্রহ্মা মাতার মুখ বংশাবলী। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা আমার হয়ে স্বর্গের বাদশাহী গ্রহণ করার জন্য পুরুষার্থ করতে করতে আবার মায়ার যুদ্ধে হেরে যেও না। পালিয়ে যেও না। এই ঈশ্বরীয় ছেলেবেলা ভুলে যেও না। যদি ভুলে যাও তাহলে তোমাদের কাঁদতে হবে। তাই বি.কে সরস্বতী যাঁকে জগদম্বা বলা হয় -- তিনি পালনা করার নিমিত্ত হয়েছেন। এই ব্রহ্মা কিভাবে পালনা করবেন। কলস সবার প্রথমে ইনি পান। প্রথমে এনার কান শোনে, তারপর সামলানোর জন্য জগদম্বা আছেন। এখন বাবা বলছেন, আমি সঙ্গম যুগে এসেছি, তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেমন ধর্মের মাস, যাকে পুরুষোত্তম মাস বলা হয়, তাই না। তেমনই এ হলো পুরুষোত্তম যুগ। যেখানে উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হতে হয়। পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ কে? এই শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ, এই নর-নারী উঁচুর থেকেও উঁচু কিভাবে আর কার দ্বারা হয়েছেন? বাবা বলেন, আমার দ্বারা। আমার নামই হলো শ্রী-শ্রী শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ। এমনই শ্রী নারায়ণ, যেমন মানুষ আমি বানাই। আমি পতিতকে পাবন বানাই। যাতে আবারও এই লক্ষ্মী - নারায়ণ পুরুষোত্তম - পুরুষোত্তমনী তৈরী হন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের যা যা সম্বন্ধ আছে সব ভুলতে থাকো। আমার সাথে, অর্থাৎ এই এক এর সাথে যোগযুক্ত হও। তোমরা বলো - আমরা বাবার বাচ্চা হয়েছি। আমরা বাবার স্থাপন করা স্বর্গের মালিক হবো। বাবা বলেন - মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। এ হলো আত্মার বা বুদ্ধির যাত্রা। ধারণা সব আত্মাকেই করতে হবে। শরীর তো জড়। আত্মার প্রবেশতাতে তা চৈতন্য হয়।

বাবা তাই বোঝান - প্রিয় বাচ্চারা, স্মরণের এই লক্ষ্য অনেক দীর্ঘ। তীর্থতে তো মানুষ চক্র লাগিয়ে ফিরে আসে। তীর্থে গিয়ে তো কেউ বিকারেও যায় না। ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি যদি এসেও যায়, কিন্তু অবশ্যই পবিত্র থাকবে। তারপর যখন ঘরে ফিরে আসে তখন আবার অপবিত্র হয়ে যায়। এই সময় সকলের আত্মাও যেমন মিথ্যা হয়ে গেছে তেমনই শরীরও মিথ্যা। লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী থেকে শুরু করে যে সব আত্মারা এসেছে, এই সময় সবাই পতিত। সত্যযুগে অগাধ সুখ, শান্তি, পবিত্রতা থাকে। কলিযুগে এই তিনই আর নেই। ঘরে ঘরে দুঃখ আর অশান্তি। কোনো কোনো ঘরে এতো অশান্তি হয়, যেন নরক। মানুষ নিজেদের মধ্যে অনেক লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে। বাবা তাই বলেন - এই ছেলেবেলা ভুলে যেও না। যদি ভুলে যাও তাহলে উঁচুর থেকে উঁচু উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলবে। ভুলে গেলে আর বাবাকে ত্যাগ করলে অধম গতি প্রাপ্ত করবে। যদি শ্রীমতে চলো তাহলে শ্রেষ্ঠ শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়ে উঠবে। এরপর ত্রেতাতে দুই কলা কম হয়ে যায়, তাই তাদের ক্ষত্রিয়ের নিদর্শন দিয়ে দিয়েছে। এমন নয় যে, ওখানে কোনো রাম - রাবণের লড়াই লাগবে। যারা মাঝাকে জয় করে তারা দেবতা বর্গে যায়। সম্পূর্ণ নম্বর হলো ১০০, যারা এক নম্বর সূর্যবংশী তারা গদিতে বসবে। অল্প নম্বর কম হলে তারা সেকেন্ড নম্বর, আর ৩৩ শতাংশের নীচে এসে গেলে তারা পরের দিকে রাজস্ব পায়। সূর্যবংশী সম্পূর্ণ হয়ে তারপর চন্দ্রবংশী চলতে থাকে। সূর্যবংশীরা পরে চন্দ্রবংশী হয়ে যায়। সূর্যবংশী রাজধানী অতীত হয়ে গেছে। এই ড্রামাকেও বুঝতে হবে। সত্যযুগের পরে ত্রেতা, সতোপ্রধান থেকে সতো হয়ে যায়। খাদ জমতে থাকে। প্রথমে গোল্ডেন, তারপর সিলভার, কপার এখন তোমাদের আত্মার মধ্যে খাদ জমা হয়ে গেছে। আত্মার জ্যোতি নিভন্ত প্রায়। আত্মা পাথর বুদ্ধির হয়ে গেছে, বাবা আবার পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি তৈরী করেন। তিনি বলেন -- হে আত্মারা, চলতে-ফিরতে যে কোনো কার্য করার সময়ও বাবাকে স্মরণ করো। আট ঘন্টা তো পাণ্ডব গভর্নমেন্টকে সাহায্য করো। তোমরা এখন আসুরী কুল থেকে ঈশ্বরীয় কুলে এসেছো, এরপর আবার যদি আসুরী কুলে ফিরে যাও অথবা তাদের স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। এতেই সমস্ত পরিশ্রম। না হলে অস্তিম সময়ে অনেক কাঁদতে হবে, অনুতাপ করতে হবে। পাপের বোঝা থেকে যায়, তখন তোমাদের জন্য ট্রাইব্যুনাল (বিচার সভা) বসানো হয়। সাক্ষাৎকার করানো হয় -- তুমি অমুক জন্মে এই কর্ম করেছিলে। কাশী কলবটেও সাক্ষাৎকার করিয়ে সাজা ভোগ করে। এখানেও সাক্ষাৎকার করিয়ে ধর্মরাজ বলবে - দেখো, বাবা তোমাদের এই ব্রহ্মা তনের দ্বারা পড়ান, তোমাদের এতো শিখিয়েছেন, তবুও তোমরা এই এই পাপ করেছিলে, কেবল এই জন্মেই নয়, জন্ম - জন্মান্তরের পাপের সাক্ষাৎকারও করাবেন। সময় অনেকই লাগে। যেমন অনেক জন্ম সাজা ভোগ করছি, অনেক অনুতাপ করবে, কাল্পকাটি করবে কিন্তু তখন আর কি হতে পারে? তাই প্রথম থেকেই বলে দিই। নাম যদি বদনাম করো তাহলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে তাই বাচ্চারা, আমি তোমাদের সঙ্গুরু, আমার নিন্দুক হয়ো না। না হলে সাজাও ভোগ করবে আর পদও কম হয়ে যাবে।

তোমাদের সত্য পিতা, সত্য টিচার আর সঙ্গুরু একই। বাবা এখন বলেন, এই ব্রহ্মা বাচ্চা আমাকে খুবই স্মরণ করে। জ্ঞানও ধারণ করে। ইনি আর মাঝা নাশ্বার ওয়ান পাস করে লক্ষ্মী - নারায়ণ হন, এনাদের সাম্রাজ্য তৈরী হয়। এঁরা সবাই যখন পুরুষার্থ করেন, তখন আমরাও মাঝা - বাবার সমান পরিশ্রম করে তাঁদের সিংহাসনের অধিকারী হই, মাতা-পিতাকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতের সিংহাসন আসীন হবো। এই রচয়িতা আর রচনার নলেজ কেউই জানতে পারে

না। ওরা তো অনন্ত বলে দেয়, আমরা জানি না, আমরা নাস্তিক। এই না জানার কারণেই ভারতবাসী অথবা সব বাচ্চারা দুঃখী হয়ে আছে। তারা লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে - জলের জন্য, জমির জন্য এমন বলাও হয় - এ হলো অতীত জন্মের কর্মের ফল। তোমরা এখন বাবার কাছে এমন কর্ম শেখো যাতে তোমাদের ২১ জন্ম কর্মের ভোগ করতে হয় না। একদম কর্মজীত অবস্থায় পৌঁছে দেয়। ভগবান উবাচঃ - হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের বাবা অথবা সাজন, তোমরা আমার হয়ে আবার আমাকে ত্যাগ করো না। কখনোই ত্যাগ করার সঙ্কল্প আসা উচিত নয়। ওখানে কখনো স্ত্রী তার পতিকেকে ডিভোর্স দেওয়ার সঙ্কল্প করবে না। বাচ্চারা কখনো বাবাকে ত্যাগ করবে না। আজকাল তো এমন অনেকেই করে। সত্যযুগে কখনো কেউ কাউকে ত্যাগ করে না, কেননা ওখানে তোমরা এখানকার পুরুষার্থের প্রালঙ্ক ভোগ করো তাই কোনো দুঃখ অথবা ত্যাগ করার প্রশ্নই নেই।

এ হলো স্মরণের যাত্রা -- পরমপিতা পরমাত্মার কাছে যাওয়ার আত্মিক (রুহানী) যাত্রা। নিরাকার বাবা এই মুখের দ্বারা নিরাকার আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাহলে এ তো গোমুখ হলো তাই না। ইনি হলেন বড় মা। তোমরা হলে মুখ বংশাবলী। ওনার থেকে জ্ঞান রত্ন নির্গত হতে থাকে। বাকি গরুর মুখ থেকে জল কিভাবে বের হবে? বাবা এই মুখের দ্বারা অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করেন। এক - একটি রত্ন লাখ টাকার। তোমরা তার থেকে যতটা ধারণ করতে পারো....। মুখ্য হলো "মননানুভব"। এই এক রত্নই হলো মুখ্য। অসীম জগতের পিতা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে আমি অগাধ সুখদানের জন্য আমি বাঁধা আছি। তোমাদের যতক্ষণ এই দেহ আছে ততক্ষণ আমাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দান করবো কেননা তোমরা আসক্তাকারী এবং বিশ্বাসী হয়ে ওঠো। যে যত স্মরণে থাকে ততই এই দুনিয়াকে পবিত্র বানায়। এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। মায়া বাচ্চাদের প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় তাই তোমাদের সাবধান করা হয়। তোমরা কখনো বাবাকে ভুলে যেও না। আমি তোমাদের নিতে এসেছি। সত্যযুগ থেকে আবার এই নাটক রিপিট হবে। আমি সত্যযুগের মালিক হবো না। আমি তোমাদের স্বর্গের রাজস্ব প্রদান করি। আমি আবার অর্ধেক কল্পের জন্য বাণপ্রস্থে বসে যাবো। এরপর অর্ধেক কল্পে কেউ আর আমাকে স্মরণ করে না। দুঃখে সবাই স্মরণ করে। সুখে কেউ করে না। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আট ঘন্টা অবশ্যই পাণ্ডব গভর্নমেন্টকে সাহায্য করতে হবে। স্মরণে থেকে এই বিশ্বকে পাবন বানানোর সেবা করতে হবে।

২) কোনো উল্টো বা বিপরীত কাজ করে সঙ্গুর নিন্দা করাবে না। মাশ্বা - বাবার মতো পুরুষার্থ করে সূর্যবংশী রাজস্ব গ্রহণ করতে হবে।

বরদানঃ:- দিব্য বুদ্ধির বাহনের দ্বারা তিন লোকের পরিভ্রমণকারী জ্ঞান স্বরূপ বিদ্যাপতি ভব
দিব্য বুদ্ধি অর্থাৎ হোলিংস বুদ্ধি। হংস অর্থাৎ ক্ষীর আর নীরকে, মুক্তো আর নুড়িকে চিনে নিয়ে মুক্ত আহরণকারী। তাই হোলি হংস সঙ্গমযুগী জ্ঞান স্বরূপ বিদ্যা দেবী, সরস্বতীর বাহন। তোমরা সকলেই জ্ঞান স্বরূপ, তাই তোমরা বিদ্যাপতি বা বিদ্যার দেবী। এই বাহন দিব্য বুদ্ধির নিদর্শন। এই দিব্য বুদ্ধির বাহনের দ্বারা তোমরা তিন লোকের পরিভ্রমণ করো। এই বাহন হলো সমস্ত বাহনের থেকে তীব্রগতির।

স্নোগানঃ:- নিজের সর্বশক্তিকে অন্য আত্মাদের প্রতি উইল করাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরাতন দুনিয়া, পুরাতন স্টেজ থেকে এখন মন সরিয়ে নাও, তোমাদেরকে বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে, সেই জন্য নিজেদের প্রকৃত নিকেতনকে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - নিজের অবস্থা ভালো করে তোলার জন্য কোন বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দেওয়া জরুরী?

*উত্তরঃ - ভোজনের বিষয়ে। সেমিবল বাচ্চারা যোগযুক্ত হয়ে থেকে, নিজের হাতে রান্না করে ভোজন তৈরি করবে এবং তা গ্রহণ করবে। যদি কেউ বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করে, ভোজন রন্ধন করে এবং তা গ্রহণ করে, তবে তার অবস্থা অত্যন্ত ভালো হয়ে উঠতে পারে। বাবাকে স্মরণে রেখে আহার প্রস্তুত করলে বাবাও তার সুবাস গ্রহণ করবেন। সার্ভিসেবল বাচ্চাদেরকে অত্যন্ত চটপটে হতে হবে। সব রকমের সেবা নিজের হাতেই করতে হবে।

*গীতঃ- আমাকে সাহারা দিয়েছেন যিনি হৃদয় চায় ধন্যবাদ জানাতে তাঁকে....

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাতে থাকেন। বাচ্চারা জানে যে - তারাই অর্থাৎ আত্মারা, পরমপিতা পরমাত্মা বাবার কাছ থেকে এ সকল কথা শুনছে। আগে এর পূর্বে যখন তোমরা সংসঙ্গে যেতে, তখন তোমাদের এমন মনে হতো না যে, তোমরা আত্মা হয়ে পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে তা শুনছো। এখানে বাচ্চারা বাবার সামনে বসে আছে আর বাবা বাচ্চাদের সামনে রয়েছেন। বাবাও নিরাকার এবং আত্মারাও সকলে তো নিরাকার। অনেক সন্তান রয়েছে। বাবা ছাড়া একথা আর কেউ বলতে পারেনা। বাবার সামনে যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা রয়েছে তাদেরকেই বাবা এসে বুঝিয়ে দেন। তোমরা জানো যে এখন সকলেই পাপ আত্মাতে পরিণত হয়েছে, এই সময়ে সমগ্র দুনিয়াতে কোনো পুণ্যাত্মা নেই। সত্যযুগকে বলা হয় পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে অসীম জগতের বাবা এসে রাজযোগ শিখিয়ে দিচ্ছেন। এখন বাবা বলেন যে, এই পুরাতন দুনিয়াতে দেহ সহ আর যা কিছু রয়েছে, সে সব ভুলে যেতে হবে। সে সব থেকে তোমাদের বৈরাগ্য আসা উচিত। এ হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য, এর জন্য তোমাদেরকে কোনো জঙ্গলে যেতে হবে না। ঘর গৃহস্থে ব্যবহারিক জীবনেই তোমাদেরকে থাকতে হবে। কিন্তু এই পুরাতন দুনিয়াকে হৃদয়ে স্থান দিও না। এ হলো কলিযুগের স্টেজ। এই স্টেজে যখন সত্যযুগ ছিল, তখন এখানে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তখন এখানে তাদের পার্ট প্লে হতো। এখন এই স্টেজ পুরাতন হয়ে গেছে। সত্য যুগকে বলা হয় পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া। এখন তোমরা এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখতে পাও সে সবই হলো পুরাতন বস্তু। এই ৮৪ জন্ম পূর্ণ করতে হবে তাই এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে না। বরং নতুন দুনিয়াকে নিজের হৃদয়ে স্থান দাও। এখন এই পুরাতন শরীরটা এখানেই রেখে দিয়ে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। মনে অপার খুশি থাকা উচিত যে - বাবা আমাদেরকে আবার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। আবার আমাদেরকে স্বর্গে গিয়ে নিজেদের পার্ট প্লে করতে হবে। ঘর গৃহস্থ থেকেও তার থেকে সম্পূর্ণরূপে মোহমুক্ত হতে হবে। পুরাতন দুনিয়া তো কবরখানা হয়ে উঠবেই। নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যখন নিজেদের পার্ট সম্পূর্ণ রূপে প্লে করে, তারপর তাদের ঘরে ফেরার কথা মনে পড়ে। তোমরাও জানো যে তোমরা ব্রাহ্মণেরা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছো। ৮৪-র চক্র বলা হয়ে থাকে। বর্ণ গুলিকে স্মরণ করতে হয়।

শিববাবা বসে ফুলদেরকে (বাচ্চাদেরকে) দেখছেন। এনার (ব্রহ্মাবাবার) আত্মাও তা দেখে, তারপর বাবাকেও স্মরণ করে বলে - বাবা আমাদেরকে এই জ্ঞান শুনিয়েছেন। তিনি পিতা, টিচার এবং সঙ্গুরুও। কোনও শাস্ত্র তাঁকে হাতে নিতে হয় না। বাচ্চারাও (কন্যারা) বলতে থাকে যে - শিববাবা এসে এই সৃষ্টি চক্রের নলেজ প্রদান করেছেন, সেটাই আমরা সকলকে শোনাবো। সুতরাং সঙ্গুরুকথাই মনে পড়বে। আত্মার স্বরূপে থাকলে বাবাকেও মনে পড়ে যায়। সমগ্র ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফিও মনে পড়ে যায়। তোমরা এখন একথা জানো যে, ওখানে (পরমধামে) কোনো আত্মারই কোনো আবরণ থাকে না (শরীর বিহীন)। বাবা তো হলেন সর্বদাই অশরীরী। বাবা এখন তোমাদেরকে এই দেহের মাধ্যমে পূর্বকল্পের মতই শিক্ষা প্রদান করছেন। তোমরা সকলেই হলে আত্মা। পুণ্য আত্মা, পাপ আত্মা - বলা হয়ে থাকে। পাপ অথবা পুণ্য পরমাত্মা বলা হয় না। সন্ন্যাসীদেরকেও মহান আত্মা বলা হয়ে থাকে। যদি পরমাত্মা সর্বব্যাপী হতেন, তাহলে মহান পরমাত্মা বলা হত। এমন তো হতে পারে না যে পরমাত্মা বসে বসে যাগ-যজ্ঞ, জপ-তপ ইত্যাদি করেন। ভক্তরা ভগবানকে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়। অবিনাশী ড্রামাতে এও হল ভক্তি মার্গের জন্য পূর্ব নির্ধারিত। তোমাদেরকে পুনরায় ২১ জন্মের সুখ ভোগের পর, আবার ৬৩ জন্ম ধরে ভক্তিমার্গের মধ্যে দিয়ে এই সৃষ্টিচক্রে ঘুরতে হবে। তোমরা জানো যে তোমাদের এই পার্ট সবথেকে

পৃথক। প্রত্যেক অবিনাশী আত্মাই অবিনাশী পার্ট প্রাপ্ত করেছে। শরীর তো বিনষ্ট হয়ে যাবে। আত্মা বলে যে, আমরা ৮৪ জন্ম ধরে পার্ট প্লে করেছি। এখন এই অন্তিম পার্টও সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেহরূপী এই বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে, এর প্রতি কোনো মোহ রাখলে চলবে না। আত্মাই সমস্ত কর্ম করে। আত্মাই পড়াশোনা করে, আত্মা বলে যে - আমরা এই সমস্ত অর্গ্যাঙ্গের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) মাধ্যমে এতখানি পড়েছি। যখন দেহ থেকে আত্মা নির্গত হয়ে যায় তখন তাকে মৃতদেহ বলা হয়। আত্মা বলে - আমি অমর। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই ধারণা হয় যে - অবশ্যই এই অসীম জগতের ড্রামাতে আমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনেক অ্যাক্টস রয়েছে। এতে ভারতের বিরাট মহিমা রয়েছে। খ্রীস্টান ধর্মের লোকেদেরও ভারতের প্রতি রিগার্ড (শ্রদ্ধা) রয়েছে। তারা মনে করে যে, ভারত হলো অত্যন্ত প্রাচীন একটি দেশ। সে সময়ে খ্রীস্টানরা ছিল না। ওরা শুধুমাত্র কথার কথা বলে যে, ভারত প্রাচীন ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওরা কিছুই জানেনা। সেখানে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তাদেরকে ভগবান ভগবতী বলা হয়। গড কৃষ্ণ নয়, লর্ড কৃষ্ণ বলা হয়। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অথবা দেবতাদের অনেক পুরাতন চিত্রের খোঁজ করে। কারণ দেবী দেবতারাই তো সকলের থেকে বড়। ভারতের অনেক মহিমা রয়েছে। গীতা গ্রন্থে যদি নাম অপরিবর্তিত রাখা হতো, তাহলে সবাই জানতে পারত যে, সমস্ত মনুষ্য আত্মাদের পিতা, শিব বাবার জন্মস্থান হল এই ভারত ভূখণ্ড। এখানে যত্রতত্র শিব মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। পতিত পাবন বাবা, এই পতিত দুনিয়াতে এসে সকলকে পবিত্র করে তোলেন - তাহলে কতো উঁচুতে তাঁর স্থান। তাঁর মহিমা করা হয় - নমঃ শিবায়। তুমি মাতা-পিতা, আমরা তোমার সন্তান.... তুমি তো জ্ঞানের সাগর, তোমার মতিগতি সকলের থেকে ভিন্ন, তোমার অপার মহিমা। কিন্তু এই মহিমা করার পরেও সকলে তাঁকে ভুলে যায়, সেই জন্যই ভারতের মহিমা লুপ্ত হয়ে গেছে। বাচ্চারা যখন তোমরা বাইরে বিলেতে যাও তখন তোমাদেরকেই সকলকে বোঝাতে হবে যে - সকল আত্মাদের পিতা নিরাকার শিব বাবা। তোমরা গডফাদারকে আহবান করো, কিন্তু তিনি কখন আসেন তা তোমরা জানো না। যাদব বংশ অর্থাৎ ইউরোপের অধিবাসীরাও এটা জানে যে তারা যে মুশল অর্থাৎ মিসাইল বানিয়েছে তার দ্বারা তারা নিজেদের কুলেরই বিনাশ করবে। মহাভারতের যুদ্ধ বিখ্যাত। মৃত্যু সামনে দণ্ডায়মান। ভারত অত্যন্ত প্রাচীন বলে, অনেকেই এটা মনে করে যে ভারত পূর্বে অত্যন্ত ধনসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। এত সম্পত্তি ছিল যে, পরবর্তীকালে মুসলমানেরা এসে হীরে মুক্তা ইত্যাদি লুট করে নিয়ে গিয়ে তাদের কবরে সাজসজ্জায় ব্যবহার করেছে। বাচ্চারা জানে যে, অবশ্যই ভারতেই দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। এখন তোমরা পুনরায় সেই রাজ্য প্রাপ্ত করছো। যোগবল না থাকলে, কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারে না। খ্রীষ্টানরা সকলে একই ধর্মের, তবুও তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে নিজেদের কুলেরই বিনাশ করে। যাদব বংশের লোকেরা মুশল দ্বারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে। তারা জানে যে, বোমা ইত্যাদির দ্বারা সমগ্র দুনিয়াটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন তারা রাজত্ব করবে কোথায়। এখন তোমরা জানো যে, দুই বানরের লড়াইয়ের মাঝে তোমরা এসে মাখন খেয়ে যাবে। তোমরা পুরুষার্থ করছো। বাচ্চারা, এখন এই পুরাতন দুনিয়ার প্রতি তোমাদের বৈরাগ্য হওয়া উচিত, কারণ তোমরা জানো যে এই সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। শুধু এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কবরখানাকে স্মরণ করে কি লাভ। কবরখানা শেষ হয়ে গিয়ে পুনরায় পরিস্থান হয়ে উঠবে। সত্যযুগে এই ভারত ভূখণ্ডেই হীরে জওহরতের থনি ছিল, এখন সেসব আর কিছু নেই। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে যে, সত্যযুগে কিভাবে বিমানে করে সোনা ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়। সেই সময় সমগ্র সৃষ্টি নতুন সাজে সেজে উঠবে। ওখানে কত সুন্দর সুন্দর ফল ফুল উৎপন্ন হয়, প্রতিটি বস্তু উত্তম রূপে থাকে। দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী অথবা দুঃখদায়ী কোনো বস্তুই ওখানে থাকে না, সেই কারণেই সেই স্থানকে স্বর্গ বলা হয়।

সুতরাং একমাত্র সাজন তাঁর সজনীদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। এখানে তো সকলেরই শরীর এর মৃত্যু ঘটবে। হোলিকা ইত্যাদি সবকিছু এখানকারই উৎসব। কিন্তু সেই সব উৎসবের মহত্বের যথার্থতা কারোরই জানা নেই। এখানে রাখি বন্ধনেরও উৎসব রয়েছে, আবার রাবণ দহনের উৎসবও রয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, সমগ্র সৃষ্টিটাই এ সময়ে রাবণের বাসস্থান। এখন সকলেই শোক বাটিকায় রয়েছে। সকলেই কত দুঃখী, সুতরাং সকলের থেকে মোহ মুক্ত হতে হবে। এখন তোমরা আবার ঘরে ফিরে যাচ্ছ। সেই ঘরকেই স্মরণ করতে হবে। সত্যযুগে যখন দেহ বৃদ্ধ হয়ে যাবে, তখন বুঝতে পারবে যে, এবার পুরাতন দেহ ত্যাগ করে, নতুন ধারণ করতে হবে। এখন তোমরা জানো যে, তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তাই দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। দুনিয়ার লোকেরা এ সকল কথা জানেনা। ওরা বলে - আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আত্মা। বাবা বুঝিয়ে দেন যে, এসব মিথ্যে কথা। যদি ভক্তই ভগবান, তাহলে আলাদা করে ভগবানকে স্মরণ করো কেন? পতিত পাবন তো একমাত্র নিরাকার বাবা - তাঁরই গায়ন রয়েছে। তিনি বলেন যে - আমাকে এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয়। তারপর ঐকে আর সমস্ত বাচ্চাদেরকে পবিত্র করে তুলি। সমগ্র দুনিয়াকে পবিত্র করে, তারপর গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। ওখানে পরমধামে সকল আত্মারাই পবিত্র থাকে। তারপর এখানে সত, রজ, তম ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যাবার পর অন্তিমে পতিত হয়ে গেছে। এ হলো সকলের অন্তিম জন্ম। লক্ষ্মী-নারায়ণও তাদের অন্তিম জন্মে রয়েছে। এখন

পতিত পাবন শুধুমাত্র এক বাবা। এই সৃষ্টি চক্রকে ভালো বুঝতে পারা - অত্যন্ত সহজ কাজ। মাতারাও এই পৃথিবীর ছবি নিয়ে খুব ভালো করে বোঝাতে পারে, এতে শুধুমাত্র বুদ্ধির বিচক্ষণতার দরকার হয়। চিত্র নিয়ে কাউকে বোঝানো খুবই সহজ। বাবা ছাড়া এই নলেজ আর কেউ বুঝিয়ে দিতে পারে না। আর কারোর কাছে এই চিত্র নেই - এই চিত্রের সম্মান অনেক হবে। বাবা বলেন যারা লেখাপড়া করেছে, তাদেরকে এই সৃষ্টির বৃক্ষ, ত্রিমূর্তি ইত্যাদি চিত্র পাঠ পাঠাও। বিদেশেও পাঠিয়ে দাও - এই সব চিত্রের দ্বারা ফাস্ট ক্লাস সার্ভিস হতে পারবে। মুখোমুখি গিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারো। তাই না? কলেজে এইরকম হওয়া দরকার। তবেই তো ওরা অসীম জগতের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির নলেজ জানতে পারবে। তাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ বংশের তাদের মনে এই কথা, তীরের মতো গেঁথে যাবে। বাবা ভিন্ন ভিন্ন রকমের ডাইরেকশন দিতে থাকেন। বাচ্চারা কখনো উৎসাহে ডগমগ হয়ে থাকে আবার কখনো শীতল সোডা ওয়াটারের মত নিস্তেজ হয়ে যায়। বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে এই সকল চিত্র পাঠিয়ে দাও। চিত্র থাকলে তবেই তো কারোর মনে তা দাগ কাটতে পারবে। বিদেশের বড় বড় লোকেদেরকে বিনামূল্যে দাও। অসীম জগতের বাবা বলেন, তোমরা বিনামূল্যে দিতে পারো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ট্রামে বাসে, যাকে পাবে তাকেই এই জ্ঞান দিতে থাকো। কে যোগ্য ব্যক্তি সেটাও দেখতে হবে। এতে খুব ভালো নলেজ রয়েছে। বড় বড় দোকানে গিয়েও সবাইকে এ কথা বলতে পারো - এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে, তাই না। সার্ভিসেভিল বাচ্চারা সার্ভিস করতে পারে। প্রত্যেকের নিজের নিজের সার্ভিস রয়েছে। মাতাদেরকেও নিজের বাড়িতে সার্ভিস করতে হবে। চিত্র নিয়ে ভালোবাসা দিয়ে তাদেরকে বোঝাও। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ছবি দেখিয়ে পড়া বোঝানো হয়। এখানে কেউ ৪ মাসের বাচ্চা, কেউ ৬ মাসের, কেউ বা ২ মাসের। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এ কথা ধারণ হয়েছে যে, তোমরা ৮৪ টি জন্ম ক্রিভাবে নিয়ে থাকো। এখন ব্রাহ্মণ হয়েছে, এরপর দেবতা হবে, তারপর ক্ষত্রিয় - এমনভাবে নিজের সাথে নিজে কথা বলা দরকার। তোমরা পারলৌকিক বাবার সাথে কথা বলবে। একেই বলে বিচার সাগর মন্থন করা। যত সার্ভিস করবে, তত পুরস্কার পাবে। তোমরা গডলি সার্ভিস করছো। বাবা বলেন যে - ঘর গৃহস্থের ব্যবহারিক জীবনটাও সামলাও, তারপর ৮ ঘন্টা এই সার্ভিসে ব্যয় করো। এখন তোমরা অসীম জগতের ধন ভান্ডার পেয়েছো। সারাদিন ধরে বুদ্ধিতে এই স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকা উচিত। স্মৃতিতে ৮৪ জন্মের চক্রের কথা যেন সর্বদাই মনে থাকে। এটা ভুলে যাও কি করে? যত তাঁকে স্মরণ করবে, ততই বাবার গলার হার হয়ে যাবে। তারপর বিষ্ণুর গলার হার হয়ে যাবে। বারংবার বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয় যে - এখানে এলে এই জ্ঞান ভালোভাবে ধারণ করা সম্ভব, তার কারণ এখানে কোনো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদিরা উপস্থিত নেই। সার্ভিসেবল বাচ্চা সেই যে - সারাদিন সার্ভিসে থাকে, বাবার মুরলী শোনে, রিপোর্ট করে, খাতায় নোট করে। টিচার জানে যে, আমাদের স্কুল থেকে অনেকেই যখন পাস করে বেরোবে, তখন গভর্নমেন্ট পুরস্কার দেবে। ব্রাহ্মণদেরও এইরকম উদ্যোগ নেওয়া উচিত। আমরা গুচ্ছ গুচ্ছ বাচ্চাদেরকে তৈরি করে বাবার কাছে নিয়ে যাবো। একে বলা হয় সেন্সেবল। কোনো পরিশ্রম না করলে তার রিপোর্ট আসে - আরাম তো হারাম। এমন দক্ষ, চটপটে টিচার হওয়া দরকার যে ১০ টি সেন্টার সামলাতে পারবে। এদিকে ওদিকে ছুটতে পারে। ৫-৬ ঘন্টা ঘুম যথেষ্ট, বাদবাকি সময় পরিশ্রম করতে হবে। ভালো সেন্সিবল বাচ্চারা চেষ্টা করলে ভোজনও নিজের হাতে প্রস্তুত করবে। বাবাকে স্মরণ করে ভালোবেসে ভোজন বানাবে এবং তা গ্রহণ করবে, তখন তার স্থিতি অত্যন্ত ভালো হয়ে থাকবে। বাবাও চান যে, বাচ্চারা নিজের হাতে ভোজন বানাক। বাবাকে স্মরণ করে বানালে বাবা তার থেকে সুগন্ধ গ্রহণ করেন। বাবার স্মৃতিতে তার খুব দ্রুত উন্নতি হবে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের সাথে নিজে কথা বলে অথবা পারলৌকিক বাবার সাথে কথা বলে, বিচারসাগর মন্থন করে বুদ্ধিকে ব্যস্ত রাখতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) এখন আমরা আবার ঘরে ফিরে যাচ্ছি, এ হলো শোক বাটিকা - এর প্রতি কোনো মোহ রাখলে চলবে না। হৃদয়ে নতুন দুনিয়ায় প্রতি ভালোবাসা রাখো।

বরদানঃ:- দিলারাম বাবার স্মৃতির দ্বারা তিন কালকে সুন্দর বানিয়ে ইচ্ছা মুক্ত ভব
যে বাচ্চাদের হৃদয়ে একমাত্র দিলারাম বাবার স্মৃতি রয়েছে, তারা সর্বদা বাঃ বাঃ এর গীত গাইতে থাকে।
তাদের মন থেকে স্বপ্নেও কখনো 'হায়' শব্দ নির্গত হতে পারে না - কারণ যা হয়েছে তাও বাঃ, যা হচ্ছে তাও

বাঃ এবং যা হতে চলেছে তাও বাঃ। তিনটি কালই বাঃ বাঃ অর্থাৎ ভালোর থেকে আরো ভালো। যেখানে সবকিছুই ভালো হয়, সেখানে মনে আর কোনো ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কেননা 'ভালো' তখনই বলতে পারবে যখন সমস্ত প্রাপ্তিলাভ হয়েছে। প্রাপ্তি সম্পন্ন হয়ে ওঠাই হল ইচ্ছামুক্ত হওয়া।

স্লোগান:- সংস্কারগুলিকে এইরূপ শীতল বানিয়ে নাও যাতে কোনো রকমেরই ক্রোধের অগ্নির (জোশ বা রোয়াব) সংস্কার ইমার্জই হতে না পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;